পদ্মিনী

(ঐতিহাসিক নাটক ।)

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত ।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত ।

৭০ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে
শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত
ও
শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত ।

কলিকাতা ।

সন ১৩১৯ সাল ।

৩৩

আলাউদ্দীন বলবান। কেমন ক'রে সাজাদা তার দিল্লী প্রবেশে বাধা দেবেন?

১ম ওম। তিনি কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

চর। তিনি আত্মীয় স্বজন ও আপনাদের নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করবেন স্থির করেছেন!

১ম ওম। কোথায় যাবেন?

চর। আপাততঃ মুলতান। সেখান থেকে সৈন্যসামন্ত সংগ্রহ ক'রে তিনি দিল্লীতে ফেরবার চেষ্টা করবেন।

১ম ওম। তা কি হয়? আলাউদ্দীন একবার দিল্লীর সিংহাসন দখল করে বসতে পারলে, সেটা কি আর তাঁর সহজ হবে? এই আসবার মুখে সাজাদা যদি বাধা দেবার চেষ্টা করেন, তাহ'লে বরং কতকটা আশা আছে। এখনও পর্য্যন্ত সম্রাট জালালউদ্দীনের নাম করে সহায়তা প্রার্থনা করতে পারলে দিল্লীর চতুঃপার্শ্বস্থ স্থান থেকে লক্ষ সৈন্য সংগ্রহ হয়।

চর। বেশ তাহলে আপনারা গিয়ে তাঁকে সৎপরামর্শ দিন। কিন্তু বিলম্ব করবেন না। বিলম্ব করলেই জানবেন, আপনারা সকলে আলাউদ্দীনের হস্তে বন্দী। আমি উজীর সাহেবকে খবর দিতে চললুম।

(চরের প্রস্থান ও অপর দিক হইতে
২য় ওমরাওয়ের প্রবেশ)

২য় ওম। হাঁহে ভাই! সম্রাট নাকি আলাউদ্দীনের হাতে হত হয়েছেন?

১ম ওম। তাইত শুনছি।

২য় ওম। আমি যে ভাই বিশ্বাস করতে পারছি না। আকারে ইঙ্গিতে এক দিনের জন্যও ত আলাউদ্দীনকে আমরা নীচাশয় বোধ করতে পারিনি। বিশেষতঃ সে কি এতই বেইমান যে, অমন দেবতুল্য স্নেহময় বৃদ্ধ রাজাকে প্রাণে মারতে ইতস্ততঃ করবে না? বিশেষতঃ যে পিতৃব্য তাকে এতদিন থেকে পুত্রাধিক স্নেহে প্রতিপালন করেছেন, বুদ্ধিমান দেখে, আপনার ছেলেদের বঞ্চিত ক'রে রাজ্যের যত সব প্রধান প্রধান পদে তাকে নিযুক্ত করেছেন, এমন কি শত্রু রাজাদের আক্রমণ থেকে রাজ্য রক্ষার উপযুক্ত বিবেচনা ক'রে মৃত্যুকালে যে ভ্রাতুস্পুত্রকে তিনি সিংহাসন দিয়ে যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছিলেন, সেই ভ্রাতুস্পুত্র অমন স্নেহময় অশীতিপর বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিহত করলে? আমার বোধ হয় আলাউদ্দীন সম্রাটকে বন্দী করে রেখেছে।

১ম ওম। বিশ্বাস না হবারই কথা! কিন্তু এই দুনিয়া এমনি মজার স্থান যে, এখানে অবিশ্বাস করবার কিছু নেই। এই পৃথিবীতে কঠোর কণ্টকশীর্ষ খর্জ্জুরবৃক্ষ মধুর ভাণ্ডার। আর সুন্দর কৃষ্ণকান্তি ভ্রমর নিত্য মধুপান ক'রেও অগ্নিময় বিষে পরিপূর্ণ। শুনলুম, দেবগিরি-জয়ে আলা বহু ধন রত্ন লুণ্ঠন করে এনেছে জানতে পেরে, সে সমস্ত ধন নিজের প্রাপ্য জেনে সম্রাট তার কাছে দূত প্রেরণ করেন। আলা কিছু মূল্যবান মণি সম্রাটকে উপঢৌকন পাঠিয়ে, লিখে পাঠান যে, তিনি পথের মাঝে শিবিরে সাঙ্ঘাতিক পীড়ায় আক্রান্ত। সুতরাং তিনি সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অক্ষম। সম্রাটের যদি সমস্ত ধন গ্রহণ করাই অভিপ্রেত হয়, তাহ'লে তিনি সত্বর নিজে এসে গ্রহণ করুন। নতুবা তার রোগের সুযোগে সমস্ত ধন অপহৃত হওয়া সম্ভব। সরলপ্রকৃতি সম্রাট তার এ কথায় বিশ্বাস ক'রে, তাকে দেখতে অগ্রসর হ'লেন। উজীর তাঁকে এ কাজ করতে বারংবার নিষেধ করেছিলেন। কিন্তু ধনের লোভে বৃদ্ধ উজীরের কথা রাখতে পারলেন না সামান্যমাত্র সৈ[illegible] সঙ্গে নিয়ে তিনি আলাউদ্দীনের সঙ্গে দে[illegible]

করতে গিয়েছিলেন। পথের মাঝে তার ভাই কৌশলে সম্রাটকে সৈন্য সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে। তার পরেই এই শোচনীয় ঘটনা। আলা-উদ্দীনের সৈন্য অকস্মাৎ অতর্কিত ভাবে তাঁকে চারিদিক থেকে আক্রমণ ক'রে একেবারে খণ্ড খণ্ড করে ফেলেছে।

২য় ওম। তা'হলে আমাদের কি কর্ত্তব্য ?

১ম ওম। আমিও তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—কি কর্ত্তব্য ? আলাউদ্দীন ত সিংহাসন দখল করবে।

২য় ওম। করবে কি, করেছে! সুধু এসে সিংহাসনে বসতে যা তার বিলম্ব।

১ম ওম। আমাদের সঙ্গে ত তার কখনও সদ্ভাব ছিল না।

২য় ওম। ছিল না, থাকবেও না। আমি ত ভাই সে বেইমানের গোলামী করতে পারব না।

১ম ওম। তাহ'লে আর বিলম্বে প্রয়োজন কি ? এস, সময় থাকতে থাকতে, আমরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে, সাজাদার সঙ্গে সহর পরিত্যাগ করি।

২য় ওম। তা ভিন্ন ত আর উপায় দেখতে পাচ্ছি না!

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর ও চরের প্রবেশ)

উজীর। হত হবেন, এত জানা কথা! বারংবার সম্রাটকে নিষেধ করলুম যে "জাঁহাপনা। ভ্রাতুষ্পুত্রের এত পিতৃব্যভক্তিতে বিশ্বাস করবেন না।" ধন লোভে অন্ধ বাদশা কিছুতেই আমার কথা কাণে তুললে না। জীবনের সমস্ত কালটা ভোগ করেও তাঁর ভোগের পিপাসা মিটল না, হতভাগ্য আশী বৎসর বয়সে ধনলোভে আততায়ীর হস্তে প্রাণ দিলে!

চর। কই হুজুর! কেউ ত এখানে নেই। বোধ হয় ওমরাওরা সাজাদার সঙ্গে পরামর্শ করতে প্রাসাদে গেছেন। তাহ'লে আপনিও চলুন, বিলম্ব করবেন না। মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করলে আপনাদের সবারই প্রাণহানির সম্ভাবনা। কেউ বাঁচবেন না, আলাউদ্দীন যখন তার স্নেহময় পিতৃব্যকে হত্যা করতে ইতস্ততঃ করেনি, তখন আপনাদের কাউকেও সে প্রাণে রাখবে না। সম্রাটের মৃত্যু-সংবাদ সহরে প্রচার হ'তে না হ'তে সে এখানে এসে পড়বে। আমি আপনার কর্ত্তব্য করলুম, আপনি আপনার কর্ত্তব্য করুন আপনি দিল্লী-ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হ'ন, আমি অন্যান্য ওমরাওদের খবর দিয়ে আসি।

[প্রস্থান।

উজীর। আর কাউকে হত্যা করুক আর না করুক, আমাকে দেখবামাত্র ত আলাউদ্দীন জল্লাদের হাতে সমর্পণ করবে। কিন্তু সুধু সুধু কাপুরুষের মত দিল্লীত্যাগ করব—বেইমানকে দিল্লীপ্রবেশে একটুও বাধা দেব না? সাজাদা কি এতই হীন, প্রাণ কি তার এতই প্রিয় যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেবার সামান্যমাত্র চেষ্টাও না ক'রে চোরের মত পালাবে?

(নসীবনের প্রবেশ)

এ কি মা! তুমি এত রাত্রে এখানে এলে কেন?

নসী। আপনাকে ব্যস্ত ও ব্যাকুল দেখে। কোন একটা বিপদের আশঙ্কা ক'রে, আমি আপনার পেছন পেছন এসেছি। আপনার অনুমতি নেবার অবকাশ পাইনি!

উজীর। কাজ ভাল করনি। কেন না এখন আর আমি ঘরে ফিরতে পারব না, কখন যে ফিরব তাও ত বলতে পারি না।

নসী। তা বুঝতে পেরেছি!

উজীর। বুঝতে পেরেছ? সে কি?—কি বুঝেছ?

নসী। আমি অনিচ্ছায় অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। একি শুনলুম বাবা ?

উজীর। নসীবন! মা আমার! যদি শুনে থাক তাহ'লে এই মুহূর্ত্তেই ঘরে ফিরে যাও। দেখতে দেখতে এ সংবাদ সমস্ত দিল্লী সহর ছড়িয়ে পড়বে। এক দণ্ডের ভিতর এ স্থান অরাজক হবে। দেরি করলে পথে বিপদে পড়বার সম্ভাবনা। মা! মর্য্যাদা রক্ষা অগ্রে প্রয়োজন। শীঘ্র ঘরে ফিরে যাও! গিয়ে মূল্যবান রত্নগুলো আগে সংগ্রহ ক'রে রাখ।

নসী। আমার গা কাঁপছে।

উজীর। কথা শুনেই যদি গা কাঁপে, তাহ'লে বিপদ সম্মুখীন হ'লে মর্য্যাদা রাখবে কি করে ? এ আমার কন্যার যোগ্য প্রকৃতি নয়। বেশ, এই আমার অস্ত্র নাও, নিয়ে শীঘ্রই এস্থান ত্যাগ কর।। (অস্ত্রদান)

নসী। আমি যে বড়ই অনিষ্ট ক'রে ফেলেছি বাবা।

উজীর। সে কি ? কি অনিষ্ট করেছ মা ?

নসী। বড়ই অনিষ্ট করেছি। অভাগিনী আমি, না বুঝে আপনার অতুলনীয় সন্তান-বাৎসল্যের অমর্য্যাদা করেছি।

উজীর। কি করেছিস্ ?

নসী আপনার ঘরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন আগে থাকতে সেই পিতৃব্যঘাতীকে দান করেছি।

উজীর। কি দিয়েছিস ? পারস্য দেশ থেকে আনীত আমার সেই বহুমূল্য মতিহার ?

নসী। কি করলুম—কি করলুম ?

উজীর। কি করেছিস্, শীঘ্র বল্; তোর হেঁয়ালী বোঝবার আমার সময় নেই। যদি তাই দিয়ে থাকিস্, তাহ'লে আর উপায় কি ? অন্য রত্নগুলো সংগ্রহ ক'রে রাখগে যা। আমি অদ্য রাত্রেই তোকে নিয়ে দিল্লী পরিত্যাগ করব।

নসী। কি করলুম ? ভবিষ্যৎ না বুঝে কি করলুম ?

উজীর। করেছিস—করেছিস—তাতে দুঃখ কি ? আমার পুত্র-পরিজন-হীন সংসারে তুইই আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-রত্ন। তোকে পিশাচের লোভ থেকে রক্ষা করতে পারলে আমার সব রক্ষা হবে।

নসী। পিতা আমি তাকেই দান করে ফেলেছি।

উজীর। কি বললি পাপিষ্ঠা! সেই নরপিশাচের কাছে আত্মবিক্রয় করেছিস্ ?

নসী। আমি তাকে ধর্ম্মানুসারে বিবাহ করেছি। তার রূপে ও মিষ্ট বাক্যে মুগ্ধ হয়ে আমি উপযাচিকা হয়ে তাকে ধরা দিয়েছি। আপনি চিরদিন তার প্রতি বিরূপ ব'লে, আপনার কাছে এ কথা বলতে সাহস করিনি।

উজীর। তবেত তুই নিজেই নিজের মঙ্গল বুঝিস! তবে আর কেন—আমার অস্ত্র ফিরিয়ে দে!

নসী। এই নিন্—

উজীর। পাপীয়সী! ঈশ্বরের নামগ্রহণ কর্। মনের কোণেও স্থান দিস্নি যে, সে তোকে সাম্রাজ্য ভোগের অংশভাগিনী করবে। আমার প্রতিকুলাচরণের প্রতিশোধ নিতে, বুদ্ধিলেশহীনা তোকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে, বাঁদীত্বে গ্রহণ করেছে। বাঁদী তুই, বাঁদীর যোগ্য আদর পাবি। যদি তুই কখনও রাজপ্রাসাদে স্থান পাস্, জানবি সে সুধু প্রধানা বেগমের পদসেবার জন্য। কিন্তু আমিও তোকে সে অতুল সুখভোগ করতে অবসর দেব না। তোকে এইখানেই দ্বিখণ্ড করে রেখে যাব। নে, শেষবারের জন্য ঈশ্বরের নাম গ্রহণ কর্।

নসী। এখন আমি যথার্থই অনুতপ্ত। আমাকে বধ করতে আপনি এতটুকু ইতস্ততঃ

করবেন না। এ পাপিষ্ঠা বধে আপনার কিছু-মাত্র প্রত্যবায় নাই।

(হাঁটুগাড়িয়া অবনতমস্তকে উপবেশন)

(পশ্চাৎ হইতে আল্‌মাস্‌বেগ ও সৈন্যগণের উজীরকে বন্দীকরণ)

উজীর। নসীবন্! মা আমার! শীঘ্র পালাও, আত্মরক্ষা কর।

আল্। প্রাণে মের না, বৃদ্ধকে সাবধানে বন্দী কর। তারপর সাহানসা বাদশা নামদারের কাছে নিয়ে যাও! আমি অন্যান্য ওমরাওদের গ্রেপ্তার করতে চল্‌লুম।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[শিবির]

আলাউদ্দিন ও মোজাফর।

মোজা। জাঁহাপনা গোলামের একটা নিবেদন।

আলা। আর নিবেদন কেন, থামো না। যদি আমার উজীরী করতে চাও, তাহ'লে এই নিবেদনগুলোয় ক্ষান্ত দাও। তুমি যা নিবেদন করবে, তা আমার আগে থাক্‌তেই জানা আছে।

মোজা। আজ্ঞে তা থাকবে না কেন। জনাবের মন হচ্ছে মোন, আর গোলামের মন হচ্ছে ছটাক। জনাবের মনের একটু আধটকু নিয়েই এ গোলামের মন তইরি। আমি যা নিবেদন করব, তা কি আপনার অবিদিত থাকতে পারে?

আলা। তুমিত বলবে যখন বিনা আয়াসে সিংহাসন লাভ হ'ল, তখন আর দিল্লী সহর নরশোণিতে প্লাবিত করবেন না।

মোজা। আজ্ঞে গোলামের এইই অভিপ্রায় জাঁহাপনা।

আলা। সে যে কি করব না করব, আমি এখান থেকে বলতে পারব না। দিল্লীতে পৌছে, দিল্লীর অবস্থা বুঝে, তবে তোমার এ কথার জবাব দেব। তবে একথা তোমায় বলে রাখি, দিল্লীতে আমার কে শত্রু, কে মিত্র এ আমার পূর্ব্ব থেকেই জানা আছে। কাকে রাখা কর্ত্তব্য, আর না রাখা কর্ত্তব্য আগে থাকতেই ঠিক করে রেখেছি।

মোজা। গোলামের অভিপ্রায়, যেটা কণ্টকস্বরূপ হয়ে সিংহাসন আরোহণের পথে বাধা দেবে, সুধু সেইটেকেই পথ থেকে সরিয়ে দেবেন।

আলা। দেখ মোজাফর! রক্ত দেখতে যদি কাতর হও, ত সিংহাসনের পার্শ্বে দাঁড়িয়ো না। সিংহাসনের ভিত্তি সুদৃঢ় করতে হ'লে অগ্রে রক্ত দিয়ে তলদেশের মৃত্তিকা সিক্ত করতে হয়। যেদিন দেবগিরি জয় ক'রে অজস্র মণি-মাণিক্যের অধিকারী হই, সেই দিনই আমি জেনেছিলুম যে, দিল্লীর সিংহাসন আমার করায়ত্ত। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর আমিই যে বাদসা নামদার হ'ব, এটা দিল্লীর সমস্ত রাজনীতিজ্ঞই বুঝতে পেরেছিল। সম্রাটও যে তা বুঝতে পারেনি, এরূপ মনে ক'র না। তার ওপর, আমার ক্ষমতা নিয়েই বৃদ্ধের ক্ষমতা। আমি ইচ্ছা করলে, জীবন্তেই তাকে সিংহাসনচ্যুত করতে পারতুম। তার জন্য আমাকে বেশী আয়াস স্বীকার করতে হ'ত না।

মোজা। গোলামের গোস্তাকি মাফ হয়, তবে এমন কাজ করলেন কেন জাঁহাপনা? কেন, এরূপ পরম ধার্ম্মিক পিতৃব্যবধে দুরপনের কলঙ্ক কিন্‌লেন?

আলা। কলঙ্ক? রাজার আবার কলঙ্ক কি? চন্দ্রের ন্যায় রাজার কলঙ্ক কেবল তার

শোভা বিস্তারের জন্য। যেখানে বকধার্ম্মিকের হাতে রাজদণ্ড, সেইখানেই কোন কলঙ্কের কথা শুনতে পাবে না। পরম ধার্ম্মিক গর্দ্দভের অত্যাচার স্বধু নিরীহ চিরপদদলিত তৃণের উপর। কে তার খোঁজ ক'রে, কে তার স্মরণ রাখে? সিংহ যে বনে অধিষ্ঠিত, তারই চারিদিকে অভ্রভেদী তরুর গায় মর্ম্মভেদী নখচিহ্ন। আজ আমি পিতৃব্যকে নিহত ক'রে সিংহাসন দখল করতে চলেছি, আমার নাম একদিনের ভেতরেই হিন্দুস্থানের প্রান্তে প্রান্তে ছুটে গেছে। বকধার্ম্মিক হয়ে গোপনে নিরীহ প্রজার সর্ব্বনাশ করলে কি আর তা হ'ত? আমার 'ভালমানুষ' অভিধানটী দিল্লীর গণ্ডীর বাইরে এক অঙ্গুলি স্থানও অগ্রসর হ'ত না। আমি মরবার পরদণ্ডেই সে সুনাম দিল্লীর পথের ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে যেত। যাও, আর নিবেদন আরজি নিয়ে আমার কাছে এস না। স্বধু দেখ—আমি রাজ্য সুশাসনের জন্য, একটা বিশ্বব্যাপী নামের জন্য কি কি করি। গোল ক'র না—'জাঁহাপনা,' 'হুজুর', 'জনাব' ইত্যাদি কতকগুলি গালভরা শ্রবণভেদী শব্দে আমার মাথা গুলিয়ে দিয়ো না।

মোজা। যথা আজ্ঞা জাঁহাপনা। বুড়োমানুষ! যদি একটা আধটা বেফাঁস কথা হয়, ধরবেন না।

আলা। তোমার বাক্য চাই না, বুদ্ধি চাই না—তোমার দ্বারা কোনও কাজ চাই না। স্বধু আমার কথা শোনবার জন্য মাঝে মাঝে তোমার কাণ চাই, আর আমার যশঃ-সৌরভ আঘ্রাণের জন্য মাঝে মাঝে তোমার নাক চাই।

মোজা। যো হুকুম। এখন থেকে এই দুটোকেই আমি সর্ব্বদা ঘসে মেজে রাখব।

আলা। যদি তুমি স্বধু কর্ণনাসিকাযুক্ত একটী অবয়বহীন মাংসপিণ্ড হ'তে, তাহ'লে তুমি আমার যোগ্যতর উজীর হ'তে। যাও, এখন একটু নিদ্রা দাওগে, তাতে আমার রাজকার্য্যের অনেক সাহায্য হবে। [উজীরের প্রস্থান।

পিতৃব্যকে হত্যা করলুম—তাহ'তে আমার অনিষ্ট হবার কোনও সম্ভাবনা নেই জেনেও হত্যা করলুম! কেন? এ একটা কৌশল! সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার একটা নূতন নীতি। আমায় যদি লোকে চিনতেই পারবে, তাহলে, রাজা হবার মজা কি? অন্যে যে পথটা সহজ বলে চলবে, আমি প্রাণান্তেও সে পথ মাড়াব না। অন্যে যে পথে চলতে ভয় পাবে, আমি সেই পথেই পা দেব। লোকে সাধারণতঃ যে কার্য্য এতকাল ক'রে আসচে, আমি তার উলটো করব। তাতে দুনিয়ায় দু'দিনের বেশী যদি না থাকতে হয়, তাও স্বীকার। ধর্ম্ম কি, অধর্ম্ম কি, কিছুই বুঝি না। যেটা আমি ধর্ম্ম বলি, অন্যে সেটাকে অধর্ম্ম বলে! কই এ জগতে দু'জন লোকেরও ত ধর্ম্মগত মিল দেখলুম না! বাঘ হরিণ সুপ্রাপ্য করবার জন্য ভগবানকে ডাকে, হরিণ বাঘের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাবার জন্য ভগবানকে ডাকে। ভগবান কখন বাঘের কথা রাখছেন, কখন বা হরিণের কথা রাখছেন! এই দিল্লীর সিংহাসন এক সময় হিন্দুর ছিল, এখন মুসলমানের। মুসলমান বলে, কাফেরের হাত থেকে রাজ্য কেড়ে নিয়ে ধর্ম্ম করেছে, হিন্দু বলে, বিধর্ম্মীরা এসে আমাদের ধর্ম্মরাজ্য অপহরণ করেছে। ও ধর্ম্মাধর্ম্মের হিসেব নিকেশে মিলিয়ে পেলুম না। কাজেই আমাকে একটা কিছু নূতন পথ অবলম্বন করতে হয়েছে। পিতৃব্য যদি আমার কাছে দেবগিরির লুণ্ঠন সামগ্রী না চাইতেন, তাহ'লে আমি তাকে সব দিতুম। চাইলেন ব'লে ছলনা

করলুম। আমি তাঁকে আমার শিবিরে আসতে লিখলুম। যদি সম্রাট আমাকে অবিশ্বাস করতেন, তাহলেও সমস্ত মণিরত্ন তাঁর পায়ে উপঢৌকন দিতুম; আমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে এলেন ব'লে প্রাণে মারলুম। নূতন—নূতন—দুনিয়ায় যতদিন থাকব, ততদিন এক একটা নূতন কিছু করে আসর সরগরম রাখতে হবে—বুঝেছ ?

(আল্‌মাস্‌বেগ ও বন্দী ওমরাওগণের প্রবেশ)

আল্। জনাব! দিল্লীতে গিয়ে সিংহাসনের পথ নিষ্কণ্টক ক'রে এসেছি। প্রায় সমস্ত ওমরাও বন্দী। কেবল সাজাদাকে ধরতে পারলুম না। আমাদের দিল্লীপ্রবেশের পূর্ব্বেই সে অন্যপথে পলায়ন করেছে।

আলা। বেশ করেছে। তাকে আমার কোনও ভয় নেই, সুতরাং তার পলায়নে আমার কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না। এদের যে ধ'রে আনতে পেরেছ, এইতেই আমার যথেষ্ট লাভ। তোমরা আমার কাছে কি প্রত্যাশা কর?

১ম ওম। যে নির্দ্দয় নিরীহ সরল বিশ্বাসী স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যকে নিমন্ত্রণ ক'রে হত্যা করতে পারে, তার কাছে, আমরা মৃত্যু ভিন্ন আর কি প্রত্যাশা করতে পারি ?

আলা। তাহ'লে সকলে ভীষণ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হও!

১ম ওম। প্রস্তুত হয়েই এসেছি।

আলা। আল্‌মাস্! এই এক এক জন বিজ্ঞ ওমরাওকে এক এক লক্ষ মোহর খেলাত দিতে খাজাঞ্চীর প্রতি আদেশ কর।

[আল্‌মাস্ ও আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

১ম ওম। একি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এর কাছে এরূপ আচরণ ত আমরা কখনও প্রত্যাশা করিনি!

২য় ওম। তাইত একি ?

৩য় ওম। আমরা যে ওর চিরশত্রু! এ কি স্বপ্ন ?

১ম ওম। এই কি পিতৃব্যঘাতী নির্ম্মম আলাউদ্দীন ?

২য় ওম। এখন দেখছি সম্রাটের দোষ!

১ম ওম। নিশ্চয়। বুড়ো ভিমরতি নিজের দোষে প্রাণ হারিয়েছে।

২য় ওম। আমিত তোমায় আগেই বলেছিলুম যে, আলাউদ্দীন নীচ, একথা বিশ্বাস ক'র না।

১ম ওম। আমিও কি বিশ্বাস করেছিলুম! বুড়োর ভেতরেই যত কুটীলতা ছিল।

সকলে। মরেছে বেশ হয়েছে। চল, চল—শিগ্‌গির চল। সুন্দর রাজা, সুন্দর সম্রাট!

(আল্‌মাসের প্রবেশ)

আল্। আসুন ওমরাওগণ! সম্রাটের খেলাত নেবেন আসুন। [সকলের প্রস্থান।

(উজীর ও আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

উ। কি করলেন জনাব! এই বাঘগুলোকে হাতে পেয়ে ছেড়ে দিলেন ?

আলা। হরিণগুলোকে এবার থেকে পিঞ্জরে পূরব; আর বাঘগুলোকে ছেড়ে দেব।

উ। বেশ করবেন। এইত বুদ্ধির কাজ! হরিণগুলো গু'তোয়, সুবিধে পেলেই পেট চিরে দেয়—আর বাঘগুলি কেমন হলদে হলদে ল্যাজ নাড়ে।

(নসীবের প্রবেশ)

নসী। জনাব! সেলাম।

আলা। কেও নসীবন? তুমি যে এখানে ?

নসী। আমার সম্রাট স্বামীকে দেখতে এলুম।

আলা। বেশ, দেখা হল—এইবারে চলে যাও।

নসী। চলে যাব কোথায়? আপনার সৈন্য আমার ঘরদোর সব চূর্ণ করেছে, আমার পিতাকে বন্দী করেছে।

আলা। ভালই করেছে। তোমার পিতার প্রাণদণ্ড হবে। তুমি কন্যা, কেন তার মৃত্যু চক্ষে দেখে মর্ম্মপীড়িত হবে? এই বেলা এ স্থান ত্যাগ কর।

নসী। স্বামীর কাছে, আর কোনও অনুগ্রহ প্রত্যাশার অধিকারিণী না হই, পিতার জীবনও কি ভিক্ষা করতে পারব না?

আলা। এসব রাজনীতির কথা! তোমার পিতা আমার পরম শত্রু। আমাকে নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করতে হ'লে, তার প্রাণ লওয়া সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

নসী। (পদধারণ) সম্রাট! একদিন ঈশ্বরের নামে শপথ ক'রে, আমাকে সর্ব্বস্ব দিতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বিবাহ করেছেন। পত্নীর একটা প্রার্থনা পূরণ করুন।

আলা। তোমার প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে আমি তোমাকে বিবাহ করিনি। বিবাহ করেছি, তোমার দাম্ভিক পিতার আমার প্রতি আক্রোশের প্রতিশোধ নিতে। নইলে তুমি গোলামের কন্যা কখন বাদশার হারেমে স্থান পাবার যোগ্য নও!

নসী। সম্রাট! তোমার যদি মানুষের চক্ষু থাকত, তাহলে দেখতে পেতে যে, আমি তোমাকে বিবাহ ক'রে, তোমার নীচ খিলিজী বংশের মর্য্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছি। সম্রাট! আমি সৈয়দ কন্যা, গোলাম তুমি।

আলা। কি বললি কমবক্‌তি? (পদাঘাত)

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। কি করিলি নরাধম? সরলা বালিকাকে ছলনায় মুগ্ধ ক'রে তার বংশমর্য্যাদা নষ্ট করেছিস্, এখন তাকে অসহায়া পেয়ে তার ওপর অত্যাচার করলি? কি বলব আমি বন্দী, নইলে প্রতি-পদাঘাতে আমি এই বালিকার অপমানের প্রতিশোধ নিতুম। বেইমান! ময়ূরের পালকে সজ্জিত হলে কাক কখন ময়ূর হয় না।

আলা। এই কমবক্‌তকে নিয়ে গিয়ে কোতল কর।

[প্রহরী কর্ত্তৃক উজীরকে লইয়া প্রস্থান।

নসী। বেইমান! সেই সঙ্গে আমাকেও কোতল করতে হুকুম দে।

আলা। তোমাকে কোতল করতে আমার দায় পড়ে গেছে।

নসী। জানিস্ আমি প্রতিশোধ নিতে পারি।

আলা। তুমি ক্ষুদ্র কীট! তুমি দিল্লীর সম্রাটের ওপর কি প্রতিশোধ নেবে? তা যদি তুমি নিতে পার তাহ'লে আমি খুসী হব।

নসী। বেশ।— [প্রস্থান।

আলা। তোর যা রূপ, তাতে আমি তোকে ভালবাসতে পারতুম; কিন্তু তোকে ভালবাসব না আমার প্রতিজ্ঞা। মোজাফর, এক কাজ কর। শীঘ্র ঘাতকের হাত থেকে বৃদ্ধ উজীরকে রক্ষা কর। বৃদ্ধ অকর্ম্মণ্যকে মেরে আর হাতে দাগ করব না, তাকে নির্ব্বাসিত করে দাও।

তৃতীয় দৃশ্য।

[মন্দির প্রাঙ্গণ।]

পদ্মিনী, পুরোহিত ও মীরা।

পদ্মিনী। ঠাকুর, পূজার কি কি সামগ্রী আনা হয়েছে দেখুন, এবং আর কি কি সামগ্রী আনতে হবে, অনুমতি করুন।

পুরো। মা! তোমরা শিশোদীয় কুলবধূ। তোমার শ্বশুরকুল যে মন্ত্রে মায়ের আবাহন ক'রে, এই মেওয়ার পর্ব্বতের পাদদেশে মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন, তাতো তোমার অবিদিত নেই! মা! এই অসিতাঙ্গীর পূজা করতে কি কি উপকরণের প্রয়োজন, তা আর আমি তোমাকে কি বলব?

পদ্মিনী। কি জানি প্রভু! আমরা রমণী, শাস্ত্রে সম্যক দৃষ্টিহীনা। যদি কোন একটা সামান্য ত্রুটী ক'রেও মায়ের পূজা পণ্ড করি, তাই ভয় হয়। আপনি হচ্ছেন শিশোদীয় কুলের গুরু। যে পেটিকায় অতি প্রাচীনকাল থেকে চিতোরের গৌরব-বিধায়িনী মন্ত্রমালা রক্ষিত, তার চাবি আপনার হাতে। রাণা এখনও ছেলে মানুষ, রাণীও ছেলে মানুষ। রাজ্যের সমস্ত ভার আমার স্বামীর উপর। আমার ভাগ্যবতী ভগিনীর উপর এক সময় মায়ের পরিচর্য্যার ভার অর্পিত ছিল। ভগিনী আমার সে ভারের পূর্ণ-মর্য্যাদা রক্ষা করে চলে গেছেন। তাঁর সময়ে স্বামী পূর্ণযশে যশস্বী। চিতোরের সম্পদ ভগিনীর ধর্ম্মপ্রভাবে আজও পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ন। মা ভবানীর অনুকম্পায় তিনি বীরপুত্রের জননী। এই সকল আমাকে দান করে তিনি স্বর্গে গিয়েছেন। কিসে আমি এই সামগ্রীগুলি অক্ষুণ্ন রাখতে পারি, সেই চিন্তায় আমি সর্ব্বদাই ব্যাকুল হয়ে আছি। রাণার কুশল, আমার এই বৌমার পুত্রটীর কুশল, আমার পুত্রগণের কুশল, এ যাবৎকাল পর্য্যন্ত স্বামীর অক্ষুণ্ন যশঃ, এ সমস্ত বজায় রেখে মরতে পারি তবেই না আমার রমণী-জন্ম সার্থক!

পুরো। মা! তুমি যে মহদ্বংশ থেকে এসেছ, যে মহদ্-বংশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছ, তোমার কাছে মর্য্যাদা রক্ষার আশা না করলে কার কাছে করব? কিছু ভয় নেই মা! আমাদের ভাগ্যদোষে যদি চিতোরের স্থূল শরীরে কখনও কোন অনিষ্ট হয়, তার যশঃ-শরীরে ভবানী নিজে অস্ত্র ধরলেও কখন আঘাত করতে পারবেন না—এ বিশ্বাস আমার আছে। পার্ব্বতী তোমাকে সমস্ত রূপজ্যোতি দান ক'রে নিজে রূপহীনা কৃষ্ণাঙ্গী। তোমাতে আঘাত লাগলে জানবে, উন্মাদিনী নিজদেহে অস্ত্রাঘাত করেছেন, তা কখন সম্ভব নয়। যদি পূজার কোনও সামগ্রী অভাব আছে মনে কর, নিয়ে এস। ভাল কথা —তোমার স্বহস্ত-চয়িত কিছু পুষ্প মাকে নিবেদন করতে হবে! আর বক্ষের কিঞ্চিৎ রক্তদানে মাকে আবাহন করতে হবে।

পদ্মিনী। যথা আজ্ঞা।

পুরো। তুমি ফিরে এলে তবে আমি পূজায় নিযুক্ত হব। তুমি উপস্থিত না থাকলে, মায়ের সংকল্পই হবে না।

পদ্মিনী। আমরা যত শীঘ্র পারি ফিরে আসব।

পুরো। আর দেখ মহারাণী, তুমি পুর-বাসিনীদের এই সময়েই প্রস্তুত হয়ে থাকতে বল।

মীরা। যথা আজ্ঞা।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। খুড়ীমা! রাজা সাহেব কোথায়?

পদ্মিনী। তিনি বোধ হয় আরামবাগের নবরচিত পুষ্পোদ্যানে, কারুকরদের কার্য্যের

তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত আছেন। যদি প্রয়োজন থাকে ত বল, আমি সেইখানেই যাব, মায়ের জন্য আরো কিছু পুষ্পচয়ন করব। প্রয়োজন থাকে, আমি তাঁকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

লক্ষ্মণ। তবে তাই দিন। তাঁর সঙ্গে আমার একটা বিশেষ প্রয়োজন আছে। (পদ্মিনী ও সখিগণের প্রস্থান) এই যে, গুরুদেব আছেন?

পুরো। আছি রাণা—মায়ের পূজার সময় অপেক্ষায় বসে আছি।

লক্ষ্মণ। পূজার বিলম্ব কত?

পুরো। এখনও বিলম্ব আছে। মায়ের চিরকালই নিশীথ পূজার ব্যবস্থা। অমাবস্তার ঘোর অন্ধকারে যখন সমস্ত সংসার নিদ্রিত হয়, তখনই মা বরাভয় কর উত্তোলন করে জগৎ রক্ষার প্রহরিণীস্বরূপ উদ্যত কৃপাণে স্বরচিত মায়াকে ছিন্ন করেন।

লক্ষ্মণ। এখন ত সন্ধ্যা। নিশীথের ত এখনও অনেক বিলম্ব, কিয়ৎক্ষণের জন্য আপনি কি একবার বাইরে আসতে পারবেন না?

পুরো। কেন, বলবার কি কিছু আছে?

লক্ষ্মণ। আছে। দিল্লীর সংবাদ কিছু জানেন কি?

পুরো। জানি। আমি তীর্থদর্শনাথ সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত ঘুরে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কি খবর জেনে এলেন?

পুরো। আলাউদ্দীন খিলিজী দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করেছে।

লক্ষ্মণ। কি ক'রে করলে?

পুরো। তার পিতৃব্যকে হত্যা ক'রে।

লক্ষ্মণ। খুড়ো-রাজাও কি এ সংবাদ রেখেছেন?

পুরো। তিনি চার-চক্ষু—তিনি আর এ সংবাদ রাখেন নি?

লক্ষ্মণ। আমি সেই কথা জানবার জন্যই তাঁর সন্ধান করছিলুম।

পুরো। অভিপ্রায়টা জানতে পারি কি?

লক্ষ্মণ। হাঁ গুরুদেব! দিল্লীর অধিপতি পৃথ্বীরাজ যুদ্ধে জয়ী হয়েও রাজ্য হারালে কি করে?

পুরো। মহম্মদ ঘোরীর কুট-নীতিতে। প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হয়ে, ঘোরী কোনও প্রকারে প্রাণ নিয়ে দেশে পালিয়ে যায়। তার পর বৎসর অগণ্য সেনা সংগ্রহ ক'রে পূর্ব্ব অপমানের প্রতিশোধ নিতে, মহম্মদ ঘোরী আবার পৃথ্বীরাজের রাজ্য আক্রমণ করে। পৃথ্বীরাজও অসংখ্য বীর সেনা সঙ্গে নিয়ে কাগার তীরে, শত্রুর গতিরোধার্থ উপস্থিত হন। দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম, প্রাতঃকাল থেকে যুদ্ধ, সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মীমাংসা হ'ল না। উভয় পক্ষেরই বহু সৈন্য হতাহত হ'ল! ঘোরী তখন বুঝলে, ধর্ম্মযুদ্ধে ক্ষত্রিয়-পরাজয় অসম্ভব। তখন সে রণে ক্ষান্ত দিয়ে, পৃথ্বীরাজের কাছে সে রাত্রির মত বিশ্রাম প্রার্থনা করেছিল। ধর্ম্মযুদ্ধের চিরন্তনী-নীতি, পৃথীরাজ শত্রুর এ প্রার্থনায় 'না' বলতে পারলেন না। যুদ্ধ স্থগিত হ'ল। ক্ষত্রিয় রণক্ষেত্রে ও বিলাস ভবনে কোনও পার্থক্য দেখে না। অস্ত্র ঝনঝনা ও নৃত্যগীতের মধুর স্বর তার কর্ণে একরূপ ঝঙ্কারই উৎপাদন করে। ভারতীয় যুদ্ধে তখনও কূট-নীতি প্রবেশ করেনি। বীর্য্যবান মামুদ, আর্য্য সন্তানের উদ্দাম বিলাসিতার শাস্তিস্বরূপ যে কয়বার ভারত আক্রমণ করেছিল, তার একটী বারেও সে যুদ্ধে রণনীতি পরিত্যাগ করেনি। সুধু বীর্য্যে, সুধু বাহুবলে সে ভারতীয় রাজাদের পরাস্ত করেছিল। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে তখন সেই ইতিহাসের জাজ্জ্বল্যমান অক্ষর—তিনি

মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি. যে, বীর মহম্মদ ঘোরা যুদ্ধে নীতি বিসর্জ্জন করবে। সুতরাং রণক্ষেত্রে তাঁর সমস্ত সৈন্য, রণসাজ ত্যাগ ক'রে, আমোদ প্রমোদে মত্ত ছিল ; এমন সময়ে ঘোরী রাত্রির অন্ধকারের সহায়তায় কাগার নদী পার হয়ে, ভীমবেগে পৃথ্বীরাজের ছাউনী আক্রমণ করে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'তে না হ'তে তার সমস্ত সৈন্য বিধ্বস্ত হয়, পৃথ্বীরাজও রণক্ষেত্রে বন্দী হন।

লক্ষ্মণ। এখন ত আমরা দেখে শিখেছি, কার্য্যে বুঝেছি—আমাদেরও সে নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণা! এ ক্ষত্রিয়-শ্রেষ্ঠ, অগ্নি-কুলের মুখপাত্র চিতোর-পতির যোগ্য কথা নয়।

লক্ষ্মণ। কেন খুল্লতাত ? মাতৃভূমি রক্ষাই প্রত্যেক সন্তানের একমাত্র উদ্দেশ্য, আর সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'লে যখন শাস্ত্রবিহিত অক্ষয় স্বর্গ পুরস্কার, তখন এরূপ মহৎকার্য্যের জন্য কূট-নীতি অবলম্বনে দোষ কি ?

পুরো। ক্ষত্রিয় নীতিরক্ষার্থ স্বর্গের প্রলোভনও তুচ্ছ জ্ঞান করে! আর স্বর্গসুখ—কত দিনের জন্য ? 'অক্ষয়' স্বর্গও কালের সঙ্গে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু নীতি-রক্ষায় যে ধর্ম্ম, তাহা কল্পান্তস্থায়ী। রাণা! তার আর বিনাশ নাই।

ভীম। রাণা! যদি আমরা নীতি-পথ পরিত্যাগ ক'রেও দেশের উদ্ধার না করতে পারি, তাহ'লে দেশও গেল—ধর্ম্মও গেল। নীতিমার্গে চলতে পারলে, একদিন না একদিন আশা আছে —দু' বৎসরে হ'ক, দু'দশ জীবনে হ'ক, একদিন না একদিন—মাকে আমরা আবার নিজের ব'লে ফিরে পাব। ভারতসন্তান নীতি-বর্জ্জিত হ'লে, স্থির জানবে আর কখনও মাথা তুলতে পারবে না।

লক্ষ্মণ। কেন ?

ভীম। বাপ্! এ সব জন্মজন্মান্তরের সাধনা। মানবের ক্রমোন্নতিতে আমরা ঋষি-ধর্ম্মের আশ্রয় পেয়েছি। এখন তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত উদারনীতি পরিত্যাগ ক'রে, অন্য নীতি অবলম্বন করতে গেলে, শত্রুর সঙ্গে পারবও না, লাভের মধ্যে পিতৃপুরুষাগত যে ধর্ম্মগৌরব, তাও রক্ষা করতে অপারগ হব। শত্রু জন্মজন্মান্তরের শিক্ষায় কূট-নীতিতে পণ্ডিত, আমরা এক জীবনের শিক্ষায় কেমন ক'রে তাদের সমকক্ষ হব ? বাপ্! ও দুর্ব্বাসনা পরিত্যাগ কর।

লক্ষ্মণ। আলাউদ্দীন দেবগিরি জয় করেছে, শুনেছেন ?

ভীম। শুনেছি। আর দেবগিরি জয় করেই সে উদ্ধত যুবা রাজ্যলোভে তার পিতৃব্যকে হত্যা করেছে!

লক্ষ্মণ। শুধু তাই করেই কি সে ক্ষান্ত থাকবে মনে করেন ?

ভীম। তা কেমন ক'রে বলব ? না থাকবারই সম্ভাবনা। কেন না আলাউদ্দীন একজন সুদক্ষ সেনাপতি।

লক্ষ্মণ। সম্রাট না হয়েই যখন সে দেবগিরি জয় করেছে, তখন সম্রাট হয়ে সে কি আর কোন হিন্দু রাজাকে সুশৃঙ্খলে রাজ্যসুখ ভোগ করতে দেবে ?

ভীম। যদি না দেয় তার উপায় কি ?

পুরো। রাণা! হিন্দু রাজাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা জেনেও যদি আলাউদ্দীন তাদের নিরাপদে নিদ্রা যাবার অবকাশ দেয়, তাহ'লে বুঝবো সে কেবল নরঘাতী, সিংহাসনে বসবার যোগ্য নয়। এক চিতোর ভিন্ন ভারতের সর্ব্বস্থান,

আলাউদ্দীন ইচ্ছা করলে, অতি অল্পায়াসেই করায়ত্ত করতে পারে। আমি কূট-নীতির কথাও বলতে চাই না, ধর্ম্মনীতির কথাও বলতে চাই না। যে কোন নীতি-প্রয়োগে ভারতের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যে মনুষ্যত্বের প্রয়োজন, ভারতে এখন সে মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণ অভাব।

ভীম। আর ভারত ভারতই যে বলি, সে ভারত কোথা? ভারত এখন, সিন্ধু, গুজরাট, অযোধ্যা, পঞ্জাব, বাঙ্গলা, বিহার ইত্যাদি কতকগুলো ক্ষত-বিক্ষত দেহ, অথচ অভিমানে স্বস্বপ্রধান, সেই পূর্ব্ব যুগের বিশাল একতাময় প্রকাণ্ড অট্টালিকার ভগ্ন স্তম্ভের সমষ্টি। ভারত নাম সেই আর্য্য-ঋষি-পূজিতা মাতৃমূর্ত্তির শতগ্রন্থিযুক্ত ছিন্ন বাসের আবরণ। বুঝতে পারছ না রাণা। মুষ্টিমেয় জাগরিত পাঠানের ক্ষীণ আদেশ, নিদ্রিত বিশ কোটীর সুদৃঢ় সবল পর্ব্বতবক্ষ বিদারণক্ষম হস্তপদ সঞ্চালিত করেছে।

লক্ষ্মণ। এর কি প্রতিকারের উপায় নেই? —সকলের প্রাণে আবার সে জাতীয়ভাব উদ্দীপনের চেষ্টা করলে কি কার্য্য হয় না?

ভীম। তুমি যখন জন্মগ্রহণ করনি, তখন করেছি; তুমি যখন শিশু, তখন করেছি। তোমার হাতে রাজ্যভার দিয়েও আমি নিশ্চিন্ত থাকিনি। আমি প্রাণপণে ভারতে একতা সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। কিন্তু যে চেষ্টা করে, অন্যে মনে করে সে যেন মাতৃপিতৃ-দায়গ্রস্ত। তার ওপর সবারই কর্ত্তৃত্বাভিমান। কেউ কাউকে কর্ত্তা স্বীকার করতে চায় না। এ হয়েছে কি জান রাণা! অন্যান্য দেশে বিধাতা দু'এক জন লোককে ষোল আনা বুদ্ধি দিয়ে পাঠান, অবশিষ্টের ভেতরে সকলেই প্রায় দু'দশ আনার অংশী। কাজেই সমগ্র দেশবাসীর ভেতর একজন কি দু'জন নেতা হয়, অবশিষ্ট সকলে তার অনুসরণ করে। আর এ পোড়া ভারতের ভাগ্যে এত ষোল আনার বুদ্ধি একত্র হয়েছে যে, সমধর্ম্মী তড়িতের পরস্পর বিরোধী শক্তির ন্যাস এরা কেউ কারও কাছে অবস্থিতি করতে পারে না। ভাল বৎস! পিতৃপুরুষের প্রতিষ্ঠিত প্রাণ নিয়ে, মহাত্মা বাপ্পারাওয়ের তেজস্বিতার স্বত্বাধিকারী, তোমার হৃদয় যদি দেশের দুঃখে এতই বিগলিত, তাহ'লে এস দু'জনে নিভৃতে বসে কিয়ৎক্ষণের জন্য একটা ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য স্থির করি। ঠাকুর! আপনার মাতৃঅর্চ্চনার জন্য একাগ্রচিন্তার ব্যাঘাত করলুম —ক্ষমা করুন। [ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[উদ্যান]

গোরা।

গোরা। মেবারের লোকগুলোর একটা মজা দেখি, এরা বেশ স্ফূর্ত্তি করতে জানে। দু'টো মিষ্টি কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি, দু'টো কড়া কথা কও, তাতেও স্ফূর্ত্তি। সুখের সময়েও স্ফূর্ত্তি, দুঃখের সময়ও স্ফূর্ত্তি। বাড়ীতে চুপটী করে বসে থাকা, কারও যেন কোষ্ঠিতে লেখেনি —বাড়ীতে রইল ত 'এ রামা—এ রামা'— খচমচ খচমচ চব্বিশ ঘণ্টাই গান জুড়ে দিয়েছে। আর যুদ্ধক্ষেত্রে গেল ত, 'হর হর শঙ্কর'—দামামা, ডুগডুগি, ভেরী, তুরী যেন বেটারা চিত্রগুপ্তের বাপের শ্রাদ্ধ খেতে চলেছে, কি যমরাজের পিসের বিয়ের বরযাত্রী হয়েছে। এরা বেশ আছে। আমি কিন্তু বেশ থাকতে পারছি না। বেশ থাকবার এত চেষ্টা করছি, মনে মনে এত স্ফূর্ত্তি জমিয়ে তুলছি, কিন্তু কিছুতেই বাগে আনতে পারছি না। একটা হাই

তুললুম ত, সব জমান স্ফূর্ত্তি হুস করে বেরিয়ে গেল ; কোন্ বাতাসে মিশে, কোন্ আকাশে যে মিলিয়ে গেল, আর তার সন্ধান করতে পারলুম না। কেন,—আমারই বা স্ফূর্ত্তির অভাব কেন ? এ আনন্দময়দের দেশে এসে, আমিই বা মিছি মিছি আনন্দে বঞ্চিত থাকি কেন ? জন্মভূমি সিংহল ত্যাগ করে এসেছি বলে ? না, হিন্দুর সন্তান, যখন হিন্দুস্থানে— রাজপুত যখন রাজপুতানায়—তখন সেত মায়ের কোল ছাড়া নয়! হিন্দুর সিংহলে আর হিন্দুস্থানে প্রভেদ কি ? মাঝে খানিকটে লবণাক্ত জল ? আরে রাম রাম! তাতে কি ? এই দু'য়ের মধ্যে এই লবণাম্বুনিধিতে এমন একটা প্রীতির প্রান্তর ভেসে আছে যে, তার ওপর দিয়ে চলে এলে, একবিন্দু জলেও চরণ সিক্ত হয় না— শত যোজন দূর হ'লেও হ'ত না। তবে মনে সুখ পাই না কেন ? এবার চেষ্টা ক'রে আমাকে সুখটা পেতেই হবে !

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ভাবতে গেলেত কূল কিনারা থাকে না দেখতে পাচ্ছি। তাহ'লে কি এমনি ক'রে, সেই বেইমানের চিন্তা নিয়ে সমস্ত হিন্দুস্থান দেওয়ানা হয়ে ঘুরে বেড়াব ?

গীত।

বিধি যদি বাদী কেন তারে সাধি
কেন বা কি চাহি কাহারও কাছে।
চাহিবার যাহা ফুরায়েছে তাহা
তবু কেন চলি আশার পাছে ॥
আমি যত চলি পথ চলে যায়,
কাছে যেতে পড়ি দূরে,
সুদূরের তারা থাকুক সুদূরে,
আর না মরিব ঘুরে,
হেথা চলা শেষ হেথা মোর দেশ
এসেছি আমার ঘরের কাছে ॥
সে সুখের ঘরে দেখিব কি ক'রে,
আমার নিরাশা বঁধু লুকিয়ে আছে ॥

গোরা। বা! বা! সুখান্বেষণের প্রারম্ভেই —এ নির্জ্জন দেশে একটা শুভ লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না ?

নসী। দেওয়ানা হয়ে লাভ কি ? কিছুক্ষণের জন্য স্বপ্নের একটা লোভনীয় দৃশ্যে আকৃষ্ট হয়েছিলুম—একটা স্বপ্নেঘেরা সুখের আস্বাদ দু'দিন কি দু'দণ্ড অনুভব করেছিলুম, এ জাগ্রদবস্থায় তা আর অনুমান করতে পারি না— অস্তগত সূর্য্যের কিরণ রেখার ন্যায়, তার যেন দুই একটা ক্ষীণ স্মৃতি আমার দিগন্তপ্রসারিত দূরদৃষ্ট-গগণের এক প্রান্তে পড়ে আছে !

গোরা। হয়েছে—ঠিক হয়েছে। এও দেখছি আমার মত সুখের অন্বেষণে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথাটা যেরকম এপাশ ওপাশ করছে, তাতে বিলক্ষণ বোধ হচ্ছে, লোকটার মাথার মগজে মগজে এত ঘনিষ্টভাবে রাশি রাশি সুখ নিবিষ্ট হয়েছে যে, তার খানিকটে ঝেড়ে ফেলে দিতে না পারলে বাছাধন যেন সুস্থ হচ্ছে না। তাহ'লে লোকটার কাছ থেকে খানিকটে ফাউ সুদ গ্রহণ করলে, বোধ হয় কারও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না।

নসী। পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অবস্থাহীন পিতার সঙ্গে, সেই দূর বঙ্গদেশ থেকে সারাটা পথ হেঁটে দিল্লীতে এসেছিলুম। এসে পিতার অদৃষ্টের সঙ্গে, কিসমতের তোয়াজে তোয়াজে উঠে, একেবারে উজীর কন্যার সৌভাগ্য পেয়েছিলুম। সেই অবস্থাতেই দিল্লীর সিংহাসনের একপ্রান্তে অতি মূল্যবান ভূমির মালেকান স্বত্ব ক্রয় করেছিলুম। নসীবের দোষে সে জমীন আর আমার দখলে এলো না। লাভের মধ্যে পিতার চির আতিথেয়, উদার আশ্রয় থেকে জন্মের

মত বঞ্চিত হলুম। যে দারিদ্র্যে নিষ্পেষিত হয়ে পিতা একদিন, আমারও পর্য্যন্ত মৃত্যুকামনা করেছিলেন, এখন আমি তাহ'তেও অধিকতর দরিদ্রা। আশার রাজ্যের সীমান্ত হ'তে বহুদূরে অবস্থিত। এস্থান আলো-আঁধারের সন্ধিস্থল। ইচ্ছা করলে, এই দণ্ডেই নিরাশার আলোকে আপনাকে সুস্নাত করতে পারি, অথবা চির-দিনের মত সূচীভেদ্য অন্ধকারে আপনাকে ডুবিয়ে ফেলতে পারি।

গোরা। লোকটা দেখছি বেজায় কুৎসিত। না না কুৎসিত ত নয়—বেজায় সুন্দর! ছোঁড়া যেন কোন রাজপুত্তুর—না না ছোঁড়া কেন—এ যে ছুঁড়ী। ও বাবা! যেটা ধরছি, সেইটেই উল্‌টে যাচ্ছে।—তাহ'লে ত লক্ষণ শুভ নয়—আমি আজন্ম অবিবাহিত পুরুষ—আর সম্মুখে একটা অখণ্ড অপরিচিতা স্ত্রী! আকাশে তারা, বাগানে ফুল, আর মাঝখানে আমার অর্দ্ধ কম্পিত, না, না—অর্দ্ধ কেন—পূর্ণ কম্পিত—প্রাণটা! ও বাবা! ছুঁড়ী যতই এগিয়ে আসছে, ততই যে প্রাণ থরথরিত—হ'ল না সুখান্বেষণে ক্ষান্ত দিয়ে আমাকে কিয়ৎক্ষণের জন্য মাথা গুঁজে বসতে হ'ল।

নসী। সুখ দুঃখ ভোগ আমার নিজের হাতে। এখন যেটাকে ইচ্ছা ফেলে দিতে পারি, যেটাকে ইচ্ছা গ্রহণ করতে পারি। দুনিয়ায় আমার কেউ নেই, আমি কিন্তু দুনিয়ার সবার, এটা মনে করলেই ত সব লেটা চুকে যায়।

গোরা। আসছে—আসছে।

নসী। কিন্তু কই। তা মনে করতে পারছি কই—অপমানিত, লাঞ্ছিত, পদাঘাতে তাড়িত হয়েছি। নিরীহ ধার্ম্মিক পিতাকে নির্ম্মম ঘাতকে টেনে নিয়ে গেল, তাও দেখেছি—এ দেখে, মর্ম্মবেদনা স্মরণ করলে, আমি কি আর তার হ'তে পারি? প্রতিহিংসা প্রবৃত্তি সে অবস্থা স্মরণ মাত্র—বিনা ফুৎকারে জ্বলে ওঠে। সুখ—কই? কোথায় এলো? দুঃখ—কই—ইচ্ছা করলে কই ফেলতে পারি? আলাউদ্দীন বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাট জয় করতে চলেছে। কেন? সেখানে এক নববৈধব্য-নিপীড়িতা রমণীর হাতে রাজ্যভার। আলাউদ্দীন এ সুযোগ ছাড়তে পারলে না। তাই সেই অসহায়ার সর্ব্বনাশ করতে সে আজ বহুসৈন্য নিয়ে গুজরাটে ছুটেছে, অভাগিনীকে দুদিন মন খুলে কাঁদতেও অবকাশ দেবে না। আমি ছদ্মবেশে বরাবর বাদশার সৈন্যের সঙ্গে সঙ্গে এসেছি। কিন্তু রমণী আমি তাদের সঙ্গে সঙ্গে কতদূর চলব! বড়ই ক্লান্ত, আর পারলুম না। দূর থেকে এই দেশটার একটা বিচিত্র শোভায় আকৃষ্ট হয়ে, এস্থান দেখ্‌বার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না!

গোরা। এলো এলো—ঘেঁসে এলো।

নসী। এই পার্ব্বত্য অধিত্যকায়—এমন চারুশিল্পের আশ্রয়—শিলায় খোদিত চিত্রের ন্যায়, একি শোভাময় উদ্যান!

গোরা। উঃ! এবারে আকাশ পানে চেয়ে আসছে! তাহ'লে বুঝতে পারছি ঘাড়ে পড়লো—পড়লো। গোরাচাঁদ! সুখ সুখ করে পাগল হয়েছিলে—এই দেখ সুখ একেবারে একটী দেড়মনি তুলোর বস্তা হয়ে তোমার ঘাড়ে পড়তে আস্‌ছে। যাক্, আর মাথা তোলা উচিত নয়! গোলমাল হয়ে যাবে।

নসী। তাইত! কে একজন বসে রয়েছে না! একি, অমন করে বসে কেন? আমাকে দেখেছে নাকি? দেখে কোন দুরভিসন্ধি পোষণ করেছে নাকি? কাজ নেই—আমি একা রমণী—তায় বিদেশিনী—এ নির্জ্জন দেশ—সাহায্যের

প্রয়োজন হ'লে, সাহায্য পাব কিনা তার ঠিক নেই। তাহ'লে এস্থান থেকে সরে যাওয়াই কর্ত্তব্য।

গোরা। মাথা গুঁজে বসে আছি, হাত পা গুলো পেটের ভেতর ঢুকিয়ে রেখেছি! ও ঠিক ঠাউরেছে, পথের মাঝে একটা বিলাতী কুমড়ো পড়ে আছে। লোভে লোভে যেমন ও হাত বাড়াবে, আমিও অমনি ক্যাঁক ক'রে হাতটা গ্রেপ্তার করে ফেলব।

(হরসিংএর প্রবেশ)

হর। তাইত, হুজুর গেল কোথা? এই বাগানে আসতে আমায় হুকুম করে এলো— কিন্তু কোথাও ত তাকে দেখতে পাচ্ছি না! এই যে—এই যে—হুজুর কি বসে বসে ঘুমুচ্ছে? আফিং খানিকটে বেশী করে চড়িয়েছে, বোধ হয় বেজায় ঝিম এসেছে।

গোরা। সুন্দরীর নিশ্বাসের ঢেউ এসে গায়ে লাগছে, ধরলে আর কি, কুমড়োটা চুরী করলে আর কি!

হর। বসে বসে কি হচ্ছে হুজুর?

গোরা। কুমড়ো চোরকে পাকড়ান হচ্ছে হুজুর। কি সুন্দরী! চাঁদ-মুখখানি শুকিয়ে গেল যে! আমি বাবা মেবার রাজ্যের সহর কোটাল—একটা হাই তুললে চোরাই চোরাই গন্ধ পাই—আমার কাছে চালাকী?

হর। সে কি হুজুর! সুন্দরী পেলে কোথা?

গোরা। এই হাতের মুঠোর ভিতর পেয়েছি বাবা! আমি কি বোকা, না গজচোখো, দূরের সামগ্রী দেখতে পাই না। আসতে আসতে পথের মাঝে, সম্মার্জনী তুল্য গোঁফ জোড়াটি কোথা পেলে ধন? গোঁফ ফেল্—বেটা বদমাইস—দাগী চোর!

হর। টেনোনা—গোঁফ টেনোনা হুজুর! আমি মরে গেলে, তোমার পরিচর্য্যা করবে কে?

গোরা। সত্যই তুমি তাহ'লে বাপ হরধন?

হর। কেন, হুজুর কি গোলামকে চিনতে পারছেন না?

গোরা। ক্রমে ক্রমে পারতে হচ্ছে বই কি! এ কি রকমটা হ'ল?

হর। কি হ'ল হুজুর?

গোরা। এই দেখলুম একটা কুৎসিত কদাকার মিন্‌সে—তার পরেই দেখলুম, সুন্দর মনোহর একটা চন্দ্রমল্লিকের ঝাড়ের মত ছোকরা —আর একটু এগুতেই ছুকরী—আর যেমন হাতখানি ধরেছি অমনি হরা হয়ে গেলে ধন!

হর। দেখুন হুজুর, অত কড়া আফিং খাবেন না—ওতে মাথা খারাপ হয়ে যায়।

গোরা। মাথা খারাপ হবে কিরে বেটা? আমি যে মাথা থেকে আরম্ভ করে, হস্ত পদাদি যেখানে যা ছিল সব গুটিয়ে একটা কুমড়ো হয়েছিলুম।

হর। তাহ'লেই ঠিক হয়েছে, ওই কুমড়োর বোঁটাটা আপনার চোকে ঢুকে গিয়েছিল।

গোরা। তাইত! সত্যি সত্যি কি চোখ-দুটো আমার এত খারাপ হল যে, তোমার মতন একটা বর্ব্বর কর্কশ এরণ্ড বৃক্ষ তুল্য জন্তুতে আমার রমণীভ্রম হয়ে গেল?

হর। তা হবার আর আশ্চর্য্য কি? এই যে বললুম হুজুর! চব্বিশ ঘণ্টাই নেশায় বোঁদ হয়ে থাকলে চোকের কি আর জুত থাকে।

গোরা। না, তুই মিথ্যে কথা বলছিস্— আমাকে হয় ত খুঁজতে এসেছিলি। হয় ত কোন রমণী আমার গুণগরিমায় মুগ্ধ হয়ে আমার অন্বেষণ করছিল। তোকে দেখে সে লজ্জিতা ভয়চকিতা হয়ে সরে পড়েছে।

হর। এ চিতোরে আপনাকে দেখে মুগ্ধ হবার মধ্যে এক আছি আমি। আর দ্বিতীয়

ব্যক্তি নেই। তা স্ত্রীলোকের মধ্যেই কি, আর পুরুষের মধ্যেই কি!

গোরা। বটে!

হর। সত্যি কথা বলতে কি হুজুর, চিতোরবাসী সকলেই আপনাকে মনে মনে ঘৃণা করে। তবে রাণীর মামা ব'লে, মুখে আপনাকে কেউ কিছু বলতে পারে না।

গোরা। তা আমি জানি।

হর। তারা জানে আপনি নেশাখোর, অকর্ম্মণ্য, ভীরু; অথচ আপনাতে সিংহলীর অভিমান। আপনি তাদের সঙ্গে কোন আমোদে যোগ দেন না—মৃগয়ায় যান না, অস্ত্র-খেলা খেলতে চান না—পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের মধ্যে কারো সঙ্গে যুদ্ধ করবার প্রয়োজন হ'লে, সবাই আনন্দে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অগ্রসর হয়, কিন্তু আপনি মরণের ভয়ে আত্মগোপন করেন। সে দিন গুজরাটের রাজার সঙ্গে অতবড় যুদ্ধ হ'ল—চিতোরের বালক পর্য্যন্ত সে যুদ্ধে যোগ দিতে ছুটলো, আপনি চুপ ক'রে, কোন্ লোক-অগোচরে ব'সে রইলেন। রাণী পর্য্যন্ত আপনার আচরণে মর্ম্মাহত হয়ে গেলেন।

গোরা। তা মাঝখান থেকে তোমার নেক-নজরটা আমার ওপর পড়ে গেল কেন?

হর। কেন, তা বলতে পারি না হুজুর! কতবার মনকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখেছি—উত্তর পাইনি। এর জন্য আত্মীয় বন্ধুর তিরস্কার খেয়েছি, তবু তোমার সঙ্গ ছাড়তে পারিনি। আমাকে কে যেন বলে, আপনাতে একটা পদার্থ আছে!

গোরা। হাঁ—বেশ—এক ছিলিম গাঁজা সাজ।

হর। হুজুর। আর নেশা করবেন না।

গোরা। নেশা কিরে বেটা—নেশা কি? ত্বরিতানন্দ কি নেশা? নেশা তোদের চিতোরের চোদ্দপুরুষের। নেশা কি খেয়ে হয়? সে সুধু একটু আধটু চোখ পিটপিট করে, একটু আধটু ঘুম পায়—জেগে উঠলেই সব ফরসা। নেশা অজ্ঞানে, নেশা অভিমানে—মানুষ যখন তাতে ডুবে থাকে, তখন ঘোর নিদ্রায় আচ্ছন্ন হয়েও সে মনে করে, আমি জেগে আছি। এইটুকু যা প্রভেদ! তবে যখন বললি, হরু, তখন সরল ভাবেই বলি—নেশা দুইই—দুইই মনুষ্যত্বের বিনাশ করে, শক্তির প্রতিরোধ করে, মানুষকে হিতাহিত-জ্ঞানহীন পশুর তুল্য করে। তবে এই দুই নেশাখোরের মধ্যে এক জন নিজেকে নষ্ট করে, আর এক জন আপনার মৃত্যু-পথে আর পাঁচ জনকে সঙ্গে নেয়। বুঝলি হরু—যখন মানুষ মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ শত্রু, তখন বন্যপশু বধের বীরত্ব দেখিয়ে লাভ কি? বল্ দেখি, একটা বিকট অভিমানবশে মানুষ যত মানুষের অনিষ্ট করে, বন্য জন্তু হতে কি তার শতাংশের একাংশও অনিষ্ট হয়?

হর। কথাটা যা বলছ তা বড় মিথ্যে নয়।

গোরা। কার ওপর অস্ত্র ধরব? তোরা বড় ভারতের বড় বীর—বীরত্বের অভিমান বজায় রাখতে, যুদ্ধ করবার লোক না পেলে আপনা আপনির ভেতর মারামারি করিস্। আমরা ছোট সিংহলের ছোট বীর, এ রকম লড়ায়ে আপনা আপনিকে মারতে দেখলে কাঁদি। আমরাও এক দিন আপনা আপনির ভেতর বলের পরিচয় দিয়েছি। মুগুর দিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের বক্ষ-কাঠিন্য পরীক্ষা করেছি। গ্রামে কখন ব্যাঘ্র হস্তীর উৎপাত হ'লে, সেই সব জন্তু বধ ক'রে অস্ত্র বলের পরীক্ষা দিয়েছি—আর শত্রুর আক্রমণে সকলে এক সঙ্গে মিলে, তাদের দেশ থেকে তাড়িয়ে দেশের শক্তি

পরীক্ষা করেছি। চিতোর এখন আপনার বীরত্ব-গর্ব্বে আপনি উন্মত্ত। অহঙ্কারী আনহাল-ওয়ারা-রাজ তোমাদের কাছে পরাভূত হয়েছে। সেই পুরাতন ধাররাজ্য, অবন্তি, মন্দোর, দেবগিরি, সেই সোলাঙ্কি, প্রমার পরিহার সমস্ত অগ্নিকুলের অধিষ্ঠান ভূমি চিতোরের কাছে মস্তক অবনত করেছে। তোরা তাদের গর্ব্ব অধিকার করেছিস্, প্রাণ অধিকার করতে পেরেছিস্ কি? তারা সুধু নির্জ্জনে, দন্ত-নিষ্পেষণে মুখ বিকৃত ক'রে, প্রতিহিংসার অবকাশ খুঁজছে। আমরা হ'লে মাতৃদায়গ্রস্ত ভাগ্যহীনের মত তাদের দ্বারে দ্বারে গিয়ে গলায় বস্ত্র দিয়ে প্রীতি ভিক্ষা করতুম। আর সকলে মিলে এক জনকে কর্ত্তা ক'রে, তার আদেশে অস্ত্র ধ'রে—পৃথ্বীরাজের হত্যার, সোমনাথ-বিগ্রহ-নাশের, নগরকোট ধ্বংশের প্রতিশোধ নিতুম। বিধর্ম্মীরা মিশতে চাইলে; তাদের ভাইয়ের মত স্থান দিয়ে আপনার করে নিতুম, নইলে এক একটাকে ধ'রে,সলেমান পাহাড়ের ওপাশে ছুঁড়ে ফেলে দিতুম।

হর। তাইত হুজুর! আপনি যা বলছেন, এ ত বড় চমৎকার কথা!

গোরা। এর মধ্যে একটা প্রধান রাজ্য দেবগিরি—সেটার কি দুর্দ্দশা হয়েছে জানিস? আলাউদ্দীনের বিষম অস্ত্রাঘাতে তার রাজধানী রক্তপ্রবাহে পূর্ণ, দেবমন্দির চূর্ণ, আর মণি-মাণিক্যপূর্ণ রাজকোষ কপর্দ্দকশূন্য। ঈশ্বর না করুন, তোমার চিতোরেরও একদিন এই পরিণাম হবার সম্ভাবনা। কেন না সে দুর্দ্দিন এলে, কেউ চিতোরকে রক্ষা করতে আঙ্গুলটি পর্য্যন্ত বাড়াবে না। অবশ্য তাদেরও সেই এক পরিণাম। তবে এ হয়েছে কি জান, যখন ভাইয়ে ভাইয়ে মামলা হয়, তখন উকীল মোক্তারে বিষয় থাক্ তাও স্বীকার, নিলেমে বিষয় বিকিয়ে যাক্ তাও স্বীকার, তবু এক ভাই আর এক ভাইয়ের চেয়ে একটু বেশী ভোগ করবে, এ প্রাণে সহ্য হয় না। গুজরাটের রাজা আছে না মরেছে?

হর। যুদ্ধে বিষম আহত হয়েছিলেন। শুনলুম মাসখানেক আগে তিনি দেহত্যাগ করেছেন।

গোরা। আর মাসখানেক পরেই শুনবে, আলাউদ্দিন তার রাজ্য আক্রমণ ক'রেছে।

(নসীবনের পুনঃপ্রবেশ)

নসী। অত বিলম্ব সয়নি—আজই আলাউদ্দিন সৈন্য নিয়ে গুজরাট অভিমুখে চলেছে।

গোরা। তবেরে বেটা হরা! আমার নাকি চোক খারাপ হয়েছে? তুমি আমাকে এক বুড়ী খেংরা গোঁফ দেখিয়ে ভুলিয়ে দিতে চাও? বেটা! পাজী বেটা।

হর। দোহাই হুজুর! আমি দেখিনি।

গোরা। তুই দেখবি কিরে বেটা, এ সামগ্রী তুই দেখবি কি? এ সব জিনিষ সিদ্ধ গন্ধর্ব্ব, যক্ষ রক্ষ, কিন্নর,—এরা দেখবে—তোর এ বেরালের চোক্, তুই কেবল ইঁদুর বাচ্ছা দেখবি!

হর। তাইত হুজুর! এ ত বড় সুন্দর স্ত্রীলোক—কিন্তু আমাদের দেশের মতন নয়!

নসী। আপনাকে প্রথমে দেখে আমি লুকিয়েছিলুম। লুকিয়ে লুকিয়ে আপনার সমস্ত কথা শুনে আপনার ওপর আমার ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে-হে, ভক্তি হয়েছে?

নসী। বিশেষ ভক্তি হয়েছে।

গোরা। হে-হে হে, হরু! তাহলে আর বিলম্ব করছ কেন, ভক্তিরসে একটু রসান দাও। এই নাও টীপতে সুরু কর।

হর। স্ত্রীলোকটী কি বলছে, আগে শোনই না হুজুর!

গোরা। ও শোনাও হবে, টানাও হবে—একসঙ্গে লাগিয়ে দাও—লাগিয়ে দাও।

নসী। চিতোরে আপনাকে কেউ ভালবাসে না—তাইতে আপনার দুঃখ? আমি আপনাকে ভালবাসলুম—

গোরা। হে-হে-হে—হরু হরু—একটীপ বাড়িয়ে নাও।

নসী। কিন্তু আমার স্বামী আছে।

গোরা। হরু হরু—টীপ কমিয়ে দাও—টীপ কমিয়ে দাও। যাক্—এ রহস্যের কথা রেখে, গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞাসা করি—"সুন্দরী! তুমি কে?"

নসী। আগে আমার ভালবাসার প্রতিদান দিতে স্বীকৃত হ'ন।

গোরা। এযে বড়ই গোলমেলে কথা হ'ল সুন্দরী!

হর। হুজুরের কথা শুনলে—শুনে হুজুরের প্রকৃতি বুঝতে পারলে না?

নসী। পেরেছি—আর পেরেছি বলেই, তোমার হুজুরের ভালবাসা চাচ্ছি।

হর। যদি বুঝতেই পেরেছ, তা হ'লে একজনের স্ত্রী হয়ে, কেমন ক'রে পরপুরুষের ভালবাসা চাচ্ছ।

নসী। কেন, স্ত্রীলোক বিবাহিত হ'লে কি সহোদর-প্রেমেও বঞ্চিত হয়?

গোরা। না, তা হয় না, আমি সহোদর, তুমি ভগিনী। কিন্তু ভগিনি! আমি যে আজীবন সংসারে বীতস্পৃহ। ভালবাসার মধুময় স্পর্শ এ হৃদয় কখন অনুভব করবার অবকাশ পায়নি। এ কঠোর নির্ম্মম সংসারে বান্ধবশূন্য ভ্রাতার নীরস হৃদয় তোমার এ অগাধ রমণী-স্নেহের কি প্রতিদান দিতে পারবে?

নসী। আপনার কাছে যতটুকু পাই—যদি পাই, তাই এ সংসারে পতিপরিত্যক্তা বান্ধবহীনার পক্ষে যথেষ্ট। আপনি আমাকে নিরাশ করবেন না। আমি মুসলমানী, মোসলনগরে আমার ঘর।

হর। মুসলমানী!

গোরা। মুসলমানী! বেশ বেশ—তাহ'লে আমি তোমার হিন্দুস্থানী ভাই, আর তুমি আমার মুসলমানী ভগিনী। সেই প্রথম মানবদম্পতী থেকে তোমারও উদ্ভব—আমারও উদ্ভব। সুধু নিজে নিজে আমাদের উপাধি ভেদ ক'রে, চক্ষে নানা বর্ণের আবরণ দিয়ে, ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখে, আমরা যে যাকে পৃথক করে ফেলেছি। বেশ হয়েছে—আজ নিতান্ত কাতর হয়ে ভগবানের কাছে স্ফূর্ত্তি চেয়েছিলুম—সে স্ফূর্ত্তি পেয়েছি। এস ভগিনি! তোমাকে সাদরে আমার স্নেহ-পুষ্পাধারে স্থানদান করি। দে হরা, গাঁজা ফেলে দে। এ এক নতুন রকমের নেশা। আমি বোঁদ হয়ে গেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। পিতামহ!

গোরা। কেও ভাই বাদল!—কি দাদা?

বাদল। তুমি এখানে?

গোরা। নিশ্চয়—একথা কেউ না বলতে পারে না।

বাদল। কিন্তু আমি পারি। তুমি এখানে থাকলে দু-তিন জন অচেনা লোক, তোমার চোখের সামনে দিয়ে আরামবাগে প্রবেশ করে?

গোরা। সেকি?

বাদল। এই এমন এমন চোক্—গায়ে কাব্বা, পায়ে পায়জামা—লম্বা দাড়ী, গোঁফ নেই—নেড়া মাথা—লম্বা লম্বা টুপী, অন্ধকারে মাথা গুঁজে—পা-টিপে ঢুকেছে।

নসী। তা হলে নিশ্চয় সম্রাট-প্রেরিত গুপ্তচর চিতোরে প্রবেশ করেছে।

গোরা। কোন্ দিকে গেল—কোন্ দিকে গেল?

বাদল। দেখবে এস—

গোরা। বাগানে কেউ আছে?

নসী। আমি দূর থেকে দেখেছি—দু'জন স্ত্রীলোক বাগানে ফুলচয়ন করছেন।

হর। আমি জানি খুড়ীরাণী।

গোরা। চল্ চল্—শিগ্‌গির চল্—এস ভগিনি! সঙ্গে এস।

পঞ্চম দৃশ্য।

[উদ্যানের অপর পার্শ্ব]

পদ্মিনী ও মীরা।

পদ্মিনী। আর নয়, অন্ধকার হয়ে এলো। যা ফুল তোলা হয়েছে, এই যথেষ্ট! এস মা, মন্দিরে যাই।

মীরা। চতুর্দ্দিকে প্রহরী, চিতোরের দুর্গমধ্যে বাগান, এখানে আমাদের ভয় করবার কি আছে খুড়ীমা?

পদ্মিনী। ভয়, অন্য কাউকে নয়, ভয় আমাকে। আজকের রাত্রে ভবানী-মন্দিরে এই যে সমারোহের সঙ্গে স্বস্ত্যয়নের আয়োজন হচ্ছে, তার কারণ কি জান?

মীরা। অমাবস্যার নিশীথে চিরকাল যেমন ভবানী-পূজার ব্যবস্থা আছে, আমি জানি তাই আয়োজন হচ্ছে? অন্য কারণ ত জানি না।

পদ্মিনী। সে নৈমিত্তিক পূজার এত আয়োজন হয় না—তার পুষ্পচয়ন আমাকে করতে হয় না। মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিতে মেবারের সমস্ত সরদার আজ চিতোরে সমবেত হয়েছে।

মীরা। কারণ কি খুড়ীমা?

পদ্মিনী। কারণ আমি নিজে—অথবা আমি কেন, আমার দুর্ভাগ্য।

মীরা। আপনি চিতোরের সর্ব্বপূজ্য রাজা ভীমসিংহের মহিষী—আপনার দুর্ভাগ্য—এ আপনি কি বলছেন রাণী? রূপে আপনি বিধিকল্পনার ভাণ্ডার শূন্য করে মর্ত্তে এসেছেন। স্ত্রীলোকের এর চে'তে ভাগ্য আর কি হ'তে পারে?

পদ্মিনী। রূপ হয়ত পেয়েছি! কিন্তু ভাগ্য পেয়েছি কি এখনও বলতে পারিনি। বলব আজ স্বস্ত্যয়নের পর—ভবানীর মুখ দেখে। ভাগ্য স্বতন্ত্র। রূপ তাকে সর্ব্বদা আকৃষ্ট করে রাখতে পারে না। বরং অধিকাংশ সময় রূপ ভাগ্যের আসবার পথে প্রতিরোধক হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় দেখবে, যার যত রূপ, তার ততই দুর্ভাগ্য।

মীরা। কথা শুনে কিছুই বুঝিতে পারলুম না—কিন্তু ভীত হলুম রাণী!

পদ্মিনী। বেশ বুঝিয়েই বলছি—কেন না মনটা আমার বড়ই উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে। তোমায় বললেও বুঝি মনের যাতনার কতকটা লাঘব হয়। আমি সিংহলরাজ হামিরশঙ্কের একমাত্র কন্যা। পিতা আমার ঐশ্বর্য্যবান। তার ওপর তুমি নিজেই বললে আমি রূপসী। কাজেই হিন্দুস্থানের বহুদেশ থেকে বহু রাজা আমার পাণিগ্রহণাভিলাষী হয়ে পিতৃরাজ্যে উপস্থিত হন। কিন্তু আমার কোষ্ঠীতে লেখা আছে যে, আমি যে সংসারে প্রবেশ করব, সে

সংসারই বিপন্ন হবে—যদি কোন গৃহস্থ আমাকে গ্রহণ করে, তাহ'লে গৃহ ছারখার হবে, যদি কোন রাজা আমাকে গ্রহণ করে, ত তার রাজ্য ধ্বংস হবে। পিতা আমার সত্যনিষ্ঠ—কোষ্ঠীর ফল গোপন ক'রে আমার বিবাহ দিতে তাঁর প্রবৃত্তি হ'ল না। তাই তিনি নিমন্ত্রিত রাজাদের একদিন সভায় আহ্বান ক'রে, তাদের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করেন। একথা শুনে কেহই আমাকে বিবাহ করতে সাহসী হ'ল না। রাজা ভীমসিংহও নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সে সময় অসুস্থ ব'লে তোমার স্বামীকে নিমন্ত্রণ রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন। রাণা তখন বারো বৎসরের বালক। সভামধ্যে কোন রাজাই আমাকে গ্রহণ করতে সাহসী হ'ল না ব'লে, সেই বালক দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, "বিপদই যদি এ কন্যা গ্রহণের পণ, তাহ'লে আমার পিতৃব্য বীর ভীমসিংহের নামে এ কন্যা গ্রহণ করতে আমি প্রস্তুত আছি।" পিতা চিতোর-রাণার গর্ব্ববাক্য নিরর্থক বোধ করলেন না। তিনি বালক রাণার সঙ্গে আমাকে চিতোরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজা ভীম সমস্ত ঘটনা শুনে প্রথমে আমাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত হননি। শেষে আমার সপত্নীর অনুরোধে রাণার মর্য্যাদা রাখতে অনিচ্ছায় আমাকে গ্রহণ করেছিলেন।

মীরা। কই এরূপ কথাতে কোন দিন কারো কাছে শুনিনি?

পদ্মিনী। জানে রাণা, জানেন আমার স্বামী, জানতেন আমার সপত্নী—শুনেছেন স্বধু পুরোহিত, আর শুনবে কে? মনে কেমন একটা আতঙ্ক হচ্ছে ব'লে এতকাল পরে আজ আমি তোমাকে বললুম।

মীরা। কিসের আতঙ্ক? আমরা রাজপুতনী। মর্য্যাদার গর্ব্বই আমাদের ঐশ্বর্য্য। মর্য্যাদাহানিই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা বিপদ। ধন সম্পত্তি আমাদের ঐশ্বর্য্য নয়, রাজ্যনাশ আমাদের বিপদ নয়।

(মুসলমান সৈনিকত্রয়ের প্রবেশ)

১ম। সকলে নিশ্চিন্ত হয়ে—কি একটা হল্লা কচ্ছে।

২য়। একটা কি কাল কুচকুচে পুতুল পুজোয় মেতেছে।

৩য়। এই এতখানি লাল টকটকে জিব—গলায় কতকগুলো মুণ্ড—এই সময় জাঁহাপনা গুজরাটে না গিয়ে যদি এখানে হানা দিতেন, তাহ'লে বোধ হয়, একদিনেই কাজ হাসিল হয়ে যেত। তা জাঁহাপনা ত কারুর পরামর্শ নেবেন না। নিজে যা খুসী তাই করবেন।

১ম। আহা কি বাগান!

২য়। ওরে একিরে?

১ম। তাইত একি? এ কোন্ জহন্নমের পরী!

২য়। ঠিক হয়েছে—একে যদি কোনও ক্রমে বাদশানামদারের কাছে নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে এক একজনের এক একটা জায়গীর, এ আর কেউ রদ করতে পারে না।

৩য়। পারি কি, যেমন ক'রে হ'ক পারতেই হবে!

১ম। আস্তে, আস্তে।

মীরা। তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। ওদিকে কি দেখছেন রাণী?

২য়। কি বলছে—চুপ চুপ।

পদ্মিনী। বাগানে অন্ধকার—কোথাও আর সন্ধ্যার ছায়া পর্য্যন্ত নেই, কিন্তু ওই দূরের শৈলশিখর এখনও পর্য্যন্ত যেন কত আগ্রহে বিদায়প্রার্থী প্রণয়ীর মত সন্ধ্যা প্রকৃতিকে ধরে

রেখেছে। কম্পিত অধরের কত চুম্বনতরঙ্গ যেন এ ওর গায়ে ঢলে পড়ছে। সন্ধ্যা যেন কত ক্ষুণ্ণ মনে শৈলের আলিঙ্গন থেকে ধীরে ধীরে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করছে।

মীরা। খুড়ীমা! যে রাজ্যের রাণী এত ভাবময়ী, সে রাজ্যের কি কখন অকল্যাণ হয়?

১ম। তাহ'লে আর বিলম্ব কেন?

২য়। কি ক'রে বাইরে নিয়ে যাব?

৩য়। এই সম্মুখে পাহাড়, ভাবছিস কি? এই বাগানের উত্তর প্রান্ত একেবারে পাহাড়ের তলায় গিয়ে ঠেকেছে। ওদিকে এখনও পাঁচিল সব গাঁথা হয়ে ওঠেনি—এখনও অনেক ফাঁক। তার ওপর সকলে উৎসবে মত্ত। একবার কোনওক্রমে ঘোড়ার ওপর তুলতে পারলেই হয়! ওরে, যাবার উদ্যোগ করছে।

পদ্মিনী। এস মা!—প্রণয়ী প্রণয়িনীর বিচ্ছেদ, দাঁড়িয়ে দেখতে নেই, চল যাই।

১ম। তাইত—মানুষের কাঁধে উঠে দেখতে হয়।

পদ্মিনী। কে তোমরা?

মীরা। এখানে কে তোরা?

২য়। আজ্ঞে বিবি! আমরা সব কাঁধ।

(গোরা, বাদল, হর ও নসীবনের প্রবেশ)

গোরা। ও কাঁধে কি আর বিবি ওঠেন—ও কাঁধে বাবা চাপেন।

সকলে। ওরে ভাই পালা পালা—

(১ম, ২য় ও ৩য়ের পলায়ন)

নসী। মারো—মারো—সৈনিক হয়ে যে শিয়াল কুকুরের মত চুরি করতে আসে, তাকে হত্যা কর।

গোরা। সে তোমায় বলতে হবে না দিদি! হর!

হর। ঠিক আছি হুজুর!

গোরা। একটা বুঝি পালাল।

বাদল। সে আমি দেখছি দাদা! পালাবে কোথা?

নসী। তুমি শিশু—তুমি কোথা যাও?

বাদল। এসে বলব বিবি সাহেব!

নসী। ওরা সব তাতারী সেপাই (গোরা, হর ও বাদলের প্রস্থান) কি কর বালক ফের—ফের।

নেপথ্যে। সাবধান! যেন কেউ না ফিরে খবর দিতে পারে।

পদ্মিনী। এসব কি ব্যাপার?

নসী। আর ব্যাপার বোঝবার সময় নেই রাণী! এখানে আর একদণ্ড বিলম্ব করবেন না! (পদ্মিনী ও মীরার প্রস্থান) এত রূপ! রাণী! এত নিখুঁত রূপ নিয়ে দুনিয়ায় আসা আপনার ভাল হয়নি। (প্রস্থান)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শিবির]

আলাউদ্দীন ও আল্‌মাস।

আল্। বেশ নিশ্চিন্ত হয়ে একা বেড়াচ্ছ—কেন না তুমি জান যে আমি তোমার শরীর-রক্ষী। আজ গভীর নিশীথে যখন নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা যাবে, তখন তোমাকে শরীররক্ষী কাজের হিসেব নিকেশ কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।

আলা। কেও—আল্‌মাস্?

আল্। জাঁহাপনা! এ রাত্রে কি ফৌজকে আর অগ্রসর হ'তে বলব?

আলা। না, আজ রাত্রের মতন বিশ্রাম। গুজরাট যাব আর করতলগত করব। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এইমাত্র সংবাদ পেলুম, গুজ-

রাটের রাজা মরেছে। এখন তার বিধবার হাতে রাজ্য। বিধবার রাজ্য দিনদুপুরে কেড়ে নেওয়াই ভাল নয়?

আল্। তা হ'লে গোলামের প্রতি জাঁহাপনার কি হুকুম?

আলা। তুমিও রাত্রের মত বিশ্রাম কর।

আল্। কিন্তু আমরা চিতোর থেকে অতি অল্পদূরে।

আলা। আলমাস্! আমি দেশজয় করতে চলেছি। আজ গুজরাটের পরিবর্ত্তে যদি চিতোর জয় করতে আসতুম, তাহ'লে বোধ হয়, এতক্ষণ চিতোরের আরও সন্নিকটে উপস্থিত হতুম—হয়ত এতক্ষণ আমাদের চিতোরের অঙ্গে মাথা রেখে নিদ্রা যেতে হ'ত। তখন বোধ হয়, চিতোরের সান্নিধ্যে অবস্থানে তোমার কোনও আপত্তি থাকত না?

আল্। তা এই কাজটাই আগে করুন না কেন জাঁহাপনা? কেননা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার নীতি—

আলা। নীতি আমাকে শেখাতে হবে না। তুমি বলবে যে, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে, আগে নিকটবর্ত্তী রাজাকে বশীভূত ক'রে, তবে দুরস্থ রাজ্য সব বশে আনতে হয়।

আল্। আজ্ঞে, এই কথাই বলতে যাচ্ছিলুম জাঁহাপনা!

আলা। বেশত একটু বিপরীত ক'রে দেখা যাক্ না।

আল্। আমি সংবাদ নিয়েছি, গুজরাট জয় ক'রে চিতোর উৎসবে মত্ত হয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল, এই সুযোগে চিতোর আক্রমণ করি।

আলা। আমার মতন দিগ্বিজয়ী সুযোগে দেশ আক্রমণ করতে পছন্দ করে না। দুনিয়ায় অনেকে দেশ জয় করেছে, কিন্তু গ্রীক সম্রাট সেকেন্দরের মতন কে নাম কিনতে পেরেছে? তুমিও তাই জেনে রেখো, আমি সেকেন্দর সানি। আমি দুর্য্যোগে চিতোর আক্রমণ করব!

আল্। যো হুকুম। কিন্তু আপনি এ বনের ধারে একা বিচরণ করবেন না। এ শত্রুর দেশ।

আলা। কিছু ভয় নেই—দিবারাত্রি শত্রুর দেশে একা বাস করে অভ্যাস হয়ে গেছে?

আল্। কই জনাব? কবে আপনি শত্রু মধ্যে একা বাস করেছেন?

আলা। বাস করেছি কি, করছি—রোজ —দিবা ও রাত্রি।

আল্। কি সর্ব্বনাশ! একি মনের কথা জানতে পারে নাকি? এখানে কে আপনার শত্রু জাঁহাপনা?

আলা। কেন ভাই সে প্রশ্ন করছ। আমি ত কাউকেও প্রীতির চক্ষে দেখতে বিরত নই। সম্রাটের শত্রুর অভাব কি? জালালউদ্দীনের সর্ব্বপ্রধান শত্রু কে ছিল?—তার ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দীন। সম্রাটের ঐশ্বর্য্য শত্রু, তার দেহ শত্রু—সবার চেয়ে তার মন শত্রু। তুমি যাও, কাল অনেক কাজ, আজ বিশ্রাম করগে।

[আলমাসের প্রস্থান।

খোদা যে দেশকে মেরেছে, সে দেশ জয় করতে সুযোগ খুঁজতে হয় না। এমন কি অস্ত্রেরও প্রয়োগ করতে হয় না। এর এক প্রদেশকে মারতে, আর এক প্রদেশই অস্ত্র। যেখানে এক ভাইকে দিয়ে আর এক ভাইয়ের সর্ব্বনাশ করা অল্পায়াস-সাধ্য, সেখানে যুদ্ধের আয়োজন একটা বাহ্যাড়ম্বর মাত্র।

(মোজ্জ'ফরের প্রবেশ)

মোজা। জনাব!

আলা। বল দেখি কুমারী বিয়ে করা ভাল, না বিধবা বিয়ে করা ভাল?

মোজা। সর্ব্বনাশ করলে! কি উত্তর করব, ঠিক হবে কিনা—একটা বিপদ বাধিয়ে বসব?

আলা। শিগ্‌গির বল।

মোজা। আজ্ঞে—বিয়ে হ'লে ত আর কুমারী থাকে না—কিন্তু জনাব! বিয়ে হ'লে স্ত্রীলোকে সধবাও হয়, বিধবাও হয়।

আলা। লোকে সাধারণতঃ কি করে?

মোজা। আজ্ঞে লোকে মূর্খ—তারা সধবাই বিবাহ করে।

আলা। সুতরাং আমার বিধবা বিবাহ করা উচিত।

মোজা। আজ্ঞে জনাব! সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

আলা। বেশ, নাসিকায় তৈল প্রয়োগে, আজকের মতন নিদ্রা যাও।

[মোজাফরের প্রস্থান।

তিনটে লোককে আমি চিতোরে চর প্রেরণ করলুম, কই তারা এখনও ত ফিরল না! ধরা পড়ল নাকি?

(২য় সৈনিকের প্রবেশ)

২য় সৈ। জনাব!

আলা। কি খবর?

২য় সৈ। তিন জনের ভেতর একজন ফিরেছি—এক অপূর্ব্ব শুভ সংবাদ—দু'জনের অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে এই অমূল্য সংবাদ—

আলা। শিগ্‌গির বল।

২য় সৈ। ছদ্মবেশে চিতোরে প্রবেশ ক'রে, আমরা সেখানে এক বাগানে উপস্থিত হই।

আলা। তারপর?

২য় সৈ। সেই বাগানের মধ্যে (পশ্চাৎ হইতে বাদলের প্রবেশ ও অস্ত্রাঘাত) বা—বা—বা (মৃত্যু)

(আল্‌মাসের পুনঃপ্রবেশ)

আল্। জনাব হুঁসিয়ার—সরে যান, সরে যান। (বাদলকে আক্রমণ ও উভয়ের পতন) জাঁহাপনা! বালক নয়—বিচ্ছু—আমি আহত হয়েছি। শুধু আহত নয়, আঘাত হৃদয়ে।

আলা। কি করলে ভাই? যে বালক শত্রুর গৃহে প্রবেশ ক'রে শত্রু হত্যা করতে সাহস করে, তার সঙ্গে এত অগ্রাহ্য করে লড়াই করে?

আল্। তা নয়, এ আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি সঙ্কল্প করেছিলুম, আজ রাত্রে আপনাকে হত্যা করব। এখন বুঝলুম, খোদা যাকে রক্ষা করেন সেই বেঁচে থাকে, তিনি যাকে মারেন সেই মরে। জাঁহাপনা, আমায় ক্ষমা করুন। এই ক্ষুদ্র বালক আমার মৃত্যু মূর্ত্তিতে এসে, আপনার দেহরক্ষীর কার্য্য করেছে। বালককে রক্ষা করুন। (মৃত্যু)

আলা। কে তুমি বালক?

বাদল। বলব না।

আলা। কোথায় তোমার ঘর?

বাদল। বলব না।

আলা। আমি তোমায় কাঁধে ক'রে রেখে আসব। বল? বললে না? বেশ, কোথায় আঘাত লেগেছে বল?

বাদল। বলব না।

আলা। কেন, তা বলতে দোষ কি? আমি নিজ হাতে তোমার শুশ্রূষা করি।

বাদল। ক'রে লাভ?

আলা। তুমি সুস্থ হবে।

বাদল। তারপর যখন জিজ্ঞাসা করবে—"কে তুমি?" তখন যে আমায় বলতে হবে!

আলা। নাই বা বল্লে।

বাদল। তা কি হয়—তোমার কাছে যে আমি ধর্ম্মে বাঁধা পড়ব।

আলা। আমি বুঝেছি, তুমি চিতোরী।

বাদল। না।

আলা। তাহ'লে বুঝলুম, তুমি আমাকে সব রকমে পরাস্ত করলে। সুনিপুণ চর নিযুক্ত ক'রেও আমি কিছু বুঝতে পারলুম না।

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। বালক!

আলা। কেও—নসীবন! তুমি এ বালককে চেন?

নসী। চিনি।

আলা। কে এ?—উঠো না বালক, উঠো না।

নসী। ভয় নেই ভাই! আমাকে তোমার ভগিনী বলেই জান—যে অসাধারণ বীরত্ব দেখিয়ে তুমি মন্ত্র গোপন করেছ, আমি কি বিশ্বাসঘাতিনী হয়ে সেই মন্ত্র প্রকাশ করব? কে এ, শোন জাঁহাপনা! এই বালক পাপিষ্ঠ খিলিজী বংশের মহাপাপের শাস্তি-বিধাতা।

আলা। বেশ, তুমিই একে কাঁধে ক'রে এর মায়ের কাছে নিয়ে যাও।

নসী। আর তুমিও অমনি চর পাঠিয়ে, কোথা যাই সন্ধান নাও।

আলা। প্রতিজ্ঞা করছি।

নসী। বেইমান! আবার আমার সুমুখে প্রতিজ্ঞার কথা?

আলা। দোহাই নসীবন! আঘাত সামান্য—এখনও শুশ্রূষা করলে বালক বাঁচে। বেশ, যদি আমাকে অবিশ্বাস কর, এই অস্ত্রে পদ ছিন্ন করে, আমাকে চলতে অপারগ করছি। (অস্ত্র উত্তোলন ও নসীবন কর্ত্তৃক ধারণ)

নসী। ক্ষান্ত হ'ন সম্রাট! বালককে আমি নিয়ে যাচ্ছি, আপনি কেবল দয়া ক'রে এ স্থান ত্যাগ করুন।

আলা। আর, এই নাও,—বালক যদি বাঁচে, তাহ'লে আমার পরাভবের চিহ্ন স্বরূপ তাকে আমার এই অসি উপহার দিয়ো।

(প্রস্থান)

নসী। বাদল—বাদল—ভাই!

বাদল। দিদি!

নসী। আমার কোলে ওঠ।

বাদল। কথা প্রকাশ পায়নি?

নসী। না।

বাদল। পাবে না?

নসী। না। (বাদলের হস্ত প্রসারণে নসীবনের গলবেষ্টন)

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[অন্তঃপুরস্থ উদ্যান]

অজয়সিংহ ও অরুণসিংহ।

অজয়। কি লজ্জার কথা অরুণসিংহ! এতকাল ধ'রে আমরা মিছে মেবারীর গর্ব্ব করে এলুম; আর কাজ করলে কিনা সিংহলী!

অরুণ। তাইত পিতৃব্য! কি লজ্জার কথা! আর সেই সিংহলীকে কি না এতকাল সমস্ত মেবারী কাপুরুষ বলে ঘৃণা করে আসছে?

অজয়। অন্য কেউ নয়, স্বয়ং রাণা লক্ষ্মণ-সিংহ ও ভীমসিংহের মহিষী দু-জনকে অপহরণ করতে, দুরাত্মা দস্যু সমস্ত জাগরিত প্রহরীর চক্ষের ওপরে চিতোরের পবিত্র বক্ষ পদদলিত করে গেল!

অরুণ। যা হবার তা হয়ে গেছে। এখন যাতে এরূপ ঘটনা আর না ঘটে তার উপায় করুন।

অজয়। আমাদের মত নিষ্ক্রিয় অলস হ'তে আর কি উপায় হ'তে পারে? আমরা স্বধু জাতির গর্ব্ব জানি, জাতির কার্য্য জানি না।

অরুণ। এবার থেকে আসুন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে কার্য্য করি।

(লণক্ষসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। তাই কর বালক! নইলে রাণা-বংশধর বলে আর আপনাদের পরিচয় দিও না। তোমরা যখন সকলে আমোদে উন্মত্ত, তখন এক কিশোরবয়স্ক বালক, প্রহরীর কার্য্য ক'রে, চিতোরবাসীর মুখ মসী লিপ্ত করেছে! তোমরা না সবাই তাদের ঘৃণা করতে?

অরুণ। পিতা! তার জন্য যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি! এখন থেকে আমরা কি করব আদেশ করুন।

লক্ষ্মণ। যদি অপহৃত মর্য্যাদা আবার ফিরে আন্‌তে চাও, তা হলে তোমরা সকলে আজ থেকে দীন প্রহরীর বেশে চিতোরের ফটক রক্ষা কর।

উভয়ে। যথা আজ্ঞা!

লক্ষ্মণ। যাও, আর বিলম্ব ক'র না, মুহূর্ত্তমাত্র সময়ের জন্যও অসতর্ক থেকো না।

[অরুণ ও অজয়ের প্রস্থান।

কি করলি মা ভবানী! তোর পূজার প্রারম্ভেই এ বিভীষিকা দেখালি কেন? কুমারিকা থেকে হিমালয়, দ্বারকা থেকে চন্দ্রশেখর, ভারতের সর্ব্বস্থানে তোর বহিরঙ্গের ছায়া মহা বাহু বিস্তার করে সমস্ত দেশবাসীকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছে! স্বপ্নাবৃত শিশু যেমন মশকাদির পীড়নে হস্তপদাদির ক্ষীণ চাঞ্চল্য দেখিয়ে, আবার গভীরতম ঘুমে আচ্ছন্ন হয়, আমাদের হিন্দুর আজ সেই অবস্থা। সমস্ত উপায় থাক্‌তে ব্যবহারের প্রয়োগ না জেনে আমরা ক্রিয়াহীন! তাই মা চৈতন্যময়ী! তোর কাছে চৈতন্য-ভিক্ষার্থী হয়ে, দেশের লোকের ঘুম ভাঙ্গাতে বিরাট পূজার আয়োজন করেছিলেম। সমস্ত সরদারদের চিতোরে নিমন্ত্রণ করে আনিয়েছিলুম! সংকল্প ছিল, তোর অসুর-নাশী মন্ত্রঝঙ্কারে সবাইকেই একসঙ্গে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করব! কিন্তু প্রারম্ভেই একি বিঘ্ন? একি অপমান?

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। রাণা!

লক্ষ্মণ। কেও—বাদল! ভাই সুস্থ হয়েছ?

বাদল। আমার কি হয়েছিল?

লক্ষ্মণ। চিতোরের সর্ব্বস্ব রক্ষা করতে তুমি যে পায়ে গভীর অস্ত্রের আঘাত পেয়েছিলে!

বাদল। তাতে অসুস্থ হতে যাব কেন রাণা? আমি যে পিতৃস্বসাকে বাঁচিয়েছি, মহারাণীকে বাঁচিয়েছি, চিতোরের গূঢ় রহস্য রক্ষা করেছি সেই আমার যথেষ্ট! আমি ও আঘাতের যন্ত্রণা কিছু পাইনি রাণা!

লক্ষ্মণ। বালক! তোমার ঋণ চিতোর জীবনে শুধতে পারবে না! তুমি এখন থেকে মেবারী সৈন্যের ক্ষুদ্র সেনাপতি।

বাদল। আমি আপনার কাছে এসেছি।

লক্ষ্মণ। কিছু কি প্রয়োজন আছে?

বাদল। আছে।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজন বল। কিছু চাও ত বল। তোমাকে আমার অদেয় কি আছে ভাই?

বাদল। একজন লোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

লক্ষ্মণ। বেশ, তাকে রাজসভায় অপেক্ষা করতে বল। আমি যাচ্ছি।

বাদল। সেখানে তিনি যাবেন না।

লক্ষ্মণ। এটা যে অন্তঃপুরস্থ উদ্যান ভাই?

বাদল। তিনি স্ত্রীলোক।

লক্ষ্মণ। স্ত্রীলোক! আমার সঙ্গে দেখা করতে চান? বেশ, তুমি আমার কাছে নিয়ে এস।

বাদল। দ্বাররক্ষক আমায় আন্‌তে দেবে কেন?

(মীরার প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী! দেখ দেখি কে একজন মহিলা, উদ্যানদ্বারে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য অপেক্ষা করছেন! তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে এস।

মীরা। তা এখানে কেন, তাঁকে একেবারে অন্তঃপুরেই নিয়ে যাই না। যা কিছু তাঁর বলবার থাকে, তিনি সেইখানেই আপনাকে বলবেন এখন।

বাদল। তিনি সেখানে যাবেন না।

মীরা। বেশ, তা হলে তাঁকে নিয়ে আসি।

[মীরার প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। অন্তঃপুরে যেতে অনিচ্ছুক কেন?

বাদল। তিনি বলেন, রাণার অন্তঃপুর দেবতার ঘর। সেখানে আমার প্রবেশ নিষেধ।

লক্ষ্মণ। তিনি কি?

বাদল। তিনিও দেবতা। তবে তিনি এ মন্দিরের নন। তিনি মুসলমানী।

লক্ষ্মণ। মুসলমানী! আমার সঙ্গে দেখা করতে কোথা থেকে আসছেন জান কি?

বাদল। জানি—দিল্লী থেকে।

লক্ষ্মণ। দিল্লী থেকে? বালক যাও। তাঁকে এ উদ্যানে আন্‌তে রাণীকে নিষেধ করে এস। কূটবুদ্ধি দিল্লীর বাদশা চিতোরের সমস্ত গুপ্ত রহস্য জান্‌বার জন্য সেই স্ত্রীলোককে পাঠিয়েছে। শীঘ্র যাও, নিষেধ কর, নিশ্চয়ই সে দিল্লীশ্বর প্রেরিত চর।

(মীরা ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। কি করব জনাব! যেখানে লোক-সকল এত নিশ্চিন্ত, সেখানে চরের ব্যবসা আর চোরের ব্যবসাই সবার চেয়ে সুবিধার ব্যবসা!

মীরা। মহারাজ! এই ইনিই সেদিন আমাদের অমর্য্যাদার হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

লক্ষ্মণ। আপনি? সুন্দরী! আপনা হ'তেই পবিত্র চিতোর বংশ কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে? আপনাকে কি বলে অভিবাদন করব বুঝতে পারছি না যে!

নসী। প্রয়োজন নাই রাণা! আমি মুসলমানী। আমি আপনাদের কি করেছি জানি না, করেছে এই বালক—আর বালকের পিতামহ। আমি ভাগ্যক্রমে সেখানে সে সময় উপস্থিত হয়েছিলুম।

বাদল। না রাণা। উনি না থাক্‌লে আমরা রক্ষা করতে পারতুম না। উনি না থাকলে আমিও আর চিতোরে ফিরতুম না।

মীরা। মহারাজ! ইনি কি করেছেন, নিজে না জানলেও আমরা জেনেছি! এ জানা আমরা জীবনে কখন ভুলতে পারব না!

নসী। বেশ, তাই যদি আপনাদের বোধ হয়ে থাকে, তাহ'লে শুনুন রাণা, আমি নিঃস্বার্থ হয়ে সে কার্য্য করিনি। নইলে চিতোরের মর্য্যাদানাশে আমার কোন ইষ্টানিষ্ট ছিল না।

লক্ষ্মণ। কি স্বার্থ বলুন?

নসী। প্রতিশ্রুত হন, পূরণ করবেন।

লক্ষ্মণ। ক্ষমতায় থাকে—করব।

নসী। আপনি হিন্দুস্থানের মধ্যে অসীম ক্ষমতাশালী। আপনি ইচ্ছা করলে বোধ হয়—বোধ হয় কেন, নিশ্চয় আমার প্রার্থনা পূর্ণ করতে পারেন।

লক্ষ্মণ। সে কি সুন্দরী? দিল্লীর সম্রাট আলাউদ্দীন যে আমা হ'তে শতগুণে ক্ষমতা-শালী! তার ধন বলের, তার সৈন্য বলের তুলনায় আমি যে অতি ক্ষুদ্র।

নসী। তা হ'লে আমি আসি, সেলাম। আমি ভুল বুঝে চিতোরে এসেছিলেম। যখন চিতোরের রাণাকে দেখিনি, তখন মনে করতুম তাঁর শক্তির বুঝি তুলনা নাই। আপনি এত ক্ষুদ্র জানলে কি ক্লেশ স্বীকার ক'রে, অন্তঃপুরচারিণী আমি ঘর ছেড়ে এতদূর আসতুম? তাহ'লে আসি জনাব!

লক্ষ্মণ। সুন্দরী! উন্মত্ততায় শক্তির প্রতিষ্ঠা হয় না। আমি শক্তির অভিমান রাখি সত্য কিন্তু উন্মত্ত নই।

নসী। কিন্তু জনাব! আমি আমার পিতার কাছে শুনেছি, যে আপনাকে ক্ষুদ্র মনে করে, কালে ক্ষুদ্র পিপীলিকাও তার চক্ষে বড় দেখায়—একটা বন্য শশককে দেখে ব্যাঘ্রজ্ঞানে ভয়ে মৃত-প্রায় হয়। আর নিজের মহত্ব প্রতিষ্ঠাই যার সাধনা, সে ইচ্ছা করলে একদিন পৃথিবীকে পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নিষ্পেষণে চূর্ণ করতে পারে। শোনেননি রাণা, এতটুকু মাসিডনের অধীশ্বর সেকেন্দার একদিন পৃথিবী গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছিলেন? কেবল ঈশ্বর তাঁকে দুনিয়া গ্রাসের সময় দেননি। পৃথিবীর সঙ্গে তুলনায় মাসিডন যতটুকু স্থান, দিল্লী সাম্রাজ্যের তুলনায় চিতোর কি তত ক্ষুদ্র?

লক্ষ্মণ। এ অসম্ভব অভিলাষ কেন সুন্দরী? দিল্লীপতির ওপর তোমার ন্যায় পথ-চারিণী রমণীর এত আক্রোশ কেন? এমন প্রতিহিংসা মনে পোষণ করেছ, যা উন্মত্ত স্বপ্নাবস্থাতেও মনে আনতে ভয় করে।

নসী। অবশ্য আক্রোশের কারণ না থাকলে চিতোরপতিকে এত চিন্তিত করব কেন? জনাব! চিন্তার প্রয়োজন নেই, আমি চল্লুম।

লক্ষ্মণ। বাদশার মৃত দেহ যদি পেতে ইচ্ছা কর—

নসী। না রাণা! আমি তা পেতে ইচ্ছা করি না। সে ইচ্ছা পূরণের জন্য আমার চিতোরপতির কাছে আসবার প্রয়োজন ছিল না। ইচ্ছা করলে সে কার্য্য আমি নিজে হাতে করতে পারতুম। আমার পিতার কাছে শুনেছি, আপনাদের কে এক রাজা পরীক্ষিৎ একটা পুষ্প-কীটের দংশনে প্রাণত্যাগ করেছিলেন। আমি সেই কীটের গর্ব্বে নিজেকে গর্ব্বিণী দেখতে চাই না। আমি তুচ্ছ পথচারিণী রমণী বটে, কিন্তু আমারও বীরত্বের অভিমান আছে। হাঁ ভাই! তুমি সাক্ষী। আমি সেদিন ইচ্ছা করলে কি নিরস্ত্র সম্রাটের প্রাণ নিতে পারতুম না?

বাদল। খুব পারতে।

নসী। সুতরাং এমন সহজ কার্য্যের জন্য আমি আপনাকে নিবেদন করতে আসিনি। সম্রাটের মৃত্যু দিন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করতে পারলে, আরও সহজে তার মৃত দেহের অধিকারী হওয়া যায়। আমি মৃত দেহের ভিক্ষা করতে রাণার কাছে আসিনি। আমি এসেছিলুম তাঁর সুস্থ ও সবল দেহ প্রার্থনার জন্য। তা যখন পেলুম না, তখন আমি চল্লুম! জনাব! এ অপরিচিতার ধৃষ্টতা মাপ্ করবেন। সেলাম জনাব! সেলাম রাণী! সেলাম ভাই সাহেব!

মীরা। সুন্দরী! আর একটু অপেক্ষা কর। মহারাজ! এ অপরিচিতার প্রার্থনা পূরণ কি একেবারে অসম্ভব?

লক্ষ্মণ। এ সংসারে মানুষের পক্ষে অসম্ভব কি আছে রাণী? অসম্ভব নয়, তবে কষ্ট-সম্ভব।

বাদল। যদি সে দিন মহারাণীই চুরি হয়ে যেত, তাহ'লে কি করতেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বেশ সুন্দরী, আপনি ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন। আমি একবার খুল্লতাতের সঙ্গে পরামর্শ করব। তারপর আপনাকে উত্তর দেব। রাণী! ততক্ষণ এঁকে অন্তঃপুরে নিয়ে গিয়ে এঁর যথাযোগ্য সৎকার কর।

নসী। কতক্ষণ অপেক্ষা করব মহারাজ?

লক্ষ্মণ। সুন্দরী! সহসা কোন কার্য্য করা শাস্ত্রনিষিদ্ধ। বিশেষতঃ যে প্রার্থনা নিয়ে অপরিচিতা তুমি মেবার রাজগৃহে অতিথি হয়েছ, তার পূরণের আয়োজনেই সমস্ত মেবার যেন বিষম ভূমিকম্পে আন্দোলিত হয়ে উঠবে। এই এক অতিথি সৎকার করতে মেবারের অনেক প্রিয় সন্তানকে মৃত্যুর দ্বারে অতিথি হতে হবে। অনেক প্রস্ফুটনোন্মুখ মেবার-কুসুম নিয়তির কঠোর কর-নিষ্পেষিত ছিন্ন-দল হয়ে ভূতলে বিক্ষিপ্ত হবে! অনুগ্রহ করে চিন্তার কিছু সময় দাও সুন্দরী।

নসী। যো হুকুম খোদাবন্দ্।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

গোরা।

গোরা। বেটারা চিতোরে আর আমাকে থাকতে দিলে না। আর বেটাদেরই বা অপরাধ কি! নিজেই নিজের কাল ক'রে বসেছি। চর চুবেটার মুণ্ড যদি ভবানী মন্দিরে উপস্থিত করে মায়ের পায়ে অঞ্জলি না দিতুম, যদি পাহাড়ের গর্ত্তে পুঁতে রেখে দিতুম, তাহলে আর দুর্দ্দশা হ'ত না! একটু 'আমি' ভাব প্রাণের ভিতর ঢুকেই যে সব মাটি করে দিলে! লোকে আমার বীরত্বটা টের পেলে, আর অমনি ছেঁকা-বেঁকা করে ধরলে! এখন আর শালাদের জন্য পথ চলবার যো নেই, স্ফুর্ত্তি ক'রে এক জায়গায় ব'সে মায়ের নাম করবার যো নেই, অমনি সুমুখ থেকে দাদা, পেছন থেকে মামা, ডাইনে খুড়ো, বাঁয়ে পিসে! আরে রাম! রাম!—এত সম্পর্কও আমার কম্বল চাপা ছিল! বেটারা কি রাজভক্ত জাত! রাণীকে রক্ষা করেছি বলে আমাকে কিনা একেবারে দেবতা করে তুললে! তা যা হ'ক, এখন এ সম্পর্কের হাত থেকে এড়াই কি করে? তখন সব বেটা আমাকে দেখে ঘৃণা করত, দেখ্‌লে পাশ কাটিয়ে চলে যেত, ডাকলে সাড়া দিত না, আমি একা বসে মজা করতুম। এ যে ছাই বিষম জ্বালা হ'ল, তিন দিনের ভেতর একলা হতে পারলুম না! বাক্ বাবা! আজকে আর কোন বেটাকে ঘেঁস্‌তে দিচ্চিনে, অন্ধকারে মাথা গুঁজে বাগানের ভেতর এসে পড়েছি, কেউ আমাকে ঠাওর করতে পারেনি! এখন পা টিপে টিপে ঐ ঝোপটার ভেতর বসতে পারলে হয়!

গীত।

কেরে নিবিড় নীল কাদম্বিনী সুর-সমাজে,
রক্তোৎপল চরণ যুগল হর উরসে বিরাজে॥
ত্রিবলী স্মরগত ভুজঙ্গ কুচকুম্ভ ভার যিনি মাতঙ্গ,
নয়নাপাঙ্গ রঙ্গ ভঙ্গ হেরি কুরঙ্গ লাজে॥
জগজীবন জীবনে মাগু ভবে সে জীবন ধন্য
ধন্য দীন হীন, যদি রূপ লাবণ্য হেরয়ে হৃদয় মাঝে॥

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

১ম নাগ। য়্যা পা টিপে—পা টিপে! আমরা বেঁচে থাকতে দাদার পা টেপ্‌বার লোকের অভাব!

গোরা। এসেছ?

১ম নাগ। আসব না? আমরা দাস রয়েছি, তোমার কাছে আসব না?

২য় নাগ। তুমি আমাদের ধর্ম্ম, কর্ম্ম, যাগ, যজ্ঞ! তোমার কাছে আসব না?

১ম নাগ। নে নে দেরি করিস্‌নি! দাদার পায়ে বড় ব্যথা!

২য় নাগ। কি দাদা! পা বার করে দাও। আমরা সবাই মিলে তোমার পদসেবা করি।

গোরা। তা ত দেব। কিন্তু দাদা, পা দুখানা খুঁজে পাচ্চি না যে! ভাই সব! আজ আর তোমাদের কষ্ট করতে হবে না, তোমরা আজ সব ঘরে ফিরে যাও।

১ম নাগ। তাও কি কখন হয়? তোমার পায়ের ব্যথার কথা শুনে আমরা ঘরে ফিরে যাব? নে নে, হতভাগারা দাঁড়িয়ে দেখ্‌ছিস্ কি? দাদার পা ধর।

গোরা। তার চেয়ে এক কাজ কর না দাদা! পা দুটো কোমর থেকে খিল খুলে নিয়ে বাড়ীতে গিয়ে টেপোনা কেন? তার পর টেপাটিপি সেরে মেরামত করে, আবার খিল এঁটে পরিয়ে দিয়ে যেও!

সকলে। রহস্য—রহস্য! (পদসেবা)

গোরা। উঃ—

১ম নাগ। সে কি দাদা! উঃ করলে যে?

গোরা। অতি আরামে করে ফেলেছি দাদা।—বাপ্‌!

২য় নাগ। সে কি দাদা? বাপ্‌ করলে যে?

গোরা। বাল্যেই বাপহারা হয়েছি কি না, ছেলের এত সুখ তিনি ত দেখ্‌তে পেলেন না, তাই তাঁকে স্মরণ করছি।

১ম নাগ। আহা! দাদার কথা কি মিষ্টি!

গোরা। মিছে কথা দাদা! তোমার টিপের কাছে কিছু নয়! একটি একটি টিপ্ দিচ্চ, যেন একটি একটি ইক্ষুদণ্ড আমার প্রাণের ভেতর পরিচালন করছ। প্রাণ দন্ত দ্বারা যতই দণ্ডটা চিবুচ্চে, ততই আমার চক্ষু দিয়ে রসক্ষরণ হচ্চে! দাদা বুঝি আজ নাত বউয়ের চিবুক ধারণ করেছিলে?

১ম নাগ। দাদা আমার অন্তর্যামী।

গোরা। আর সেই হাত না ধুয়েই বুঝি আমার পায়ে হাত দিয়ে ফেলেছ।

১ম নাগ। দাদা! আর আমাকে লজ্জা দিও না!

গোরা। আচ্ছা দাদা তুমি নাত বউয়ের কাছে থেকে একটু জল নিয়ে এস। আর তুমি দাদা একটা পান।

১ম ও ২য় নাগ। আচ্ছা দাদা!

৩য় নাগ। আর আমি?

গোরা। তুমি ওদের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে কেবল তাড়া লাগাও।

৩য় নাগ। বেশ বলেছ দাদা, বেশ বলেছ! নে চল্ চল্, জল্‌দি চল।

[নাগরিকগণের প্রস্থান।

গোরা। যা বেটারা, আমিও এদিক থেকে লম্বা দিই! প্রাণটা গিয়েছিল আর কি! জগতে শত্রু বেশী অত্যাচারী, না মিত্র বেশী অত্যাচারী? আদরের পীড়নে কি না শরীরটা একেবারে ক্ষত বিক্ষত হয়ে গেল! যাক্ পালিয়ে বাঁচি।

(ভীমসিংহ ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

ভীম। মাতুল

গোরা। বাবা! পালান হয়ে গেল! ...অার আমাকে বাঁচতে দিলে না!

ভীম। মাতুল!

গোরা। কি রাণা?

ভীম। আপনার ঋণ পরিশোধ হবার নয়।

গোরা। আজ্ঞে, সেটা বেশ বুঝতে পাচ্চি, অস্থিতে অস্থিতে, মজ্জায় মজ্জায়, দীর্ঘনিশ্বাসে, স্পন্দনে—সব রকমে বুঝেছি, এ ঋণ শোধ হবার নয়।

ভীম। তথাপি আমি আপনার কাছে আরও ঋণ-গ্রহণের অভিলাষ করি।

গোরা। যদি প্রতিজ্ঞা করেন যে, শোধবার নামও আর মুখে আনবেন না, তাহ'লে গ্রহণ করুন, নতুবা আমাকে ছেড়ে দিন, আমি চিতোর ছেড়ে পালাই।

লক্ষ্মণ। কেন, কেউ কি আপনার ওপর অত্যাচার করেছে?

গোরা। অত্যাচার! রাম! রাম! কোন্ পাপিষ্ঠ এমন কথা বলতে পারে। ঋণ শোধ! এই দেখ না রাণা! হাতে দিয়ে পরিশোধের সুবিধা পায়নি ব'লে, শরীরের কত প্রদেশ দিয়ে দিয়েছে!

লক্ষ্মণ। তাইত! শরীর যে একেবারে ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে!

ভীম। সত্য!

লক্ষ্মণ। কোন্ নরাধম আপনার ওপর এ অত্যাচার করলে?

গোরা। রাম! রাম! অত্যাচার কেন—আদর।

লক্ষ্মণ। আদর।

ভীম। বুঝতে পেরেছি। লোকে মাতুলের সেবায় কিছু আগ্রহ দেখিয়েছে।

গোরা। বাপ! সে কি আগ্রহ! সে যেন ব্যাঘ্র-অ! এইখানে প্রিয় সম্ভাষণ—এইখানে আলেখ্যদর্শন—এইখানে সীমন্তোন্নয়ন!

লক্ষ্মণ। বটে! এত আগ্রহ!

গোরা। বসো—রাণা বসো! আগ্রহের এখনও দেখছ কি! এইখানে দ্বিরাগমন।

লক্ষ্মণ। আর এখানে?

গোরা। এখানে! রাণা! তুমি যখন জিজ্ঞাসা করছ, তখন সলজ্জভাবেই বলি, এখানে এক বৃদ্ধা নবোঢ়ার প্রীতির প্রথম চুম্বন! আর কোনটাতে আমার তত অনিষ্ট হয়নি, কিন্তু এইটেতেই আমাকে মেরেছে!

ভীম। বুঝেছি, আপনাকে সকলে কিছু প্রীতির আধিক্য দেখিয়েছে!

গোরা। আজ্ঞে, আর তার জন্য আমার কিঞ্চিৎ জ্বরভাব হয়েছে।

ভীম। এখন আপনাকে কি নিবেদন করি শুনুন। আমরা ইচ্ছা করেছি, দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করব।

গোরা। তার আর নিবেদন কি? আমি যাত্রা ক'রে বসে আছি, কোন্ দিকে যেতে হবে বলুন, আমি ঊর্দ্ধশ্বাসে রওনা হই।

ভীম। আপনাকে কোথাও যেতে হবে না। আপনি আমাদের অনুপস্থিতিকাল পর্য্যন্ত চিতোর রক্ষার ভার গ্রহণ করুন।

গোরা। আমাকে কেন—আমাকে কেন? —বড় বড় সরদার আছেন, তাঁরা থাকতে আমাকে ভার দেওয়া কি ভাল দেখায়?

ভীম। চিতোরের সরদারের আনন্দের সহিত আমার মতের অনুমোদন করেছেন।

গোরা। তাহ'লে রাজার আদেশ কেমন ক'রে লঙ্ঘন করব!

লক্ষ্মণ। আপনি অগ্রসর হ'ন, আমরা গিয়ে আপনার হাতে দুর্গের চাবি প্রদান

করব, ও আপনার ওপর শাসন-ক্ষমতা দিয়ে যাব। [গোরার প্রস্থান।

ভীম। আশ্রয়প্রার্থীকে আশ্রয় দান, চিতোরপতির বংশগত ধর্ম্ম। তার উপর সে রমণীর কাছে আমরা সকলেই কৃতজ্ঞ। যতই অসম্ভব হোক, তার প্রার্থনা পূরণের চেষ্টা করা আমাদের সর্ব্বতোভাবে বিধেয়! তাহ'লে আর বিলম্ব করবার প্রয়োজন নেই। এস আমরা সকলে যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হই।

লক্ষ্মণ। পিতৃব্য! আজ আমি যথার্থই সুখী। খুড়িমা'র সঙ্গে চিতোরে বিপদকে নিমন্ত্রণ করে এনেছিলুম, কিন্তু তখন এটা মনে করিনি, নিষ্ক্রিয় অলসভাবে চিতোরে ব'সে বিপদের আগমন প্রতীক্ষা করব। তখন ভেবেছিলুম, বিপদকে যদি আসতেই হয়, তাহ'লে চিতোরের বাইরে ভারত-প্রান্ত-প্রসারী প্রান্তরে তাকে প্রত্যুদ্গমন করব। আপনার কৃপায় আমার আজ সে শুভদিন উপস্থিত।

ভীম। তাহ'লে আমরা যে অবকাশ পেয়েছি, তা ছাড়ি কেন? আলাউদ্দিন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস আমরা তার দিল্লী ফেরবার পথ অবরোধ করি।

(নগরপালের প্রবেশ)

নগরপাল। মহারাজ! ভৃত্যকে তলব করেছেন কেন?

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরে ঘোষণা প্রচার কর, পরশু সন্ধ্যায় যেন সমস্ত চিতোরীবীর ভবানী-মন্দির-প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। যে না আসবে, সে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

নগরপাল। যথা আজ্ঞা। (প্রস্থান)

[লক্ষ্মণ ও ভীমের প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য।

[তোরণসম্মুখ]

অরুণসিংহ ও সহদেব।

সহ। নগরপাল কি ঘোষণা করে গেল যুবরাজ?

অরুণ। বলে গেল, যে যেখানে মেবারী সরদার আছে, সবাইকে আজ সন্ধ্যায় অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হ'য়ে ভবানী-মন্দিরে উপস্থিত হ'তে হবে।

সহ। যদি যেতে একটু বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজাদেশ, তখনি তার প্রাণদণ্ড হবে।

সহ। আপনার যদি যেতে বিলম্ব হয়?

অরুণ। রাজার আইন কি তাঁর প্রজার পক্ষে এক, আর তাঁর পুত্রের পক্ষে আর? আমি যদি সে সময় উপস্থিত হতে না পারি, তাহ'লে আমারও প্রাণদণ্ড হবে। দেখতে পেলে না, সেই জন্যই আমি আজ প্রহরীর কার্য্য থেকে রেহাই পেলুম।

সহ। তাহ'লে, যা মনে করে এলুম তা আর করা হ'ল না।

অরুণ। কি মনে করে এসেছিলে?

সহ। মনে করে এসেছিলুম, অনেক দিন শিকারে যাইনি, আজ ছুটো একটা বরা শিকার করে আনবো। কিন্তু ইস্তাহার শুনে আর কেমন করে যেতে সাহস হয়? যদি পথে কোন দুর্ঘটনা ঘটে, সময়ে না এসে পৌছুতে পারি, তাহ'লে বিঘোরে প্রাণটা দেব?

অরুণ। না ভাই, আজ আর হয় না।

সহ। তা হলে চলুন, এখানে দাঁড়িয়ে লাভ কি? এই বেলা হাতিয়ারগুলো সব ঠিক্ করে রাখি।

অরুণ। এই সবে প্রভাত! এরি মধ্যে এত তাড়া কেন?

সহ। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে আর লাভ কি?

অরুণ। এই ক'দিন ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, এ জায়গাটার ওপর কিছু মমতা হয়ে গেছে। তুমি একটু এগোও, আমি পরে যাচ্ছি।

সহ। বেশ, তাহ'লে আমি চল্লুম, কিন্তু সময় আছে মনে করে আপনি যেন নিশ্চিন্ত হয়ে থাকবেন না! সময় থাকতে কাজ সেরে নিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

অরুণ। আমি একটু পরে যাচ্ছি।

সহ। এখানে অপেক্ষা করবার এত আগ্রহ কেন? এখানে রাণাউৎকে আকর্ষণ করে রাখবার কি আছে? যুবরাজ! দেখছি আমারি কাছে মনের কথা গোপন করছেন।

অরুণ। সত্য কথা বলতে গেলে কতকটা করেছি। ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে লাভ কি? তাতো আমিও বুঝতে পারি না, কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে আছি। নিজেকে জিজ্ঞাসা করে দেখলুম, উত্তর পেলুম না।

সহ। ব্যাপার কি আমাকে খুলে বলুন।

অরুণ। ক'দিন ধরে ফটকে পাহারা দিতে দিতে দেখি, প্রতি প্রভাতে একটি বুনোদের মেয়ে এই রাস্তা দিয়ে একটা কলসী মাথায় ক'রে কোথায় যায়। যে ক'দিন পাহারা দিচ্ছি, তার একটি দিনের জন্যও তাকে কামাই করতে দেখিনি! আজও সে যায় কি না তাই দেখবার জন্য দাঁড়িয়ে আছি।

সহ। কখন যায়?

অরুণ। সময় হয়ে এল বলে।

সহ। ঠিক্ সময়ে আসে?

অরুণ। যেমন চতুর্থ প্রহরের ঘড়ি বাজে, আর সঙ্গে সঙ্গে প্রভাতী নহবৎ বেজে ওঠে, অমনি ঐ হরিদ্বর্ণ মাঠের আড়াল থেকে আকাশে একরাশ সিঁদুর মাখিয়ে, প্রভাত অরুণের মত বালিকা জেগে ওঠে। সমস্ত পাখীর গান মাথার কলসীটিতে পূরে, সমস্ত প্রান্তরে ছড়াবার জন্য যেন হরিৎসাগরে ভেসে ওঠে! দেখতে দেখতে আপনার সমস্ত বর্ণসম্পত্তি আর স্বরসম্পত্তি নিয়ে আবার পশ্চিম প্রান্তরে ডুবে যায়।

সহ। তার পর?

অরুণ। ঐ পর্য্যন্ত। ওর আর পর নেই।

সহ। আর ফেরে না?

অরুণ। ফিরতে ত একদিনও দেখিনি।

সহ। আপনি কি কখন কথা কয়েছিলেন?

অরুণ। কেমন ক'রে ক'ব? ফটক আগলে দাঁড়িয়ে থাকি, ছেড়ে যাবার ত অধিকার নেই! আজ ফাঁক পেয়েছি—পথ আগলে দাঁড়িয়েছি, দেখা পাইত কথা ক'ব।

সহ। বুনোর মেয়ে, তার সঙ্গে কথা কয়ে লাভ কি?

অরুণ। এই যে বল্লুম লাভ অলাভ কিছুই জানি না। তবু চলে যেতে পারছি না।

সহ। দেখতে কেমন?

অরুণ। বুনোর মেয়ে আবার দেখতে কেমন হয়? এলেই দেখতে পাবে।

(নেপথ্যে ঘণ্টা ও নহবৎ)

অরুণ। এই আশ্চর্য্য দেখ, এখনি দেখতে পাবে!

সহ। দেখতে পাব কি, দেখতে পাচ্ছি! একি বুনোর মেয়ে? ছি যুবরাজ! আপনি আমার সঙ্গে রহস্য করেন? এ যে পূর্ব্বদিক্-বধূ চিত্রলেখা উষার অঙ্গে রঙ মাখিয়ে, আবার সন্ধ্যার অঙ্গ রঙ্গিন করবার জন্য রঙ্গের কলসী মাথায় করে চলেছে।

অরুণ। এখন বল দেখি ভাই! এখানে দাঁড়িয়ে লাভ আছে কি না?

সহ। সুধু দেখাই ভাল। মনে রাখ্‌বেন আপনি রাণা-বংশধর।

অরুণ। তুমি একটু আড়ালে যাও, আমি ওর সঙ্গে দুটো কথা ক'ব।

সহ। আর কথা কবার প্রয়োজন কি? চলুন সহরে যাই।

অরুণ। ভয় নেই ভাই! আমিও জানি আমি রাণা-বংশধর।

সহ। সেইটে মনে রাখলেই হ'ল।

[প্রস্থান।

(রুক্মার প্রবেশ)

অরুণ। তাইত কথা ফুটছে না যে! কি বলব? কি ব'লে সম্বোধন করব? ভয় নেই বললুম, কিন্তু এ যে দেখ্‌ছি ভয়েও এত বুক কাঁপে না! কাজ নেই, আমি কি করছি বুঝতে পারছি না। বন্ধু আমাকে নিষেধ করলে, আমার প্রাণ আমাকে নিষেধ করছে, তবুত মন মানছে না! এ কি হ'ল? সে কি? আমি রাণা-বংশধর! ভবিষ্যতে অগণ্য নর নারীর সুখ দুঃখের ভার আমার হাতে, আমার এরূপ দুর্ব্বলতা ত মঙ্গলের নয়! [গমনোদ্যত।

রুক্মা। কি গো চললে যে!

অরুণ। য়্যাঁ—

রুক্মা। য়্যাঁ—বলি দাঁড়িয়েই বা ছিলে কেন, চলেই বা যাচ্চ কেন?

অরুণ। তুমি কি আমায় চেন?

রুক্মা। চিনি।

অরুণ। কে আমি বল দেখি?

রুক্মা। পাহারাওয়ালা—আবার কে! রোজ তুমি ত ফটকে বল্লম হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে থাক।

অরুণ। তাহ'লে তুমি ঠিক্ চিনেছ। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকি কেন জান?

রুক্মা। পাহারা দেবার জন্য।

অরুণ। না। তোমাকে দেখবার জন্য।

রুক্মা। ছি! ও কথা কয়োনা! রাণার মাইনে খাও, তুমি ফটকে দাঁড়িয়ে থাক আমাকে দেখবার জন্য! আমাকে যদি দেখ ত পাহারা দাও কখন?

অরুণ। পাহারাও দি, আবার তোমাকেও দেখি।

রুক্মা। তাহ'লে পাহারাও দেওয়া হয় না, আমাকেও দেখা হয় না।

অরুণ। তুমি ঠিক্ বলেছ! দুকাজ এক সঙ্গে হয় না বলে, আমি পাহারার কাজ ছেড়ে দিয়েছি। এবার থেকে সুধু তোমাকেই দেখব।

রুক্মা। আমাকে কতক্ষণ দেখবে, কতক্ষণেরই জন্যই বা আমি এখানে থাকি।

অরুণ। আজ একটু না হয় বেশী ক্ষণের জন্য থাক না।

রুক্মা। না গো! তাকি পারি? একটু দেরি হলে বরা এসে সব ভুট্টা গাছ খেয়ে যাবে।

অরুণ। বেশ, চল কিছু দূর তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাই।

রুক্মা। তোমায় দেখে আমার দুঃখ হয়। রাজার কি আর সেপাই নেই, তাই তোমাকে দিয়ে ফটক পাহারা দেওয়ায়?

অরুণ। কি করব—গরীব!

রুক্মা। সহর পাহারা দিচ্ছ—শত্রু যদি আসে, সেত আর গরীব বললে শুনবে না! তুমি বল্লম ধরতে জান না।

অরুণ। তুমি জান?

রুক্মা। আমার না জান্‌লে কি চলে? দিবারাত্রি বাঘ বরার মধ্যে বাস করি।

অরুণ। বেশ, আমাকে একটু শিখিয়ে দাও।

রুক্মা। বেশ চল। তুমি বল্লম ধরতে শিখলে বল্লমধারীর শ্রেষ্ঠ হবে। তোমার সুন্দর হাত! সুন্দর চক্ষু! তুমি যদি দৃষ্টি স্থির করতে পার, তাহ'লে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শিকারী হও।

[উভয়ের প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

[রাজ অন্তঃপুর]

নসীবন।

নসী। কি করলুম! নিজের একটা প্রতিহিংসা নিতে একটা বিরাট জাতির ধ্বংস করতে উদ্যত হলুম! দুনিয়ায় এসে একটা প্রকাণ্ড অপকার্য্যের সূচনা করে দিলুম! উন্মত্তের ন্যায় চিতোরীরা যুদ্ধসজ্জা করছে। উন্মত্তের ন্যায় রাণা নানাস্থানে ছুটোছুটি ক'রে, উত্তেজনার আহ্বানে, মেওয়ারের সমস্ত শক্তিমান পুরুষকে সংসার থেকে—স্ত্রী পুত্র পিতা মাতার আদর থেকে—ছিন্ন করে আনছেন। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গে শয্যোত্থিত শিশুর ন্যায় সমস্ত চিতোরবাসী উল্লাসে মগ্ন! এ কিসের উল্লাস? মৃত্যুর গৃহে যেন বিরাট ভোজের আয়োজন! গৃহস্বামী মৃত্যুকর্ত্তৃক যেন সমস্ত মেবারীর নিমন্ত্রণ! সবাই যেন সেই আত্মীয়ের গৃহে সমবেত হয়ে বাহুপাশে চিরজীবনের জন্য পরস্পরকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! কি করলুম? স্বামীর অপমানে মর্ম্মটা যখন শত খণ্ডে ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছিল, তখনই আমার মৃত্যু হ'ল না কেন? বেঁচেই যদি রইলুম, তখন একটা অন্ধকারময় বিজনস্থানে মুখ ঢেকে, আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, একান্তমনে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষা করলুম না কেন? দিল্লী থেকে এতটা পথ চলে এলুম—এসে নিয়তি-রূপিনী হ'য়ে, এক শান্তিময় জনপদের সমস্ত অধিবাসীকে মৃত্যুর রাজ্যে আবাহন করলুম।

গীত।

আমারি কঠোর প্রাণ আমারে দলিতে চায়।
আমারি রচিত ছবি ছলে মোরে ছলনায়॥
আমারি রোপিত লতা ধরেছে কণ্টক-ফুল।
আমারি আনীত নদী উথলিয়া উঠে কূল্।
ছুটেছে আকুল মোর হৃদয়ের তুলনায়।
আমারি তরণী লয়ে চলেছি অকূলে ব'য়ে,
আমারে ধরিতে গিয়ে ভাস্‌ছি আপনায়।
আমারি আশার ডোরে বেঁধেছি আমায় পায়॥

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। রাণী!

নসী। তিনি এখানে নেই রাণা!

লক্ষ্মণ। কেও—আপনি? আপনি নির্জ্জনে দাঁড়িয়ে কি করছেন? একি? আপনার চক্ষে জল? বুঝেছি সুন্দরী! দরিদ্রা বুঝে শক্তিমান সম্রাট আপনার ওপর এত অত্যাচার করেছে যে, তার যাতনায় কুলকামিনী আপনি দিল্লী ছেড়ে, কোথায় কতদূরে—যেন নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পড়েছেন! এসে মনে সুখ পাচ্ছেন না। এ অপরিচিত দেশ, এখানে আত্মীয়, বন্ধু, সান্ত্বনাদাতার অভাব। কি করব—রাণীকে আপনার পরিচর্য্যার জন্য নিযুক্ত করেছিলুম, কিন্তু সকলেই এই যুদ্ধের আয়োজনে ব্যস্ত। আজই আমরা সকলে রওনা হব। তখন পুরবাসিনীরা সকলেই আপনার সঙ্গে দেখা শোনা করবার অবকাশ পাবে।

নসী। জনাব! আত্মীয় স্বজন কে কি ছিল জানি না। এক পিতাকে দেখেছিলুম, পিতাকে চিনতুম, অন্ততঃ চেনবার অভিমান

রাখতুম। কিন্তু এখন দেখছি ভুল করেছিলুম। আমার পিতা কোথায়, কে তিনি—এত দিন পরে জানতে পেরেছি। পিতা আমার চিতোরে—পিতা আমার লক্ষ্মণসিংহ। আমি মমতার অভাব অনুভব ক'রে রোদন করছি না! মমতা! যুদ্ধব্যবসায়ী কঠোর রাজপুত এত মমতা হৃদয়ে লুকিয়ে রাখে—তাতো জানতুম না! রোদন করছি কেন শুনুন রাণা! এক তীব্র জ্বালার সাহায্যে ক্ষীণ জ্বালা নিবারণ করতে গিয়ে, প্রাণে আমার মৃত্যু-যাতনা উপস্থিত! রাণা! একটা অপরিচিতা প্রতিহিংসা-পরায়ণা হীন রমণীর জন্য এত বীরের অমূল্য প্রাণে মমতাহীন হবেন না! আপনি রণে ক্ষান্ত দিন।

লক্ষ্মণ। আর যে তা হয় না মা!

নসী। জনাব। উন্মত্তের মত সমস্ত পুরবাসী যুদ্ধ করতে ছুটেছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না!

লক্ষ্মণ। অনুরোধ করবার আগে একবার ভাবনি কেন? এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে আমরা সকলে চলেছি, তাই আমাদের বিপদ ভেবে তুমি চক্ষুজল ফেলছ! যে দিন ক্ষত্রিয়-গৃহে জন্মেছি, সেই দিন থেকেই বিপদের উপাধান মাথায় দিয়ে, মা জন্মভূমির কোলে শয়ন করেছি। যে দিন ক্ষত্রিয় অত্যাচারীর দমনে অগ্রসর হতে বিরত হবে, যে কোন কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হবে, সেই দিনই জানবে ধরণী স্বর্গীয়-কুসুম-সৌরভ-শূন্যা হয়েছেন। আমরা অনেক দূর চলে গেছি, আর ফেরবার কথা মুখে এনো না!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি)—আর আমি থাকতে পারলুম না। তৃতীয় প্রহর হ'য়ে গেল, সন্ধ্যায় সকলকেই ভবানী-মন্দিরে সমবেত হতে হবে। সন্ধ্যার পর রণক্ষম কোন রাজপুত-কেই আর কেহ গৃহে দেখতে পাবে না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাজ! অরুণজিকে কি কোন কার্য্য সাধনের জন্য প্রেরণ করেছেন?

লক্ষ্মণ। কই, না ভাই—কোথাও ত তাকে পাঠাই নি!

অজয়। তাহলে সে গেল কোথা?

লক্ষ্মণ। তা আমি কেমন করে জানব?

(মীরার প্রবেশ)

রাণী! অরু কোথায়?

মীরা। আমিও তো তাই আপনার কাছে জানতে এসেছি।

(বাদলের প্রবেশ)

অজয়। কোন সন্ধান পেলে?

বাদল। না পেলুম না! তবে তার একজন সঙ্গীর মুখে শুনলুম, রাণাউং কে একটা বুনো মেয়ের সঙ্গে মুণ্ডি পাহাড়ের দিকে চলে গেছে

লক্ষ্মণ। সে যেখানে ইচ্ছা যাক। তোমরা ভাই সকলে প্রস্তুত হয়ে থাক। তৃতীয় প্রহর অতীত হয়ে গেল, আমার পুত্রের চিন্তায় তোমরা যেন কর্ত্তব্য ভুলে যেয়ো না।

মীরা। সে যেখানেই থাক্, সময়ে এসে উপস্থিত হবে এখন।

লক্ষ্মণ। যদি না আসে?

মীরা। তাহলে—সাধারণ প্রজার সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেছেন, তার সম্বন্ধেও তাই। আমার পুত্র বলে কি তার সম্বন্ধে বিভিন্ন বিধি হবে? সন্ধ্যার পর মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও যদি বিলম্ব হয়, অমনি তার প্রাণ দণ্ড করবেন!

নসী। সে কি? প্রাণ দণ্ড?

অজয়। মহারাজ! তাহলে আমি আর একবার তার সন্ধান করে আসি।

লক্ষ্মণ। জানত ভাই, অতি সামান্য মাত্র সময় অবশিষ্ট। যদি দৈব বিপাকে সময়ে না

উপস্থিত হতে পার, তাহলে সে অভাগ্যের জন্য তুমি প্রাণ দিতে যাবে কেন?

বাদল। তাহলে আমি যাই!

লক্ষণ। কেন, তোমার প্রাণটা কি এত তুচ্ছ?

নসী। আমি তাকে সন্ধান করে আনছি।

রাণী। তোমায় গিয়ে তাকে যদি ডেকে আনতে হয়, তাহলে তার আসবার কোন প্রয়োজন নেই! এমন কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন সন্তান থাকার চেয়ে পুত্রহীনা হওয়া শতগুণে ভাল।

লক্ষণ। রাণী! পুত্র যদি সময়ে উপস্থিত না হয়, তাহলে তার দণ্ডের ভার আমি তোমাকেই প্রদান করলুম।

[নসীবন ও বাদল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

নসী। বাদল! রাজপুত্রকে কি রক্ষা করতে পার না?

বাদল। কেমন ক'রে রক্ষা করব?

নসী। বেশ, তবে যাও।—(চক্ষে অঞ্চল দান)

বাদল। তুমি কাঁদলে?

নসী। নারী হয়ে জন্মেছি, স্বধু চোখের জল সম্বল ক'রে এসেছি যে ভাই!

বাদল। কই, তার মা তো কাঁদলে না!

নসী। কাঁদছে বই কি ভাই, তুমি দেখতে পাওনি।

বাদল। আমি বেশ দেখছি! চক্ষে তার এক ফোটাও জল নেই।

নসী। চক্ষে নেই, হৃদয়ে কিন্তু তার শোকের দরিয়া ছুটে চলেছে! সেই মর্ম্মবেদনার তরঙ্গাঘাত আমার চক্ষে এসে লেগেছে। এই দুই ফোঁটা অশ্রুবিন্দু সেই উচ্ছ্বসিত সিন্ধুতরঙ্গের ক্ষুদ্র অংশ! ভাই! উন্মাদ বাসনায় অন্ধ হয়ে আমি কি সর্ব্বনাশ করলুম!

বাদল। দিদি! আমি চল্লুম!

নসী। তার পর?

বাদল। তার পর নেই—আমি চল্লুম।

(প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

[কানন]

রুক্মা ও অরুণ।

রুক্মা। দেরী করো না। বল্লম হানো—বল্লম হানো। যা—করলে কি? আমার এতটা মেহনৎ মাটি করলে?

অরুণ। কি করলুম রুক্মা?

রুক্মা। কি করলে, আবার জিজ্ঞাসা করছ? আমি এত কষ্ট করে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বরাটা তোমার কাছে এনে দিলুম, আর তুমি বল্লম হাতে চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলে?

অরুণ। তা ত রইলুম।

রুক্মা। তাহলে শিখতে এলে কি?

অরুণ। কি শিখতে এলুম বলত?

রুক্মা। তুমি পাগল না কি?

অরুণ। তোমার কি বোধ হয়?

রুক্মা। পাগল ছাড়া ত আমার আর কিছু বোধ হয় না। বল্লম খেলা শেখবার জন্য বনে এলে, না খাওয়া, না দাওয়া—সারা দিনটা আমার সঙ্গে সঙ্গে শিকার খুঁজে খুঁজে বনে বনে ঘুরলে, আর যেই শিকার কাছে এনে দিলুম, অমনি হাত গুটিয়ে রইলে! অত বড় বরা চোখের ওপর দিয়ে চলে গেল!

অরুণ। সেটা আমার দোষ, না তোমার দোষ?

রুক্মা। আমার দোষ?

অরুণ। তোমার দোষ। এই যে বরাহটা পালিয়ে গেল, এ কেবল তোমার দোষ! তুমি যদি শিকারের সঙ্গে সঙ্গে না আসতে, তাহলে বরাহ প্রাণ নিয়ে আমার কাছ দিয়ে যেতে পারত না। রুক্মা! শিকার কাছে এসে আর কখনও আমার কাছ থেকে জীবিত ফিরে যায় নি! কিন্তু আজ গেল!

রুক্মা। আমার জন্য গেল?

অরুণ। এই ত বললুম।

রুক্মা। তাহলে তুমি মিছি মিছি বল্লম শিখতে এসেছিলে!

অরুণ। আমি মেবারের—মেবারের কেন, সমস্ত হিন্দুস্থানের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বল্লম-ধারীর কাছে বল্লম ধরা শিখেছি। রুক্মা! আমার সন্ধান অব্যর্থ।

রুক্মা। তবে ত তোমার কাছে এসে বড়ই অন্যায় করেছি!

অরুণ। অতক্ষণ অদর্শনের পর শিকার সঙ্গে নিয়ে কাছে এসে অন্যায় করেছ। আমি তোমাকে রেখে শিকারের দিকে চাইতে সাহস করিনি।

রুক্মা। কেন?

অরুণ। পাছে পলকে আবার তোমাকে হারিয়ে ফেলি। আমি রাজধানী ছেড়ে এ গভীর বনে বল্লম খেলা শিখতে আসিনি—আমি এসেছি স্থধু তোমাকে দেখতে।

রুক্মা। তা একথা আমাকে আগে বলনি কেন? আমি না হয় আরও কিছুক্ষণ তোমার কাছে থাকতুম!

অরুণ। কখন রুক্মা?

রুক্মা। কেন, সহরের ফটকের কাছে—যে সময় তোমাতে আমাতে আজ প্রথম দেখা হয়েছিল!

অরুণ। বললে কি তুমি থাকতে?

রুক্মা। তুমি বলে দেখলে না কেন?

অরুণ। বেশ এখন যদি বলি?

রুক্মা। এখন আমি ত তোমার কাছেই আছি!

অরুণ। কিন্তু কতক্ষণ আছ রুক্মা? যখন তুমি চোখের অন্তরাল হও, তখন যন্ত্রণা। যখন তুমি কাছে এস, তখন আরও যন্ত্রণা। তোমাকে দেখলেই ভয় হয়—বুঝি এখনি চোখের অন্তরাল হবে! আর বুঝি তোমাকে দেখতে পাব না!

রুক্মা। তোমার কে আছে?

অরুণ। কেন একথা জিজ্ঞাসা করছ রুক্মা?

রুক্মা। তুমি আমাদের ঘরে থাকতে পারবে?

অরুণ। তুমি যদি রাখ, তাহলে থাকতে পারব না কেন?

(রাহুলের প্রবেশ)

রুক্মা। হাঁ বাবা! এই ছেলেটীকে আমাদের বাড়ী থাকতে দিবি?

রাহুল। কেন থাকতে দেব না? কবে থাকতে দিইনি? যে কেউ পথ হারিয়ে বনে ঢুকেছে, সেইত আমার ঘরে ঠাঁই পেয়েছে। তুই আমার কথার অপেক্ষা রাখলি কেন—একেবারে আমাদের ঘরে নিয়ে গেলিনি কেন?

রুক্মা। সে রকম রাখা নয়, বরাবরের জন্য রাখা।

রাহুল। বরাবরের জন্য রাখা? কেন, তোমার কি ঘর নেই?

অরুণ। তোমার কাছে কথা গোপন করতে আমার ভয় করছে। আমার মনে হচ্ছে, যেন তোমার কাছে আত্মগোপন করলে,

বনদেবতা আমার গলায় হাত দিয়ে, এ বন থেকে আমায় তাড়িয়ে দেবে। আমার ঘর আছে। সে ঘরে আমার মা, বাপ, ভাই, আত্মীয় স্বজন সব আছে।

রাহুল। তবে বনে থাকতে এত ইচ্ছা কেন?

অরুণ। ইচ্ছা কেন? কি বলব? তোমার ঘরে থাকলে যত সুখ পাব, বুঝি নিজের ঘরে থাকলে সে সুখের কণাও পাব না।

রাহুল। এ যে বড় তামাসার কথা!

রুক্মা। থাকতে চাচ্চে, তুই রাখনা বাবা! যতদিন ভাল লাগবে ততদিন থাকবে। ভাল না লাগে চলে যাবে।

রাহুল। রোস্না! একজন অজানা, অচেনা—ঘরে রাখব, তা ভেবে চিন্তে রাখব না? কেমন লোক আগে ভাল করে বুঝে দেখি।

রুক্মা। তবে তুই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বোঝ, আমি একে ঘরে নিয়ে চললুম।

রাহুল। আরে না না শোন্—এতে অনেক আপত্তি আছে।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

রু মা। কি কি—ব্যাপার কি?

রাহুল। এই ঠিক্ হয়েছে। তোর মা এসেছে, ওকে বল্। ও যদি মত দেয়, তবে আমার আপত্তি নেই। কিন্তু তুই মজা দেখ। আমার যা মত, তোর মায়েরও সেই মত! বলি ওরে! এই ছেলেটাকে ঘরে ঠাঁই দিবি?

রু-মা। কে তুমি?—পথ হারিয়েছ?

অরুণ। এক রকম হারিয়েছি বই কি।

রু-মা। তাহলে তুইও এক রকম ঠাঁই দে। আমাদের যে গোয়াল আছে, আজ রাত্তিরের মতন সেইখানে এর থাকবার ব্যবস্থা কর।

রাহুল। তা না—বরাবরের জন্য ঠাঁই দিতে পারবি?

রু-মা। ওমা সে কি কথা? বরাবরের জন্য? তা কেমন করে পারব?

অরুণ। আমি তোমার বাড়ীতে দাস হয়ে থাকব।

রু-মা। না বাপ্, আমার ঘরে সোমত্ত মেয়ে। পাড়ার লোক শুনলে জাতে ঠেল্বে। আজকের মত থাকতে চাও চল। আমাদের যেমন ক্ষমতা, সেইমত তোমার সেবা করব।

অরুণ। না মা—তাহলে আমি থাকব না।

রাহুল। মজার কথা শুনলি? ছোক্রার ঘর আছে, দোর আছে, মা আছে, বাপ আছে। ও সে সব ছেড়ে আমার ঘরে থাকতে চায়!

রু-মা। তোমার মা বাপ আছে?

অরুণ। আছে।

রু-মা। কেন, তারা কি তোমায় দেখতে পারে না?

অরুণ। একদণ্ড না দেখলে থাক্তে পারেন না। বহুক্ষণ তাঁদের কাছ ছাড়া হয়েছি, এতক্ষণ বোধ হয় আমাকে খুঁজতে চারিদিকে লোক ছুটেছে।

রু-মা। তাই বল—হায়রে আমার কপাল! মেয়ের বরাত আর আমার বরাত কি এক হল?

রাহুল। কি বুঝলি?

রু-মা। বুঝব কি আর মাথা! আমার বরাতে যত পাগল জুটেছে! আর কি বুঝব? নাও, এস বাপ্, আমার ঘরে এস।

রাহুল। আরে মর্! কি বুঝলি? কি বুঝে ঘরে নিয়ে যাচ্চিস্?

রু-মা। মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে আমার ঘরে আসছে, এতেও বুঝতে পারছ না?

রাহুল। না!

রু-মা। তুমি মা বাপ ঘর বাড়ী ছেড়ে, আমার বাড়ীর কানাচে কানাচে ঘুরতে কেন?

রাহুল। ও!—ভালবাসা!

রু-মা। থাম গুণপুরুষ! আর ব'ল না! মেয়ের আবার লজ্জা হোক্! নাও বাপ্, সঙ্গে এস।

রাহুল। ভালবাসা! এতক্ষণ বেড়র বেড়র করে শেষে হল কি না ভালবাসা!'

রু-মা। চললি যে?

রাহুল। আবার কি করব? আমার ঘর, ওর দোর, তোর কানাচ, তার গোয়াল—যত বাজে কথা—একেবারে বল বাপু যে ভালবাসা।

রুক্মা। তাহলে আমি নিয়ে যাই?

রাহুল। তুমি কোন্ কুলের রাজপুত?

অরুণ। অগ্নিকুল।

রাহুল। অগ্নিকুল? মেবারের ভেতর এক অগ্নিকুল আমি—আর অগ্নিকুল রাণা। আমি গরীব চাষা, আর রাণা মেবারের মালিক। আর অগ্নিকুল আমি জানি না।

অরুণ। আমি রাণার পুত্র।

রাহুল। ওরে! রুক্মাকে এখনি এখান থেকে নিয়ে যা।

অরুণ। কেন বৃদ্ধ?

রাহুল। যা মাগি—নিয়ে যা!

রু-মা। রাণার পুত্র শুনে চ'টে উঠলি কেন?

রাহুল। দেখ্, আর একবার মাত্র বলব। তার পরও যদি দাঁড়িয়ে থাকিস্, ত এই ভোজালী দিয়ে তোকে আর মেয়েকে এখনি যমের বাড়ী পাঠিয়ে দেব।

রু-মা। আয় রুক্মা! দেখ ছি মিনসে ক্ষেপেছে? [রুক্মা ও মায়ের প্রস্থান।

রাহুল। নাও চল ছোকরা, তোমাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।

অরুণ। এ অসম্ভব দয়া কেন হল?

রাহুল। সুমুখে সন্ধ্যা, এ বনে বড় বরা সিঙ্গির ভয়, তুমি ছেলে মানুষ।

অরুণ। তাহলে দেখছি, তুমি আপনার মিথ্যা পরিচয় দিয়েছ! তুমি অগ্নিকুল নও। অগ্নিকুলের কেউ কখন নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য পরের সাহায্য ভিক্ষা চায় না। যদি সে আপনাকে রক্ষা করে থাকতে পারে, তবে থাকে—নইলে মরে।

রাহুল। ছোকরা! তুমি আমার তেজ ভ'ঙলে, আমার পণ ভাঙলে! তোমার কথায় আমি বড়ই খুসী হয়েছি। দেখ আমি গরীব, কিন্তু বংশে আমি রাণার চেয়ে কম নয়! দেশ ছেড়ে বনবাসী হ'য়ে আছি বটে, কিন্তু অগ্নি-কুলের অহঙ্কার ছাড়তে পারিনি। তোমার কাছে মাথা হেঁট ক'রে তোমাকে মেয়ে দেব, এটা কিছুতেই মনে আনতে পারিনি।

অরুণ। আমি যে তোমার গৃহে দাস হতে চেয়েছিলুম বৃদ্ধ!

রাহুল। দাস! তুমি রাজার পুত্র। আমি তোমার প্রজা। তুমি দাস কেন হবে? অগ্নিকুলে জন্মেছি বটে, কিন্তু আজন্ম বনে থেকে আমি মূর্খ চাষা—সেই জন্য আমি ভাল কথা কইতে শিখিনি, তুমি কিছু মনে কর না। আমি তোমাকে আজ এই সন্ধ্যায় আমার প্রাণের রুক্মাকে দান করব। দেরি করলে পাছে মন ফিরে যায়, তাই এখনি দান করব।

(প্রস্থান)

অরুণ। তবু যেন কেমন ভয় হচ্ছে! অগ্নিকুলোদ্ভবের প্রতিজ্ঞা, সন্ধ্যা হতে আর অল্পমাত্র বিলম্ব, মন বলছে রুক্মা আমার হয়েছে,

হৃদয় কুমারীর উষ্ণ হৃদয়ের তরঙ্গ স্পর্শ হতেই যেন অনুভব করছে! সে নীলনলিনাভ চক্ষু যেন অবকাশ পেয়ে, অবসাদে স্থির হয়ে আমার পিপাসিত চোখের উপর বিশ্রাম করছে! সে দৃষ্টিসুধা অজস্র পান করেও যেন সাধ করে পিপাসাতে আমাকে ডুবিয়ে রেখেছি! সব যেন আমি অনুভব করছি, তবু আমার প্রাণটাতে কেমন একটা ভয় হচ্ছে কেন? তাইত, তাইত! কি যেন একটা ভুলে যাচ্ছি যে! তার সঙ্গে আমার প্রাণের সম্বন্ধ! তাইত! কি ভুলেছি? কি একটা কর্ত্তব্য আমি অবহেলা করেছি! মনে আসতে আসতে আসে না যে!—(নেপথ্যে ঘণ্টাধ্বনি) যা! কি করলুম! মৃত্যু! সুখের উচ্চ শিখরে উঠতে যখন একটী মাত্র সোপান অবশিষ্ট, তখন একেবারে দুর্ভাগ্যের সর্ব্ব নিম্নস্তরে পড়ে গেলুম! হীন অপরাধীর ন্যায় রাজদণ্ডে দণ্ডিত হলুম!—কেও—বাদল?

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে! খোঁজা মিছে হল! তুমিও গেলে, আমিও গেলুম! যা হোক তবু খুঁজে পেলুম, মরবার আর আক্ষেপ থাকবে না।

অরুণ। বাদল ফিরে যাও।

বাদল। ইস্, বাদলের প্রতি তোমার কি ভালবাসা? "বাদল ফিরে যাও!" ফিরে যাও, না এখনি মরে যাও! শেষ ঘণ্টা বেজে গেছে, এখন সহরে ফেরা আর মরা দুইই সমান।

অরুণ। তুমি মরবে কেন?

বাদল। তা তোমায় বলব কেন? তবে দুজনেরই যখন এক দশা, তখন এস দুজনে সুবিধে করে মরি। আলাউদ্দীন গুজরাট জয় করতে গেছে, এস গুজরাট সৈন্যের সঙ্গে মিশে বাদসার সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করি। গুজরাট রক্ষা করতে পারি ভালই, নইলে দুজনেই যুদ্ধে প্রাণ দেব।

অরুণ। এ পরামর্শ মন্দ নয়।

বাদল। তাহলে আর বিলম্ব নয় চল।

অরুণ। চল।

(গুজরাট দূতের প্রবেশ)

দূত। কে আপনারা মহাশয়?

অরুণ। তুমি কে ভাই?

দূত। আমাকে চিতোর প্রবেশের পথটা বলে দিতে পারেন?

অরুণ। কোথা থেকে আসছ?

দূত। সে কথা আমি এখানে বলতে পারব না। আমাকে দয়া করে কেউ পথটা বলে দিন, আমি বনের ভিতর ঢুকে পথ হারিয়েছি, এর পর অন্ধকার ঘেরে আসবে, আর বন থেকে বেরুতে পারব না।

(সৈনিকদ্বয়ের প্রবেশ)

১ম সৈ। আর বেরুবার দরকার কি? খুব ফাঁকিটে দিয়ে পালিয়ে এসেছ!

২য় সৈ। বরাবর পেছন নিয়েছি, তবু তোমায় ধরতে পারিনি।

দূত। মারলে—মারলে—আমায় রক্ষা করুন!

১ম সৈ। দুনিয়ার কেউ আর তোমায় রক্ষা করতে পারবে না।

বাদল। তাত বটেই, তুমি দুনিয়ার মালিক এলে কি না!

অরুণ। তুমি একটাকে—আমি একটাকে

১ম সৈ। তাইত রে! এরা কে?

বাদল। এই যে পরিচয় হচ্ছে!

(যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান ও পুনঃপ্রবেশ)

অরুণ। কাজ শেষ, দুটোকেই পেড়েছি। ভাই তুমি একে চিতোরের পথ দেখিয়ে দাও।

বাদল। যদি ধরা পড়ি?

অরুণ। তাহলে আমি একা যাব।

বাদল। বাঃ! কি মজার কথাই বল্‌লে! নাও দুজনেই যাই চল। যা ফল পাব দুজনেই ভোগ করব।

দূত। আপনারা যখন জীবন-দাতা, তখন আপনাদের কাছে গোপন করব না। আমি গুজরাটের অধিবাসী, দিল্লীর বাদশা গুজরাট আক্রমণ করছে। দেশের হিন্দু সরদারেরা বেইমানি করে দেশটাকে তার হাতে ধরে দেবার মতলব করেছে। কেবল একজন মুসলমান সরদার এখনও দেশের জন্য প্রাণপণে লড়াই করছেন। তার নাম কাফুর। কিন্তু তিনি বেইমানের ভেতর থেকে একা কদিন যুঝবেন? তাই তিনি চিতোরের সাহায্য প্রত্যাশায়, আমাকে রাণার কাছে পাঠিয়েছেন। বেইমানেরা, পথে আমাকে হত্যা ক'রে কাফুর খাঁর উদ্দেশ্য বিফল করবার জন্য এই দুজনকে পাঠিয়েছিল। শুধু আপনাদের কৃপায় রক্ষা পেয়েছি। [সকলের প্রস্থান।

(রাহুল ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। কি হল—কোথা গেল?

রুক্মা। তাইত বাবা। বিপদ ঘটল না ত?

রাহুল। আরে দূর বাঁদরী! আমার বাড়ীর কানাচে বিপদ ঘটবে কি? পালিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ করে, আমাকে ধর্ম্মে পতিত করে পালিয়েছে! তাতেই ত আমি রাজা রাজড়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে চাইনি! খোঁজ্, খোঁজ আবাগী—খোঁজ। এখনও বেশী দূর যেতে পারে নি, এখনও বন থেকে বেরুতে পারেনি—খোঁজ্।

(রুক্মার মাতার প্রবেশ)

দেখিলি মাগি—সর্ব্বনাশ করলি!

রু-মা। কি হ'ল?

রাহুল। আর কি হবে, আমার সর্ব্বনাশ হ'ল! জাত গেল, ধর্ম্ম গেল, কন্যা বাগ্‌দান ক'রে দিতে পারলুম না! সমাজে মাথা হেঁট হ'ল, আর আমার ঘরে কেউ জলগ্রহণ করবে না।

রু-মা। আরে মর্ হল কি?

রাহুল। ছোঁড়া পালিয়েছে।

রু-মা। বাগ্‌দান করিয়ে পালাল?

রাহুল। এই দেখ্—আক্কেল দেখ্! রাজা রাজড়ার ব্যবহার দেখ।

রু-মা। আ-মর পোড়ারমুখো মেয়ে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছ কি?

রুক্মা। কি করব?

রু-মা। কোথায় পালাল খোঁজ।

রুক্মা। কোথায় খুঁজব?

রু-মা। যেখানে পাবি, চুলের মুটি ধরে নিয়ে আসবি। বলবি, বে কর্ তবে চুলের মুটি ছাড়বো। নইলে কিছুতেই ছাড়বিনি। এত বড় আস্পর্দ্ধা, বে করব বলে পালিয়ে গেল! হলেই বা রাণার ছেলে, তা বলে কি আমাদের জাত নেই?

রাহুল। হায়, হায়!

রু-মা। আরে মর, দাঁড়িয়ে হায় হায় করলে কি হবে! ছেলেদের খবর দে!

রুক্মা। ও বাবা! সেপাই মরে রয়েছে!

রু-মা। য়্যা—কই কই? ওগো তাইত গো! ব্যাপারটা কি বল দেখি?

রাহুল। ব্যাপার বোঝবার আমার সময় নেই। রুক্মা সন্ধান কর্। এ বনের কোথায় সে আছে সন্ধান কর্। বনে যদি না পাস্, সহরে সন্ধান কর্।

রুক্মা। সেখানে যদি না পাই!

রাহুল। দুনিয়ায় সন্ধান কর—দুনিয়ায় না পাস্, আর আসিস্ নি! নে। আয় রাজপুত্নী, চলে আয়। দেখছিস্ কি? যে চন্দাওনী

রাজপুতনী বংশমর্য্যাদা রাখতে জানে না, তার মায়া রাখতে নেই।

[উভয়ের প্রস্থান।

রুক্মা। ভাল এই যদি ভগবানের ইচ্ছা, তাহ'লে এ অবস্থা আমার মন্দ কি! দেখলুম, শুনলুম, তার সঙ্গে সঙ্গে সারাদিন রইলুম' দিনটে যে কি করে কেটে গেল, বুঝতে পারলুম না! তাকে খুঁজব। এ আমার দুখ— না সুখ! সুখ সুখ! কত সুখ! মনটা কি করছে। মন ত আমার এমন কখনও করেনি! তবে যাই, খুঁজতে যাই। যদি তাকে না পাই? আমার ঘর বা'র দুইই সমান। (প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[ভবানী-মন্দির]

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। আমার কি দুর্ভাগ্য! একটা সঙ্কল্প ক'রে উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে পা বাড়াতে না না বা'ড়াতেই ব্যাঘাত! কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সকল মেবারীই গৃহ পরিত্যাগ ক'রে আমার আদেশ পালন করতে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে, সময়ে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হ'ল। কেবল আমার পুত্রই আমার আদেশ অমান্য করলে! আমিই বিধি ব্যবস্থার প্রণেতা। সুতরাং এ কর্ত্তব্যে অবহেলাকারী সন্তানকে শাস্তি না দিলে যে, কিছুতেই আমি প্রাণে তৃপ্তি পাচ্ছি না! সমস্ত মেবারী আমার পুত্রের প্রতি দণ্ডবিধানের প্রতীক্ষা করছে—নীরবে আমার কর্ত্তব্যনিষ্ঠার পানে চেয়ে আছে। সকলে যুদ্ধ করতে চলেছে, কিন্তু অন্য সময়ে যুদ্ধের সংবাদে তারা যেমন উল্লাসিত হয়, আজ ত তেমন হচ্ছে না! কি আমার দুরদৃষ্ট! সমস্ত মেবারীর আশ্রয়স্থল হয়েও এক নরাধম কাপুরুষ সন্তানের দুর্ব্বোধ্য আচরণে আমি যেন আজি নিরাশ্রয়। সকলের করুণা-দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে অক্ষম ভিখারীর ন্যায়, আমার সমস্ত প্রজার সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছি! এ প্রাণ নিয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হয়ে কেমন ক'রে সঙ্কল্প করব? হা ভগবান কি করলে? এ আমাকে কি দুরবস্থায় নিপতিত করলে?

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! গুজরাট থেকে এক দূত এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাষী।

লক্ষ্মণ। তাকে নিয়ে এস। (প্রতিহারীর প্রস্থান) বোধ হচ্ছে গুজরাটের রাণী সাহায্য-প্রার্থনার জন্য আমার কাছে লোক পাঠিয়েছেন। হতভাগ্য গুজরাটরাজ যদি প্রতিবেশী রাজাদের ওপর অযথা অত্যাচার না করত, তা হলে তার রাজ্য আজ অপর রাজা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হবে কেন? আমাকেই বা তার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে হবে কেন? সকল উৎপীড়িত রাজার আবেদনে, আমাকে তার সঙ্গে যুদ্ধ করতে হ'ল। যুদ্ধ-ফলে অভাগ্যকে প্রাণ বিসর্জ্জন দিতে হ'ল। কোথায় রইল তার রাজ্য, কোথায় রইল তার ক্ষমতার অহঙ্কার! শেষে সমৃদ্ধিশালী গুজরাট আলাউদ্দীন খিলিজী কর্ত্তৃক আক্রান্ত! তার সদ্যবিধবা পত্নী মর্য্যাদানাশ, ধর্ম্মনাশ ভয়ে তাঁর স্বামীর শত্রুর শরণাপন্ন। যে আলাউদ্দীন আশ্রয়দাতা স্নেহময় বৃদ্ধ পিতৃব্যের মর্য্যাদা রাখলে না, তার কাছে কি অন্য কেহ মর্য্যাদা-রক্ষার আশা করতে পারে? বিশেষতঃ গুজরাটের বিধবা মহিষী বিখ্যাত রূপসী। সম্রাট যে সেই অসামান্যা রূপশালিনীর লোভেই গুজরাট আক্রমণ করতে না এসেছে, এ কথা কে বলতে পারে?

(দূতের প্রবেশ)

দূত। মহারাজ! আপনার কৃপা ভিক্ষা করি।

লক্ষ্মণ। কি প্রয়োজনে এসেছ বল!

দূত। একদিন আপনি অত্যাচারী গুজরাট রাজাকে দমন করতে গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন। আজ আমি আর এক অত্যাচারীর হাত থেকে গুজরাট রক্ষার জন্য গুজরাটবাসীর হয়ে আপনার সাহায্য ভিক্ষা করছি।

লক্ষ্মণ। আজও পর্য্যন্ত বাদশা গুজরাট দখল করতে পারেনি?

দূত। আজও পারেনি, কিন্তু আর থাকে না। বাদশা সমস্ত স্থান অধিকার করেছে। কেবল সহর দখল করতে পারেনি। অন্ততঃ পোনের দিনের ভেতর সাহায্য না পেলে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হবে। সবেমাত্র পোনের দিনের রসদ অবশিষ্ট আছে।

লক্ষ্মণ। এই অল্প সময়ের মধ্যে গুজরাটে পৌঁছে বাদসার অগণ্য সৈন্যের গতিরোধ করা মনুষ্য-শক্তির অসাধ্য। তোমাদের আর কিছু দিন পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল।

দূত। তখন আসবার প্রয়োজন হয়নি মহারাজ! তখন গুজরাটের সমস্ত সরদার একপ্রাণে স্বদেশ রক্ষার জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রাণপণে স্বদেশ রক্ষায় ব্রতী, তাঁরা বাদশাকে নগরপ্রাচীরের একটী ইট পর্য্যন্ত খসাতে দেননি।

লক্ষ্মণ। এখন?

দূত। এখন—কি বলব মহারাজ! তাদের অধিকাংশই আপনা আপনির ভেতর বিবাদ ক'রে গুজরাটকে শত্রুহস্তে সমর্পণের ষড়যন্ত্র করছে।

লক্ষ্মণ। তাহলে তোমায় পাঠালে কে?—রাণী?

দূত। রাণী! না মহারাজ! মিথ্যা কইব কেন—রাণীরও আপনার সাহায্য গ্রহণ অভিপ্রায় নয়।

লক্ষ্মণ। রাণীও কি সরদারদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন?

দূত। তাঁর মনে দুরভিসন্ধি প্রবেশ করেছে।

লক্ষ্মণ। অর্থ কি?

দূত। অর্থ কি বলব মহারাজ! তিনি হিন্দু রমণীর একটী যে দেবতারও বাঞ্ছনীয় মর্য্যাদা আছে, তাই নাশ করতে উদ্যত হয়েছেন। তিনি চিতোর-রাজ্যের উপর প্রতিহিংসা নিতে আলাউদ্দীনকে আত্মসমর্পণ করতে উদ্যত!

লক্ষ্মণ। তাহ'লে তোমাকে পাঠালে কে?

দূত। বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহী হিন্দু সরদারেরা আপনার কাছে পাঠাননি—পাঠিয়েছেন এক মুসলমান।

লক্ষ্মণ। মুসলমান?

দূত। গুজরাটরাজ একজন মুসলমান দাস ক্রয় করেছিলেন। তাঁর নাম কাফুর। সদ্‌গুণে প্রভুকে মুগ্ধ করে তিনি অল্পদিনের মধ্যেই সরদারের পদ প্রাপ্ত হন। এখন কেবল সেই প্রভুভক্ত বীর মনিবের মর্য্যাদা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করছেন। তাঁর ভয়ে অন্যান্য সরদারেরা আজও পর্য্যন্ত প্রকাশ্যে আলাউদ্দীনের সঙ্গে যোগদান করতে পারে নি। রাণীর অসদভিপ্রায় বুঝতে পেরে, কাফুর খাঁ তাকে গৃহে আবদ্ধ ক'রে রেখেছেন। সেই মহানুভব কর্ত্তৃকই আমি মহারাণার কাছে প্রেরিত হয়েছি।

লক্ষ্মণ। ভাল, কিছুক্ষণের জন্য অপেক্ষা কর। আমি একবার খুল্লতাত রাজার অনুমতি গ্রহণ করব।

দূত। আশ্বাস দিন।

লক্ষ্মণ। আশ্বাস দিতে আমার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। বিশেষতঃ আমরা অপর এক সংকল্পে এক বিরাট যুদ্ধের আয়োজন করছি। যদি তোমাদের সেই সাধু মুসলমান সরদারের অভিলাষ পূর্ণ করতে আমাদের সে সঙ্কল্প অসিদ্ধ থেকে যায়, তাহলে গুজরাট রক্ষার চেষ্টায় কতদূর সমর্থ হব, সেটা এ সময়ে বলতে পারছি না। তবে তোমাদের সেই মহানুভব সরদারকে আমার সেলাম জানিয়ে ব'ল যে, যদ্দূর পারি, আমরা তাঁর মত সাধুর সাহায্যে চেষ্টার ক্রটী করব না। তারপর ঈশ্বরের হাত।

দূত। এই আশ্বাসই আমাদের অভাগ্য গুজরাটের পক্ষে যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। তবে বড় সুসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছ। আর কিছুক্ষণ বিলম্ব হ'লে, আমার দর্শনলাভ তোমার ঘটে উঠত না। অথবা ঘটলেও কোন উত্তর দিতে পারতুম না।

দূত। ত'হলে দেখছি ভগবানই উপযুক্ত সময়ে আমাকে মহারাজের কাছে পাঠিয়েছেন। আমি পথে শত্রুর সৈন্য কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। তারা বাদশার লোক, কি আমাদের বিশ্বাসঘাতক সরদারদের, তা বলতে পারি না। দুটী বালক আমাকে রক্ষা না করলে, হয় তারা আমাকে বন্দী করত, নয় মেরে ফেলত। সুধু দুটী বালকের কৃপায় আমি মহারাজের শ্রীচরণ দর্শনলাভে সমর্থ হয়েছি।

লক্ষ্মণ। বালক?

দূত। আজ্ঞে হাঁ মহারাজ! সুধু যৌবন সীমায় দুজনে পদার্পণ করেছে। দেখে মেবারী বলেই বোধ হ'ল। কেবল তাই নয়, বোধ হ'ল দু'জনেই সম্ভ্রান্ত বংশীয়।

লক্ষ্মণ। কোথায় দেখেছ?

দূত। এই নগরোপকণ্ঠে যে পার্ব্বত্য অরণ্য আছে, তার মধ্যে। তাঁরাই আমাকে চিতোরে প্রবেশের সুগম পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

লক্ষ্মণ। প্রতিহারী! (প্রতিহারীর প্রবেশ) যেখানে রাজা ভীমসিংহ অবস্থান করছেন, এঁকে সেইখানে নিয়ে যাও। (দূতের প্রতি) এই সকল কথা তুমি তাঁকে গিয়ে বল। তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলবে আমি অরুণসিংহের সন্ধান পেয়েছি। (প্রস্থান)

দূত। হাঁ ভাই অরুণসিংহ কে?

প্রতি। কে আর কি বলব? আমাদের সর্ব্বস্ব। আর সেই জন্যই আমাদের সর্ব্বনাশ অরুণসিংহ রাণার জ্যেষ্ঠপুত্র। রাণা তাকে কাটতে চলেছেন।

দূত। সেকি? আমার জীবনদাতার আমিই সর্ব্বনাশ করলুম? কি করলুম? কি করলে ভাই তাঁর জীবন রক্ষা হয়?

প্রতি। স্বয়ং রাণা যখন শাস্তিদাতা, তখন আর কে তাকে রক্ষা করতে পারে?

দূত। কোনও উপায় নাই?

প্রতি। এক উপায় আছে। যদি খুড়ী-রাণীকে কোনও রকমে খবর দিতে পারেন, তাহলে বোধ হয় রাণাউৎ রক্ষা পেতে পারেন। রাণা কেবল তার আদেশ অমান্য করতে পারেন না। কিন্তু তিনিও এমন রাণী ন'ন, কখন রাণাকে কোনও অন্যায় অনুরোধ করেন না। যদি তাঁকে দিয়ে আপনি রাণাকে এ নির্দ্দয় কার্য্য হ'তে নিবৃত্ত করতে পারেন, তাহলে রাজকুমার রক্ষা পেতে পারেন।

দূত। ভাই! আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

প্রতি। খুড়ো-রাজার কাছে আপনাকে নিয়ে যাই। তারপর আপনি চেষ্টা করুন।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও ভীমসিংহ।

পদ্মিনী। হাঁ রাজা!

ভীম। কি রাণী!

পদ্মিনী। হঠাৎ চিতোরে এমন সমর আয়োজন হচ্ছে কেন?

ভীম। কেন এ কথার উত্তর নিজেই ত দিতে পার। চিতোরের কোন্ রাজা দুগ্ধফেননিভ শয্যায় নিশ্চিন্ত হয়ে একদিনের জন্যও নিদ্রা গিয়েছে? সমরক্ষেত্রই চিরদিন তার শয়নের উপযুক্ত আশ্রয়-ভূমি।

পদ্মিনী। তা জানি, অত্যাচারীর হাত থেকে দুর্ব্বলকে রক্ষা করবার জন্য, হিন্দুর দেবতা ও ধর্ম্মরক্ষা করবার জন্য চিতোরপতিরা সিংহাসন গ্রহণ করেন।

ভীম। তবে আর সমর আয়োজনের কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

পদ্মিনী। এক্ষেত্রেও কি তাই হচ্চে?

ভীম। অবশ্য, নতুবা এমন অসময়ে আয়োজন কেন!

পদ্মিনী। কোন্ দুর্ব্বলের রক্ষার জন্য এত আয়োজন?

ভীম। কার নাম করব? কাল দিল্লীর সম্রাট প্রেরিত লোকে তোমাদের উপর আক্রমণের উদ্যোগ করেছিল।

পদ্মিনী। আমি কি দুর্ব্বল? চুপ ক'রে রইলেন কেন রাজা?

ভীম। অবশ্য. শাস্ত্রে যাকে অবলা বলে, তাকে আমি কেমন ক'রে সবল বলি।

পদ্মিনী। যার পুত্র রাণা লক্ষ্মণসিং, যার স্বামী ভীমতুল্য বলশালী রাজা ভীমসিংহ, অবলা হ'লেও কি সে দুর্ব্বল?

ভীম। তাহ'লে তুমি কি বুঝেছ, বল।

পদ্মিনী। তা নয় রাজা—আমি ছেলের কাছে সমস্ত শুনেছি। অজয়সিংহ আমাকে সমস্ত বলেছে। শুনেছি, এক অপরিচিতা রমণীর আবেদন রক্ষার জন্য আপনারা দিল্লীর সম্রাটকে জীবন্ত বন্দী ক'রে আনতে সমরের আয়োজন করছেন।

ভীম। অতিথির প্রার্থনা পূরণ করতে তুমি কি নিষেধ কর?

পদ্মিনী। অবশ্য অতিথির ন্যায্য প্রার্থনা পূরণ গৃহস্থের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু তা বলে যে তার উন্মাদ বাসনা পূরণ করতে হবে, একথা কোন রাজনীতি, সমাজনীতিতে ত বলে না।

ভীম। অতিথি নারায়ণ। রাণী! একটা পক্ষী-অতিথির প্রার্থনা পূর্ণ করতে শিবী রাজা আত্মদেহ দান করেছিলেন।

পদ্মিনী। তাই কি, অতিথির প্রার্থনা পূরণের প্রারম্ভেই, আপনারা চিতোরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন, মেবারের ভবিষ্যৎ রাণাকে বলি দিতে চলেছেন?

ভীম। তোমায় একথা কে বললে?

পদ্মিনী। আপনি কি বলতে চান, আমি যা শুনেছি, তা মিথ্যা?

ভীম। রাণী সেকথা আর জিজ্ঞাসা ক'র না—আমি রাণার আদেশ শুনে মর্ম্মাহত হয়ে বসে আছি।

পদ্মিনী। মর্ম্মাহত হয়ে বসে থাকলে ত চলবে না। আপনি উঠুন—অরুণসিংহকে রক্ষা করুন। রাণা পুত্রহত্যা করবেন, কিন্তু সকল প্রজা আপনাকেই দোষী জ্ঞান করবে। হয় ত আপনার উপর দুরভিসন্ধির আরোপ করবে। বলবে—আপনার পুত্রকে সিংহাসনে বসাবার জন্য, আপনি উদ্ধত রাণাকে এই নিষ্ঠুর

কার্য্যে উত্তেজিত করেছেন, অন্ততঃ এ আসুরিক কার্য্যে বাধা প্রদান করেন নি।

ভীম। প্রজা আমাকে বিলক্ষণ চেনে।

পদ্মিনী। না মহারাজ, চেনে না। প্রজার মন বিশাল বারিধিপৃষ্ঠের ন্যায় চঞ্চল—এই আলোকপৃষ্ঠে অবস্থিত, দেখতে দেখতে আবার অন্ধকারে প্রবেশ করে। তা যদি না হ'ত, তাহলে প্রজারঞ্জন রাজা শ্রীরামচন্দ্রকে জানকীর নির্ব্বাসন দিতে হত না!

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। মহারাজ! রাণাজী একজন লোককে আপনার কাছে প্রেরণ করেছেন, সে ব্যক্তি গুজরাট থেকে এসেছে—

ভীম। বেশ, তাকে অপেক্ষা করতে বল, আমি যাচ্ছি। (প্রতিহারীর প্রস্থান) রাণী! রাণা লক্ষ্মণসিংহ যখন বালক ছিল, তখনই আমি রাজার নামে মেবার শাসন করেছিলুম। সে শাসনে আমি নিজের বুদ্ধি-চালিত হয়ে কার্য্য করেছিলুম। নিজের যশ অযশ, প্রজার প্রীতি বিরাগের দিকে দৃষ্টি রাখিনি। প্রজার মঙ্গলের জন্য, রাণার মঙ্গলের জন্য আমি তখন যে কার্য্য করেছি, সে কার্য্যের জন্য আমি কেবল ভগবানের কাছে দায়ী। এখন রাজ্যভার রাণার হাতে। তাঁর ভালমন্দ কার্য্যের জন্য তিনিই এখন ঈশ্বরের কাছে দায়ী—আমি তাঁর প্রজার স্বরূপ, তাঁর আদেশ পালনে বাধ্য—তাঁকে হুকুম করতে আমার আর কোন অধিকার নাই।

পদ্মিনী। বেশ আমাকে অনুমতি করুন—আমি অনুরোধ করি।

ভীম। সে তোমার ইচ্ছা।

পদ্মিনী। আপনি অনুমতি না করলে পারি কেমন করে? রাণা মনে করতে পারেন, পিতৃব্য পুত্রের জন্য নিজে অনুরোধ করতে না পেরে, আমাকে দিয়ে অনুরোধ করিয়েছেন।

ভীম। সে ভয় আমার নেই রাণী। রাণা আমাকে বিলক্ষণ জানে।

(দূত ও প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতি। এই এই—এখানে ঢুকোনা—এখানে ঢুকোনা—

ভীম। কে তুমি—কে তুমি—

দূত। আহা! কি দেখলুম! মা জগদ্ধাত্রী! সন্তানকে চরণে স্থান দাও মা!

ভীম। কে তুমি—কি চাও?

প্রতি। হাঁ হাঁ চলে এস—চলে এস—

পদ্মিনী। অপেক্ষা কর—কেন বাছা এমন ক'রে এসে পড়লে?

দূত। করুণাময়ী মা! আগে অভয় দাও: আমি বিপন্ন অতিথি। আপনার কাছে আমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে জেনে আমি রীতি লঙ্ঘন ক'রে আপনার পবিত্র গৃহে প্রবেশ করেছি। প্রহরীর বাধা গ্রাহ্য করিনি—প্রাণের মমতা রাখিনি। এতেই বুঝুন, আপনার কাছে যা চাইব, তা প্রাণ অপেক্ষাও মূল্যবান।

পদ্মিনী। কি সে?

দূত। ধর্ম্ম! আমি নরকে ডুবতে চলেছি, তুমি না হ'লে কেউ সে নরক থেকে আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। মা আর সময় নেই—দণ্ডমাত্র দেরী হ'লে, আর ধর্ম্ম রক্ষা হবে না।

পদ্মিনী। তা হলে বলতে বিলম্ব করছ কেন বাছা!

দূত। আমি গুজরাট থেকে আসছি—সে যে কেন আসছি, তা এখন আর আমি আপনাকে বলব না। অবশ্য বলবার প্রয়োজন ছিল—কিন্তু বলবার আর সময় নেই—বলতে

আর ইচ্ছাও নেই। পথে আসতে এক বনে আমি দস্যু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়েছিলুম। দু'টী বালক আমাকে সে বিপদে রক্ষা করেন। এখানে এসে শুনলুম, তাঁরা রাজকুমার—কিন্তু রাজদণ্ডে দণ্ডিত। আমি না জেনে রাণার কাছে তাঁদের কথা প্রকাশ করেছি—রাণা শুনেই তাঁদের হত্যা করতে ছুটে গেছেন। আর কি বলব মা? আর কি বলবার আছে মা?—

পদ্মিনী। প্রহরী! আমার পাল্‌কি আনতে বলে দাও—

[ভীমসিংহ ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ভীম। যাক্, এই উপায়ে যদি বালকটা রক্ষা পায়, তাহ'লে মঙ্গল। বালকটার জন্য আমার প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। তার শোচনীয় পরিণাম শোনবার আগে যদি আমার মৃত্যু হয়, তবেই এ যন্ত্রণা থেকে নিবৃত্তি পাই। কেউ সুখী নয়—চিতোর মর্ম্মাহত, বড়রাণী মনস্তাপে লজ্জায় শয্যাশায়িনী! ভগবন্! রক্ষা কর—ভগবন্! অরুণকে রক্ষা কর!

তৃতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্যপথ]

অরুণ ও বাদল।

অরুণ। দেখ ভাই! প্রাণ-দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে গুজরাটে যেতে আমার প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

বাদল। তাহলে কি করতে চাও, বল?

অরুণ। চল চিতোরে যাই—পিতাকে ধরা দিই।

বাদল। তাহ'লে ত মিছামিছিই প্রাণটা যাবে!

অরুণ। অপরাধী হয়ে বেঁচে থেকেই বা সুখ কি?

বাদল। তা যা বলেছ মন্দ নয়—তা হ'লে চল ধরা দিই।

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো! আমায় ফেলে চলে যাচ্ছ যে?

অরুণ। কেও—রুক্মা?

রুক্মা। হাঁ—কেন আমাকে কি চিনতে পারছ না?

অরুণ। রুক্মা! তোমাদের কাছে আমি বড় অপরাধ করেছি।

রুক্মা। তাতো করেইছ, কিন্তু তোমার অপরাধে যে আমি মারা যাই। তুমি এমন ধারা লোক জানলে কি আমি তোমার সঙ্গে কথা কইতুম!

অরুণ। রুক্মা!

রুক্মা। নাও, আর আদর ক'রে রুক্মা বলতে হবে না। এখন একবার আমাদের ঘরে চল। মা বাবাকে একবার দেখা দিয়ে এস। অনেক পাড়াপড়শী বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে, তাদের একবার বুঝিয়ে এস। তারা সকলে একবাক্যে তোমার নিন্দা করেছে, শুনে আমার বড়ই কষ্ট হচ্ছে। তুমি একবার তাদের বুঝিয়ে যেথা ইচ্ছা সেথা যাও। আমি বুঝতে পারছি, তুমি একটা এমন বিষম দরকারে পড়েছ যে, যার জন্য আজকের রাত্তিরটুকুও আমাদের বাড়ীতে থাকতে পাচ্ছ না। কিন্তু তারা বুঝছে না!

বাদল। এ মেয়েটা কে ভাই?

অরুণ। পরে বলব।

রুক্মা। কেন, এখনি বল না!

অরুণ। বলবার মুখ কই রুক্মা? কোথায় আনন্দের সঙ্গে আজকের শুভাদৃষ্টের কথা আমার

এই সঙ্গীকে শোনাতে শোনাতে ঘরে যাব, তা না ক'রে আমাকে মাথা হেঁট ক'রে চলে যেতে হচ্ছে।

রুক্মা। তাহ'লে তুমি যাবে না ?

অরুণ। আমায় ক্ষমা কর।

রুক্মা। রাজার ছেলে তুমি—ছিছি! তোমার এই নীচ ব্যবহার!

বাদল। দেখ ছুঁড়ী, গাল দিস্‌নি!

অরুণ। ভাই বাদল, চুপ কর।

বাদল। চুপ করব কি ? আমার সুমুখে এক বেটী চাষার মেয়ে তোমাকে যা খুসী তাই বলবে ?

অরুণ। ওর কোন দোষ নেই ভাই! ওদের মনে আমি বড় কষ্ট দিয়েছি। কিন্তু রুক্মা! ভগবানের নাম ক'রে বলছি—আমাকে বিশ্বাস কর, আমি ইচ্ছাপূর্ব্বক তোমাদের মনে এই কষ্ট দিচ্ছি না। প্রাতঃকালে এই সুধার আধার দেখে আমি পিপাসায় আকুল হয়েছিলুম। সন্ধ্যার যখন সেই দুরন্ত পিপাসাশান্তির সুযোগ উপস্থিত হ'ল, অমনি নিষ্ঠুর বিধাতা আমাকে সেখান থেকে টেনে এত দূরে নিক্ষেপ করেছে যে, এ জীবনে আর সে পিপাসার শান্তি হ'ল না! রুক্মা! তোমা হ'তে এখন আমি বহু দূরে। তোমাদের ঐ মহত্ত্বের আকর্ষণও আর আমাকে ফেরাতে পারে না। মাঝে মৃত্যু-প্রাচীরের ব্যবধান।

রুক্মা। কি বলছ, বুঝতে পারছি না।

অরুণ। বিবাহের পরক্ষণেই তুমি বিধবা হবে। জেনে শুনে তোমার প্রতি পিশাচের ব্যবহার কেমন করে করি ? তাই আমি তোমাদের না ব'লে পালিয়ে এসেছি।

রুক্মা। আগে বলনি কেন ?

অরুণ। আগে ত আমার এ অবস্থা হয়নি। তবে শোন—আমার অবস্থার কথা শোন। শুনে তোমার বিচারে যা ভাল হয় কর। আমার পিতা মহারাণা আদেশ দিয়েছিলেন যে, রাজপুত সরদারদের যে কেউ আজ সন্ধ্যার ঘণ্টাধ্বনির পর একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত না হবে, সে যদি অনুপস্থিতির সন্তোষজনক উত্তর দিতে না পারে, তাহ'লে তার প্রাণদণ্ড হবে। আমি সেখানে সময়ে উপস্থিত হ'তে পারিনি।

রুক্মা। প্রাণদণ্ড হবে ?

অরুণ। আমিত সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারব না! প্রাণের জন্য মিথ্যা কইতে পারব না—সুতরাং রুক্মা আমাকে প্রাণ দিতেই হবে।

রুক্মা। তুমি ত রাণার ছেলে!

অরুণ। বিচারে তাঁর কাছে আত্ম পর নেই। তিনি পুত্র-নির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করেন।

রুক্মা। এমন যদি জান, তাহ'লে সকাল সকাল গেলে না কেন ?

অরুণ। গেলুম না কেন ? তা তোমাকে কি বলব রুক্মা ? আর বললেই কি তুমি বুঝবে ? তোমাকে দেখে অবধি, আমি কে, কোথায়, কি করতে এসেছি, কিছুই আমার জ্ঞান ছিল্‌ না। শেষ ঘণ্টার শব্দ শুনে, আর আমার এই সখাকে দেখে আমার জ্ঞান ফিরেছে। তখন দেখি আমি আত্মহত্যা করেছি।

রুক্মা। এখন চলেছ কোথায় ?

অরুণ। পিতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে।

রুক্মা। তাহ'লে এক কাজ কর না কেন —একবার আমার বাবা মার সঙ্গে দেখা ক'রে ফিরে এস না কেন ? দেখ, পাঁচজন প্রতিবেশীতে তোমার নিন্দে করছে, এ আমি সহ্য করতে পারছি না।

অরুণ। আমরা আর এ অন্ধকারে বনে ঢুকতে পারব না।

রুক্মা। আমি সুগম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বাদল। এতই যদি বন্ধুর প্রতি তোমার দয়া, তাহ'লে বন্ধুর হয়ে তুমিই সব কথা বলগে যাওনা কেন? এইতো সব কথা শুনলে।

রুক্মা। তোমার বন্ধু কি আমার আর ঘরে ফেরবার উপায় রেখেছে? তোমরা যাও, আমার মর্য্যাদা থাকে; না যাও, আমার ঘরের বাস উঠে গেল। পথে পথে ঘুরব, লোকের দোরে দোরে ভিক্ষা মেগে খাব, তবু ঘরে ফিরতে পারব না।

অরুণ। কেন রুক্মা?

রুক্মা। কেন যদি তুমি বুঝতে পারবে, তাহ'লে তুমি আত্মহত্যা কর! আমার বাপকে তুমি অঙ্গীকার করিয়ে এসেছ না? তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ আমার আগেই ঠিক হয়ে গেছে—সুধু মন্ত্র ক'টা পড়তে বাকী। তা রাজপুতনীর সব-সময় মন্ত্র পড়া ঘটে ওঠে না। এখন বুঝতে পারলে কেন?

অরুণ। সর্ব্বনাশ! তাহ'লে উপায়?

রুক্মা। যখন তোমার মুখে সব শুনলুম, তখন তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাব। তোমার অদৃষ্টে কি আছে স্বচক্ষে দেখব। তারপর নিজের অদৃষ্ট আমি ঠিক ক'রে নেব।

অরুণ। কি করলুম ভাই বাদল?

বাদল। বেশ করেছ—যে মরতে সুখ পায়, তাকে তুমি বাঁচাবার জন্য ব্যাকুল হচ্ছ কেন?

রুক্মা। আমি একা ফিরলে, বাপ আমাকে ঘরে নেবে না—তোমাকে সঙ্গে না পেলে আমিও আর ঘরে ফিরব না। আমি চন্দাওনী রাজপুতনী। আমার কথাও যা, কাজও তা।

বাদল। ভাই! এ মেয়েটার ঘরে একবার ফিরে চল।

অরুণ। চল রুক্মা তোমার পিতার কাছে যাই।

রুক্মা। চল।

(লক্ষ্মণসিংহ ও সিপাহীগণের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। এই যে, এই যে নরাধম কাপুরুষ রাজপুত কুলাঙ্গার!

অরুণ। রুক্মা! আর যে আমার যাওয়া হ'ল না।

লক্ষ্মণ। কাপুরুষ! তোমাকে পুত্র ব'লে সম্বোধন করতেও আমার ঘৃণা হচ্ছে। সমস্ত মেবারী আপন আপন মর্য্যাদা রাখলে, আর তুমি কেবল প্রজার সম্মুখে আমার মাথা হেঁট করালে? তোমাকে জীবিত রেখে আমি যুদ্ধে যেতে পারছি না। তুমি বেঁচে আছ জেনে রণক্ষেত্রে শত্রুসংহারে সুখ পাব না ব'লে, তোমাকে আমি আগেই যমভবনে পাঠাবার জন্য অনুসন্ধান করছিলুম। দেশের সৌভাগ্য, তোমাকে পেতে আমার বিলম্ব হয় নি।

রুক্মা। (প্রণাম) রাণা!

লক্ষ্মণ। কে তুই?

রুক্মা। তোমার ছেলের কোন অপরাধ নেই—অপরাধী আমি। আমিই তাকে বনে ধরে রেখেছি। ওর হয়ে আমাকে শাস্তি দাও।

অরুণ! না পিতা! ওর কথা শুনবেন না। আমাকে কেউ ধরে রাখেনি।

লক্ষ্মণ। এ কে?

অরুণ। এই বনের ভিতরের এক কৃষককন্যা।

লক্ষ্মণ। আমার পুত্রের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি?

অরুণ। কোনও সম্পর্ক নেই!

রুক্মা। সম্পর্ক আছে কি না, তুমি রাজা তুমিই বিচার কর। আমাকে বিয়ে করবার জন্য রাজপুত্র আমার বাপের কাছে আমাকে

ভিক্ষে চেয়েছিল। বাপ আমাকে দিতে স্বীকার করেছে। সুধু মন্ত্র পড়া বাকী। বাপ আমার আত্মীয় কুটুম্বদের নেমন্তন্ন করে এসেছে—রাত্রে বিয়ে হবার কথা।

লক্ষ্মণ। তুমি সুধু কাপুরুষ নও—প্রবৃত্তিও তোমার কি এতই নীচ! মেবারের রাজপুত্র তুমি কি না, একটা চাষার মেয়ের জন্য লালায়িত হয়ে, তার বাপের কাছে মাথা হেঁট করেছ! তোমার প্রবৃত্তিকে ধিক্, তোমার জীবনেও ধিক্। তোমার বেঁচে থাকবার কোন প্রয়োজন আমি দেখতে পাচ্ছি না। এই—একে নিয়ে জল্লাদের হাতে সমর্পণ কর।

রুক্মা। আমার কথা?

লক্ষ্মণ। তোমার আবার কি কথা? তোমার সঙ্গে ওর কোনও সম্বন্ধ নেই! তোমার পিতাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্য স্থানে বিবাহ দিক্!

রুক্মা। আমি সুখ ভোগের জন্য বলছিনি—ধর্ম্মের জন্য বলছি—সুবিচার কর রাজা, সুবিচার কর।

লক্ষ্মণ। বিচার ঠিক করেছি—

রুক্মা। কোনও সম্পর্ক নেই?

লক্ষ্মণ। কই সম্পর্ক ত দেখতে পাচ্ছি না।

রুক্মা। কিন্তু আমি যে দেখতে পাচ্ছি রাজা!

লক্ষ্মণ। দেখতে পাও, বৈধব্য ভোগ কর।

রুক্মা। বেশ, তা হ'লে নিজ হাতে কাটো, জল্লাদকে দিও না।

লক্ষ্মণ। তোমার কথা শুনব কেন?

রুক্মা। বেশ, কে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাক্! (বল্লম তুলিয়া দাঁড়াইল)

লক্ষ্মণ। তাইত একি দেখি! বন্যসরলতা, প্রকৃতিকমনীয়তা ও নগেন্দ্রনন্দিনীর ভুবনবশীকরণী শক্তি পরস্পরে বিজড়িত হয়ে, একি অপূর্ব্বমূর্ত্তি সহসা আমার চোখের উপর প্রস্ফুটিত হয়ে উঠল!

রুক্মা। তুমি রাজা, তার ওপর আমার শ্বশুর, তাই তোমাকে আমি কিছু বলতে পারছি না। আমি বেঁচে থাকতে আমার চোখের ওপরে অন্যে আমার স্বামীর গায়ে হাত তুলবে? জান রাজা, সতীর মনে কষ্ট দিলে কি হয়? তুমি রাজা, আমি গরীব চাষার মেয়ে, মদগর্ব্বে তুমি আমাকে যা খুসী তাই বলতে পার। কিন্তু শোননি কি রাজা—পুরাণে কি কখন শোননি, সতীর শাপে দক্ষরাজার কি হয়েছিল? তুমি যদি আমাকে অবলা মনে ক'রে জোর ক'রে আমার স্বামীকে নিয়ে যাও তাহলে—

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। অভিসম্পাত দিও না মা অভিসম্পাত দিও না! রক্ষা কর সতী, রক্ষা কর—ক্রোধ ক'র না!

লক্ষ্মণ। একি মা, তুমি এখানে?

পদ্মিনী। সতীর মনোবেদনা আমার বুকে লেগেছে রাণা, তাই আমি ছুটে এসেছি। যদি প্রজার মঙ্গল সাধনই রাজার কর্ত্তব্য হয়, যদি দীন নিরাশ্রয়কে রক্ষা করাই রাজপুতের ধর্ম্ম হয়, যদি সংগ্রামে শত্রু দলন ক'রে, দিগ্বিজয়ী নাম গ্রহণ করাই তোমার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সতীকে কষ্ট দিয়ে অভিসম্পাত নিও না। তোমার কর্ত্তব্য-ভ্রষ্ট সন্তানের জন্য আমি বলছি না—সতীর মর্য্যাদা রাখবার জন্য আমি অনুরোধ করি, হতভাগ্য পুত্রকে ক্ষমা কর। নইলে যে কার্য্য সাধনের জন্য অগ্রসর হয়েছ, সে কার্য্য তোমার কিছুতেই সিদ্ধ হবে না। ভারত-রমণীর সতীত্ব গৌরবে এখনও পবিত্র আর্য্যভূমি বিধর্ম্মীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পেয়ে আসছে। মেবার-রাজ! তুমিই সেই রত্ন-ভাণ্ডারের রক্ষক। তুমি নিজে সেই পবিত্র ভাবের অপব্যবহার ক'র না। সন্তানকে ছেড়ে দাও!

লক্ষ্মণ। তা'বলে এক নীচকুলের রমণীকে পুত্রবধূত্বে গ্রহণ করব?

কন্যা। নীচকুল নই রাণা—অগ্নিকুল। আমি গরীবের মেয়ে বটে, কিন্তু আমি চন্দাওনী রাজপুতনী।

লক্ষ্মণ। সত্য?

পদ্মিনী। তেজ দেখে বুঝতে পারচ না—আমি তোমাদের অন্তরালে দাঁড়িয়ে সব শুনেছি। পবিত্র বংশে জন্মগ্রহ না করলে কি হৃদয়ের এত বল হয়?

কন্যা। আমার বাপ্ অগ্নিকুল-শ্রেষ্ঠ চৌহান। গজনীর মামুদ যে সময় নগরকোট ধ্বংস করেন, সেই সময় নগরকোটের রাজপুত্র সমস্ত পরিবার নিয়ে চিতোরের অরণ্যে আশ্রয় নেন; আর তিনি লোকসমাজে মুখ দেখান নি। সেইকাল থেকে আমরা বনে বাস ক'রে আসছি।

লক্ষ্মণ। যাও মা! আমি পরাভব স্বীকার করলুম। এ অভাগাকে তুমি নিয়ে যাও। কিন্তু শোন কাপুরুষ! তোমার উপর আমার ক্রোধ-শান্তির কারণ নাই। তুমি চিরজীবনের জন্য নির্ব্বাসিত হও। রাণাবংশধর ব'লে তোমার যদি কিছুমাত্রও গর্ব্ব থাকে, তাহ'লে প্রাণ থাকতে যেন চিতোর ফটকে মাথা প্রবেশ করিও না।

বাদল। আমার উপর কি শাস্তি রাণা?

লক্ষ্মণ। তুমি সিংহলী, তোমাকে শাস্তি দিবার অধিকার আমার নাই। (প্রস্থান)

পদ্মিনী। যাও মা ঘরে যাও—যেখানেই থাক, মনে রেখ এখন হতে তুমি বাপ্পারাও কুলবধূ, শ্বশুর কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হ'লে ব'লে যেন তাঁর কল্যাণ কামনা করতে ভুল না। প্রয়োজন হ'লে সৎপরামর্শে সৎকর্ম্মের উদাহরণে এই মূর্খ হিতাহিতজ্ঞানশূন্য স্বামীকে দেশের সহায়তায় নিযুক্ত ক'র। যাও আশীর্ব্বাদ করি, সুখী হও।

বাদল। আমি এখন কোথা যাব?

পদ্মিনী। তুমি আমার সঙ্গে যাবে! মরবার জন্য এত ব্যগ্র কেন—রাজপুতের ছেলের মরবার অনেক উপযুক্ত অবসর পাবে। এসো সঙ্গে এস।

চতুর্থ দৃশ্য।

[কানন]

উজীর।

উজীর। সুখের স্বপ্ন ভেঙ্গে গেছে, দিন কতকের জন্য উজীরী ক'রে আবার আমি যে ফকীর, সেই ফকীর। যাক্, নেশা কেটে গেছে, আপদ মিটেছে। দরিদ্রাবস্থায় ঐশ্বর্য্যভোগের একটা আকাঙ্ক্ষা হয়েছিল, খোদা সে আকাঙ্ক্ষা মিটিয়েছে। এখন বুঝেছি, সে অবস্থার চেয়ে এ অবস্থা শতগুণে ভাল! চিন্তার মধ্যে এক কন্যা, কিন্তু তারই বা আর চিন্তা কেন? ঘাতকের হাতে আমার প্রাণ গেলে, তার জন্য চিন্তা করত কে? ফকীরী ঈশ্বরের দান। ফকীরী নিয়ে দুনিয়ায় আসা, ফকীরী নিয়েই যাওয়া। মাঝে দু'চার দিন বাসনার তরঙ্গে ওঠা-নামা; সুতরাং সে বাসনা আর কেন? এই আমার ভাল। দেখতে দেখতে অন্ধকারে পথ আচ্ছন্ন হয়ে গেল, দৃষ্টি আর চলে না। কাজেই আজ রাত্রের মতন এই গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া যাক্। (উপবেশন)

(চরদ্বয়ের প্রবেশ)

চর। হর হর বোম—চিতোরী বেটারা কি সতর্কই হয়েছে! সন্ন্যাসীবেশ ধ'রেও কিছু ক'রে আসতে পারলুম না! এখন বাদশাকে গিয়ে বলি কি?

২য় চর। যখন ঢুকেছি, তখন কি কিছু খবর না নিয়ে ফিরেছি।

১ম চর। খবর বা'র করতে পেরেছিস্ ?

২য় চর। পেরেছি বই কি—জাঁহাপনাকে শোনাবার ঢের খবর আছে। রোস, আগে মেবারের গণ্ডী ছাড়াই, তারপর ধীরে স্থিরে বলব ? বেটাদের ফকীর সন্ন্যাসীর প্রতি অগাধ ভক্তি। সন্ন্যাসী কিছু জানতে চাইলে, তারা কি না বলে চুপ ক'রে থাকতে পারে ? গাঁজার ঝোঁকে একবেটা সেপাই পেটের অর্দ্ধেক কথা বার ক'রে ফেলেছিল। শেষে বোধ হয় নেশা কেটে গেল—আমাকে সন্দেহ ক'রে ফেললে, বলতে বলতে বললে না।

১ম চর। আমাকে আগে থাকতেই সন্দেহ করেছিল—সঙ্গে সঙ্গে লোক ফিরতে লাগল, কাজেই আমার জানবার বড় স্থবিধে হ'ল না। আসল আঁচটা কি পেলি বল্ দেখি ?

২য় চর। বলব—আগে একটা বসবার জায়গা দেখ্। বড় অন্ধকার ! আর পথ চলবার বড় স্থবিধে হবে না।

১ম চর। সুমুখের মাঠে প্রকাণ্ড বটগাছ ! আয়, তার তলায় আড্ডা নিই।

২য় চর। পাছে ধরা প'ড়ে কাজ নষ্ট হয়, এই জন্য লোকালয়ে থাকতে ভরসা হ'ল না।

১ম চর। আর দু'তিন ক্রোশের ভেতর গ্রাম নেই, এ পথে এতরাত্রে লোক চলবারও সম্ভাবনা নেই ! তা হ'লে আজকের মতন এই খানে থাকাই বিধি। দু'জনে মনখুলে কথা কইতে পারব।

২য় চর। বেশ, তুই জায়গা ঠিক ক'রে, কম্বল-টম্বল পেতে রাখ। আমি কাঠ-কুটো খুঁজে নিয়ে আসি। কি জানি বাবা ! বাঘ-ভালুকের দেশ, ধুনী জ্বালাতে হবে।

১ম চর। অমনি এক বদনা—থুড়ি—এক কমণ্ডলু জল নিয়ে আয়।

[দ্বিতীয় চরের প্রস্থান।

বাল্যকাল থেকে বদনার জলে মুখ ধুয়ে নেমাজ করে এসেছি, জিবকে কত সামলাব ! হর হর হর বোম্ ! না, কেউ কোথাও নেই—এইবারে একটু আল্লা আল্লা বলে বাঁচি। এখানটা এবড়ো খেবড়ো—এখানটা গর্ত্ত—এখানটা খোঁচা—এই ঠিক জায়গা—এই-এই-এই-এই ! (ভীতি প্রদর্শন।

উজীর। ভয় নেই বাবা ! আমি ফকীর।

১ম চর। ফকীর ?

উজীর। হাঁ বাবা !

১ম চর। ঠিকত ফকীরইত বটে !—বুড়ো ফকীর। (প্রকাশ্যে) কি বললি—ভয় নেই কি বললি ?

উজীর। কম্বল গায়ে বসে আছি—যদি ভাল্লুক মনে ক'রে ভয় পাও, তাই বলছিলুম।

১ম চর। কি ? ভয় ? আমরা সন্ন্যাসী মানুষ আমাদের ভয় ?

উজীর। তাইত, ফকীর সন্ন্যাসীর আবার ভয় কি ?

১ম চর। আমি মন্তর আওড়াচ্ছিলুম—ভাল্লুক হ'লে এখনি হাঁক ক'রে মরে যেতিস্।

উজীর। তা বাবা আমি ভাল্লুক নই।

১ম চর। তার পর ?

উজীর। নিরাশ্রয়।

১ম চর। বেছে বেছে ভাল জায়গাটী দখল করেছ !

উজীর। গাছতলার আর প্রতিদ্বন্দ্বী নেই জেনে, একটু জায়গা নিয়ে বসেছি।

১ম চর। এ কি একটু জায়গা—চৌদ্দপো মানুষ, একেবারে বিঘে খানেক জমী জুড়ে বসেছ ! নে—ওঠ।

উজীর। কেন বাবা ? বৃদ্ধ তোমার কি অনিষ্ট করেছে ?

১ম চর। রাজপুতের দেশে ফকীর কি? তুই শালা নিশ্চয়ই মুসলমানের চর।

উজীর। কটুকাটব্য কেন ভাই, আমি উঠ্‌ছি।

১ম চর। শিগ্‌গির ওঠ্। নে, উঠে বরাবর সিধে রাস্তায় চলে যা।

উজীর। কেন ভাই আর পীড়ন কর? যাবার স্থান থাকলে কি এতরাত্রে এই গাছতলা আশ্রয় করি?

১ম চর। তা আমি জানি না, এখানে থাকতে পাচ্ছ না।

উজীর। একে অন্ধকার, তার ওপর চলবারও ক্ষমতা নেই। আমি বৃদ্ধ, আমা হতে আর তোমাদের কি অনিষ্ট হবে?

১ম চর। তুমি মুসলমান, আমরা সন্ন্যাসী, কাছে থাকলে যোগে ব্যাঘাত হবে।

উজীর। বেশ আমি একটু দূরে গিয়ে বিশ্রাম করি।

১ম চর। যাও, এখনি যাও। ওই—ওই খানে গিয়ে বসগে। (উজীরের দূরে অবস্থান) ফকীর দেখে কোথায় সেলাম করব, তা না ক'রে তাকেও কটু ক'য়ে কাছ থেকে সরিয়ে দিতে হ'ল। না দিয়ে করি কি? কে কোথা থেকে দেখে ফেলবে যে, ফকীরকে আদাব দেখাচ্ছি। দেখে সন্দেহ করে বসবে! কাজ কি, সাবধান হওয়া ভাল। দু'টো কথা কইলে ফকীরই আমাদের ধ'রে ফেলতে পারে। আর ও যে ফকীর, তারইবা ঠিক কি? সরিয়ে দেওয়াই ঠিক হয়েছে। দূরে গিয়ে বসেছে। ওখান থেকে আমাদের কথা শুনতে পাবে না। কম্বলটা এইবারে নিরুদ্বেগে পেতে নেওয়া যাক্। (কম্বল বিছান) তল্পী দুটো গাছের ডালে ঝুলিয়ে রাখি।

(পশ্চাৎ হইতে গোরার প্রবেশ)

গোরা। তাই ব'স, আমি ততক্ষণ তোমার কম্বলে বিশ্রাম করি।

১ম চর। উঃ! কি অন্ধকার! কোলে মানুষ পর্য্যন্ত দেখা যায় না। (গোরার মস্তকে বসিতে যাইয়া) কেরে! দারা?

গোরা। না দাদা, গোরা।

১ম চর। গোরা কে?

গোরা। দারার নানা।

১ম চর। তাইত—কে তুমি? হিন্দু দেখছি না?

গোরা। যা দেখছ, তাকি আর মিছে।

উজীর। ঠিক হয়েছে—ষাঁড়ের শত্রু বাঘে মেরেছে। বুড়ো বলে যেমন বেটারা আমাকে তাড়িয়েছিল, হাতে হাতে তার ফল পেয়েছে। এই বারে শক্তের পাল্লায় প'ড়েছেন।

১ম চর। হিন্দু হয়ে তুমি যোগীর আসন দখল কর?

গোরা। তুমি যোগী—আমি ভোগী। তুমি যোগের জন্য আসন করেছ—আমি ভোগের জন্য বসেছি!

১ম চর। ভাই আমরা যোগী সন্ন্যাসী—আমাদের স্থান কি অধিকার করতে আছে?

গোরা। আমিও তাক্‌তাক্‌সিন—বস, আমিও তোমাকে যোগের প্রক্রিয়া দেখিয়ে দেব।

১ম চর। (স্বগত) এক বেটা শয়তানের পাল্লায় পড়া গেল দেখছি। থাক্, বেটাকে এখন আর ঘাঁটাব না। আগে সঙ্গী আসুক, তার পর দু'জনে পড়ে বেটাকে শিখিয়ে দেব।

গোরা। কি দাদা! চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে মতলব আঁটছ নাকি? বস না।

১ম চর। এই বসছি ভাই! তাহ'লে তুমি যোগের প্রক্রিয়া জান?

গোরা। জানি বইকি। অঙ্গন্যাস জানি, করাঙ্গন্যাস জানি।

১ম চর। কই কি রকম দেখাও দেখি।

গোরা। আগে অঙ্গন্যাস দেখবে, না আগে করাঙ্গন্যাস দেখবে?

১ম চর। বেশ, আগে অঙ্গন্যাস।

গোরা। (১মকে ধরিয়া মুখ ফিরাইয়া বসাইল) এই হচ্ছে মূলাধার—বুঝেছ?

১ম চর। বুঝেছি।

গোরা। (চিৎ করিয়া ফেলিয়া) এই হচ্ছে স্বাধিষ্ঠান। আর এই হচ্ছে (গলা টিপিয়া) অনাহত—আর এই হচ্ছে বিশুদ্ধ (মুষ্ট্যাঘাত)।

১ম চর। এই—এই! মেরে ফেললে! ও আল্লা মেরে ফেললে—

(দ্বিতীয় চরের বেগে প্রবেশ)

২য় চর। কেরে—কেরে?

গোরা। (উঠিয়া দ্বিতীয়কে মুষ্টি প্রহার করিতে করিতে) আর এই হচ্ছে করাঙ্গন্যাস।

২য় চর। ওরে বাবা! এ আল্লা! (উভয়ের পলায়ন)

গোরা। যোগিরাজদের করাঙ্গন্যাসে আল্লা বলিয়ে ছেড়েছি। যখনি চিতোরে তোমাদের দেখেছি, তখনি বুঝেছি চর। আর তখন থেকেই তোমাদের পিছু নিয়েছি। আসুন ফকীর সাহেব, আপনার জায়গায় আসুন।

উজীর। কি আর তোমাকে বলব ভাই! দেখছি তুমি হিন্দু। তবে আমি বৃদ্ধ ফকীর। বার্দ্ধক্যের অধিকার নিয়ে, আমি তোমায় আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দীর্ঘজীবী হয়ে থাক। ও শয়তান আমার বড়ই লাঞ্ছনা করেছে।

গোরা। বসুন ফকীর সাহেব! সেলাম—বসুন। দেখুন ফকীর সাহেব! মানুষ হ'লে তার আর হিন্দু মুসলমান নেই—মানুষ দেখলেই ভক্তি হয়। আপনাকে দেখেই আমার ভক্তি হয়েছে। বসুন।

উজীর। হিন্দু মুসলমান দুইই যাঁর সৃষ্টি, তাঁর কাছে ত বিভেদ নেই ভাই—বিভেদ আমরা আপনা আপনির ভেতর ক'রে আত্ম-হত্যা করি।

গোরা। বসুন—বসুন—বেশ আপনার মিষ্টি কথা—বসুন বসুন!

উজীর। তুমি আগে বস ভাই। অঙ্গন্যাস করাঙ্গন্যাস দেখাতে তোমারও কিছু মেহনত হয়েছে ত?

গোরা। তা একটু হয়েছে। ওরা কে জানেন ফকীর সাহেব?

উজীর। আগে জানতে পারি নি, শেষে মারের চোটে আল্লা নাম শুনেই বুঝেছি, চর।

গোরা। তাই—

উজীর। বোধ হয় চিতোরের রহস্য জানতে এসেছিল।

গোরা। রহস্যটা বেশ ক'রে জানিয়ে দেওয়া গেছে, কেমন?

উজীর। তাতো দেখলুম, আর মনে মনে তোমার সাহস ও বলের বহু প্রশংসা করলুম। এমন শক্তিমান্ সাহসী তোমরা—তোমাদের রাজ্য আমরা নিলুম কি ক'রে?

গোরা। আমরা একটু কিছু বিশেষ রকমের দাতা, বুঝেছেন?

উজীর। তাই বোধ হয়। নইলে আর ত কোন কারণ দেখতে পাই না। হিন্দু যুদ্ধে জয়ী হ'লেও রাজ্য হারায়।

গোরা। আপনি কি কখন যুদ্ধ ক'রেছেন?

উজীর। নিজহাতে অস্ত্র ধরিনি বটে—তবে ঘরে বসে কল টিপিছি।

গোরা। তা'হলে এ দশা কেন ?

উজীর। খোদার মর্জি। তবে ইচ্ছায় এ বেশ গ্রহণ করিনি। এক নরাধমের ওপর প্রতিহিংসা নিতে ছদ্মবেশের জন্ম ফকীরী নিয়েছিলুম। নিয়ে দেখলুম আমার অবস্থার তুলনায় সম্রাটের অবস্থাও তুচ্ছ। হিন্দুদ্বেষী মুসলমান, মুসলমানদ্বেষী হিন্দু, রাজা থেকে আরম্ভ করে ভিখারী পর্য্যন্ত যে আমায় দেখে সেই ভক্তির সহিত আমাকে অভিবাদন করে। আমার ক্ষুধা নিবৃত্তির জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমায় ফল জল এনে দেয়—স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্রীত-দাসের ন্যায় আমার সেবাতৎপর হয়। তখন বুঝলুম, ভেক নিয়ে যখন এত সৌভাগ্য, তখন আসল ফকীর হলে না জানি কত ভাগ্যেরই অধিকারী হব। ভাবতে ভাবতে প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি দূরে গেল। ফকীরীই আমার সার হ'ল।

গোরা। আপনি বুঝি আলাউদ্দিনের ওপর প্রতিশোধ নিতে ইচ্ছা করেছিলেন ?

উজীর। কি করে বুঝলে ?

গোরা। আপনি বুঝি উজীর ছিলেন ?

উজীর। ছিলুম।

গোরা। (হাস্য) আপনার ওপর বুঝি বাদশা অত্যাচার করেছে ?

উজীর। আমার উপর করলে, তত্টা দুঃখ ছিল না। আমার এক কন্যার উপর।

গোরা। (হাস্য)

উজীর। হাসলে যে ?

গোরা। শুনে বড়ই সুখী হলুম।

উজীর। কন্যার উপর অত্যাচারের কথা শুনে !

গোরা। হাঁ বাবা। (হাস্য)

উজীর। সেকি ! তুমি উন্মাদ নাকি ?

গোরা। কতকটা—বাদবাকী যেটুকু বুদ্ধি ছিল—সেটুকু তুমি গুলিয়ে দিয়েছ। তোমার দুঃখের কথা শুনে, প্রাণে আমার আনন্দ ধরছে না।

উজীর। তা'হলে দেখছি তুমি নরাধম।

গোরা। হাঁ বাবা ! অধমাধম।

উজীর। তা'হলে এস্থান ত্যাগ কর।

গোরা। আচ্ছা বাবা ! এখনি ?—তা'হলে নসীবনকে কি বলব ?

উজীর। নসীবন !

গোরা। হাঁ বাবা ! নসীবন যে আমার বোন।

উজীর। সেকি—এ তুমি কি বলছ ?—ও বাপ ফের—শোন—

গোরা। আর না বাবা !

(প্রস্থান)

উজীর। দোহাই তোমার ! হে প্রহেলিকা-ময় স্বর্গীয় দূত ! ফের। আমার এ ফকীরের আবরণ—আমি ঘোর সংসারী—আমার প্রাণে অসংখ্য কামনা—অসংখ্য যাতনা—মুহূর্তে এসে শান্তি দিতে এসে ফিরে যেও না !

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা !

উজীর। কেও—নসীবন ! কে ও নসীবন ?

নসী। ঈশ্বরদত্ত সহোদর। পিতৃপরিত্যক্তা স্বামিনিগৃহীতা হতভাগিনীর দুঃখে বিগলিত হয়ে, ঈশ্বর আমাকে এক পবিত্র আশ্রয় প্রদান করে-ছেন। যথার্থ কথা বলতে কি পিতা—আমি এত আদর, ভালবাসা, জীবনে কখন অনুভব করিনি।

উজীর। তুমি কোথায় ?

নসী। চিতোরে।

উজীর। এ অন্ধকার রাত্রে তুমি কেন ?

নসী। কেন, এখানে দাঁড়িয়ে সব বলতে সাহস করি না। এইমাত্র বলতে পারি, অপমানে মনস্তাপে আত্মহারা হয়ে প্রতিহিংসা নিতে আমি এক বিষম কার্য্য করে ফেলেছি। যদি কন্যার প্রতি মমতা রেখে সে কথা শুনতে ইচ্ছা করেন, তাহ'লে তার আশ্রমে পদার্পণ করুন।

উজীর। আমি যে প্রতিহিংসা মন থেকে দূর করে দিয়েছি মা! আমি যে এখন ফকীর।

নসী। পরোপকার কার্য্য কি ফকীরীর অন্তরায়? তা যদি না হয়, তাহ'লে আমার আশ্রয়দাতা, পালয়িতা, রক্ষাকর্ত্তার মঙ্গলসাধন করুন।

উজীর। বেশ, চল। ব্যাপারটা কি নিশ্চিন্ত হয়ে শুনি।

পঞ্চম দৃশ্য।

[সম্রাটের শিবির]

আলাউদ্দীন।

(প্রথম চরের প্রবেশ)

আলা। কি খবর?

১ম চর। জাঁহাপনা খবর বিষম। আপনি যদি আর দু'দিনের মধ্যে গুজরাট দখল না করেন, তাহ'লে আপনার গুজরাট দখল করাত অসম্ভব হবেই, এমন কি দিল্লীতে ফিরতেও কষ্ট পেতে হবে।

আলা। মেবার কি বাধা দেবার উদ্যোগ করছে?

১ম চর। সুধু উদ্যোগ নয় জাঁহাপনা, এক বিরাট আয়োজন করেছে। করেছে কেন অর্দ্ধেক সৈন্য ইতোমধ্যে মেবার পরিত্যাগ করেছে। তারা আপনার দিল্লী ফেরবার পথে বাধা দেবার জন্য আরাবলীর গিরিসঙ্কট অবরোধ করতে চলেছে। আর একদল আজমীরের দিকে ছুটেছে। রাণা নিজে গুজরাটের সাহায্যার্থ সৈন্য নিয়ে আসছে। মেবারীরা আপনাকে একেবারে বেড়াজালে ঘেরবার চেষ্টা করছে।

আলা। এত সৈন্য চালাবে কে?

১ম চর। মেবারের যত বিজ্ঞ সরদার সৈন্য পরিচালনার ভার নিয়েছে। কিন্তু কে কোথায় থাকবে তা বলতে পারি না।

আলা। চিতোরে রইল কে?

১ম চর। বৃদ্ধ রাজা ভীমসিংহ। আর একজন সিংহলী বীর নগর রক্ষার ভার নিয়েছে, তার নাম গোরা।

আলা। হুঁ! বুঝেছি। তাহ'লে তুমি এখন বিশ্রাম করগে। তুমি যে চিতোরে প্রবেশ ক'রে এতটা সংবাদ আনতে পারবে, এটা বিশ্বাস করিনি।

১ম চর। আমি সন্ন্যাসী সেজে চিতোরে প্রবেশ করেছিলুম। চরের কার্য্যে পারদর্শিতা লাভ করতে পারব ব'লে, আমি হিন্দুর শাস্ত্র সব অধ্যয়ন করেছি।

আলা। তোমার কার্য্যের যোগ্য পুরস্কার নাই। তথাপি আপাততঃ এই পুরস্কার নাও। দিল্লীতে পৌঁছিলে অন্য পুরস্কার তোমার পাওনা রইল।

(চরের প্রস্থান—ওমরাওয়ের প্রবেশ)

ওমরাও। জাঁহাপনা। বড়ই দুঃখের কথা! আমাদের সৈন্য সপ্তাহ ধ'রে প্রাণপণে যুদ্ধ করেও সহরের কোনও অনিষ্ট করতে পারলে না, এই সাতদিনের ভেতরে নগর প্রাচীরের সামান্য মাত্র অংশও ভগ্ন করতে আমরা সমর্থ হইনি!

আলা। তাহ'লে এখন কি করতে চাও?

ওমরাও। আমার ইচ্ছা নগর অবরোধ করি।

আলা। অর্থাৎ ?

ও। অর্থাৎ যতদিন সম্ভব, নগর মধ্যে আগম নিগমের পথ রোধ করে বসে থাকি! এদিকে কতক ফৌজকে, গুজরাট দেশ লুণ্ঠন করতে নিযুক্ত করি, না খেতে পেলেই নগর বশে আসবে।

আলা। আর তিন দিন মাত্র সময় আমি নষ্ট করতে পারি, এর বেশি পারি না। আমি ক্ষুদ্র গুজরাটের জন্য, দিল্লী হারাতে ইচ্ছা করি না। জান কি, চিতোরে রণসজ্জার বিপুল আয়োজন হচ্চে ?

ওমরাও। কই, তাত শুনিনি জাঁহাপনা!

আলা। শোননি, আমার কাছেই শোন। এ কথা শুনে, তুমি কি আর এক দিনও থাকতে সাহস কর ?

ওমরাও। তা কেমন ক'রে থাকতে পারি ?

আলা। আমরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। চিতোরী সৈন্য যদি একবার পথের মাঝে আমাদের গতিরোধ করে বসতে পারে, তাহ'লে দিল্লী থেকে সৈন্য সাহায্য পাবার আর কোন উপায় থাকবে না।

ওমরাও। তাহ'লে কি করব হুকুম করুন।

আলা। আমার পুনরাদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ স্থগিত রাখ।

ওমরাও। যো হুকুম। তাহ'লে কি সৈন্য নিয়ে শিবির সন্নিবেশিত ক'রে বসে থাকব ?

আলা। সসজ্জ হয়ে বসে থাকবে। যেন আদেশ মাত্র মুহূর্ত্তের ভেতরে তাদের সমাবেশ করতে পার। আমি আর দুইদিন মাত্র সময় অপেক্ষা করব।

ওমরাও। যো হুকুম। (প্রস্থান)

আলা। কে আছ ? পাঠনপতিকে সেলাম দাও।—বলে, সকলে প্রাণপণে যুদ্ধ করছে! আরে মূর্খ! প্রাণপণে যুদ্ধ করলে কি কখন রাজ্য জয় হয় ? শশকও ছোটে, কুকুরও তার পেছন পেছন ছোটে। শশক ছোটে তার প্রাণের জন্য, কুকুর ছোটে তার মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য। এ দুই ছোটাতে কত প্রভেদ! কুকুর শশকের সঙ্গে ছুটতে পারবে কেন ? গুজরাটবাসী স্বাধীনতা রক্ষার জন্য, ধর্ম্মরক্ষার জন্য, স্ত্রীপুত্রের মর্য্যাদা রক্ষার জন্য প্রাণপাত করছে। উৎপীড়নে সে প্রাণের প্রসার বৃদ্ধি করে, কখন হ্রাস করতে পারে না। দেশ জয় করতে হ'লে, বিশ্বাসঘাতক হওয়া চাই। ধর্ম্মের নামে, অধর্ম্মের গোপনক্রিয়ায়, দেশবাসীকে আত্মরক্ষার অস্ত্র হ'তে বঞ্চিত করা চাই ; দেশের কুলাঙ্গারের সহায়তা চাই। যেখানে আলোক, তার পাশেই অন্ধকার। ঈশ্বরের রচিত দুনিয়াতেই শয়তানের বাস, যেখানে স্বদেশহিতৈষী, তার পাশেই স্বদেশদ্রোহী নীচাশয়। এইবারে আমি গুজরাট জয়ের জন্য, এইসব তীক্ষ্ণধার অস্ত্র ব্যবহার করব—সাতদিনে তোমরা যে কার্য্য করতে পারনি, সে কার্য্য আমি এক দিনে নিষ্পন্ন করব। আসুন রাজা! আমি শুনেছি, আপনি বংশগৌরবে রাজপুতদেয় মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

(পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। তা যা শুনেছেন, তা কতকটা ঠিক। আমি অগ্নিকুল প্রমার বংশ।

আলা। তবে চিতোর আপনাদের মধ্যে প্রধান হ'ল কি ক'রে ?

পাঠন। কি ক'রে হ'ল যে সম্রাট সেই কথা নিয়ে আজও ভাটেদের মধ্যে তর্ক চলছে। তবে একটা মীমাংসা তারা করে ফেলেছে। তারা যখন আমার কাছে আসে তখন বলে আমি শ্রেষ্ঠ। আবার যখন রাণার কাছে যায়, তখন বলে রাণা শ্রেষ্ঠ।

আলা। ভাল, আমি তর্কের মীমাংসা ক'রে দিই ?

পাঠন। মীমাংসাটা করা দরকার হয়ে পড়েছে। কেননা রাণার অহঙ্কারটা আমার আর সহ্য হচ্ছে না।

আলা। আমারও সহ্য হচ্ছে না। বড় বংশ মাথা হেঁট ক'রে থাকে, এ আমার দেখতে বড় কষ্ট হয়।

পাঠন। তা ত হবেই—আপনি হচ্চেন দিল্লীর বাদসা—তার ওপর বড় বংশের ছেলে —খিলিজী—কত উঁচু—হিন্দুকুশ পর্ব্বতের মাথা থেকে দয়া করে মাটীতে নেমে এসেছেন।

আলা। বিশেষতঃ আপনি আমার বন্ধু।

পাঠন। আমার কতবড় অদৃষ্ট !

আলা। ভাল দোস্ত ! আমি যদি রাজপুতনার ভেতরে আপনাকে শ্রেষ্ঠ স্থান দেবার চেষ্টা করি।—

পাঠন। আপনি চেষ্টা করলে না হয় কি !

আলা। কিন্তু আপনাকেও একটু সাহায্য করতে হবে।

পাঠন। সাহায্য ? আমাকে ?

আলা। আমি আপনার সৈন্য সাহায্য চাই না—কেবল জানতে চাই কোন সুগম পথ দিয়ে চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না ?

পাঠন। এখান থেকে চিতোরে পৌঁছাবার অনেক পথ আছে। সিরোহীর পথ, আরাবলীর পথ, আজমীরের পথ।

আলা। পাঠনরাজ ! এ সকল পথ ত তেমন সুগম নয়।

পাঠন। না, ততটা সুগম নয়।

আলা। তাহ'লে—

পাঠন। তাইত, তাহলে !

আলা। শোন বন্ধু ! মনের ভাব গোপন ক'রে আমার সঙ্গে কথা কইলে আমি বন্ধুত্বের সুখ পাব না। আমার ইচ্ছা হিন্দুর সঙ্গে সৌহার্দ্দ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু মুসলমানে ভাই ভাই হয়ে, দিল্লীর সিংহাসনকে উভয়ের জাতীয় সম্পত্তি ক'রে দিই।

পাঠন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য।

আলা। সে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য আপনার সাহায্য প্রয়োজন, চিতোরের দাম্ভিক রাণার জন্য আমি, ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করতে পারছি না। আপনি বুদ্ধিমান। রাজপুতনার শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার এ সুযোগ আপনি ত্যাগ করবেন না। আমি বহু সৈন্য নিয়ে এখানে উপস্থিত। চিতোর জয় মনে মনে সংকল্প। গুজরাট জয় অছিলা মাত্র। অজ্ঞাত পথ দিয়ে, যে পথে চিতোর আপনাকে চিরদিন নিরাপদ মনে করে রেখেছে,—সেই পথ দিয়ে তাকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ করব। আপনি কেবল সেই সুগম পথটা বলে দিন।

পাঠন। আছে, পথ আছে, সুগম—অতি সুগম ! কিন্তু বলতে যে সাহস করছি না সম্রাট !

আলা। বুঝতে পেরেছি পথ আপনার রাজ্যমধ্য দিয়ে—

পাঠন। রাজ্য কেন—আমার নগরের মধ্য দিয়ে—তাইবা কেন—আমার ঘরের ভেতর দিয়ে—আমার বুকের ওপর দিয়ে।

আলা। আপনি চিতোরের ভয়ে, সে পথ দিতে সাহস করছেন না ?

পাঠন। যতদিন চিতোর ভূমিসাৎ না হয়, ততদিন কেমন ক'রে পারি ?

আলা। আমি রাত্রে যাব। এমন নীরবে যাব যে পাঠনবাসীর নিদ্রার ব্যাঘাত হবে না।

পাঠন। আ ! তা যদি যেতে পারেন, তাহ'লে বুকের ওপর দিয়েই চলে যান না !

আলা। তাহ'লে আপনি আসুন; সময়মত আমি আপনার সাহায্য প্রার্থনা করব। কিন্তু একথা যেন তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগত না হয়।

পাঠন। বাপ্! এও কি একটা কথা! আপনি কি তা'হলে গুজরাট জয় করবেন না?

আলা। আমি কি বন্ধু, দেশ জয় করতে বেরিয়েছি। আমি হিন্দুস্থানের সমস্ত অধিবাসীকে, হিন্দু মুসলমানকে এক করতে বেরিয়েছি; মানুষকে এক করবার দুই উপায়—প্রেমের উত্তাপ, আর শক্তির চাপ। প্রেমে গ'লে গেলে শত্রু-মিত্র ভেদ থাকে না, মানুষে মানুষে মিলে যায়। যেখানে প্রেমে কার্য্যসিদ্ধি হয় না, সেখানে শক্তি। প্রেমে গুজরাটকে দিল্লীর সাম্রাজ্যের সঙ্গে এক করে নেব। চিতোরকে এক করব শক্তিতে।

পাঠন। কি মহত্ত্ব!—কি মহত্ত্ব!—তা প্রেমটা কোন জাতীয়—উদ্দণ্ড না অপোগণ্ড?

আলা। সে কি রকম?

পাঠন। আজ্ঞে সম্রাট প্রেমটা দু'রকম আছে। একটাতে মানুষ নাচে, আর একটাতে গুম হয়ে বসে যায়। কিন্তু ফল দুয়েরই এক। এই আপনাদের ভেতরে কেউ কেউ খোদার নাম নিয়ে নাচে, আমাদের ভেতরে কেউ হরি হরি, কেউ বা হর হর বোলে নৃত্য করে, তার নাম উদ্দণ্ড প্রেম।

আলা। আর একটা?

পাঠন। তাতে একটু আলুলায়িত কেশ, একটু বিগলিত বেশ—একটু মৃদুহাস্য, একটু মিঠে লাস্য—আরত সব বুঝতেই পারলেন—একবার সেই প্রেম-প্রতিমাকে দেখা—আর হাঁটুতে মাথা রেখে গুম্ হয়ে বসা।

আলা। বেশ বেশ। এ আমোদ উপভোগ রণক্ষেত্রে করবার বড় সুবিধা হ'ল না বন্ধু—বসে করা যাবে!

পাঠন। যথা আজ্ঞা—যথা আজ্ঞা।

(প্রস্থান)

আলা। দিল্লীর চিড়িয়াখানায় যতদিন না তোমায় পুরতে পারছি, ততদিন আমার আমোদ হচ্ছে না। তোমার মতন ভাঁড় রাজার চিড়িয়াখানায় বাস করারই যোগ্য।

(প্রতিহারীর প্রবেশ)

প্রতিহারী। জাঁহাপনা! একজন গুজরাটী সরদার।

আলা। শিগ্‌গির নিয়ে এস।—আর যতক্ষণ হুকুম না করব, ততক্ষণ আর কাউকেও এখানে আসতে নিষেধ ক'র।

প্রতিহারী। যো হুকুম! (প্রস্থান)

আলা। চারিদিক থেকে আশা বাহুজাল বিস্তার ক'রে আমাকে আবদ্ধ করতে আসছে। চিতোর আপনার কৌশলজালে আপনি আবদ্ধ হচ্ছে। আমাকে ধরবার জন্য ফাঁদ পাতছে, আমি এক অজ্ঞাত প্রদেশ দিয়ে, বাজের মতন, অরক্ষিত চিতোরের বুকে পড়ব! আর গুজরাট! তোমার রাণী আমার পার্শ্বশোভিনী হবার জন্য লালায়িত। তোমাকে দিল্লীর সাম্রাজ্যভুক্ত করা আমার ইচ্ছা।

(সরদারের প্রবেশ)

সর। জাঁহাপনা সেলাম!

আলা। আর সেলামে কুলুচ্ছে না—কাজের কথা বল।

সর। কাজের কথা ত বলছিই জনাব! আপনি অদ্য রাত্রে পূর্ব্ব ফটক দিয়ে সহরে প্রবেশ করুন। সমস্ত প্রধান সরদাররা আপনার সহায়তা করবেন। তাঁদের সাহায্যে আপনিই রাণীর উদ্ধার করুন।

আলা। তোমরা সকলে একমত হ'য়ে পারলে না?

সর। একমত কি জনাব! সমস্ত হিন্দু সরদার আপনার পক্ষ। এক বিপক্ষ কাফুর খাঁ। তাঁকে কিছুতে কোন প্রলোভনে আমরা সম্মত করতে পারলুম না। রাণী তাঁরই আদেশে দুর্গ-গৃহে বন্দিনী।

আলা। বেশ, অদ্য রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। দেখ, সকলে একমত হ'লে, আমাকে আর শত্রুভাবে প্রবেশ করতে হ'ত না। গুজরাটের রাণী কমলাদেবী দিল্লীশ্বরী হবেন। আমি সেই দিল্লীশ্বরীর প্রতিনিধিস্বরূপ হয়ে তোমাদের সঙ্গে পান আতরের আদান প্রদান করতে পারতুম।

সর। আমাদেরও ত তাই ইচ্ছা ছিল জনাব! কিন্তু কি করব, অদৃষ্ট।

আলা। বেশ, আজ রাত্রেই আমি গুজরাটে প্রবেশ করব। কাফুর খাঁ কোন্ ফটকে আছে?

সর। তিনি পশ্চিম ফটক রক্ষা করেছেন।

আলা। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হওগে।

সর। যো হুকুম। (প্রস্থান)

(প্রথম ওমরাওয়ের প্রবেশ)

আলা। আজ রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে পঞ্চাশ হাজার ফৌজ নিয়ে, তুমি পশ্চিম ফটক আক্রমণ কর। প্রবেশ করতে না পার গুজরাটী সৈন্যকে আবদ্ধ রাখ। আমার অন্য আদেশ ব্যতীত স্থানত্যাগ ক'র না।

ওমরাও। যো হুকুম।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[গুজরাট দুর্গতোরণ]

সিপাহীদ্বয়। (নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

১ম সিপাহী। বিষম শব্দ! যেন সহস্র বজ্রাঘাতে হিমালয় বিচূর্ণ হয়ে গেল। দেখ, দেখ—শীঘ্র দেখ ব্যাপার কি।

২য় সিপাহী। আর ব্যাপার কি দেখতে হবে না—ও বোঝা গেছে। দিল্লীর সৈন্য বুঝি পূর্ব্ব ফটক ভেঙ্গে সহরে প্রবেশ করলে! হায়, এতদিন পরে গুজরাটের স্বাধীনতা বিলুপ্ত হ'ল! রাজার মৃত্যুর পর দুই মাস সময়ও বিলম্ব হ'ল না।

১ম সিপাহী। হতাশ হও কেন, তুমি দেখ না।

২য় সিপাহী। এখান থেকে কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।

১ম সিপাহী। আরও একটু উপরে, দুর্গ-প্রাকারে উঠে দেখ। চারিদিক দেখ। প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

২য় সিপাহী। উঃ কাতারে কাতারে সৈন্য!

১ম সিপাহী। আমাদের নয়? নিশান দেখ।

২য় সিপাহী। ধূলায় ধূলায় দিক্ আচ্ছন্ন—দর্পের সঙ্গে উঠতে উঠতে যেন পর্ব্বত শিখর গ্রাস করতে চলেছে। সূর্য্যের মুখ পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। একি? অর্দ্ধ-চন্দ্রাকারে অঙ্কিত ও কার বিজয় নিশান নগর তোরণে প্রোথিত হল? ও ত আমাদের নয়—আমাদের নয়!

১ম সিপাহী। তবে আর কেন ভাই, নেমে এস।

২য় সিপাহী। ভাই, কি শোচনীয় দৃশ্য! অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্নিত নিশানের আবরণে দিল্লীর উৎসাহপূর্ণ উল্লসিত অগণ্য সৈন্যের বেষ্টনে মাথা হেঁট করে, অস্ত্রশূন্যহস্তে আমাদের পরাজিত সৈন্য নগরে প্রবেশ করছে। কি শোচনীয় দৃশ্য! সঙ্গে সঙ্গে হতমান সরদার।

১ম সিপাহী। আর ও দৃশ্য দেখছ কেন ভাই—নেমে এস। বুঝতে পারা গেল, গুজ-রাটের ভাগ্যলক্ষ্মী বাদশাকে বরণ করলেন। আর কোন দিকে কিছু দেখছ?

২য় সিপাহী। ধন্য ধন্য !

১ম সিপাহী। কি কি ! বল ভাই, এখনও যদি কোন আশার সংবাদ থাকে, শীঘ্র বল।

২য় সিপাহী। ধন্য কাফুর ! ধন্য তোমার বীরত্ব ! সার্থক রাজা তোমাকে ক্রয় ক'রে এনেছিলেন। তুমিই পরলেকেগত প্রভুর মর্য্যাদা রাখলে। আমরা আজন্ম গুজরাটে বাস করেও যা করতে পারলুম না, তুমি দু'দিন এসে তাই করলে ! হও তুমি মুসলমান, তুমিই জন্মভূমির প্রিয়সন্তান। আমরা মাতৃঘাতী কুলাঙ্গার।

১ম সিপাহী। নেমে এস, নেমে এস।

২য় সিপাহী। একি ! একি সর্ব্বনাশ ?

১ম সিপাহী। কি ?

২য় সিপাহী। রাণী একটী প্রকাণ্ড মই দিয়ে দুর্গ প্রাচীরের বাইরে চলে গেলেন। কি সর্ব্বনাশ হ'ল !—গুজরাটের স্বাধীনতা গেল—সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম গেল। ভাই ! কি সর্ব্বনাশ হল—কি সর্ব্বনাশ হ'ল ? (প্রস্থান)

(দূতের প্রবেশ)

দূত। দোহাই গুজরাটবাসী ! আর এক দিনের জন্য নগর রক্ষা কর। নিশ্চয় বলছি, কাল তোমাদের কর্ম্মের অবসান হবে। এক মহাবীর তোমাদের সহায়তার জন্য সৈন্য নিয়ে আসছেন। দোহাই এতদিন প্রাণপণে জন্মভূমির জন্য যুদ্ধ ক'রে মুক্তির মুহূর্ত্তে স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দিও না। দোহাই—দোহাই !

(প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। ফিরে আয় কাপুরুষ, ফিরে আয়। দেশ নষ্ট করতে বেইমানদের সঙ্গে যোগ দিসনি। আমরা এখনও বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নয়, যুদ্ধে শত্রুকে হটিয়ে বীরগর্ব্বে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আছি। আমাদের চতুর্গুণ সৈন্য নিয়ে ভীমবেগে আক্রমণ ক'রেও শত্রু যখন তিন তিনবার এ ফটক থেকে ফিরে গেছে, তখন নিরাশ হয়ে সহর শত্রুর হাতে তুলে দিস্‌নি। এরপরে নিত্য অপমান, লাঞ্ছনা ও বিজয়ীর পদাঘাত খেয়ে তোদের দিন কাটাতে হবে। ফের্—এখনও ফের্। কেউ ফিরল না। যা, মরে জাহান্নমে যা। তোদের রাণীর, তোদের স্ত্রীপুত্রের ইমান যদি তোরা নিজে রক্ষা না করিস, তাহ'লে যা, সকলে জাহান্নমে যা।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। আর লোক ডেকে লাভ কি জনাব, আর বাধা দিয়েই বা ফল কি ? রাণী বাদশার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ! এক সিঁড়ি সংগ্রহ ক'রে, তাই দিয়ে পাঁচিল পার হ'য়ে, তিনি নিজে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হয়েছেন।

কাফুর। যাক্, তবে আর কি ! অভিমানী গুজরাটপতির স্ত্রীর এই পরিণাম হ'ল ! হিন্দুর ধর্ম্ম রক্ষার জন্য সমস্ত হিন্দু রাজাদের সাহায্য চাইলুম, কেউ এল না ! চিতোরও এলনা ! তাহ'লে বাদশার হাত থেকে যদি প্রাণ রক্ষা হয়, যদি কখনও অবকাশ পাই, তা'হলে প্রতিজ্ঞা করছি, এই স্বার্থান্ধ মনুষ্যত্বহীন হিন্দু রাজাদের একবার শিক্ষা দেব।

পরি। আপনি একবার আসুন, রাণী আপনার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিলাস করেন।

কাফুর। কোথায় ? হেঁটমুণ্ডে শত্রু শিবিরে ? তোমাদের রাণীকে ব'ল দাসের ধর্ম্মরক্ষা করতে, আমি তার অন্য সমস্ত আদেশ পালন করতে পারি, কেবল প্রভুপত্নীর জারের কাছে গিয়ে মাথা হেঁট করতে পারি না।

(কমলাদেবীর প্রবেশ)

কমলা। কাফুর !

কাফুর। কি রাণী ?

কমলা। তুমি ধার্ম্মিক-চূড়ামণি। আমি কিন্তু ধর্ম্মত্যাগিনী। তথাপি পরলোকগত রাজার নামে, আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করবে?

কাফুর। বিশ্বাসযোগ্য হ'লে করব।

কমলা। আমি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তিনী হয়ে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে চলেছি। মৃত্যুকালে স্বামী আমাকে আদেশ দিয়ে যান, যদি কখন চিতোর-রাজ কর্ত্তৃক আমার অপমানের প্রতিশোধ নিতে পার, তবেই জানব তুমি আমার স্ত্রী। যদি এর জন্য তোমাকে ধর্ম্ম ত্যাগ করতে হয়, পত্যন্তর গ্রহণ করতে হয় তথাপি তুমি আমার স্ত্রী। প্রতিশোধের উপায়ান্তর না দেখে আমি মুসলমান সম্রাটের শরণাপন্ন হয়েছি। ক্ষুদ্র গুজরাটের রাণী হয়ে যখন কিছু করতে পারলুম না, তখন ভারত সম্রাজ্ঞী হবার বাসনা হ'ল। দেখব, আত্মনাশ ক'রেও চিতোরের সর্ব্বনাশ করতে পারি কি না!

কাফুর। সত্য?

কমলা। এর একটী কথাও মিথ্যা নয়। মনের একটা কথাও তোমার কাছে গোপন করিনি। প্রভুভক্ত বীর! আমি তোমার পরলোকগত প্রভুর নাম ক'রে, তোমার কাছে সহায়তা ভিক্ষা করি। সম্রাট আমাকে দিয়ে তোমাকে নিমন্ত্রণ ক'রে পাঠিয়েছেন।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। সম্রাট নিজেই নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। বীরশ্রেষ্ঠ! এই যুদ্ধে তুমি আমার সর্ব্ব প্রধান শত্রু ব'লেই, আমি তোমার মিত্রতা বাঞ্ছা করি। তুমি এসে দিল্লীর সম্রাটের সেনাপতিত্ব গ্রহণ কর।

কাফুর। সম্রাট! যদি প্রতিজ্ঞা করেন, আমি যখন হিন্দুস্থানের যে রাজার বিরুদ্ধে অভিযান করতে ইচ্ছা করব, আপনি সন্তুষ্ট মনে তার অনুমোদন করবেন, তবে আমি আপনার গোলামী গ্রহণ করতে পারি।

আলা। কাফুর। প্রতিজ্ঞা করছি, তুমি যদি আমারও বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে চাও, আমি তৎক্ষণাৎ তোমাকে গলা বাড়িয়ে দেব।

কাফুর। (আলার পায়ে অস্ত্র রাখিয়া) জাঁহাপনা! গোলামের সেলাম গ্রহণ করুন।

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[গিরিসঙ্কট]

উজীর।

উজীর। একি চিতোরীর চরিত্র? একি চিতোরীর প্রতিজ্ঞা? একি আতিথেয়তা? একটা অপরিচিতা মুসলমান মহিলার আবেদনে, এরা কিনা সমস্ত চিতোরী অম্লান বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে চলেছে! রাণা কিনা একটা তুচ্ছ ভিখারিণীর মর্য্যাদা রাখতে, বংশের প্রদীপ, চিতোরের ভাবী রাণা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নির্ব্বাসিত করে দিয়েছে! তার অপরাধ—সে কি না যথাসময়ে অপরাপর সরদারদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হ'তে পারেনি! অথচ মৃত্যুকে সম্মুখে ক'রে সে সাহসী যুবক, অভিযানের পূর্ব্বক্ষণে পিতার কাছে উপস্থিত হচ্ছিল! একি উন্মত্ত ধর্ম্মজীবন! এই হিন্দুজাতিকে আমরা চিনতে পারলুম না! সামান্য আত্মীয়তায়, অতি সহজে যাদের আমরা আপনার করতে পারতুম, ক্ষুদ্র স্বার্থে, নীচ অভিমানে, চক্ষে ইচ্ছাপূর্ব্বক একটা মোহের আবরণ দিয়ে আমরা কিনা তাদের দেখেও দেখলুম না এক ঘরে বাস করতে এসেও তাদের কিনা দূরে

দূরে রেখে দিলুম! অথচ যে শক্তি-সাধনের উদ্দেশ্যে তাদের দুর্ব্বল করতে চলেছি, তাদের আত্মীয়তায় আবদ্ধ করতে পারলে, সেই শক্তি শতগুণে বর্দ্ধিত হ'ত। হিন্দুস্থান আত্মকলহে বীরশূন্য হ'ত না! হীনবীর্য্য না হয়ে জগতে বীরত্বের কেন্দ্রভূমি হ'তে পারত!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। পিতা!—

উজীর। অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে, এক প্রাণহীনকে বরণ করলি! অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে একটা দেশকে নষ্ট করতে চললি! এমন সোণার দেশ, এমন সোণার মানুষ, দেবকুমারের মত এক একটা বালক, যেখানে হাসিভরা মুখ দিয়ে স্বর্গের আলোকে প্রতিফলিত স্বর্গীয় প্রাণপূর্ণ চিত্রের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেখানে সাধ ক'রে কি অন্ধকারের আবাহন করলি মা!

নসী। অরুণসিংহকে দেখেছ?

উজীর। তাকেও দেখেছি, তার তেজোময়ী বধূকেও দেখছি, বীরত্ব গর্ব্বভরা তার বাপের সংসার দেখেছি—অতিথি হয়ে আদর পেয়েছি—আর কেঁদেছি।

নসী। সুধু কাঁদলে ত হবে না, আমাকে ত রক্ষে করতে হচ্ছে। রাণার ঘরের সে অমূল্য রত্ন ত আবার ঘরে আনতে হচ্ছে! নইলে চিতোরে আমি যে লোক সমক্ষে বেরুতে পারছি না!

উজীর। রাণা না ফিরলে ত কিছু করতে পারছি না। কিন্তু রাণা যে কবে ফিরবে তার কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। তাঁর ফেরবার পূর্ব্বে চিতোরের বিপদ না হয়, তবেই রক্ষা। চিতোরের সৌভাগ্য সম্বন্ধে আমি বড়ই সন্দিগ্ধ হয়েছি।

নসী। আপনার সন্দেহের কারণ?

উজীর। তুমি ত আলাউদ্দিনকে চিনেছ?

নসী। না পিতা! এখনও চিনতে পারিনি। তাকে যখন আত্মসমর্পণ করি, তখন বুঝেছিলুম, সে দেবতা। তৎকর্ত্তৃক অপমানিত হয়ে যখন আমি দিল্লী পরিত্যাগ করি, তখন বুঝেছিলুম সে শয়তান। যখন এই নগর সন্নিহিত পার্ব্বত্যপথে, এক আততায়ী বালককে সে কোলে ক'রে আমার হাতে সমর্পণ করে, তখন বুঝেছিলুম, সে মানুষ। তার পর যখন মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত, জল্লাদের হাতে সমর্পিত আপনাকে অক্ষতদেহে জীবিত দেখলুম—তখনই আমার সমস্ত গোলমাল হয়ে গেছে। সে যে কি, এখন আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

উজীর। সে রাজা। সে দুনিয়ায় রাজত্ব করতে এসেছে। রাজ্যবিস্তারই তার অভিলাষ। সে যখন মানুষ, তখন তাতে দয়া মায়া মমতা সমস্তই আছে। সে যখন রাজা, তখন দয়া, মায়া, মমতা তার ইচ্ছাধীন। ইচ্ছা করলে সে দেবতা হ'তে পারে, আবার ইচ্ছা করলে সে শয়তান। সে যে তোমাকে প্রীতি করে না, এটা আমার মনে হয় না। কিন্তু রাজ্যবৃদ্ধির জন্য যদি প্রীতির বিসর্জ্জন দিতে হয়, পিতৃব্যকে হত্যা করতে হয়, আমাকে নির্ব্বাসিত করতে হয়, তা সে অনায়াসে করতে পারে। যদি গুজরাটের রাণীকে বিবাহ করলে রাজ্যবৃদ্ধি হয়, তাহ'লে সে বিবাহের জন্য প্রস্তুত—যদি চিতোর ধ্বংসে রাজ্য বৃদ্ধি হয়, ত আলাউদ্দিন চিতোরের সর্ব্বনাশে ইতস্ততঃ করবে না।

নসী। তাহ'লে ত সর্ব্বনাশের কথা কইলেন পিতা!

উজীর। যদি সে আত্মহারা না হয়, তাহ'লে অতি অল্পদিনের মধ্যে সমস্ত হিন্দুস্থান

তার পদানত হবে। তুমি বোধ হয়, তার পাণ্ডিত্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলে?

নসী। হয়েছিলুম। সম্রাট আরবী, পারসী, সংস্কৃত তিন ভাষাতেই সুপণ্ডিত।

উজীর। কিন্তু দুই বৎসর পূর্ব্বে কোনও ষাতে তার অগ্রর পরিচয় পর্য্যন্ত ছিল না।

নসী। বলেন কি?

উজীর। এখন বোঝ সে কতবড় শক্তিমান! আত্মহারা হয়ে সে যদি শক্তির অপলাপ না করে, তাহলে হিন্দুস্থানে এমন কেউ নেই যে, তার সাম্রাজ্য-বিস্তারে বাধা দেয়।

নসী। রাণা লক্ষ্মণসিং?

উজীর। রাণা ধর্ম্মবীর। কিন্তু তাঁর কাজ দেখে তাঁকে কর্ম্মবীর বলে ত বোধ হয় না। উদ্দেশ্যের গুরুত্ব নিয়ে কর্ম্মের গুরুত্ব। একজন থারিণীর অভিমান বজায় রাখতে তিনি যে চিতোর নগরকে বিপন্ন করতে চলেছেন, এতে ধর্ম্মের রাজ্যে তাঁর কাজ গৌরবান্বিত হতে পারে, কিন্তু কর্ম্মের রাজ্যে তা নিন্দার্হ। এই সময় যদি কোন প্রবল বহিঃশত্রু চিতোর আক্রমণ করে, তাহ'লে চিতোর রক্ষা করবে কে? যদি আলাউদ্দীনই রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোরে এসে উপস্থিত হয়?

নসী। তাই ত পিতা, তাহ'লে কি হবে?

উজীর। কি হবে, তা এক সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বকার্য্যের নিয়ন্তা ভিন্ন আর কে বলতে পারে? তবে আমি আছি কেন তা জান?

নসী। অভাগিনী কন্যার মান রক্ষার জন্য।

উজীর। কতকটা সে কারণে বটে? কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। তুমি জান, চিরদিনই আমি দাম্ভিক। দরিদ্র ভিখারী বেশে যখন আমি হিন্দুস্থানে প্রবেশ করি, তখনও পর্য্যন্ত একমাত্র দম্ভ আমার সম্বল ছিল। গর্ব্বিত সৈয়দ বংশে আমার জন্ম। আমি অর্থ প্রলোভনে, ঐশ্বর্য্যের প্রলোভনে, এমন কি রাজ্য প্রলোভনেও গর্ব্ব বিসর্জ্জন দিইনি! তোমাকে সুন্দরী দেখে, কত আমীর ওমরাও এই গর্ব্বিত ভিখারীর শরণাপন্ন হয়েছিল। বৃদ্ধ জালালউদ্দীন পর্য্যন্ত তোমাকে আমার কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল। সে ভিক্ষা দিলে, আজ আলাউদ্দীনকে দিল্লীর সিংহাসন পেতে হ'ত না—আমিই হিন্দুস্থানের সম্রাট হতুম। বংশ-সম্মানের জন্য আমি হিন্দুস্থান-পুরস্কার পরিত্যাগ করেছি। কিন্তু নসীবন, সে অহঙ্কার আমার চূর্ণ হয়ে গেছে। ভিখারী হয়ে আমি যা রক্ষা করতে পেরেছিলুম, উজীর হয়ে তা পারিনি। ভিখারী কন্যা নসীবন গর্ব্বরক্ষা করেছিল, উজীর কন্যা নসীবন সে গর্ব্ব আলাউদ্দীনের হাতে উপঢৌকন দিয়েছে। তখনি বুঝেছিলুম, নিজের মান নিজে ভিন্ন অন্যে রক্ষা করতে পারে না।

নসী। তবে কেন পিতা এ মর্য্যাদাহীনার জন্য কষ্ট পান?

উজীর। এই যে বললুম মা, সম্পূর্ণ তোমার জন্য নয়। শুধু তোমার জন্য হ'লে অনেক পূর্ব্বেই এস্থান ত্যাগ করতুম। অবশ্য ক্রোধে নয়। ফকীর আমি, উজীরের ক্রোধ সেই আলাউদ্দীনের শিবিরেই রেখে এসেছি। বিশেষতঃ আমার যেন মনে হয়, তুমিই আমার ফকীরীর সহায়তা করেছ, তুমিই আমাকে সুখী করেছ।

নসী। তাহ'লে কিসের জন্য আছেন পিতা?

উজীর। আছি কতকটা তোমার জন্য, আছি কতকটা ধর্ম্মপ্রাণ চিতোরীর জন্য, আর বেশীর ভাগ আছি, আমার সেই অহঙ্কারের জন্য। ফকীরী নিয়েছি, কিন্তু উজীরী বুদ্ধিটা পথে ফেলে দিয়ে আসতে পারিনি। আমি

আলাউদ্দীনের গতিবিধির ভাব দেখে বুঝেছি, সে রাণার চক্ষে ধূলি দিয়ে চিতোর আক্রমণ করবে। আমি এখন আমার সেই বুদ্ধির পরীক্ষা করতে বসে আছি। যতদিন না রাণা নিরাপদে চিতোরে ফিরে আসছে, ততদিন চিতোর ত্যাগ করতে পারছি না। যদি ইতোমধ্যে আলাউদ্দীন চিতোরে এসে উপস্থিত হয়, তাহ'লে যথাসাধ্য তার উদ্দেশ্য পণ্ড করতে চেষ্টা করব। সে এসে দেখবে, যে এখানে স্বধু সরল বিশ্বাসী চিতোরী নেই, তা হ'তেও কুটবুদ্ধি আর একজন লোক ঈশ্বরপ্রেরিত হয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছে।

নসী। তাই কি আপনি চিতোরের বাইরে এই পাহাড়ে অবস্থান করছেন ?

উজীর। আমি চিতোরের প্রহরী কার্য্যে নিযুক্ত আছি।

নসী। আমার ভাই জানে ?

উজীর। সে চিতোরের রক্ষক—তোমার ভাই—আমার পরমাত্মীয়, আমি কি তার কাছে মনের কথা গোপন করতে পারি ? ওকি নসীবন ? ওই পাহাড়ের আড়াল থেকে—নিঃশব্দে পিপড়ের সারের মতন—ওকি ধীরে ধীরে চিতোর অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে ?

নসী। তাই ত পিতা! ওযে সৈন্য—

উজীর। সৈন্য! ঠিক দেখতে পাচ্ছ ?

নসী। ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

উজীর। নসীবন! শিগ্‌গির যাও—তোমার ভাইকে খবর দাও।

নসী। আপনার বিশ্বাস ওকি শত্রু সৈন্য ?

উজীর। নিশ্চয় শত্রু—প্রবল শত্রু—শিগ্‌গির যাও, তোমার ভাইকে খবর দাও।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। খবর আর দিতে হবে না—আমি নিজেই উজীর সাহেবের কাছে খবর দিতে এসেছি।

(হরসিংহের প্রবেশ)

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। থাম্—থাম্।

হর। এসে পড়ল—এসে পড়ল!

গোরা। আসুক, থাম্।

হর। সর্ব্বনাশ করলে—কেল্লার গায়ে এসে পড়ল!

গোরা। তোর কি—আমি তাদের কেল্লার ভেতর পর্য্যন্ত আনব। তোর কি ?

উজীর। চেঁচিও না ভাই—চেঁচিও না—জেগে আছ—শত্রুকে বুঝতে দিও না। প্রস্তুত আছ ?

গোরা। আছি।

উজীর। রাজা ?

গোরা। আছেন।

উজীর। আমার উপদেশ মত সৈন্য রক্ষা করেছ ?

গোরা। একচুল এদিক ওদিক করিনি। শত্রুসৈন্য অন্ধকারে আমাদের বাহিরের সৈন্যের একরকম গা দিয়েই চলে এসেছে। তবু তারা কিছু বলেনি।

হর। ও হুজুর! পাচিলে মই লাগাচ্ছে!

গোরা। চোপ্—লাগাক না বেটা! গাছে তুলছি বুঝতে পাচ্ছিস্ না। এর পর মই কেড়ে নেব!

উজীর। নসীবন! অস্ত্র ধরা ভুলে গেছ ?

নসী। না পিতা, ভুলিনি।

উজীর। তাহ'লে কৃতজ্ঞতা দেখাবার এই সময়—চলে এস।

গোরা। উজীর সাহেব কি অস্ত্র ধরবেন না ?

উজীর। ফকীরী নিয়েছি, আর ওটা কেন বাপ্? মন্ত্রণায় যদি তোমাদের রক্ষা করতে পারি, তাহ'লেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। নাও চল—ঠিক হয়েছে, কোনও ভয় নেই।

(প্রস্থান)

হর। ও গাছে তুলছ—গাছে তুলছ।

(প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

সৈন্যগণের কোলাহল করিতে করিতে প্রবেশ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল) পাঠনপতি।

১ম সৈন্য। পালাও, পালাও—যমের মুখে আর এগিও না। আমাদের অর্দ্ধেক সঙ্গী শেষ! আর এগুলে কেউ বাঁচবে না। পালাও—পালাও।

পাঠান। যা—সব মাটী হ'ল। বিশ্বাস-ঘাতক স্বজাতিদ্রোহী হয়ে নিজের রাজ্য দিয়ে সম্রাটকে আনলুম—অন্ধকারে অন্ধকারে চিতোর আক্রমণ করলুম—কিন্তু কিছু করতে পারলুম না! কাল প্রাতঃকালে আমার বিশ্বাসঘাতকতা প্রকাশ পাবে। আমার রাজ্য ভিন্ন গুজরাট থেকে এদিক দিয়ে চিতোর আসবার অন্য পথ নেই। প্রভাতে চিতোরীরা যখন বুঝবে, আমি আমার ঘরের ভেতর দিয়ে শত্রুকে এনে চিতোরের পথ দেখিয়েছি, তখন কি তারা আমাকে রাখবে? সর্ব্বনাশ করলুম! জয়োৎফুল্ল চিতোর কালই আমাকে পাঠন থেকে দূর করে দেবে! কি, ধ'রে বন্দী করে চিতোরে এনে শূলে চড়িয়ে দেবে! বাদশা সম্পূর্ণ হেরে গেছে—তার সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে। কে কোথায় গেছে, কে কোথায় আছে কি না আছে, ঠিক নেই। সর্ব্বনাশ হ'ল! সর্ব্বনাশ হ'ল! আবার এদিকে আসে যে। তাহ'লে ত গেলুম—(নেপথ্যে কোলাহল) ধরা পড়লুম।

(গোরা ও হরসিং এর প্রবেশ)

গোরা। কে তুমি? খাড়া রও।

হর। পালালে মৃত্যু, খাড়া রও।

গোরা। কে তুমি?

পাঠন। আমি হিন্দু।

গোরা। হিন্দু!

পাঠন। হিন্দু ক্ষত্রিয়।

হর। শুধু হিন্দু! হিন্দুকুলতিলক। যেহেতু তুমি মুসলমানের পক্ষ হয়ে ক্ষত্রিয় প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছ!

পাঠন। বাধ্য হয়ে এসেছি—

গোরা। বেশ করেছ। হরু! আর বিলম্ব কেন?

পাঠন! দোহাই! আমাকে মেরো না।

গোরা। সেকি ভাই ক্ষত্রিয়ধুরন্ধর—আমরা কি জল্লাদ? আর তাই যদি তোমার বোধ হয়, তাহ'লে তোমাকে কি স্বর্গে পাঠিয়ে দিতে পারি? তুমি যতকাল পার বেঁচে থাক। তোমার জন্য যে নরক তৈরি হবে, তার কারিকর্ এখনও দেবলোকে সৃষ্টি হয়নি। র'স বাবা—বিশকর্ম্মার বেটা বেয়াল্লিশকর্ম্মা অপুত্রক আছে। সে আগে পুষ্যিপুত্তুর নিক্, সেই পুত্তুর নরক গড়ুক—তারপর তুমি ম'র! দে হরু—ক্ষত্রিয়-ধুরন্ধরের গোঁফে, ওর যে সকল জ্ঞাতিভাই যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছে তাদের রক্ত মাখিয়ে দে। যাও ভাই! এই গোলাপী আতরের গন্ধ নাকে নিয়ে তুমি ক্ষত্রিয় জন্ম সার্থক কর। যাও। [পাঠনপতির প্রস্থান।

গোরা। ধরা পড়বে না কিরে বেটা! ধরা ত পড়েছে।

হর। কোথায় হুজুর—কখন হুজুর?

গোরা। হেথায় হুজুর—এখন হুজুর। যা তুই এই পথ ধরে যা। গিয়ে ওই পাহাড় আগলে দলবল নিয়ে বসে থাক্। আমি ঠিক জানি, এখনও বাদশা পালাতে পারিনি। যদি পালায়, তা'হ'লে বুঝব তোর দোষে। আমি চললুম, নিশ্চিন্ত হয়ে চললুম।

হর। একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে চললে হুজুর?

গোরা। একেবারে। দেখিস্ বেটা যেন চোখে ধুলো দিয়ে পালায় না।

(প্রস্থান)

হর। হুজুর কি তামাসা করে গেল? সবাই পালাল, আর বাদশা পড়ে রইল! যাক্—হুকুম তামিল করি। লোক লস্কর নিয়ে পাহাড়ে চড়ি। (প্রস্থান)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। তাইত একি হ'ল? সম্রাটকে দেখতে পাচ্ছিনা যে! তবে কি সাধারণ সৈনিকের সঙ্গে অন্ধকারে দিল্লীর সম্রাট রণ-শয্যায় শয়ন করলেন? তা'হ'লে তাঁর কি শোচনীয় পরিণাম হল!

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! আর কেন, সরে এস।

নসী! কই পিতা! সমস্ত রণক্ষেত্র সন্ধান করলুম, কিন্তু কোথাও ত সম্রাটকে দেখতে পেলুম না!

উজীর। দেখবার প্রয়োজন?

নসী। দিল্লীর সম্রাট হীনব্যক্তির ন্যায় রাজোয়ারার নির্ম্মম মরুবক্ষে বান্ধবশূন্য অবস্থায় পড়ে থাকবে?

উজীর। দুরাকাঙ্ক্ষের পরিণাম চিরদিনই এই রকম হয়ে থাকে। তাতে দুঃখ করবার কিছু নেই।

নসী। যদি প্রাণ থাকে, বাঁচবার আশা সত্বেও শুশ্রূষার অভাবে সম্রাট অমন অমূল্য প্রাণ বিসর্জ্জন দেবে?

উজীর। তুমি করতে চাও কি?

নসী। আমি তাকে খুঁজব।

উজীর। বেশ, খোঁজ। আমি চললুম। আমার কার্য্য শেষ হয়েছে। আর আমি এ দেশে অপেক্ষা করতে পারব না।

নসী। দোহাই পিতা! ক্ষণেকের জন্য অপেক্ষা করুন।

উজীর। আর আমাকে মায়ায় জড়িয়ো না নসীবন! আমি ফকীর।

নসী! দোহাই, আজকের মত কন্যাকে দয়া করুন। কাল আর আপনাকে কোনও অনুরোধ করব না, আর আপনার গন্তব্য পথে বাধা দেব না।

উজীর। দোহাই মা! আর আমাকে আবদ্ধ ক'র না।

নসী। দোহাই পিতা! একবার—আজ আমার শেষ অনুরোধ।

উজীর। বেশ, খুঁজে দেখ।

[উভয়ের প্রস্থান।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। অর্দ্ধেক সৈন্য মৃত—অবশিষ্ট ছত্রভঙ্গ! কেবল দূরপ্রান্তরের মরণোন্মুখ সৈনিকের দুটো একটা আর্ত্তনাদ ভিন্ন, আর কোনও শব্দ নেই। শৈলমালা নিস্তব্ধ—নিস্তব্ধ আকাশের কোলে মাথা তুলে সে নিস্তব্ধ তারকার সঙ্গে যেন ইঙ্গিতে কি পরামর্শ করছে। ইঙ্গিতে আমার পরাজয়-বার্ত্তা জ্ঞাপন করছে। এরূপ পরাভব আমার ভাগ্যে আর কখন ঘটেনি! এভাবে শত্রু-কর্ত্তৃক আর কখন প্রতারিত হইনি। নিদ্রিতের ভাণ দেখিয়ে

জাগ্রত চিতোর আমাকে প্রলুব্ধ ক'রে জালে ঘেরেছিল !

(মোজাফরের প্রবেশ)

মোজা। জাঁহাপনা ! বেগমসাহেব হাজার সেলাম জানিয়ে বলে দিলেন, আপনি ফিরে আস্থন।

আলা। বেগমসাহেবকে আমার সেলাম জানিয়ে বল, ফিরব কেন ?

মোজা। তিনি বলেন, তুচ্ছ চিতোর বশে আনবার,—কিংবা জাঁহাপনার ইচ্ছা হ'লে—ধ্বংস করবার ঢের সময় আছে।

আলা। এখন ?

মোজা। এখন যুদ্ধজয়ী উন্মত্ত চিতোরীর দেশে থাকবেন না।

আলা। পালাব ?

মোজা। আজ্ঞে পালাবেন কেন, পালাবেন কেন ? জাঁহাপনা ছুনিয়ার মালিক। আপনি কার ভয়ে পালাবেন ?

আলা। তবে ?

মোজা। চিতোরের দিকে পেছন ফিরে, লম্বা লম্বা পা ফেলে দিল্লীর দিকে চলে আসবেন।

আলা। তুমি এ রকম যুদ্ধে হারলে কি করতে ?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। তবু শুনি—

মোজা। আমি এ রকম যুদ্ধ করতুমই না, তার আবার হার জিত কি ! যুদ্ধের প্রারম্ভেই আমি বিশ ক্রোশ তফাতে প্রস্থান করতুম। বীরত্ব দেখাবার দরকার হ'লে, সেখানে কোন গাছের তলায় বসে একটী শটকায় টান দিতে দিতে অম্বুরী তামাকের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বীরত্ব দেখাতুম। এ কি বীরত্ব—না মনুষ্যত্ব ? অন্ধকারে লড়াই—কেউ কাউকে দেখলে না—চিনলে না। শব্দভেদী বাণ খেলে, বাপ করলে, আর ম'ল !

আলা। তুমি তাহ'লে পালাতে ?

মোজা। আমার কথা ছেড়ে দিন, আমি পালাতুমও বলতে পারি না—থাকতুমও বলতে পারি না ! আমি বীরের মতন কিছু একটা করতুম। আমার কথা ছেড়ে দিন।

আলা। অন্যের কথা ?

মোজা। তারা যুদ্ধের আগেই পালাতো !

আলা। মোজাফর ! তাহ'লে তুমি বেগম সাহেবকে বল—আমি অন্য যোদ্ধার ন্যায় সমরে পরাভূত হ'য়ে পালাতে পারলুম না। আমি শত্রুর অভিমুখে একা চল্লুম—হয়ত চিতোরে প্রবেশ করব।

[মোজাফরের প্রস্থান।

যার বুদ্ধিতে আমার এই কৌশলের আক্রমণ ব্যর্থ হ'ল—তাকে আমি একবার দেখতে চাই। তাতে বন্দী হই—প্রাণ যায়, সেও স্বীকার।

(পাঠনপতির পুনঃ প্রবেশ)

পাঠন। ও বাবা ! এ পথেও শত্রু যে ! মানও গেল, প্রাণও গেল ! কেও সম্রাট ? জাঁহাপনা। বড় বিপদ ! এ পথেও শত্রু ঘাটি আগলে বসে আছে।

আলা। পাঠনরাজ !

পাঠন। কি সম্রাট ?

আলা। তুমি না বলেছিলে চিতোরীরা সরল বিশ্বাসী, উদার আতিথেয় বীর, অথচ ধর্ম্ম-যোদ্ধা—যুদ্ধ করতে হয়, তাই যুদ্ধ করে, অত কলকৌশল জানে না !

পাঠন। আজ্ঞে ঠিকই ত বলেছি জনাব !

আলা। ঠিক বলেছ ?

পাঠন। আজ্ঞে তা যদি না বলব, তাহ'লে কি আমার অন্তঃপুরের মধ্য দিয়ে আপনাকে চিতোরের পথ দেখিয়া দিই ?

আলা। উত্তরে সন্তুষ্ট হলুম।

পাঠন। এ বিপদসঙ্কুল স্থানে আর দাঁড়াবেন না।

আলা। আমার অবশিষ্ট সৈন্যের সংবাদ জান ?

পাঠন। কে কোথায়, কিছুই ত বুঝতে পারছি না জনাব !

(কোলাহল করিতে করিতে হরসিং ও সৈন্যগণের প্রবেশ।)

জনাব ! জনাব ! ও ধারে। জনাব ! এ ধারে। জনাব ! জনাব !

আলা। ভয় নেই দাঁড়িয়ে থাক।

হর। সম্রাট ! অস্ত্র পরিত্যাগ করুন।

আলা। শক্তি থাকে পরিত্যাগ করাও।

সকলে। হর-হর-হর-হর ! (আক্রমণ)

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। ক্ষান্ত হও—ক্ষান্ত হও।

হর। ক্ষান্ত হও—মায়ের আদেশ।

নসী। হরসিং, বাদশাকে পরিত্যাগ কর।

হর। তোমার আদেশ ?

নসী। আমারই আদেশ।

হর। ভাই সব চলে এস।

নসী। সম্রাট ! স্থান ত্যাগ করুন। আর আপনার গায়ে কেউ হস্তক্ষেপ করবে না।

আলা। কে—নসীবন ?

নসী। হাঁ সম্রাট—আমি।

আলা। চিতোরীর উপর তোমার এত অধিকার ?

নসী। আমার ভাই এ যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার ভাইকে কখনও দেখিনি।

নসী। আপনি কাকেই বা দেখলেন জাঁহাপনা ?

আলা। এখন যদি দেখতে চাই,—

নসী। কেন ?

আলা। তাকে আমার সেলাম দিয়ে আসি। অতি বড় বুদ্ধিমান না হ'লে, আমার আজকের আক্রমণ কেউ পণ্ড করতে পারত না।

নসী। তাহ'লে বলি, আমার পিতাই এ যুদ্ধের মন্ত্রণাদাতা। তিনি আপনার চিতোর-আক্রমণ পূর্ব্বে থেকেই অনুমান ক'রে, সেনাপতিকে শিক্ষিত ক'রে রেখেছিলেন।

আলা। নসীবন ! শুনে আমার সকল আক্ষেপ দূর হ'ল ! আমি এ বিষম পরাভবেও গৌরবান্বিত। এখন বুঝলুম, স্থূলবুদ্ধি চিতোরীর কাছে আমি পরাভূত হইনি। পাঠনপতি ! তোমার প্রতি আর আমার অবিশ্বাস নেই। এখন বুঝলুম, তুমি আমার হিতৈষী বন্ধু।

পাঠন। হিতৈষী বন্ধুই যদি না হ'ব, অবিশ্বাসের কাজই যদি করব, তাহ'লে আপনাকে অন্দর দেখাব কেন ?

আলা। তা ঠিক বলেছ—তোমার অন্দরের একটি গবাক্ষে কি দুটী উজ্জ্বল চক্ষু !

পাঠন। আর জনাব, ওই দুটি চক্ষুই আমার সর্ব্বস্ব ! ওই দুটী চক্ষুর প্রাখর্য্যেই আমি মৃতবৎ।

নসী। (স্বগতঃ) নরাধমের মনের ভাব বিপদেও দেখি কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নি।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। জনাব !

আলা। কি বেগম সাহেব ?

কমলা। অধিনীর প্রতি কৃপা ক'রে ফিরে আসুন। একে অন্ধকার, তাই শত্রুপুরী,

এখানে আর থাকবেন না। অধিনীকে আর অনাথিনী করবেন না।

পাঠন। হাঁ জনাব! অনাথিনী হবার যে কি কষ্ট তা উনি একবার টের পেয়েছেন। আর ওঁকে সে দারুণ কষ্ট ভোগ করতে দেবেন না।

আলা। এ রণক্ষেত্র বেগমসাহেব, এ অধিনী অনাথিনীর স্থান নয়—এখানে বীর বীরাঙ্গনা বিচরণ করে। পাঠনপতি! তোমার আত্মীয়াকে শিবিরে নিয়ে যাও।

পাঠন। তাইত। জাঁহাপনা যা বললেন—তা অদ্ভুত সত্য! জ্বলন্ত সত্য! কত বড় সত্য! নাও, শিবিরে চল, শিবিরে চল। ইনি তৎক্ষণ ওঁর সঙ্গে দুটো বীর-যোগ্য কথা ক'ন।

কমলা। তাইত—একে? এঁকে? কি হ'ল—ধর্ম্মও গেল—স্থানও গেল!

[পাঠনপতি ও কমলার প্রস্থান।

নসী। এই বুঝি গুজরাটের রাণী কমলা দেবী?

আলা। হাঁ নসীবন! ইনিই এখন আমার হৃদয়েশ্বরী।

নসী। কিন্তু এখনও পাপিনীর হৃদয়ে তার পূর্ব্ব স্বামীর হৃদয়-স্পর্শের অনুভব আছে।

আলা। তাই'ক—কিন্তু ও ফুলটী বাদশার বাগানেই শোভা পায়।

নসী। ও কীটদষ্ট ফুলের মুখে আগুন দিলে—বাগানের দুর্গন্ধ নষ্ট হয়।

আলা। সেটী ক্রোধে বলছ—কিন্তু অমন ফুলটী হিন্দুস্থানে আর দু'টী নাই।

নসী। না বেইমান! আমি যে ভুবন-মোহিনীর আশ্রয়ে আছি, তার এক একটা বাঁদীর কড়ে আঙ্গুলের রূপে—অমন লাখ লাখ ফুল প্রস্ফুটিত হয়।

আলা। কে তিনি?

নসী। রাজা ভীমসিংহের মহিষী পদ্মিনী।

আলা। তাকে দেখা যায় না?

নসী। সূর্য্য তাঁকে দেখতে পায় না, তুমি কে?

আলা। বেশ, আমি তাকে দেখবার চেষ্টা করব—চেষ্টা করব কেন, দেখব।

নসী। তুমি! সে জীবিতের চক্ষু নিয়ে নয়।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! পলায়িত সৈন্যদের ফিরিয়ে একত্র করেছি। আর একবার আক্রমণ করি, আদেশ করুন।

আলা। না সেনাপতি! রাত্রি শেষ হ'তে চলেছে, আজ আর নয়। অপর আদেশ পর্য্যন্ত তাঁবুতে বিশ্রাম কর।

[কাফুরের প্রস্থান।

(উজীরের প্রবেশ)

উজীর। নসীবন! পর্ব্বতশিখর থেকে দেখলুম পূর্ব্বদিকে উষার আভাষ। আর কেন, আমাকে বিদায় দাও।

আলা। কাফুর!

(কাফুরের পুনঃ প্রবেশ)

কাফুর। জনাব!

আলা। যদি চিতোর-জয়ে অভিলাষ থাকে—তাহ'লে জয়পথের প্রধান কণ্টককে এখনি পথ থেকে দূর কর। এক ভুলে সর্ব্বনাশ করেছি—শীঘ্র বৃদ্ধকে ধর। (কাফুর কর্ত্তৃক উজীরকে ধারণ) নিয়ে যাও। সেনাপতির যোগ্য সম্মানে ওকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দাও।

নসী। তোমার জীবন রক্ষার কি এই পুরস্কার?

আলা। (হাস্য) জীবন কি আমার দেহে নসীবন!—জীবন আমার রাজ্যে।

উজীর। আক্ষেপ ক'র না মা—তুমিত সব বুঝেচ—আমার জীবনে আর সুখও নেই, দুঃখও নেই। বহুদিন পূর্ব্বেই ত আমার জীবন যাওয়া উচিত ছিল। বুঝি ধার্ম্মিক চিতোরীর মান রাখতে ঈশ্বর আমাকে এত কাল বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, জীবনের সে কার্য্য শেষ, আমি চলি—আক্ষেপ ক'র না। চল ভাই, মেয়েটার সম্মুখে আর আমাকে হত্যা ক'র না—অন্তরালে চল।

[উজীর ও কাফুরের প্রস্থান।

আলা। সে সময় যদি তোমার পিতার প্রাণগ্রহণ করতুম, তা'হ'লে আজ তুচ্ছ চিতোরীর সঙ্গে যুদ্ধে, তোমার মত হীন রমণীর অনুগ্রহে আমাকে বেঁচে থাকতে হ'ত না। নাও চল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত না পদ্মিনী সুন্দরীকে দেখছি, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তোমাকে বন্দিনী থাকতে হবে।

নসী। ছাড়্ বেইমান! হাত ছাড়্—

আলা। আহা! কি কোমল—কি প্রাণোন্মাদকর স্পর্শ! প্রেম! তুমি বিশ্ববিজয়ী বটে, কিন্তু ক্ষুধার্ত্ত আর লোভীর কাছে তোমাকে মাথা হেঁট করতে হয়।

নসী। ছাড় বেইমান! ছাড়।

তৃতীয় দৃশ্য।

[তোরণ সম্মুখস্থ পথ]

গোরা ও হর।

গোরা। কিরে বেটা শুধু হাতে এলি যে?

হর। হুজুর! তুমি অন্তর্য্যামী।

গোরা। তাতো জানিরে বেটা! তারপর করলি কি? আমার বন্দী কোথায়?

হর। র'স হুজুর, তোমাকে একটা প্রণাম করি।

গোরা। প্রণাম ক'রে আমাকে ভোলাবি রে ব্যাটা!—আমার আসামী কই?

হর। আসামী আমি আর একদিন ধরে এনে দেব! আগে বল তুমি কে?

গোরা। আর একদিন আনবি কি?

হর। সে তুমি যখন হুকুম করবে। এখন এই গরীব ভৃত্যকে দয়া ক'রে বল, কে তুমি চিতোরে তোমার এ ভৃত্যকে ছলতে এসেছ? লঙ্কা থেকে যখন এসেছ, তখন তুমি নিশ্চয় বিভীষণ। তুমি চার যুগের খবর জান।

গোরা। দেখতে পেলিনি?

হর। পা'ব না! তুমি যখন বলেছ ঠিক আছে, তখন পাব না! তুমি বিভীষণ—তুমি ত্রেতাযুগে রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে বেড়িয়েছো, সুগ্রীব হনুমানের সঙ্গে প্রেম করেছ, তোমার কথা কি মিছে হয়? তুমি বলেছ পাব, আমি পাব না? পেয়েছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ধরেছিলুম।

গোরা। তারপর?

হর। ছেড়ে দিলুম।

গোরা। ছেড়ে দিলি?

হর। তোমার দিদি বললে, "হরসিং ছেড়ে দাও"। মায়ের হুকুম, হরসিং অমনি ছেড়ে দিলে।

গোরা। দিদি বললে? বলিস্ কি? ব্যাপারটা কি বল্ দেখি?

হর। ব্যাপারটা নিশ্চয় কিছু আছে। বাদশার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গোরা। য়্যাঁ!—

হর। আমার বোধ হয়, বাদশা তোমার বোনাই।

গোরা। ঠিক বুঝেছিস্—হর! ভগিনী আমার দিল্লীর রাণী। তাহ'লে ত বোনাইকে

ছাড়া কাজ ভাল হয়নি।—ভগিনী কোথা? সেই খানেই শালাকে ধরব—ধরে ঠিক করব। আবার বহিনের রাজ্য বহিনের হাতে ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করব।

হর। তোমার বহিনই তার নিজের রাজ্য আদায় করে নিয়েছে।

গোরা। কি করে জানলি?

হর। দু'জনে দেখাদেখি ক'রে কখন হাসছে, কখন কাঁদছে। আমি চলে আসতে আসতে দেখলুম। কথা আর ফুরুল না দেখে চলে এলুম।

গোরা। বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে।

হর। দেখছ না, এখনও এল না!

গোরা। দরকার নেই, বেশ হয়েছে। নিশ্চিন্ত! এতকাল পরে আমি নিশ্চিন্ত। নসীবনের কথা ভাবতুম, আর আমার পাষাণ প্রাণ গলে আসত—নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত।

হর। হুজুর—হুজুর!

গোরা। কি—কি?

হর। মামার বোনাই কি হুজুর?

গোরা। বাবা রে বেটা!

হর। তাহ'লে বাবা—বাবা—আসছে আসছে।

গোরা। কই—কই?

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

গোরা। আসুন সম্রাট: আসুন—আসুন। ঘর আমাদের পবিত্র হল!

আলা। গতরাত্রের যুদ্ধে আপনি কে?

হর। উনিই সে যুদ্ধের সেনাপতি।

আলা। আপনাকে সেলাম। আপনি সুদক্ষ নীতিকুশল সেনাপতি। আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করেছিলেন না?

হর। আজ্ঞে সেকি? আমি আপনার ভৃত্যতুল্য। তবে প্রভুর আদেশ—

আলা। আপনি ধর্ম্মবীর। আপনাকেও আমি সেলাম করি।

গোরা। কিছুনা কিছুনা—ওরে রাজাকে খবর দে।

আলা। আমি তাঁরই সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই। আমি তাঁর গৃহে আজ অতিথি।

গোরা। আসুন—আসুন। পবিত্র হ'ল—গৃহ আমাদের পবিত্র হ'ল!

[সকলের প্রস্থান।

(নাগরিকগণের প্রবেশ)

সকলে। ওরে বাদশা—বাদশা—অতিথি—অতিথি—দেখবি চল্—দেখবি চল্।

চতুর্থ দৃশ্য।

[কক্ষ]

ভীমসিংহ, আলাউদ্দীন ও অনুচর।

ভীম। আতিথ্য ধর্ম্ম—আতিথ্য ধর্ম্ম। হে ভগবান্! ধর্ম্ম রক্ষা কর। অসম্ভব অতিথির প্রার্থনা। অতিথি-পরায়ণ বাপ্পারাওয়ের গৃহ। আমি তাঁর বংশের সন্তান—সেখানে সম্রাট অতিথি! তার অসম্ভব প্রার্থনা! সে আমার মহিষীর রূপ দেখতে চায়! হে ভগবন্! ধর্ম্ম রক্ষা কর।

আলা। মহারাজ!

ভীম। আজ্ঞা সম্রাট!

আলা। আমার প্রার্থনা?

ভীম। পূরণ অসম্ভব!

আলা। তাহ'লে আমাকে বিদায় দিন।

ভীম। সম্রাট! হিন্দুকুলকামিনীর অপরিচিত পরপুরুষ-সম্মুখে উপস্থিত হওয়া রীতি নয়।

আমার স্ত্রী আপনার কাছে ভিক্ষা প্রার্থনা করেন, আপনি তাঁকে আপনার সম্মুখে আসতে অনুরোধ করবেন না। কৃপা ক'রে, তাঁর দর্পণে প্রতিফলিত চিত্র নিরীক্ষণ করুন।

আলা। আপনার ও আপনার মহিষীর অনুবাদ—তাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

ভীম। শীঘ্র যাও—রাণীকে সংবাদ দাও।

[অনুচরের প্রস্থান।

আলা। ঈশ্বরের কৃপায় আমি আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিলুম। আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রেও আমি ধন্য, আপনাদের আতিথ্য গ্রহণেও আমি ধন্য।

(অনুচরের পুনঃ প্রবেশ)

অনুচর। মহারাজ!

ভীম। সম্রাট! প্রস্তুত হ'ন।

[পটপরিবর্ত্তন।]

আলা। একি ভুবনমোহিনী মূর্ত্তি! আমার বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে আসছে। হে জীবনময়ী প্রতিমা! অবনমিত পলক একবার তোল—একবার হতভাগ্যের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর! প্রতিমূর্ত্তির ছায়ায় যদি প্রাণ বিজড়িত থাকে, যদি মনের কথা শোনবার তোমার ক্ষমতা থাকে, তাহ'লে আমার নীরব আবেদনে কর্ণপাত কর! আমি তোমার ওই চিবুক সন্নিহিত তিলের জন্য—আমার সাম্রাজ্য তোমার পায়ে বিকিয়ে দিয়ে যাই।

ভীম। সম্রাট!

আলা। আমি সাম্রাজ্যপতি—কিন্তু রাজা আপনি দেবরাজ্যের ঈশ্বর।

ভীম। আর অপেক্ষা করবেন না?

আলা। না।

ভীম। তাহ'লে চলুন আপনাকে শিবির পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসি।

আলা। আমাকে সকলে ধূর্ত্ত আলাউদ্দীন বলে। আপনি বিশ্বাস করে যাবেন কি করে?

ভীম। সম্রাট! অল্পদিনমাত্র বাকী। এখন আর অবিশ্বাস ক'রে জীবনটাকে অসুখী করব কেন?

আলা। আপনার যদি কোনও অনিষ্ট হয়।

ভীম। আমার অদৃষ্ট।

আলা। আপনার মহিষীর?

ভীম। তাঁরও অদৃষ্ট। চলুন সঙ্গে যাই।

আলা। চলুন।

[প্রস্থান]

পঞ্চম দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

মীরা ও বাদল।

মীরা। কেন বালক প্রতিদিন আপনাকে দুশ্চিন্তায় দগ্ধ কর।

বাদল। মহারাণী। আমার প্রতি রাণার অবিচার হয়েছে।

মীরা। ঠিক বিচারই হয়েছে।

বাদল। অরুণসিংহ ও আমার এক অপরাধ। তবু আমাদের দণ্ড আলাদা হ'ল! সে নির্ব্বাসনে যন্ত্রণা ভোগ করছে, আর আমি এখানে চিতোর মহিষীর আদর পাচ্ছি! এক অপরাধের এ বিভিন্ন ব্যবস্থা কেন? তার যখন নির্ব্বাসন হ'ল, তখন আমারও হ'ক।

মীরা। তুমি ত নির্ব্বাসিত হয়েই আছ বালক! চিতোর ত তোমার জন্মভূমি নয়!

বাদল। জন্মভূমি জননীর সঙ্গে সঙ্গে যায়। পিতৃস্বসাই আমাকে শৈশবে পালন করেছেন, আমি তাঁকেই জননী বলে জানি, তাঁর সঙ্গেই আমি সিংহলের সম্বন্ধ ত্যাগ ক'রে

চিতোরে এসেছি। সিংহলের জ্ঞান আমার অতি অল্প। চিতোরের বক্ষে পালিত হয়েছি, চিতোরী বালকদের সঙ্গে এই মায়ের কোলেই আশ্রয় পেয়েছি। অরুজী আমার খেলার সঙ্গী —অরুজী আমার ভাই—আমি রাণীকে পিসী বলি, আপনাকে মা বলি।

মীরা। বাদল! তবু আমার মনে সুখ নেই। তোমাকে গর্ভে না ধ'রে, সে নরাধমকে গর্ভে ধরলুম কেন?

বাদল। মহারাণী! রাণারও ভুল, তোমারও ভুল। অরুজী নরাধম নয়। তোমরা তার মনের অবস্থা কেউ জানলে না, বিচার করলে না।

মীরা। তবে বলি শোন বাপ্! আমিও তাই জানতুম—সে নরাধম নয়। কিন্তু বড় দুঃখ! সমগ্র দেশবাসী জানলে সে নরাধম। যাও বালক! আপনার কর্ত্তব্য করগে—তার চিন্তা ছেড়ে দাও!

বাদল। মহারাণী! তুমি কাঁদছ?

মীরা। না বালক! অযোগ্য পুত্রের বিয়োগে চিতোরের মহারাণী কাঁদে না।

বাদল। যথার্থ কথা বল দেখি রাণী, তুমি কি কাঁদছ না?

মীরা। তুমি একি বলছ বাদল?

বাদল। মায়াময়ী মা! তুমি কাঁদছ। মর্য্যাদার জন্য তুমি প্রাণপণ চেষ্টায় জল চোখে আনতে দিচ্ছ না। কিন্তু তোমার চোখ ফেটে যাচ্ছে, তোমার হৃদয়ের ভেতরে জলের ধারা ছুটেছে।

মীরা। বাপ্! ভগবান একলিঙ্গ তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন! তোমাকে পুত্র বলে সম্বোধন করলেও আমার অনেক যন্ত্রণার লাঘব হয়। তেজোমাধুর্য্যময় সন্তান পেয়ে, রাণা বড় সাধে অভাগ্যের নাম অরুণ রেখেছিলেন। অমন সুন্দর কার্ত্তিকের তুল্য সন্তান—বাপ্পারাওয়ের বংশধর—সে বর্ত্তমান থাকতে, আজ কিনা সিংহলীবীর বাদশার আক্রমণ থেকে চিতোর রক্ষা করলে!

বাদল। আমাদের পর ভাবছ কেন মা?

মীরা। পর? বাদল! তোমরাই চিতোরেশ্বরীর আত্মীয়—তুমিই আমার সন্তান।

বাদল। দেখো মা—একদিন দেখো—দুই ভায়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে কেমন শত্রু-কটক ভেদ করি, একদিন দেখো।

মীরা। তুমি বেঁচে থাক।

(পরিচারিকার প্রবেশ)

পরি। মহারাণী! বড় বিপদ!

মীরা। বিপদ কি?

পরি। খুড়ো রাজা বাদশার শিবিরে গিয়েছিলেন। পাপিষ্ঠ বাদশা তাঁকে বন্দী করেছে।

মীরা। এমন কি কখন হ'তে পারে?

পরি। তাই হয়েছে—বাদশা বলেছে, "যতক্ষণ না রাণীকে আমাকে দেবে, ততক্ষণ তোমাকে মুক্ত করব না।"

মীরা। কি ঘৃণা—কি ঘৃণা!

(পদ্মিনীর প্রবেশ)

পদ্মিনী। বাদল! তখন মরবার জন্য কাতর হয়েছিলে. এখন মরবার সময় উপস্থিত—সঙ্গে এস।

মীরা। একি শুনছি খুড়ীমা?

পদ্মিনী। আর যে বলবার সময় নেই মা! বলেছিলুম ত কালনাগিনী আমি চিতোর সংসারে প্রবেশ করেছি। এখন যদি সে পিশাচের কাছ থেকে রাজাকে অক্ষত শরীরে ফিরিয়ে আনতে পারি, তবেই কথা কইব। নইলে মা, এই আমার শেষ কথা! আয় বাদল চলে আয়!

মীরা। একি ভবানী? চিতোরে একি অনর্থ উপস্থিত হ'ল মা? একবার দাঁড়াও—আমি শুনেছি। এখন কি কর্ত্তব্য শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছি।

পদ্মিনী। বেশ, তোমার সুমুখেই দরবার করি। তুমি একটু অন্তরালে দাঁড়াও। আলাউদ্দীন দূত প্রেরণ করেছে। আমি দূত-মুখে উত্তর দেব। কি উত্তর দিই তুমি অন্তরালে দাঁড়িয়ে শোন। যাও বাপ, পাঠনপতিকে এইখানে ডেকে আন।

[বাদলের প্রস্থান।

আর আমার মান অপমান কি আছে মা? প্রতি মুহূর্ত্তেই যখন বাদশার হারেমে বাঁদী হবার বিভীষিকা দেখছি, তখন নিরর্থক সরম দেখিয়ে কার্য্যহানি করি কেন?

[মীরার প্রস্থান।

(বাদল ও পাঠনপতির প্রবেশ)

পাঠন। এত রূপ! মানুষের এত রূপ! এ রূপ দেখে বাদশা উন্মত্ত হবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি?

পদ্মিনী। আসুন রাজা! আপনি চিতোর-রাজের আত্মীয়—আমার পিতৃস্থানীয়—আপনি নিঃসঙ্কোচে কন্যার গৃহে পদধূলি দিন।

পাঠন। মা! আমি নরাধম! ক্ষত্রিয়-কুলাঙ্গার। অপারগ-বোধে বাদশার বশ্যতা স্বীকার করেছি—এখন তার গোলামী করছি। তাই এই অপ্রিয় বিষয় নিয়ে আপনার সম্মুখে উপস্থিত।

পদ্মিনী। আপনি জানেন, আমার পিতা রাজা ভীমসিংহের কাছে কৃতজ্ঞ। সেই স্নেহময় পিতাকে স্মরণ ক'রে, স্বামীর ধর্ম্ম ও প্রাণ বজায় রাখতে, আমি সম্রাটকে ধরা দিতে ইচ্ছুক হয়েছি।

পাঠন। ইচ্ছুক হয়েছেন?

পদ্মিনী। সুধু স্বামীর বিপদ স্মরণ করে ইচ্ছুক হচ্ছি না। বুঝতে পারছি, সেই সঙ্গে চিতোরও ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। রাণা নেই—চিতোর রক্ষা করতে পারে, এমন একটী বীরও চিতোরে নেই—রাজা বন্দী। এ অবস্থায় আমার ধরা দেওয়া ভিন্ন চিতোর রক্ষার অন্য উপায় নেই।

পাঠন। তা যা বলেছেন, তা ঠিক। বাদশা আপনার প্রতিবিম্ব দেখে উন্মত্ত হয়েছে। সে আপনাকে দিল্লীতে না নিয়ে ছাড়বে না। আপনি আত্ম-সমর্পণই করুন। তাহ'লেই সকল দিক রক্ষা হবে।

(মীরার প্রবেশ)

মীরা। আপনি কি ক্ষত্রিয়?

পাঠন। হ্যাঁ-হ্যাঁ—আমি—আমি—ক্ষত্রিয় বই কি।

মীরা। মিথ্যা কথা!—ক্ষত্রিয়ের মুখ দিয়ে একথা বেরুতে এই প্রথম শুনলুম।

পদ্মিনী। মীরা চুপ কর।—ওঁর অপরাধ কি?

মীরা। ওঁর অপরাধ কি?—রাণা চিতোরে নেই, নইলে কি অপরাধ তিনি তোমার পত্তনে গিয়ে বুঝিয়ে দিতেন। ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গার! তুমি না তোমার পত্নীর পালঙ্কের পার্শ্ব দিয়ে বিদেশীকে এনে, আমাদের ধ্বংস করতে এসেছ?

পাঠন। না—না—তা—আমি চললুম।

পদ্মিনী। যাবেন না—আমার বক্তব্য শুনে যান। চিতোর বাঁচাতে হ'লে আমাকে যেতেই হবে।

মীরা। কি বলছ রাণী?

পদ্মিনী। তোমার শুনতে কষ্ট হয়, তুমি চলে যাও। রাজা আপনি বাদশাকে গিয়ে

বলুন। তবে আমি রাণী—আমার সাতশো সখী সাতশো পালকী নিয়ে সম্রাট শিবিরে উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান! পথে কেউ পালকী খুলে যেন আমাদের কারও অমর্য্যাদা না করে? তারাও সম্ভ্রান্ত মহিলা।

পাঠন। বাপ.! কার সাধ্য? তাহ'লে আমি এই সংবাদ বাদশাকে দিইগে?

পদ্মিনী। যান।—কি মা! মনে মনে আমাকে ঘৃণা করছ?

[পাঠনপতির প্রস্থান।

মীরা। মা! রূপে রাণী, আবার বুদ্ধিতেও তুমি রাণী তা জানতুম না। পাপক্ষালনের জন্য তোমায় প্রণাম করি।

বাদল। আমি বুঝেছি—আমিও একটা পালকীতে চড়ব।

পদ্মিনী। প্রতিশোধ—মীরা! প্রতিশোধ!

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[শিবির সম্মুখ]

নসীবন ও আলাউদ্দীন।

গীত।

অরুণ দেখিয়া, পুরব চাহিয়া, ধরিনু প্রভাতী গান।
এস এস বলি, দিনু হিয়া খুলি, দিতে গো পিয়ারে স্থান॥
ছাড়িল গগন আঁধার সঙ্গ
অরুণে অরুণে মিলিল রঙ্গ—
উঠিল প্রাণে প্রেম তরঙ্গ, ভাবি দুঃখ নিশি অবসান।
আকুল নয়নে হেরিতে ছবি
দেখিনু জাগিয়া নিদাঘ রবি—
প্রখর কিরণে জ্বলিয়া মরিনু, যাতনায় দহে প্রাণ॥

আলা। নসীবন! তুমি কাঁদছ? মুখ ফেরালে যে? আমার মুখ দেখবে না? না দেখ, মুখ ফিরিয়েই আমার একটা কথা শোন। তোমার ক্রন্দনের সুর কি মিষ্টি! কি হৃদয়গ্রাহী! আমারও ওরূপ কাঁদতে ইচ্ছা যায়। কিন্তু নসীবন! সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা নিয়ে আমি এত ব্যস্ত যে, নিশ্চিন্ত হয়ে দুদণ্ড কাঁদবারও অবকাশ পাচ্ছি না!

নসী। তোমার সে দিন আসতে আর অধিক বিলম্ব নাই।

আলা। বল নসীবন, তাই বল—তাই আশীর্ব্বাদ কর। কাঁদলে মানুষের হৃদয় প্রশস্ত হয়। কাঁদতে না পেয়ে, আমার প্রশস্ত হৃদয় সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে।

নসী। দুনিয়ার লোককে তুমি কাঁদাচ্ছ, শয়তান! তোমার হৃদয় প্রশস্ত!

আলা। নসীবন! দুনিয়ায় যদি শয়তান না থাকত, তাহ'লে মানুষকে স্বর্গের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যেত কে? এই দেখ না, যারা ভুলেও এক দিন ধর্ম্মের নাম করত না, তারা আমার তাড়নায় অস্থির হয়ে কাঁদছে, আর দু'হাত তুলে ঈশ্বরকে ডাকছে। যারা কেবল এতদিন নরকে যাবার পথ পরিষ্কার করছিল, তারা আমার ভয়ে স্বর্গের অভিমুখে ছুটেছে। শয়তানকে নিন্দা ক'র না নসীবন। শয়তান না থাকলে এত দিন স্বর্গের খুঁটী আলগা হয়ে যেত। এই তোমার বাপ্‌, মৃত্যুকালে আমায় কত আশীর্ব্বাদ করে গেলেন। বললেন, "সম্রাট! তুমি ধন্য! তুমিই আজ আমার জীবনের স্পৃহা মিটিয়েছ, তুমিই আমাকে অমূল্য ফকীরী দান করেছ।"

নসী। সম্রাট্‌! আমি ভিখারিণী ব'লে আমার সঙ্গে এরূপ মর্ম্মান্তিক রহস্য করবেন না।

আলা। রহস্য? উজীর-পুত্রী! রহস্য করা আমার স্বভাব নয়। যা বলি, সে সমস্ত আমার প্রাণের কথা। বেশ, রহস্যই যদি বললে, তাহ'লে বলি, দুনিয়াই একটা বিরাট রহস্য! গোল বটে,

কিন্তু সম্পূর্ণ গোল নয়—কমলালেবুর ন্যায় উত্তর দক্ষিণ প্রান্তে কিঞ্চিৎ চাপা—কি রহস্য, কি রহস্য! তার ভেতরে সর্ব্বাপেক্ষা বিচিত্র রহস্য তুমি ও আমি। অর্থাৎ এক মানব দম্পতির একাংশ বিশ্ববিজয়ী সম্রাট আলাউদ্দীন, অপরাংশ ভিখারিণী বেগম নসীবউন্নীসা।

নসী। সম্রাট! আমায় হত্যা করতে চান ত হত্যা করুন। অথবা আমাকে মুক্ত করুন। আর বন্দিনী রাখাই যদি আপনার অভিপ্রায়, তাহ'লে আর আপনি আমার কাছে আসবেন না। যদি আসেন, তাহ'লে প্রতিজ্ঞা করছি, আমি আপনার প্রদত্ত অন্নজল ত্যাগ করব।

আলা। হত্যা? তুমি আমার ধর্ম্মপত্নী, তোমাকে আমি হত্যা করব? আমার সিংহাসনের পাশে বসতে ধর্ম্মতঃ তোমারই একমাত্র অধিকার! তুমি বেঁচে আছ জেনে, আমি সিংহাসনের সে অংশ আজও শূন্য রেখে দিয়েছি।

নসী। যে রাজপুতনী বিধবাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন, তাকে কোথায় রাখবেন?

আলা। ও সম্রাটের হারেমের উদ্যান-শোভাকরী কুসুমিতা লতা। বাগান সাজাবার জন্য দিল্লী নিয়ে যাচ্ছি। ও ত সবে একটী—বাগান সাজাতে হ'লে ওরূপ দু'দশটা না হ'লে চলবে কেন? একটী এনেছি, আর একটী আজ আনছি। নসীবন! দ্বিতীয় কুসুম-লতা চিতোরের রাণী পদ্মিনী!

নসী। মিথ্যা কথা!

আলা। একটু অপেক্ষা কর, তাহ'লেই বুঝবে।

নসী। আমি দেখলেও বিশ্বাস করি না।

আলা। তাহ'লে আর কি করব!

নসী। যে পতিব্রতার উপদেশে তোমার মত নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন স্বামীর উপর আমি ঘৃণা পরিত্যাগ করেছি, সেই সতীত্ব-ঐশ্বর্য্যময়ী, পদ্মিনী স্বামী পরিত্যাগ করে তোমার কাছে আসবে?

আলা। আসবে কি আসছে—এতক্ষণ এল।

নসী। তাহ'লে বুঝব, দুনিয়াটা রহস্য বটে!

আলা। মুক্তিলাভ কর, আর মুক্ত চক্ষে রহস্যটা নিরীক্ষণ কর।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা! আপনি নাকি রাণী পদ্মিনীর লোভে সম্রাটের নীতি ত্যাগ করেছেন? রাজা ভীমসিংহকে মুক্তি দিচ্চেন?

আলা। কে তোমাকে একথা বললে?

কাফুর। সমস্ত শিবিরে, ওমরাওদের মধ্যে, সৈন্য মধ্যে এ কথা প্রচারিত।

আলা। তোমার কি তাই বিশ্বাস হয়?

কাফুর। বিশ্বাস না হবার কথা। কিন্তু দেখলুম, রাণী পদ্মিনী ও তার সহচরীগণ রাজা ভীমসিংহের বিনিময়ে আপনাকে আত্মসমর্পণ করতে আসছেন।

আলা। বিনিময় ত এখনও হয়নি সেনাপতি! তাদের আসতেই দাও।

কাফুর। দেখবেন সম্রাট! আমি একমাত্র পণে আপনার নকুরী গ্রহণ করেছি।

আলা। ভয় নেই! তুমি এই সুন্দরীকে সঙ্গে নিয়ে যাও; যেন নিরাপদে ছাউনীর বাইরে উপস্থিত হতে পারে।

[নসীবন ও কাফুরের প্রস্থান।

(বাদলের প্রবেশ)

আলা। কি বালক-বীর! তবে নাকি তুমি চিতোরী নও?

বাদল। আগে ছিলুম না সম্রাট! এখন হয়েছি। তোমার উৎপীড়নে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সিংহল পর্য্যন্ত সব হিন্দুরাজ্য এক হ'তে চলেছে। তাই সিংহলের অধিবাসী হয়েও আমি আজ চিত্তোরী।

আলা। তুমি সিংহলী?

বাদল। হাঁ!

আলা। রাণী পদ্মিনী তোমার কে হয়?

বাদল। পিতৃস্বসা।

আলা। রাণী কতদূর?

বাদল। তিনি আপনার শিবির-দ্বারে। কিন্তু তাঁর একটা আবেদন আছে।

আলা। কি আবেদন, বল।

বাদল। তিনি বলেছেন, স্বামীর সঙ্গে যখন চিরবিচ্ছেদ, তখন একবার তাঁর কাছে শেষ বিদায় গ্রহণ করবেন। আপনি অনুমতি দিন।

আলা। বেশ, অনুমতি দিলুম। তুমিই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাও।—তোমার সেই তলোয়ার ত ভাই?

বাদল। হাঁ জাহাপনা, আপনার দত্ত দান।

আলা। তুমি আমার সঙ্গে দিল্লী যাবে?

বাদল। (স্বগতঃ) দেখি কতদূর কি হয়! কে কোথায় থাকে, কে কোথায় যায়!

(নেপথ্যে পালকী বাহকের শব্দ)

আলা। যাও ভাই—রাণীকে ভীমসিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়ে দাও।

[বাদলের প্রস্থান।

(কমলার প্রবেশ)

কমলা। এই কি আপনার প্রতিজ্ঞা রক্ষা সম্রাট? সাম্রাজ্যের প্রলোভন দেখিয়ে আমার সর্ব্বনাশ করলেন?

আলা। শঠে শাঠ্য বিবিজান্—শঠে শাঠ্য। [আলাউদ্দীনের প্রস্থান।

কমলা। হা ভগবান! কি করলুম! ধর্ম্মও হারালুম, স্থানও হারালুম!

সপ্তম দৃশ্য।

[শিবিরাভ্যন্তর]

খোজা ও বাঁদীগণ—পালকীর ভিতরে গোরা।

(খোজা ও বাঁদীদের কোলাহল)

১ম খোজা। উঃ! বেগম সাহেবের কি রূপ!

সকলে। তুলনা নেই, তুলনা নেই, তুলনা নেই!

১ম স্ত্রী। তবু এখনও পালকী মোড়া।

সকলে। রূপ ঝরছে।

১ম স্ত্রী। পালকী ফুঁড়ে চারিদিকে রূপের ছটা ছুটো-ছুটি করছে। দোর খুলে দে—এই বড় খোজা, পাল্কীর দোর খুলে দে।

১ম খোজা। উঃ বাপ! কি এঁটে গেছে!

১ম স্ত্রী। ওরে! তাহ'লে শিগ্‌গির খোল্। বেগমসাহেব হাঁপাচ্ছেন।

সকলে। শিগ্‌গির খোল।

১ম খোজা। ও বাবা! ভারী জোর লাগে।

১ম স্ত্রী। এই সর্ব্বনাশ করলে! ওরে তাহ'লে আগে খোল্।

সকলে। আগে খোল।

১ম খোজা। ভেতর থেকে আঁটা—বেগমসাহেব ধ'রে আছেন।

১ম স্ত্রী। ওমা দোর খুলুন।

গোরা। আমার প্রাণেশ্বর কই?

১ম স্ত্রী। আসছেন, আসছেন—দোর খুলতে খুলতে তিনি এসে পড়লেন!

গোরা। এসে পড়বেন ? এসে পড়বেন ?

(বহিরাগমন)

সকলে। আহা ! কি রূপ !

গোরা। যা বলেছ ! আমার নিজের রূপে আমি নিজেই পাগল ! (অবগুণ্ঠন উন্মোচন)

১ম স্ত্রী ! ও আল্লা ! একি !

সকলে। ওরে বাবা ! একে ?

নেপথ্যে। হর-হর-হর-হর।

সকলে। ওরে মেরে ফেললে, মেরে ফেললে ! দুসমন্দু—সমন।

(সকলের পলায়ন

নেপথ্যে। দুসমন—সাতশো পালকীভরা দুসমন। জাঁহাপনা হুঁসিয়ার ! দুসমন

নেপথ্যে। হর-হর-হর হর !

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। দাদা ! মোড়া আগলাও, আমি রাজার পালকী রক্ষা করি।

গোরা। জলদি যাও—জলদি যাও। হর হর। (প্রস্থান)

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। দলে দলে চেপে পড়, রাজাকে যেতে দিয়ো না। যে আটকাতে পারবে রাজা বক্‌সিস দেব। যাও, যাও—পাকড়ো, পাকড়ো

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। জাঁহাপনা ! কি খবর ?

আলা। সেনাপতি ! এই মুহূর্ত্তে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য নিয়ে লক্ষ্মণ সিংহের চিতোরে ফেরবার পথ রোধ কর। প্রাণপণে তাকে বাধা দাও। যতদিন না চিতোর ধ্বংস করতে পারি, ততদিন সে যেন তোমাকে অতিক্রম করতে না পারে। জলদি যাও, জলদি যাও।

কাফুর। যো হুকুম !

অষ্টম দৃশ্য।

[প্রান্তর]

ভীমসিংহ।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

ভীম। হে চিতোরের মর্য্যাদারক্ষক ছদ্মবেশী দেবতা ! ফেরো ফেরো—আমি নিরাপদ হয়েছি—ফটকের মুখে এসেছি। ফেরো বাদল—ফেরো মাতুল—ফেরো। শ্রাবণের বারি-ধারার মত বাদলের গায় অস্ত্র পড়ছে—ফিরে এস রুদ্রবীর ! ফিরে এস দেবসেনাপতি স্কন্দ—অভিমন্যুর মত সপ্তরথীর বেষ্টনে পড়ে, প্রাণ হারিয়ো না।

সরদার। রাজা এদিকে আসুন—এদিকে আসুন—বিশ হাজার শত্রু সৈন্য পশ্চাতের দুর্গ প্রাচীর ভাঙতে নিযুক্ত হয়েছে।

ভীম। এদিকে বালক যে আর রক্ষা পায় না।

সরদার। সে আমি দেখছি, আপনি দুর্গ-প্রাচীর রক্ষা করুন। নইলে সব কার্য্য পণ্ড হবে।

ভীম। আমাকে একটু অগ্রসর হয়ে স্থানটা দেখিয়ে দাও।

সরদার। চলুন।

[উভয়ের প্রস্থান।

(গোরার প্রবেশ)

গোরা। বস্, সব মান রক্ষা হয়েছে—ভগবন্ ! এইবারে এই শবস্তূপের মধ্যে বসে একটু তোমার জয়ধ্বনি করি। আমার সময় হয়েছে ! হৃদয়বিদ্ধ—রক্তস্রোত ক্রমে নিশ্চল হয়ে আসছে ! এইত দেখছি এখানে কতকগুলো বাদশার সৈন্যের মৃতদেহ—এর একটাকে তাকিয়া করে বসা যাক্।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। এই যে দাদা! তুমি এসে পড়েছ? তোমার আশীর্ব্বাদে এদিকের আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ করেছি।

গোরা। বেশ করেছ, এইবারে ভাই আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা কর।

বাদল। সেকি দাদা! তুমি বাঁচলে না?

গোরা। না দাদা! বাঁচা হ'ল না! বুকে অস্ত্র বিঁধেছে। ভাই, আমার একটা কাজ কর। না, তুমিও যে দেখছি ভাই ক্ষতবিক্ষত দেহ! তাহ'লে যাও, তোমার পিসীমার কাছে যাও। মা আমার তোমার চিন্তায় ছটফট করছেন—মহারাণী ঘরবার করছেন—যাও ভাই, তাঁদের দেখা দিয়ে তাঁদের আনন্দ বিধান কর।

বাদল। শত্রু ফিরিয়ে বড়ই আনন্দে আসছিলুম যে দাদা! সে আনন্দে বাদ সাধলে—বাঁচলে না?

গোরা। আমার বাঁচার কাজ হয়ে গেছে। তুমি বেঁচে থাক—চিতোরের সেবা কর।

বাদল। কি বলছিলে দাদা?

গোরা। আর বলব না।

বাদল। না দাদা—বল। আমার এ সব সামান্য আঘাত। আমি তোমাকে এ অবস্থায় ফেলে ত যেতে পারব না।

গোরা। তাহ'লে এক কাজ কর—অর্জ্জুন ভীষ্মের শরশয্যা করেছিলেন, তুমি আমার নরশয্যা ক'রে দাও।—দাও দাদা! আর বসতে পারছি না।—ক্রমে শরীর অবসন্ন হয়ে পড়ছে। একটা মাথায়, দু'টো দু'পাশে, একটা পায়ে—দাও দাদা!—আ! কি সুখের শয্যা—কি সুখের মরণ!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। দাদা! দাদা! ঈশ্বরদত্ত সহোদর, একি? আমি যে বড় আনন্দে আসছি! একি করলে ভাই?

গোরা। কেও নসীবন! এসেছ! বড় সুসময়ে এসেছ। ভাই বাদল! আমার এই দুখিনী ভগিনীটীর ভার গ্রহণ কর।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য কানন]

লক্ষ্মণ ও অজয়।

অজয়। মহারাণা! সর্ব্বস্থানেই সন্ধান নিলুম। কোনও স্থানে আমাদের সৈন্যের সহিত বাদশার সৈন্যের সাক্ষাৎ হয়নি।

লক্ষ্মণ। কিছু বুঝতে পারলে?

অজয়। বাদশা এ সকল পথ দিয়ে দিল্লীতে ফেরেনি।

লক্ষ্মণ। তা ত ফেরেনি, গেল কোথা?

অজয়। আমার বোধ হয়, দাক্ষিণাত্যের পথে বাদশা সৈন্য নিয়ে চলে গেছে।

লক্ষ্মণ। না অজয়সিংহ!

অজয়। তাহ'লে বোধ হয়, মুলতানের পথে দিল্লীতে ফিরেছে।

লক্ষ্মণ। না ভাই, তাও নয়। আরাবলীর পথে, সিরোহীর পথে, আর আজমীরের পথে সৈন্য স্থাপন ক'রে বাদশার দিল্লী ফেরবার পথ রোধ করতে গিয়ে, আমি নিজে গৃহ প্রবেশের পথ রোধ করেছি।

অজয়। বলছেন কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। আর একটু মেবার মুখে অগ্রসর হলেই সব বুঝতে পারবে। বুঝতে পারবে, বাদশা বিনা যুদ্ধে গুজরাট জয় ক'রে, রাণীকে অপহরণ ক'রে, তার রাজ্যের সমস্ত সরদারের

সহায়তা লাভ ক'রে—আমার ভয়ে পালায় নি। একটা প্রবল জাতির সঙ্গে সম্মিলিত, লক্ষ বিজয়ী সেনার অধিনায়ক দিগ্বিজয়ী আলা-উদ্দিনের দেশে পালিয়ে যাবার কোনও কারণ আমি দেখতে পাইনি।

অজয়। দিল্লীতে ফেরেনি, পঞ্জাবে প্রবেশ করেনি, দাক্ষিণাত্য অভিমুখে অগ্রসর হয়নি, তাহ'লে বাদশা গেল কোথায়?

লক্ষ্মণ। যে গুজরাটীর সাহায্যে আমি চলেছিলুম, পথে যখন সেই গুজরাটী সৈন্য কর্তৃক বাধা পেয়েছি, তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। তারপর ফেরবার মুখে, যখন পত্তনরাজ্যপ্রান্তস্থ দুর্গে পাঠনি-রাজপুত আমাকে এক দিনের জন্যও বিশ্রাম করতে দেয়নি, তখনই আমার আশঙ্কা হয়েছিল। ভাই! এখন আতঙ্ক!

অজয়। আপনার কি বোধ হচ্ছে, আলাউদ্দিন চিতোর অভিমুখে চলেছে?

লক্ষ্মণ। চলেছে কি—এসেছে!

অজয়। কেমন ক'রে বুঝলেন?

লক্ষ্মণ। এই পথের অবস্থা দেখে বুঝতে পারছ না! যে পথে দিবারাত্রির মধ্যে মুহূর্ত্ত-মাত্র সময়ের জন্যও লোক চলাচল বন্ধ থাকে না, দস্যুভয় নেই বলে যেটা রাজোয়ারার সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য পথ, তাতে আজ লোক নেই। এই সারা দীর্ঘ পথ শ্মশানতুল্য নির্জ্জন।

অজয়। সেটা আমিও দেখছি, দেখে বিস্মিত হচ্ছি।

লক্ষ্মণ। ভাই! আমি ধূর্ত্ত আলাউদ্দিন কর্তৃক প্রতারিত হয়েছি।

অজয়। কোন্ পথ দিয়ে গেল?

লক্ষ্মণ। আমাদের ঘরের লোক যদি শত্রু হয়, তাহ'লে পথ পাবার ভাবনা কি?

অজয়। তাহ'লে কি পাঠনরাজ্যের মধ্য দিয়ে গেল?

লক্ষ্মণ। আমার তাই বিশ্বাস! পত্তনের মধ্য দিয়ে গেছে, মরুভূমি পার হয়েছে।

অজয়। তাই যদি আপনার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে, তাহ'লে রাত্রিমুখে এখানে আর আমাদের বিশ্রাম করবার প্রয়োজন কি?

লক্ষ্মণ। সম্মুখে খান্দোয়ানার ঘন-বনাচ্ছন্ন গিরিপথ। রাত্রিমুখে সমস্ত সৈন্য নিয়ে এই পথে প্রবেশ করতে পারবে? কৃষ্ণপক্ষের রজনি চন্দ্রালোকের পর্য্যন্ত প্রত্যাশা নেই।

অজয়। নাই বা থাকল, আপনি আদেশ করলেই পারি!

লক্ষ্মণ। তাহ'লে প্রস্তুত হও। হ'ক অন্ধকার—পথে আমি মুহূর্ত্তমাত্র সময় নষ্ট করতে সাহস করছি না। তুমি যাও, রন্ধ্র-মুখ পরীক্ষা করতে সর্ব্বাগ্রে চর-সেনা প্রেরণ কর।

[অজয়ের প্রস্থান।

লক্ষ্মণ। তাইত করলুম কি? এক প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে মুর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখালুম? বৃদ্ধ রাজার ওপর শিশু নারীগুলোর ভার দিয়ে, সমস্ত সবল রণক্ষম দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে এই দীর্ঘকাল মরীচিকার সঙ্গে ছুটোছুটি করে এলুম!

(বাদল ও নসীবনের প্রবেশ)

নসী। প্রায় সমস্ত গিরিপথ বাদশার সৈন্য ঘেরে ফেললে। আজ রাত্রের মধ্যে রাণা যদি এ দুর্গম স্থান পার না হ'তে পারেন, তাহ'লে ত কখনই হতে পারবেন না। এ দিকে কালকের মধ্যে সৈন্য নিয়ে তিনি যদি চিতোরে উপস্থিত হ'তে না পারেন, তাহ'লে ত চিতোর গেল। কি সর্ব্বনাশ হ'ল ভাই, কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

বাদল। কই রাণার আসবার কোনও ত লক্ষণ দেখতে পাচ্ছি না দিদি! কিন্তু আমিও ত আর থাকতে পারি না! চিতোর পরিত্যাগ ক'রে বহুদূর এসে পড়েছি, বিপন্ন বৃদ্ধ রাজাকে একা ফেলে রেখে এসেছি! এখনও পর্য্যন্ত ফিরে যাবার এক পথ আছে, দেরি করলে আর সে সে পথ পাব না! শেষে কোন কাজে আসব না! না বাহিরে থেকে সাহায্য করতে পারব, না চিতোরে থেকে শেষক্ষণ পর্য্যন্ত শত্রুকে বাধা দিয়ে, রাজার পাশে ধূলি-শয্যায় শয়নের সুখ পাব! দিদি! আর আমি থাকতে পারি না।

[illegible]। তাহ'লে তুমি ফের।

বাদল। এই সম্মুখে গুজরাটের পথ। তুমি এই পথ ধ'রে অগ্রসর হও।

লক্ষ্মণ। কেও?

বাদল। কেও রাণা! জয় একলিঙ্গের জয়। দিদি! রাণাকে পথ দেখাও, পথ দেখাও।

লক্ষ্মণ। কি সংবাদ? কি সংবাদ?

বাদল। আমার বলবার সময় নেই রাণা। রাণা! দিগব্যাপিনী অনলশিখা ক্ষুধার্ত্ত হয়ে চিতোরকে রসনায় বেষ্টিত করেছে! রক্ষা কর, রক্ষা কর। আমি বিপন্ন রাজাকে আপনার আগমন বার্ত্তা দিতে চললুম। (প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। কেও—মা?

নসী। রাণা! আমাকে ও মধুর নামে সম্বোধন করবেন না! আত্মসন্তানঘাতিনী নাগিনীকে যদি আপনি ওই পবিত্র আখ্যার অধিকারিণী মনে করেন, তাহ'লে আমি মা।

লক্ষ্মণ। তুমি আর ওই বালক ছাড়া কি চিতোর থেকে আমার কাছে সংবাদ পাঠাবার পর্য্যন্ত লোক নেই?

নসী। বুঝতেই ত পেরেছেন। আর এক মুহূর্ত্ত বিলম্ব করবেন না। অবকাশ পাই, আপনাকে সমস্ত ইতিহাস বলব। তবে এমন দুঃসময় রাণা, বুঝি চিতোরীর বীরত্বের সে উজ্জ্বল অক্ষর আপনার চক্ষে ধরতে পারলুম না! তুর্কী-দেশীয় মুসলমানী আমি—পার্ব্বত্যজাতীর ভিতর হ'তে উদ্ভূত হয়ে, রণকোলাহল নিনাদিত নির্ম্মম তুষারাচ্ছন্ন শৈলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে এক সময় বন্য বাঘিনীর ন্যায় বিচরণ করেছি! পিতার সঙ্গে সঙ্গে তুর্কী দেশ থেকে, কত সশস্ত্র লোকারণ্যের মধ্য দিয়ে সেই সুদূর বাঙ্গলা দেশ পর্য্যন্ত বেড়িয়ে এসেছি। কিন্তু মৃত্যু-রাজ্যে উল্লাসময়ী প্রেমতরঙ্গিনী প্রবাহিত হয়, এ আমি কখন দেখিনি! মহারাজ! আপনার দেবরাজ্যে এসে তা দেখেছি।

লক্ষ্মণ। বলি মা! চিতোরকে রক্ষা করতে পারব?

নসী। ওপরে চাও রাণা! তোমাদের কোন্ দেবতা মরা ফিরিয়ে দেয়, তার আবাহন কর।

লক্ষ্মণ। এস মা! তাহ'লে সঙ্গে এস। তোমরা যখন এসেছ, তখন পথে বোধ হয় বিপদ নেই।

নসী। সমস্ত পথ অবরুদ্ধ। আমরা অতি কষ্টে শত্রুর অজ্ঞাত পথ দিয়ে এসেছি। এসেছি কিন্তু বোধ হয় একা আর সে পথে ফিরতে পারি না।

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। যাও, অদূরে সন্নিবিষ্ট আমার শিবির। এই আমার পাঞ্জা নাও, কিয়ৎক্ষণের জন্য বিশ্রাম গ্রহণ কর। [নসীবনের প্রস্থান।

অজয়। রাণা! সকলে প্রস্তুত—আপনার আদেশের অপেক্ষা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত পথ শত্রু কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ।

অজয়। সমস্ত!

লক্ষ্মণ। সমস্ত। কেবল আমাদের মন্ত্রগুপ্ত পথটী অবশিষ্ট আছে। সুতরাং এক কার্য্য কর। তুমি অন্যান্য রাজকুমার, চিতোরী সরদার ও কিয়দংশ সৈন্য নিয়ে, সেই পথ দিয়ে চলে যাও। অতি সাবধানে, অতি সঙ্গোপনে সেই পথ অবলম্বন করবে। সে পথ দেবতারও অজ্ঞেয়। চিতোরের ধ্বংস সম্ভাবনা না হ'লে সে পথের ব্যবহার নিষিদ্ধ। যখন খুল্লতাত সে পথে লোক পাঠিয়েছেন, তখন চিতোর রক্ষা তাঁর অসাধ্য হয়েছে ব'লেই পাঠিয়েছেন। সে পথের অস্তিত্ব তিনি জানেন, আমি জানি, আর জানেন চিতোরের রাজপুরোহিত। অন্যের জানবার অধিকার নাই। এস ভাই, তোমাকে সেই পথ দেখিয়ে দিই। একেবারে ভবানী-মন্দিরের মধ্যে উপস্থিত হবে।

অজয়। অন্যের পক্ষে যখন সে পথ জানা নিষিদ্ধ, তখন আমাকে সে পথ জানাচ্ছেন কেন রাণা?

লক্ষ্মণ। বুঝতেই ত পারছ, আমি চিতোরে উপস্থিত হ'তে পারি কি না সন্দেহ।

অজয়। তাহ'লে আপনিই সেই পথে যান না কেন?

লক্ষ্মণ। ভাই! এ সঙ্কট সময়ে আমাকে বাধা দিও না।

অজয়। না রাণা! ভৃত্যের প্রতি এরূপ আদেশ করবেন না। পিতার সাহায্যে আমাকে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু পিতা যদি শোনেন, আমি আপনাকে বিপদের সমস্ত ভার বহন করতে রেখে, তাঁর সাহায্যে চিতোরে এসেছি, তাহ'লে সাহায্য নেওয়া দূরের কথা, তিনি আমার মুখ পর্য্যন্ত দর্শন করবেন না। আমি শত্রুকটক ভেদ করতে করতে অগ্রসর হই, আপনি সমস্ত রাণাবংশধরদের নিয়ে গুপ্তপথে চিতোরে প্রবেশ করুন।

লক্ষ্মণ। তোমার সঙ্গে তর্ক করবার সময়ও নাই। সুতরাং গত্যন্তরও নাই। তবে এস।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

[পার্ব্বত্য পথ]

বাদল।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

বাদল। তাইত! এ যে বড় মুস্কিলে পড়লুম! গুহামুখ যে আর খুঁজে পেলুম না! যুদ্ধ বেধেছে—ঘোর যুদ্ধ বেধেছে! অন্ধকারে শত্রুতে শত্রুতে আলিঙ্গন! কি রণউল্লাস! কি রণউল্লাস? আমি করলুম কি—আমি করলুম কি! না চিতোরে প্রবেশ করতে পারলুম—না রাণার সাহায্য করতে সক্ষম হলুম! সময়টা বৃথা গেল! কোন কাজে এলুম না! কি রণউল্লাস! হর-হর হর-হর—চিতোরীর রণকোলাহল! কি মত্তমাতঙ্গের উৎসাহে চিতোরী বীর রক্তমুখে প্রবেশ করছে! হা ভগবন্! হা একলিঙ্গ! আমি শুধু দাঁড়িয়ে কোলাহল শুনতে রইলুম! এ অন্ধকারে এ দুরারোহ পর্ব্বত শৃঙ্গে, সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে, যেন সাক্ষীগোপালের মত দাঁড়িয়ে রইলুম!

(নেপথ্যে রণকোলাহল)

[বাদলের প্রস্থান।

(কাফুরের প্রবেশ)

কাফুর। সব কৌশল ব্যর্থ হ'ল। চিতোরীর গতিরোধ করতে পারলুম না। এ আমাদের অপরিচিত দেশ, আমরা বাধা দেবার যোগ্যস্থান গ্রহণ করতে পারিনি। চিতোরীরা আমাদের

ওপর নিয়েছে। আর বেশীক্ষণ থাকলে বিপদে পড়তে হবে। সম্পূর্ণ পরাজয়—প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারব না।

(সৈনিকের প্রবেশ)

সৈনিক। শত্রুরা ওপর নিয়েছে। পাথর গড়াচ্ছে। পাথরের আঘাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়েছি। সৈন্য সব ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ছে।

(রণকোলাহল)

কাফুর। আর নয় ফেরো—জাঁহাপনার সৈন্যের সঙ্গে যোগদান কর। যথেষ্ট কার্য্য হয়েছে। অর্দ্ধেক চিতোরীর সংহার করেছি। চলে এস, চলে এস। (প্রস্থান)

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। কি দুঃখ! কি আক্ষেপ! একজন সরদারের অভাবে আমি শত্রুগুলোকে নির্ম্মূল করতে পারলুম না! একজন—একজন—এ পার্ব্বত্য স্থানে কে কোথায় একজন রাজপুত সেনানায়ক আছ, শীঘ্র এস—আমার সমস্ত সঙ্গী-সরদার প্রাণ দিয়েছে! আমি একা আছি—একজনের অভাবে আমি শত্রুসৈন্যকে বেড়াজালে ঘেরে মারতে পারছি না।

(অরুণসিংহের প্রবেশ)

অরুণ। খুল্লতাত! আমি আছি।

অজয়। তুমি! কে তুমি? অরুণসিংহ! তুমি আজও বেঁচে আছ!

অরুণ। খুল্লতাত! মৃত্যু হয়নি। কিন্তু মরণ আমার ভাল ছিল। আমি মরণের চেয়ে সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে, অনুতাপানলে দগ্ধ হ'তে বেঁচে আছি। আমাকে আদেশ কর, আমি অবশিষ্ট সৈন্যের ভার নিয়ে এ যুদ্ধে তোমার সহায়তা করি।

(বাদলের প্রবেশ)

বাদল। অজয়সিংহ! আমি আছি।

অজয়। এই যে, এই যে, শীঘ্র এস—অর্দ্ধেক সৈন্যের ভার গ্রহণ ক'রে তোমাকে শত্রু সংহার করতে হবে। পার্ব্বত্য দেশ পার হবার পূর্ব্বে, যেমন ক'রে হ'ক তাদের শেষ করা চাই।

বাদল। বেশ এখনি চল।

অরুণ। খুল্লতাত! আমি?

অজয়। রাণার আদেশ ভিন্ন আমি তোমার সাহায্য গ্রহণ করতে পারি না।

অরুণ। চিতোরের এ বিপদে আমি যোগ দিতে পারব না?

অজয়। আমি এর উত্তর দেবার অধিকারী নই।

বাদল। কেও অরুণসিংহ! ভাই তুমি?

অজয়। সিংহলী বীর! কথা কইতে চাও ত কথা কও, আর চিতোর রক্ষা করতে চাও ত চক্ষের পলক ফেলবার অবকাশ গ্রহণ ক'র না—আমার সঙ্গে এস।

বাদল। চল।

[অজয় ও বাদলের প্রস্থান।

(অরুণের অবনত মস্তকে উপবেশন)

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। কিগো! মাথায় হাত দিয়ে বসলে যে!

অরুণ। কেও, রুক্মা!

রুক্মা। হাঁ গোলমাল শুনে, তুমি ব্যাপারটা কি জানতে এলে, তা পথের মাঝে এমন ক'রে মাথা গুঁজে বসে রইলে কেন? একিগো! তুমি বসে কাঁদছ?

অরুণ। রুক্মা! বৃথাই আমি বাপ্পারাওয়ের বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলুম! আমি বংশযোগ্য কোনও কাজ করতে পারলুম না।

রুক্মা। কি করতে চাও? চুপ ক'রে রইলে কেন?

অরুণ। কি বলব ?

রুক্মা। বলতে কুণ্ঠিত হচ্ছ কেন ? আমার জন্য যদি তুমি কাজে বাধা পাও, তাহ'লে তুমি আমাকে পরিত্যাগ কর না কেন ? তুমি রাজার ছেলে, তুমি আমার সঙ্গে বনে বনে ঘোর, এটা আমার ভাল দেখায় না।

অরুণ। রুক্মা! তাতেও যদি দেশের কাজ করতে পারতুম, তাহ'লে তোমার হাত দু'টী ধ'রে তোমার মত প্রিয় সামগ্রীর কাছ থেকেও আমি জন্মের মতন বিদায় গ্রহণ করতে পারতুম! কিন্তু রুক্মা তাতেও আমার পাপক্ষয় হয় না—আমি নির্ব্বাসিত। আত্মীয় বন্ধুরও ঘৃণার পাত্র।

রুক্মা। আমায় বুঝিয়ে বল দেখি ব্যাপার কি! কিসের গোলমাল জেনে এলে ?

অরুণ। জেনেছি—শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গে চিতোরীর খান্দোয়ানা গিরিপথে যুদ্ধ বেধেছে।

রুক্মা। তারপর ?

অরুণ। আমার খুল্লতাত কুমার অজয়সিংহ সেই জন্য কোনও চিতোরী বীরের সাহায্য প্রার্থনা করছিলেন। শুনে সাহায্য করতে ছুটে এলুম। কিন্তু আমি নির্ব্বাসিত ব'লে খুল্লতাত আমার সাহায্য গ্রহণ করলেন না। সেই যে বালককে আমার সঙ্গে বনে দেখেছিলে, সেও সেই কথা শুনে এইখানে এসেছিল। খুল্লতাত তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে বালক আমার বাল্য-সখা। সেও আমার পানে ফিরে চাইলে না! রুক্মা বড় অপমান! আমার আর বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

রুক্মা। বড়ই অপমান—আমারও মর্ম্মচ্ছেদ হয়ে গেল। আমারও বাঁচবার ইচ্ছা নেই।

অরুণ। এ অপমানের জ্বালা সহ্য করার চেয়ে মরা ভাল।

রুক্মা। বড় অপমান! আমার জন্যই তোমাকে এই অপমান সহ্য করতে হ'ল! আমি হতভাগী সে দিন তোমাকে যদি সঙ্গে করে না আনতুম!

(রাহুলের প্রবেশ)

রাহুল। মেয়ে জামাই যে অন্ধকারে বেরুলো, তা কোন্ চুলোয় গেল ?

রুক্মা। কে'ও, বাবা এলি ?

রাহুল। এই যে, এখানে দুজনে কি গুজ গুজ করছিস ?

রুক্মা। বাবা! আমরা প্রাণ রাখব না।

রাহুল। কেন রে ?

রুক্মা। না বাবা! প্রাণে আর সুখ নেই।

রাহুল। কেন রে? মাঝখান থেকে প্রাণটার ওপর রাগ হয়ে গেল কেন ?

রুক্মা। তোর জামাইয়ের বড় অপমান করেছে।

রাহুল। কে অপমান করলে ?

রুক্মা। কিগো—কি হয়েছে বল না।

অরুণ। আর বলব না।

রাহুল। আমার আত্মীয় স্বজনের ভেতর কেউ ?

রুক্মা। তারা করবে কেন? তারা কি এমন হীন? করেছেন ওঁরই আত্মীয়—কাকা। শত্রু এসে চিতোর আক্রমণ করেছে, সেই জন্য খান্দোয়ানার পাহাড়ে লড়াই বেধেছে। তোমার জামাই দেশের জন্য লড়াই করতে চেয়েছিল, ওঁর কাকা ঘৃণা ক'রে ওঁকে তাড়িয়ে দিয়েছে, সাহায্য নেয়নি। বলে তুমি নির্ব্বাসিত।

রাহুল। এই! তাই বল্। তাতে অভিমান কি? জন্মভূমি ত রাজার একার নয়। জন্মভূমি রক্ষা করা রাজা প্রজার সমান অধিকার। তোমার আত্মীয়েরা তোমার প্রতি যেরূপ

ব্যবহার করেছে, তাতে তাদের কাছে তোমার যাওয়াই অন্যায় হয়েছে। কেন? আমরা গরিব হয়েছি বলে কি মরে গেছি? যুদ্ধের প্রয়োজন হয়, আমার ত আত্মীয় স্বজন আছে, তাদের আমি ডেকে দি। যাও, তাদের নিয়ে লড়াই দাও। তুমি আমার বনভূমের রাজা। তোমার প্রজারা হাসতে হাসতে তোমার জন্য প্রাণ দেবে!

রুক্মা। তবে আবার কি, ওঠ।

রাহুল। যা বেটী, তোর ভাইদের খবর দে। আমি ডঙ্কা দি। এস বাপ্! দেশের জন্য প্রাণ দিলে যদি তোমার অপমানের প্রতিশোধ হয়, এস আমরা সবাই মিলে তোমার জন্য প্রাণ দি।

তৃতীয় দৃশ্য।

[ভীমসিংহের কক্ষ]

পদ্মিনী ও মীরা।

(নেপথ্যে—রণকোলাহল)

পদ্মিনী। মা মীরা! যা বলেছিলুম, তাই হ'ল! ধ্বংসরূপিণী চিতোরে এসে এমন সোণার চিতোর ধ্বংস করলুম!

মীরা। ও কথা ব'ল না মা! তুমি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ী সর্ব্বসৌন্দর্য্যময়ী। কমলার প্রাণ তোমার ওই কমণীয় মুর্ত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। দেবতার বাঞ্ছনীয় জ্ঞানে রাণা তোমাকে চিতোরের মন্দিরে আবাহন ক'রে এনেছিলেন। জয়লক্ষ্মীজ্ঞানেই মুসলমান সম্রাট তোমাকে চিতোরের হৃদয় থেকে ছিনিয়ে নিতে এসেছে। তোমার জন্য চিতোরী প্রাণ দেবে, এ ত চিতোরীর সৌভাগ্য! ওসব কথা মুখেও এনো না মা! সুখে মরতে চলেছি, আমাদের মরতে দাও। এখন আদেশ কর, আমরা কি করব? সমস্ত পুরবাসিনী নববেশ-ভূষিতা হয়ে, বরণডালা মাথায় নিয়ে অগ্নিকুণ্ড সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছে। তারা নবরাজ্যে গিয়ে তাদের অগ্রগামী স্বামীদের বরণ করবে।

পদ্মিনী। একবার মাত্র রাজার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি।

মীরা। কিন্তু আমার আর অপেক্ষা সইল না—রাণার সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল না!

(নেপথ্যে—হর-হর-হর-হর-হর)

পদ্মিনী। রাণা এসেছেন—রাণা এসেছেন: ওই চিতোরী সৈন্যের উল্লাস কোলাহল।

(নেপথ্যে—রাণা—রাণা—ওই—রাণা)

ওই শোন মা! ওই শোন রাণার জয়-ধ্বনিতে গগনমার্গ প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছে!

মীরা। মুখ রাখ মা ভবানী—মুখ রাখ!

পদ্মিনী। রাণার মর্য্যাদা রাখ মা। রাণার মর্য্যাদা রাখ।

(ভীমসিংহের প্রবেশ)

ভীম। রাণী!

পদ্মিনী। কি সংবাদ রাজা? রাণার সংবাদ কি?

ভীম। রাণা এসেছে—কিন্তু রাণী! বড় অসময়—এসে ফল হ'ল না! দুরাত্মা সম্রাট, নগর প্রাচীর ভেঙে সহরে প্রবেশ করেছে। অসংখ্য সৈন্য নিয়ে দুর্গ ঘেরেছে। শত্রু অসংখ্য—রাণার সৈন্য মুষ্টিমেয়। পরিণাম কি বুঝতে পারছি না। দুর্গপ্রাচীরের বাইরে ভবানী-মন্দিরের সন্মুখস্থ প্রান্তরে দুই দলে ভীষণ সংগ্রাম বেধেছে। কিন্তু রাণী! অনন্ত শত্রু-সৈন্য সাগর মধ্যে রাণার সৈন্য ডুবে গেল!

মীরা। খুল্লতাত! রাণা কি সমরশায়ী হলেন?

ভীম। আর ত তাকে ভাসতে দেখলুম না মা! দেখবার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলুম। দেখতে না পেয়ে, শেষে সংবাদ দেবার জন্য চলে এসেছি।

পদ্মিনী। তাহ'লে আমরা প্রস্তুত হই?

ভীম। প্রস্তুত হও। আমি দুর্গ প্রবেশে বাধা দিতে নিযুক্ত আছি। সুধু তোমাদের সংবাদ দিতে এসেছি। দাঁড়াতে পারলুম না—তোমাদের কর্ত্তব্য তোমরা স্থির কর। আমি চললুম—ভাবে বুঝছি, এই চলাই আমার শেষ। (নেপথ্যে—রণশব্দ) দুর্গদ্বারে শত্রু চেপেছে। আত্মরক্ষা কর—জয় একলিঙ্গের জয়! মা চিতোর সম্রাজ্ঞী! আর এখানে নয়, সকল সতীকে সঙ্গে নিয়ে সমবেতকণ্ঠে তোমরা উপর থেকে চিতোরের উপর আশীষ বর্ষণ কর—বল মা! যেন চিতোরের রাজবংশ ধ্বংস না হয়।

(প্রস্থান)

মীরা। রক্ষা কর ভবানী—রক্ষা কর।

পদ্মিনী। রক্ষা কর শঙ্কর! রক্ষা কর। এস মা সব চিতোরকুললক্ষ্মী! যে যেখানে আছ, এস পবিত্র জহরব্রত লয়ে চিতোরকে আশীর্ব্বাদ করবার সময় এসেছে। পবিত্র ধর্ম্মবহ্নি—আশীর্ম্মুখী হয়ে, কোটী বাহু বিস্তার ক'রে সবাইকে হিন্দু-সতীর চিরাধিষ্ঠিত দেশে বয়ে নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র হয়েছে।

মীরা। স্বামী পুত্র আমাদের সমরানলে আত্মাহুতি দিতে ছুটেছে। এস আমরা তাদের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে, ধর্ম্মানলে আপনাদের আহুতি দিই।

চতুর্থ দৃশ্য।

[মন্দির প্রাঙ্গণ]

লক্ষ্মণসিংহ।

লক্ষ্মণ। তিন তিনবার আক্রমণ আমার ব্যর্থ হ'ল! সংহার ক'রে ক'রেও শত্রুর শেষ হ'ল না! একের মৃত্যুতে শত্রু সহস্র মূর্ত্তি ধ'রে রক্তবীজের মত আমাকে গ্রাস করতে এল! আর আমার কিছু নেই। সুধু রাজকুমার কয়টী অবশিষ্ট। এ ক'টীকে মৃত্যুমুখে পাঠিয়ে কি চিতোর রাজবংশ ধ্বংস করব? কি কর্ত্তব্য কিছুই ত স্থির করতে পারছি না। এদিকে আমি সৈন্যের অভাবে চরণ থাকতেও চলচ্ছক্তিহীন হয়ে ভবানীর আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে আছি, ওদিকে দুর্গমধ্যে রাজা ভীমসিংহ সমস্ত পুরবাসিনীদের নিয়ে বন্দী, শত্রু ভীমবলে দুর্গদ্বার আক্রমণ করেছে। হাজার হাজার বাদশার সৈন্য, এদিকে আমার গতিরোধ করবার জন্য দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়িয়ে আছে।

(নেপথ্যে শব্দ)

ওই দুর্গদ্বার ভেঙ্গে গেল! ওই দেখতে দেখতে জহরব্রতের আগুন জ্বলে উঠল! হা ভবানী! আমি সুধু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলুম! না, এ দৃশ্য আর দেখতে পারি না। ক্ষত বিক্ষত দেহের যন্ত্রণা, এ দর্শন-যন্ত্রণার তুলনায় অতি তুচ্ছ।

(মস্তক অবনত করিয়া উপবেশন)

নেপথ্যে। ময় ভুঁখা হো—

লক্ষ্মণ। একি ভীষণ দৈববাণী! দৈববাণী না স্বপ্ন!

(ছায়ামূর্ত্তির প্রবেশ)

ছা-মূ। ক্ষুধা—বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। কে তুমি?

ছা-মূ। আমি চিতোর-রক্ষিণী মাতৃকা।

লক্ষ্মণ। এমনি ক'রে কি তুমি চিতোর রক্ষা করছ?

ছা-মূ। বড় ক্ষুধা।

লক্ষ্মণ। সমস্ত চিতোরীকে খেয়েও তোমার ক্ষুধা মিটল না!

ছা-মূ। আহার অযোগ্য—জন্মভূমি যদি রাখতে চাস, ত শ্রেষ্ঠ পুষ্প পূজা দে—রাজ-প্রাণ বলি দে।

লক্ষ্মণ। তাহ'লে চিতোর রক্ষা হবে? যথার্থই যদি চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী মা হ'স, তাহ'লে ঠিক বল্—আমি এখনি আত্ম-প্রাণ বলি দি।

ছা-মূ। যদি চিতোরের দ্বাদশ রাজকুমার এক এক ক'রে শত্রুর সুমুখে গিয়ে, তার অসিতে মুণ্ড দিয়ে আমার পূজা দেয়, তবেই চিতোর রক্ষা হবে।

লক্ষ্মণ। রক্ষা হবে?

ছা-মূ। মূর্ত্তি ফিরবে।

লক্ষ্মণ। একাদশ রাজকুমার অবশিষ্ট—তার মধ্যে একজন নির্ব্বাসিত। আর আছি আমি

ছা-মূ। যথেষ্ট।

লক্ষ্মণ। সব গেলে, চিতোর ভোগ করতে রইবে কে?

ছা-মূ। অবিশ্বাস! ময় ভুঁখা হো—

(প্রস্থান)

লক্ষ্মণ। অপরাধ হয়েছে মা! ফের ফের।

ছা-মূ। (নেপথ্যে) ময়—ভুঁখা হো।

লক্ষ্মণ। তাইত! চিতোরই যদি গেল, তাহ'লে আমাদের প্রাণে আর প্রয়োজন কি?

(অজয়সিংহের প্রবেশ)

অজয়। মহারাণা—মহারাণা!

লক্ষ্মণ। এই যে ভাই এসেছ! শুনলে?

অজয়। কি মহারাণা?

লক্ষ্মণ। এই মৃত্যু—যবনিকাবৃত প্রান্তরে চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী—ক্ষুধার্ত্তা—কাতর কণ্ঠে আমার কাছে কি নিবেদন ক'রে গেল শুনলে না?

অজয়। না, কিছুই ত শুনতে পাইনি!

লক্ষ্মণ। 'ময় ভুঁখা হো' ব'লে অবশিষ্ট বাপ্পারাও বংশধরগণকে তার ক্ষুধার গর্ব পূরণ করবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেল! সঙ্গে তোমার আর কেউ আছে?

অজয়। নেই বললেই হয়—যারা চিতোরে পৌঁছেছে, তারা অর্দ্ধমৃত।

লক্ষ্মণ। বেশ হয়েছে। তাদের বিশ্রাম দাও—তুমি এস! [উভয়ের প্রস্থান।

(রাহুল, অরুণ ও রুক্মার প্রবেশ)

রাহুল। ভাবনা কি? দুর্গমুখে যাবার সুগম পথ পেয়েছি—নে রুক্মা তোর ভাইদের খবর দে।

রুক্মা। দেখ বাবা! যেন মান থাকে। শত্রু অনেক!

রাহুল। হ'ক না—আমরা নিশাচর—রাত্রে মোষ বরা মারি—এমন সুবিধের অন্ধকার—ভয় কি? যা মা চলে যা—তোর ভাইদের খবর দে।

অরুণ। দেরী ক'রনা রুক্মা, দেরী ক'র না—ওই দেখ দুর্গমধ্যে অগ্নিশিখা আকাশ মুখে ছুটেছে—জানি না কি সর্ব্বনাশ হ'ল!

রাহুল। চলে চল—

(বাদল ও সহচরগণের প্রবেশ)

বাদল। ভাই সব—সহর জনশূন্য—কেবল কেল্লা ঘেরে শত্রু। বাদশা কেল্লা দখল করেছে—রাণাকেও দেখতে পাচ্ছি না, অজয়সিংহকেও দেখতে পাচ্ছি না—তাঁদের

সৈন্য, অপরাপর রাজকুমার, কারো কোন খবর নেই—বোধ হয় মরেছে। সুতরাং দুর্গ আমাদের দখল করতেই হবে। কেউ থাক্, না থাক্—কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

সকলে। কেল্লা দখল আমাদের করতেই হবে।

রাহুল। দেখছ রাজকুমার কারা হল্লা করতে করতে আসছে। আওয়াজে চিতোরী ব'লে বোধ হচ্ছে।

বাদল। যদি মরি কেল্লার ভিতরে মরব—বাইরে নয়।

অরুণ। কে তুমি?

বাদল। তুমি কে—আরে কেও ভাই? অরুজী—পালাচ্ছ নাকি?

রুক্মা। পালাও তুমি—আমরা একুলে পালাতে জানি না।

রাহুল। ঝগড়া নয়—ঝগড়া নয়—

রুক্মা। তুমি আমার স্বামীর অপমান করেছ।

বাদল। কেল্লা দখল ক'রে যদি বাঁচি, তখন এসে আর একবার করব।

অরুণ। তুমি অগ্রে দখল করবে?

বাদল। একটু পরে দেখতেই পাবে।

অরুণ। বেশ, তাই ভাল—চল দেখা যাক, কে আগে দখল করে।

সকলে। চল—চল—জয় একলিঙ্গের জয়—জয় ভবানীর জয়। [সকলের প্রস্থান।

(অজয় ও লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

অজয়। দোহাই রাণা! আমাকে আদেশ করুন—আমার আর সব ভাইদের সঙ্গে আমিও মাতৃমন্দিরে আত্মবলি প্রদান করি। আদেশ দিন রাণা—আদেশ দিন।

লক্ষ্মণ। তা দেব না। আমি চিতোরের রাণাবংশ ধ্বংস হ'তে দেব না। রাণার মেবার রাণারই থাকবে, অন্যের হ'তে দেব না। এই নাও, আমার মুকুট নাও। নিয়ে কৈলোয়ারের গিরিদুর্গে আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমিই এখন হ'তে মেবারের রাণা। (প্রস্থান)

অজয়। তবে যাও রাণা! মৃত্যুমন্দিরের দ্বারে পা দিয়েছ—আর একটু পরেই নিয়তির কবাট রুদ্ধ হ'য়ে তোমাকে সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। তোমার আদেশ কখন লঙ্ঘন করিনি, এসময়ও করতে পারলুম না। তবে এ মুকুট আমার নয়—আমি রাণার ভৃত্য—রাণাবংশধরের জন্য এ মুকুট তুলে রাখলুম। অরুণসিংহকে জীবিত দেখেছি—আমি তার সন্ধানে চললুম। (প্রস্থান)

পঞ্চম দৃশ্য।

[তোরণ]

দুর্গদ্বারে বাদল—প্রাচীরোপরি রুক্মা ও অরুণ।

বাদল। ভাঙ্গো—দরজা ভাঙ্গো। যেমন ক'রে পার ভাঙ্গো। হুঁসিয়ার, অরুজী যেন না আগে প্রবেশ করতে পারে। তারা মই সংগ্রহ করেছে, পাচিলে উঠতে চলেছে। এখনি আমাকে হারিয়ে দেবে। পারলে না—এখনও পারলে না!

রুক্মা। ভাঙলে—ভাঙলে—নেমে পড়—নেমে পড়—আমি বল্লম হাতে দাঁড়িয়ে আছি। যে শত্রু তোমার পেছনে আসবে তারেই সংহার করব। নেমে যাও—নেমে যাও—জয় ভবানী, জয় ভবানী।

বাদল। ওই সেই বুনোর মেয়ের উল্লাস-শব্দ! দরজা ভাঙ্গো—ভাই দরজা ভাঙ্গো।

সৈন্য। হ'ল না, হ'ল না। হাতী মাথা দিয়ে হেরে গেল।

বাদল। পারলে না—পারলে না? তাহ'লে আমি বুক দিই, তোমরা প্রাণপণে আমার পিঠে আঘাত কর। ঠেলো—ঠেলো।

সৈন্য। দোহাই প্রভু!

বাদল। ঠেল নরাধম! শিগ্‌গির ঠেল। ভবানীর দিব্য আমার মর্য্যাদা রক্ষা কর! জয় ভবানীর জয়—

অরুণ। জয় ভবানীর জয়।

রুক্মা। জয় ভবানীর জয়—(অবতরণ)

(দ্বার উন্মোচন)

বাদল। ভাই! আমি আগে। (পতন ও মৃত্যু)

অরুণ। না ভাই, আমি আগে। (নেপথ্য হইতে মুসলমান সৈন্য কর্ত্তৃক শরাহত) রুক্মা! রুক্মা! (পতন ও মৃত্যু)।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

[দুর্গাভ্যন্তর]

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

১ম সৈন্য। ওরে বাবা! স্বধু রাণী নয়—দানা। আর না, পালা পালা—'ময় ভুঁখা হোঁ' সব খেলে পালা।

২য় সৈন্য। জ্বলজ্বলে চোক, লকলকে জিব-কড়কড়ে দাঁত, লগবগে হাত—বাপ্! কি চেহারা!—পালা।

(নেপথ্যে—ময় ভুঁখা হোঁ)

সকলে। পালা—পালা। (পলায়ন)

(পাঠনরাজের প্রবেশ)

পাঠন। আগুন—আগুন—দাউ দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে—এ আগুনের ঝাঁঝ, তাতে সতীর দেহের আঁচ—বাপ! এ আগুনের তাপ সহ্য করা আমার কর্ম্ম নয়।

(আলাউদ্দীনের প্রবেশ)

আলা। কোথায় যাও পত্তনরাজ। এস চিতোরের সিংহাসন গ্রহণ কর।

পাঠন। এসে জাঁহাপনা—এসে। এখন বড় আঁচ—কাঠের সিংহাসন ছাই হবে, সোণার সিংহাসন গলে যাবে, হীরে-জহরাত উপে যাবে, এসে জাঁহাপনা—এসে। (পলায়ন)

আলা। হে ঈশ্বর! এ আমাকে কি দেখালে? ধর্ম্মের জ্যোতি নির্ব্বাপিত করতে গেলে সহস্রধারে প্রবাহিত হয়, শাস্ত্রে শুনেছিলুম—চক্ষে দেখিনি। তোমার কৃপায় আজ দেখলুম। আমার ভবিষ্যৎবাসের জন্য যদি ভীষণ নরকেরও সৃষ্টি করে থাক, তাতেও আমার আর আক্ষেপ নাই। এ স্মৃতি যদি সেখানে নিয়ে যেতে পারি, তাহ'লে সে স্মৃতির সুখস্পর্শে নরকের যন্ত্রণা আর অনুভবে আসবে না। এই জহর ব্রত! ধন্য ব্রত! আর ধন্য তোমরা ব্রতধারিনী!

(নসীবনের প্রবেশ)

নসী। নিষ্ঠুর সম্রাট! একি অগ্নি প্রজ্বলিত করলে?

আলা। নসীবন! দেখছ? কি সুন্দর দৃশ্য! স্বধু অগ্নি দেখলে? আর কিছু দেখলে না? সেই প্রজ্বলিত অনলশিখা-শিরে চেপে, এক একটী দেববালা নিজ নিজ স্বামীর হাত ধ'রে শত পরী-পরিবেষ্টিতা রাশি রাশি স্বর্গীয় ফুলবিভূষিতা হয়ে কোন্ দেবরাজ্যে চলে গেল!

নসী। নরপিশাচ! না না—এল না! নারকীয় সহস্র নামে তোমাকে সম্বোধন করব বলে ছুটে আসছিলুম, কিন্তু কথা মুখে এল না। নিষ্ঠুর! সতীর এ কার্য্য দেখে, এই অপূর্ব্ব শিক্ষা পেয়ে তোমাকে আর আমি কিছু বলতে পারলুম না। যাও, ধ্বংসের কোথায় কি অবশিষ্ট রেখেছ—নিষ্পন্ন কর।

আলা। আর কিছু নেই নসীবন। সব শেষ করেছি, চিতোর ধ্বংস করেছি, আর কিছু

নেই নসীবন। কি অপূর্ব্ব দৃশ্য! ক্রুদ্ধ হয়ো না নসীবন! ভাগ্যে আমি নিষ্ঠুর হয়েছিলুম, ভাগ্যে আমি শক্তিমান, ক্রুর, জেদী হয়েছিলুম, তাইতে জগত এ অপূর্ব্ব দৃশ্যে কল্পনার চক্ষুকে চরিতার্থ করলে! কি অদ্ভুত, কি লোমহর্ষণ! —অথচ কি সুন্দর!

নসী। হা ঈশ্বর! এ কার সঙ্গে কথা কচ্ছি? এ কে?

আলা। জ্ঞানহীনে বলবে সয়তান। কিন্তু যে জ্ঞানী সে ঈশ্বরের অংশ বলবে। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে চক্ষের পলকে লক্ষ লোকের ধ্বংস হয়। করে কে? যে করে—আমি তার অংশ।

নসী। কিছুমাত্র তোমার প্রাণে অনুতাপ এল না?

আলা। কিছু না। আমার দেহের ধ্বংস হবে, আমার খিলিজী বংশের বিলোপ হবে, কিন্তু এই যে জাতিটেকে চিরদিনের জন্য জীবিত রেখে গেলুম, তাতে আমার অনুতাপ করবার কি আছে?

নসী। জাতির আর কি রইল সম্রাট! রাণাবংশ ধ্বংস।

আলা। মিছে কথা। খুঁজে দেখ, কোথাও না কোথাও আছে। নিশ্চয় আছে! এ জাতির ধ্বংস হতেই পারে না, নিশ্চয় আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(লক্ষ্মণসিংহের প্রবেশ)

লক্ষ্মণ। ভগবন্! দয়া ক'রে আমাকে চিতোরের দ্বারে মাথা রেখে মরতে দাও। আর কিছু চাই না! এ কি? সহস্রবার চেষ্টা করেও যে দুর্গ-দ্বারের কাছে আমি উপস্থিত হ'তে পারিনি, সে দ্বার উন্মুক্ত করলে কে?

(রুক্মার প্রবেশ)

রুক্মা। পিতা! আমার স্বামী ও বাদল।

লক্ষ্মণ। তাইত—তাইত—একি?—একি? —মায়াবিনী রাক্ষসী? বাদল—বাদল—অরুণ —অরুণ! মায়াবিনী রাক্ষসী! আমাকে মিথ্যা বাক্যে প্রতারিত ক'রে আমার বংশ নির্ম্মূল করলি! অরুণ পিতার আদেশ পালন করতে মৃত-দেহে চিতোর-ভূমিস্পর্শ করেছে! দে রাক্ষসী! কোথায় আছিস, আমার একটা বংশধর ফিরিয়ে দে।

(ছায়ামূর্ত্তির আবির্ভাব)

ছায়ামূর্ত্তি। দিয়েছি রাণা—পুত্রবধূকে রক্ষা কর। তার পবিত্র-গর্ভে বাপ্পারাওয়ের বীর বংশধরকে লুকিয়ে রেখেছি। সেই পুত্র হ'তে আবার চিতোরের মুখ উজ্জ্বল হবে। তোমাদের পবিত্র নামে চিতোর জয়যুক্ত হ'ল। চিতোরী বীরের এই আত্মবলিদানে মন্ত্রপূত ভারত অমর হ'ল। আজিকার রক্তে হিন্দুস্থানের ভবিষ্যৎ-গগন অরুণ রেখায় রঞ্জিত হ'ল।

(অন্তর্দ্ধান)

রাণা। কৈলোয়ার দুর্গে তোমার খুল্লতাত —মা! সেথায় যাও। আশীষ নাও।

বাঙ্গালার মসনদ।

[মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ,

প্রণীত।

৭০নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে

শ্রীমনোরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

ও

শ্রীবিনোদবিহারী চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

কলিকাতা।

সন ১৩১৯ সাল।

বিজ্ঞাপন।

মদীয় সুহৃৎ শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের প্রণীত ইতিহাস হইতে এই নাটক রচনার সাহায্য লইয়াছি। এই জন্য উক্ত বন্ধুদ্বয়কে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। নানাকারণে এই নাটকখানিকে প্রথম সংস্করণে মনোমত করিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সংস্করণে তাই অনেক স্থলে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করিয়াছি।

গ্রন্থকার।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

সরফরাজ	মুরশিদাবাদের নবাব।
আহম্মদ	ঐ উজীর (১ম)।
আলিবর্দ্দি	পাটনার নায়েব সুবেদার।
মর্ত্তজা	সরফরাজের উজীর (২য়)
গাউস খাঁ	ঐ সেনাপতি।
মর্দ্দান আলি	ওমরাও।
পুংফুল্লা	ঐ
পীর খাঁ	ঐ
বাখর খাঁ	ঐ
নোয়াজেস্	আহম্মদের পুত্র।
আলমচাঁদ	সরফরাজের দেওয়ান।
চিন্তামণি	আলিবর্দ্দির দেওয়ান।
ছেদন খাঁ	সরদার।
মহম্মদ আলি	ঐ
সা হায়দারি	ফকীর।
নন্দলাল	হিন্দু সরদার।
বিজয়	ঐ
জালিম	বিজয়ের পুত্র।
ফতেচাঁদ জগৎশেঠ	হিন্দু ওমরাও।
খাপি খাঁ	আলিবর্দ্দির ভৃত্য।

সরদারগণ, মাঝীগণ, প্রহরী, ওমরাওগণ ইত্যাদি।

স্ত্রী।

রাবিয়া	সরফরাজের স্ত্রী।
মালেকা	গাউসের স্ত্রী।
ঘেসেটী	আলিবর্দ্দির কন্যা।
জিন্নেত উন্নীসা	সরফরাজের মাতা।
নাকীবিবি	জনৈক রমণী।
রমাবতী	বিজয়ের স্ত্রী।

গ্রাম্যরমণীগণ, নর্ত্তকীগণ ইত্যাদি

বাঙ্গালার মসনদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ কক্ষ।

আলিবর্দ্দী ও আহম্মদ।

আহম্মদ। তোমার চিন্তা কর্‌বার কিছুমাত্রও প্রয়োজন নাই। তুমি আমার ওপর সমস্ত ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত থাক। আমি কাজে যখন যেমন অগ্রসর হব তখন তোমাকে সংবাদ পাঠাব।

আলি। তা' হ'লে এখন আমি কি ক'র্‌ব?

আহ। তুমি এখনি পাটনা রওনা হও।

আলি। নবাবের হুকুমের বিরুদ্ধে কোন্ সাহসে রওনা হই?

আহ। সাহস আমি। আমি কি তোমাকে বিপদগ্রস্ত কর্‌বার জন্যই মুর্‌শিদাবাদ ছেড়ে যেতে ব'ল্‌ছি? তুমি যা'তে পাটনা যেতে পার, আমি আগে হ'তেই তার ব্যবস্থা ক'রেছি।

আলি। তার পর? যদি নবাব আমাকে তলব করেন?

আহ। তার জবাবদিহি আমি ক'র্‌বো —তোমার ভাবনা কি? তোমার নামে নায়েব নাজিমীর বাদসাহী সনন্দ আনবার কথা সুজাখাঁর কাণে উঠেছিল, তাই আমার চেষ্টা ব্যর্থ হ'য়েছে। নইলে এ বেশে আজ তোমাকে মুর্‌শিদাবাদে প্রবেশ কার্‌তে হ'ত না। এই আহম্মদের কৃপায় মুর্‌শিদ কুলীর জামাতা হ'য়েও সুজা খাঁ যে বেশ পর্‌তে পেয়েছিল, সেই সুবেদারের বেশে তোমাকে সহরে প্রবেশ করাতুম। মূর্খ সরফরাজকে আর মসনদ দখল কর্‌তে হ'ত না।

আলি। একে কি রকম বুঝ্‌ছেন?

আহ। কিছুই বুঝ্‌তে পারিনি। যে দিন সমস্ত শক্তির উপর অধিষ্ঠিত হ'য়েও, সে তার ন্যায়তঃ প্রাপ্য নবাবী পিতাকে দান করেছিল, সেদিন তাকে মূর্খ মনে ক'রেছিলুম। অবশ্য এখনও সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সন্দেহ হীন না হ'লেও, তাকে ভাল রকম বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ নবাবের সঙ্গে কোন্ পথ অবলম্বন ক'রে কার্য্য

ক'র্‌বো; তাও এখনও ঠিক্ ক'র্‌তে পার্‌ছি না। এ আহাম্মোক নবাব কি যে চায়, তা কোন ওম্‌রাও অনুমান ক'র্‌তে পার্‌ছে না। বিলাসিনীর বাহুর উপাধানে মাথা রাখিয়ে ঘুম পাড়িয়ে সে নবাবকে আমি আয়ত্ত ক'রেছিলুম। বাংলার যেথানে যা মান সম্ভ্রমের চাকরী আছে, সমস্তই আমার লোক দিয়ে ভরিয়েছিলুম. এক মসনদ ছাড়া সমস্ত মুলুকটাই আমি এক রকম হাত ক'রেছিলুম। কিন্তু সরফরাজকে—আয়ত্তে আনা দুরে থাক্—এখনও ভাল ক'রে চিন্‌তে পারলুম না। বহুমূল্য নজর নবাবের পায়ের কাছে ধর্‌লুম, নবাব মর্য্যাদার সহিত ফিরিয়ে দিলে, ছুঁলে না। তোমাকে গোপন ক'র্‌ব কেন, শ্রেষ্ঠ রূপের প্রলোভনে তার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা ক'রেছি, অকৃতকার্য্য হ'য়েছি।

আলি। তবেই ত নিরাশার কথা হ'ল ভাই সাহেব!

আহ। নিরাশ! আহম্মদ এ জীবনে হয়নি। দু' দিন তার সঙ্গে ব্যবহার ক'র্‌তে পার্‌লে, তার চরিত্র আমার অজ্ঞাত থাক্‌বে না। নিরাশ এ জীবনে হইনি, হব না। সামান্য মুহুরীগিরি থেকে উজীরী পেয়েছি, মসনদ অধিকার না করে ছাড়বো না, তুমি নিশ্চিন্ত থাক।

(বাখর খাঁর প্রবেশ)

বাখর। জনাবালি সেলাম।

আহ। কি খবর?

বাখর। খবর ভাল নয়। নবাব (আলি-বর্দ্দীর প্রাত) আপনাকে তলব ক'রেছেন।

আলি। আজ রাত্রেই!

বাখর। এখনি—বলেছেন, বিশেষ প্রয়োজন—আলিবর্দ্দী খাঁকে এখনি তলব দাও। এই তলবানা চিঠি। (চিঠিদান)

আলি। (চিঠি পড়িয়া) কি কর্ত্তব্য ভাই?

আহ। নবাব একা, না কাছে কেউ আছে?

বাখর। এখন নেই, আগে ছিল।

আহ। কে বাখর্?

বাখর। মর্দ্দান আলি ও হাজি লুৎফুল্লা!

আহ। বুঝেছি—আমার চিরশত্রু এ নবাবের প্রিয় হ'য়েছে! তারই পরামর্শে নবাব তোমাকে তলব ক'রেছে।

বাখর। কাল নবাব দরবার ক'র্‌বেন।

আলি। কি কর্ত্তব্য ভাই?

আহ। কর্ত্তব্য? কিছুতেই নবাবের সঙ্গে আজ দেখা করা কর্ত্তব্য নয়। বাখর! তোমার বন্ধুত্বে নির্ভর ক'রেই এতকাল আমি মুর্‌শিদাবাদে দাঁড়িয়ে আছি। তুমি আমাকে রক্ষা কর।

বাখর। কি ক'র্‌তে হবে গোলামকে হুকুম করুন?

আহ। তুমি গিয়ে নবাবকে বল যে, আলিবর্দ্দী খাঁ তলবানা চিঠি পাবার আগেই পাটনা রওনা হ'য়েছে। চিঠি তুমি ফেরৎ নিয়ে যাও।

বাখর। এই খোলা চিঠি ফেরত নিয়ে যাব?

আহ। তাই ত! বেশ, তুমি আমার নাম ক'র। বল, জরুরী মনে ক'রে আমি হুজুরালীর চিঠি খুলেছি। হুজুরালী যদি আমাকে তলব করেন, আমি এখনি হুজুরে হাজির হ'তে প্রস্তুত আছি।

বাখর। বেশ, তাই ব'ল্‌ব।

[প্রস্থান।

আহ। আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব ক'র না আলিবর্দ্দী! বাখর চেহেলসেতুনে পৌছিতে না পৌছিতে মুর্‌শিদাবাদ পরিত্যাগ কর। নওয়াজেসকে সঙ্গে করে শুধু দু' চার জন শরীর-রক্ষী নিয়ে চলে যাও। ঘেসেটীকে আমি পরে পাঠিয়ে দেব।

আলি। বেশ।

আহ। যাবার সময় একবার জগৎ শেঠ ও আলম চাঁদকে সেলাম দিয়ে যেতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু কি করে তা হবে?

আলি। তা আমি ঠিক ক'র্‌ব—সে বিষয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না।

আহ। তা হ'লে আর দাঁড়িয়ো না—রাত্রির অন্ধকারের সহায়তা গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

(ঘেসেটী।)

ঘেসেটী। যাত্রার একপালা শেষ হ'য়ে গেছে, এইবার দ্বিতীয় পালার আরম্ভ ক'র্‌তে হবে। প্রথম পালায় সুজাউদ্দীনকে দুনিয়া ছাড়িয়ে যাত্রা শেষ ক'রেছি। দ্বিতীয় পালায় সরফরাজ তুমি। এবার তোমাকে দুনিয়া ছাড়িয়ে, আমার পিতার নবাবী—প্রাপ্তির পথ প্রশস্ত ক'র্‌তে হবে। তবে এবারের রণজয় বড়ই দুরূহ। সুজাউদ্দীনের বৃদ্ধা মহিষী জিন্নেত-উন্নীসা আমার সঙ্গে সম্মুখে যুদ্ধে দাঁড়াতে পর্য্যন্ত সাহস করেনি। কিন্তু এবারে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। নবাব যুবক—আর তার পার্শ্বে রূপের সমস্ত অহঙ্কার স্পর্দ্ধা নিয়ে যুবতী রাবিয়া। এ কটাক্ষে পারস্যবীর রোস্তমের বল ধরতে না পার্‌লে এ যুদ্ধে জয়লাভ অসম্ভব। পার্‌বোনা? পার্‌তেই হবে। দর্পণ আমার এই কোমল বাহু দিয়ে আমারই চিবুক ধরে, আমারই নয়ন কটাক্ষের বিনিময়ে আমাকে যুদ্ধে যাবার ইঙ্গিত ক'র্‌ছে। আমার এ আসনাইয়ের লড়াইয়ে তুই কত বল ধরিস্ আমি একবার দেখ্‌ব রাবিয়া! বাঁদী!

(নোয়াজিসের প্রবেশ)

নোয়া। তার বদলে বান্দা।

ঘেসেটী। একি! তুমি এখনও যাওনি?

নোয়া। (হাস্য) আমি পাশ কাটিয়ে চাচার কাছ থেকে সরে এসেছি।

ঘেসেটী। ও মূর্খ! তুমি ক'র্‌লে কি?

নোয়া। ভারী মজা ক'রেছি। চাচা বল্লেন নোয়াজেস, তোমাকে এখনি আমার সঙ্গে পাটনা যেতে হবে। আমি বুঝ্‌লুম, পেড়াপীড়ি ক'র্‌লে চাচা ছাড়্‌বে না। বল্লুম্ যাব। চাচা শুনে ভারী খুসী—বল্লে এত দিন পরে তোমার বুদ্ধি এসেছে। কেন যাব প্রশ্ন ক'র না, বিলম্ব ক'র না, এখনি যাবার জন্য প্রস্তুত হও। অমনি বিনা বাক্যব্যয়ে চাচার ঘোড়াতে চেপেই বল্লুম, এই প্রস্তুত। চাচা হাঁ হাঁ করে উঠ্‌ল, তোৎলা খাপি গাঁ শালা আং আং করে উঠ্‌লো। আর আং আং ক'র্‌লে কি হবে, আমি ছুটলুম ব'লেই পগার পার। চাচা আর কি করে, আর একটা ঘোড়ায় চেপে আমার পাছু পাছু ছুট্‌লো। ছুটে যখন আমার পাছু ধ'র্‌তে পার্‌লে না, তখন চেঁচিয়ে ব'লে দিলে "রাজমহলে আমার অপেক্ষা করো। আমি আচ্ছা ব'লে ছুটের উপর ছুট দিলুম। তারপর আর এক পথ দিয়ে ঘুরে তোমার কাছে উপ[illegible] হ'লুম।

ঘেসেটী। তাই ত! এযে [illegible] ফাঁস হ'ল। এ বোকা স্বামী নিকটে [illegible] কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে না।

নোয়া। কি ঘেসেটী! চুপ ক[illegible] যে? আমাকে দেখে কি তোমার স্ফুর্ত্তি [illegible]

ঘেসেটী। স্ফুর্ত্তি?—কি বল্লে নো[illegible] স্ফুর্ত্তি? তোমার মতন বোকা স্বামী যার—তার কখন কি স্ফুর্ত্তি থাক্‌তে পারে?

নোয়া। কি আমি বোকা? আমি চাচাকে ফাঁকি দিয়ে চলে এলুম—আমি বোকা?

ঘেসেটী। চাচাকে ফাঁকি দিলে না নিজে ফাঁকি পড়্‌লে। ভবিষ্যতে যা কিছু উন্নতির আশা ছিল, সব পণ্ড করে ফেল্‌লে।

নোয়া। কিসে পণ্ড হ'ল?

ঘেসেটী। কিসে পণ্ড হ'ল, তা' যদি বুঝ্‌তে পার্ত্তে তা হ'লে আলিবর্দ্দীর জ্যেষ্ঠা কন্যা হ'য়ে—বাংলার উজীর হাজী আহম্মদের জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ হ'য়ে আমার এত দুঃখ কেন? কোথাকার কে তারা সব নবাব সরকারে বড় বড় চাকরি করচে, আর উজীরের বড় ছেলে হয়ে—সুবেদারের বড় জামাই হয়ে—তুমি কিনা একটা তুচ্ছ দারগাগিরি করতে কবুতরায় পড়ে রয়েছো? তোমার কি ঘৃণা আছে, না লজ্জা আছে? তোমার ভাই জৈনুদ্দীন, সেও রংপুরের ফৌজদার। আমার ভগিনী আমিনা মহল থেকে ফিরে এসে দেমাকে মাথা তুলে যখন আমার সঙ্গে কথা কয়, তখন মনে হয়, মেদিনী যদি দ্বিধা হয়, আমি জীয়ন্ত কবরে প্রবেশ করি। নরাধম মূর্খ স্বামী! ভবিষ্যতে ফৌজদার হবার আশায় এক দিন সাধ করে অঙ্গ সাজিয়েছি, তাও তোমার সহ্য হল না?

নোয়া। কি করে বা ফৌজদার হব, আর কোথাকার ফৌজদার হব সেটা আগে বল, তবেত আমার বিশ্বাস হবে!

ঘেসেটী। হুগলীর ফৌজদারগিরি খালি হয়েছে তা জান! নবাব সুজাখাঁ মৃত্যুর কিছু দিন আগে ফৌজদার পির খাঁকে বরখাস্ত করেছে। তোমার বাপ্‌ তোমায় সেই চাকরি দেবার চেষ্টায় আছে। তুমি সরকারের বিনা হুকুমে তশীল ছেড়ে এসেছ জান্‌লে নবাব তোমাকে সে চাকরিতে কি বাহাল কর্‌বেন? এই জন্যে বাবা রাতারাতি তোমাকে পাটনায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। মুরশিদাবাদে আমাদের অনেক শত্রু, তাদের মধ্যে যদি কেউ দেখ্‌তে পায়, তোমার চাকরি পাওয়া ঘুচে যাবে; তোমার বাপের সম্ভ্রম নষ্ট হবে। তোমার বাপ নবাবকে বলেছেন, তুমি কবুতরায় আছ। আমার বাপ তোমাকে আন্‌তে নিজে হুকুমনামা নিয়ে চলে গেছে।

নোয়া। হোঃ হোঃ হোঃ!

ঘেসেটী। আবার হোঃ হোঃ কেন? কথাটা মাথায় প্রবেশ করলে না বুঝি?

নোয়া। খুব প্রবেশ করেছে ঘেসেটী। পিরখাঁর ফৌজদারি নবাব আমাকে দেবে? পির খাঁ, একে কালোয়াত! তার চোখে সুরফাঁকতাল, ঠোঁটে ঠুংরি! তার পর অন্দরে টোরী-ঝিঁঝিট-খাম্বাজ-পিলু-বারোঁয়া এই এমনি থেকে আরম্ভ করে, এত বড় বড় রাগিণী; সারেঙের ছড়িতে কুলোয় না—তার চাকরী ছিনিয়ে নেবে বাবা! বাবা কি বুদ্ধিতে সুজা খাঁকে বশ করেছিল? যে জোরে বাবা বাঙ্গালার উজীরী পেয়েছে, সে জোর আমার থাক্‌লে আমি এতদিন বাবাকে ঠেলে উজীর হয়ে যেতুম।

ঘেসেটী। কি বললে বেয়াদব?

নোয়া। সে যাই বল বিবি! বেয়াদবই বল, বোকাই বল, আমি সে সব কথায় ভ্রূক্ষেপ করি না। আমার মন যখন যা বলে তাই বলি, মন যখন যা করতে চায় তাই করি। ভাই আমার রংপুরের ফৌজদার হয়েছে, তাতে আমি সুখী। যদি সে নিজ বুদ্ধি বলে সেই উচ্চ পদ পেয়ে থাকে—আর তা যদি আমি জান্‌তে পার্‌তুম—তা হ'লে আমার সুখের অবধি থাকৃত না।

ঘেসেটী। হুঁসিয়ার বেয়াকুব! ফের যদি এ রকম কথা কও, তা হলে আমি বাবাকে এখুনি ডাকব।

নোয়া। ডাক না বাবাকে, কবুতরায় দারগাগিরি করছি, না হয় ঘোড়োগ চরার মুহুরীগিরি করব।

(খাপিখাঁর প্রবেশ)

খাপি। য়্যা য়্যা হুং হুং উজ্জুর য়্যা—

নোয়া। ওরে বেটা গেঁকশিয়াল্লি! ফেউর মতন পিছনে পিছনে আছ?

খাপি। কেং কেং—য়্যানো থাকব না! নাও চল!

নোয়া। কোথায় যাব?

খাপি। কোথায় তাকি হুজুর জান না?

নোয়া। আমি যদি না জানি, তোর বাবার কি? দেখ্‌, বেটা এক কথায় যদি বল্‌তে না পারিস তাহ'লে যাব না।

খাপি। এক কথাতেই বলব তার আর কি!

নোয়া। তুই বেটা যে দিন এক কথাতে বল্‌তে পারবি, সে দিন আমি তোকে আমার দারগাগিরি বক্‌সিস দেব।

খাপি। ইস্‌ তা আর দিতে হয় না?

নোয়া। তবেরে পাজি বেটা, দিতে হয় না? আমি কি মিথ্যাবাদী? বল্‌ বেটা এখনি বল্‌ আমি তোকে দিয়ে দিচ্ছি।

খাপি। এই যে বলছি। পাং! পাং! পাং!

নোয়া। বল্‌ বেটা বল্‌, (খাঁপির কথা কহিবার চেষ্টা) বল্‌ বেটা, বল্‌ পাজী বেটা—ঠকিয়ে তুমি আমার দারগাগিরি নেবে?

খাপি। কে তোমার দাং আং আং আরগাগিরি চায়।

নোয়া। তুই চাস্‌ না তোর বাবা চায়, ঠকিয়ে আমার দারগাগিরি নেবে? আমার সাধের দারগাগিরি! বিবি চটে লাল—বাপ রেগে কাঁই—আমার এমন সাধের দারগাগিরি তুমি ঠকিয়ে নেবেরে বেটা তোত্‌লা?

খাপি। আমি বলব না!

নোয়া। তাই বল্‌! আমি নিশ্চিন্ত হলুম। শোন ঘেসেটী, যদি ফৌজদারি আমায় নিতে হয়, তা হলে তোমাদের এমন নীচ সাহায্যে আমি তা গ্রহণ করব না। যদি নিজের শক্তির উপর নির্ভর ক'রে সৎকার্য্যের ফলস্বরূপ কখন আমার ভাগ্যে ফৌজদারি লাভ ঘটে, তবেই তাই আমার যথার্থ উপভোগ্য বস্তু বলে আনন্দের সহিত গ্রহণ কর্ত্তে পারি, নতুবা নয়। আর তোমাকে বলি, তোমার প্রবৃত্তি অদম্য তেজে যে মুখে ছুটেছে, যদিও তা উপদেশে রোধ কর্ত্তে পারব না, তবু কর্ত্তব্যের অনুরোধে তোমায় বলে যাই, সরফরাজ সুজা খাঁ নয়। স্বামীর সামান্য ফৌজদারির জন্য ধর্ম্ম বিক্রয় কর্ত্তে গিয়ে অবিক্রেয় অপযশের বোঝা মাথায় করে ঘরে ফির না। যতই সাজ সজ্জা কর, যতই সুগন্ধে দেহ লিপ্ত কর, যতই চোখে সুরমা লাগিয়ে কটাক্ষ প্রস্তুত কর, সরফরাজকে প্রলুব্ধ কর্ত্তে পারবে না।

ঘেসেটী। কি! এমনি করে অপমান? চাচা! [প্রস্থান।

খাপি। হুজুর, চল! (ইঙ্গিত)

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। বেয়াদব তুমি চাচার সঙ্গে পাটনায় যেতে পথ থেকে পালিয়ে এসেছ? তোমার এত বড় স্পর্দ্ধা! যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহ'লে খাপি খাঁর সঙ্গে ফিরে যাও!

নোয়া। কেন বাবা! সবে মাত্র এক দিন আমি এসেছি, কি মঙ্গল না বল্লে আমি যেতে পারি না!

আহ। পাটনায় যাও, আমার ভাই তোমাকে বুঝিয়ে দেবে।

নোয়া। আমার বুদ্ধিমান্ পিতা থাক্‌তে পিতৃব্যের কাছে বুঝ্‌তে যাব কেন ?

আহ। খবরদার নোয়াজেস! তকরার ক'র না।

নোয়া। বলুন আপনাদের মঙ্গলের জন্য, আমার জন্য নয়।

আহ। বেশ তাই। তোমার নয়, আমাদেরি মঙ্গলের জন্য, তুমি সৎ পুত্র, আমার মঙ্গলের জন্য এখনি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ কর।

নোয়া। বেশ, আয় থাপি খাঁ চলে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

আহ। ভাল একটা আহাম্মুখের পাল্লায় প'ড়ে অস্থির হ'তে হয়েছে। আরে হতভাগা—এত যে উদ্‌যোগ আয়োজন ক'রচি—এ সব কা'র জন্যে ? তোর চাচাকে যদি একবার মুরশিদাবাদের মসনদে বসাতে পারি, কালে বেঁচে থাক্‌লে তুইও যে বসবিরে হতভাগা। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্তঃপুরস্থ কক্ষ।

সরফরাজ খাঁ।

সর। সাত দিন ঘরে ব'সে মাথা ঘামিয়েও কিছু মীমাংসা ক'রে উঠতে পার্‌লুম না। কি মূর্ত্তি নিয়ে আমি প্রজার সম্মুখে উপস্থিত হই ? রাজ্য রক্ষা করি, না আত্মরক্ষা করি ? রাজ্য রাখ্‌তে হ'লে আত্মাটা চিরদিনের জন্য শয়তানের কাছে বিক্রয় ক'রে ফেল্‌তে হয়। সাত বৎসর ধরে, নিভৃতে, নীরবে ঈশ্বরের মহিমময় নাম শুধু হৃদয় মধ্যে পুরে এই যে আমি সাধন ক'রে এলুম, এই সাত দিনের রাজ্য চিন্তাতেই মন থেকে তা একরূপ বিলুপ্ত হ'য়ে গেছে। এ কয়দিন তাঁকে একবারও স্মরণ ক'রেছি কিনা স্মরণে আনতে পারছি না। রাজদণ্ড হাতে ক'র্‌তে না ক'রতেই যদি এই অবস্থা, হাতে ক'র্‌লে কি অবস্থা হবে তাত বুঝ্‌তে পারছি না। পিতার অস্তিত্বের অন্তরালে বসে আমি আপনাকে লুকিয়ে রাখ্‌বার সুন্দর অবকাশ পেয়েছিলুম। পিতার রাজত্বকাল মধ্যে একদিনও আমি মুরশিদাবাদ ছেড়ে অন্যত্র যাইনি। অথচ আমি মুরশিদাবাদবাসীর কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। মাতামহ প্রসিদ্ধ লোকচরিত্রবেত্তা মুরশিদ কুলী খাঁ জানতেন—আমি কাফের। শত তিরস্কারেও আমার মুখ থেকে আমার হৃদয়বল্লভের নাম বা'র ক'র্‌তে পারেন নি। ঘৃণায় তিনি আমার মুখ দর্শন ক'রতে চাইতেন না। পিতা জান্‌তেন আমি স্ত্রীলোক, মা জানেন আমি শিশু, স্ত্রী জানে আমি অলস। বেশ লুকিয়ে লুকিয়ে চ'লে এসেছি। কিন্তু আর ত লুকুনো চলে না। রবি-দীপ্ত দ্বিপ্রহরে প্রজার পিপাসিত লোচনের সম্মুখে আর ত আত্মগোপন করা চ'লবে না। তা' হ'লে কি করি ?

নেপথ্যে। আপকো যো খোস হায়।

সর। একি, কে বল্‌লে ? আমার মনের কথার এ অপূর্ব্ব উত্তর কে দিলে ? কোন্ হায়রে ? একি বেগম সাহেব, তুমি এখানে ?

(রাবিয়ার প্রবেশ)

সর। বাইরে কথা কইলে কি তুমি ?

রাবিয়া। কই না জাঁহাপনা!

সর। তবে কে কইলে ?

রাবিয়া। কি কথা জাঁহাপনা ?

সর। আপ্‌কা যো খোস্ হায়।

রাবিয়া। কই, আমি ত বলি নি!

সর। কে ব'ল্‌লে, সন্ধান নাও দেখি।

রাবিয়া। সমস্ত প্রজাকে বিদ্রোহী করে, তবে কি আপনি ঘর থেকে বেরুবেন জাঁহাপনা ?

সর। আগে তার খোঁজ নিয়ে এস; তবে আমি তোমার কথার জবাব দেব।

[রাবিয়ার প্রস্থান।

(জিন্নেতউন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর। পুত্র বল মা!

জিন্নেত। না, তা কেন ব'ল্‌ব? যখন সংসারের ভেতর মায়ের আদর দেখাতে আস্‌ব, তখন তোমাকে পুত্র ব'ল্‌ব। এখন মুলুকের কথা নিয়ে তোমার কাছে এসেছি! মুলুকের মালিক তুমি, সকলে যে আখ্যায় তোমায় সম্বোধন করে, আমিও তাই ক'র্‌ব!

সর। কি ব'ল্‌তে এসেছ বল।

জিন্নেত। কাল তুমি দরবার ক'র্‌বে শুন্‌তে পাচ্ছি। তাই ব'ল্‌তে এসেছি, যদি দরবারই কর, তা হ'লে সকলের আগে উজীরকে বরখাস্ত কর।

সর। বিনা দোষে বরখাস্ত কেমন ক'রে ক'র্‌ব মা?

জিন্নেত। বিনা দোষ? ওই বেইমানই আমার স্বামীর প্রাণ নিয়েছে।

সর। সে কথা এখন ব'ল্‌লে ত আর চ'ল্‌বে না—সময় উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে।

জিন্নেত। উত্তীর্ণ হয়ে গেলেই বা তাতে কি? তুমিই ত নবাব। আমি বিচার প্রার্থনা ক'র্‌ছি। সেই নরাধমই নানা প্রকারে আমার স্বামীর চরিত্র কলুষিত ক'রেছে। তারই জন্য আমি স্বামী পাইনি। নবাব মুরশিদ কুলী খাঁর কন্যা হ'য়েও আমি এতকাল লাঞ্ছনায় জীবন কাটিয়েছি। স্বামীর মৃত্যুকালেও বেইমান আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে দেয়নি।

সর। তাতে উজীরের দোষ বেশী কি পিতার দোষ বেশী জান?

জিন্নেত। আগে ত তোমার পিতা ওরূপ ছিলেন না। যে দিন থেকে ওরা দুই ভাই তাঁর সঙ্গী হ'য়েছিল, সেই দিন থেকেই তাঁর মাথা বিগ্‌ড়ে গিয়েছিল।

সর। উজীর দোষী তুমি ধর্ম্মতঃ বল্‌তে পার?

জিন্নেত। ঠিক কেমন ক'রে বল্‌ব?

সর। তা হ'লে আমিই বা তোমার কথা কেমন ক'রে রাখ্‌ব? আমার বোধ হয় সে বিষয়ে পিতা যত দোষী, ওরা দু'ভাই তত দোষী নয়।

জিন্নেত। স্ত্রী কন্যার ইজ্জত বেচে যারা সম্ভ্রম কেনে—তুমি তাদের সঙ্গী করে কি রাজত্ব ক'র্‌তে পার্‌বে? কোন্ দিন না চক্রান্ত ক'রে বসে। তুমি বালক—দুনিয়ার কিছুই জান না।

সর। সেটা ত তোমারই দোষে মা! তোমার অন্যায় সন্তানবাৎসল্য আমার যত অনিষ্ট করেছে! ওরা তার চেয়ে বেশী কি অনিষ্ট ক'র্‌বে? আমি এ বয়স পর্য্যন্ত কোন কার্য্য ক'র্‌তে শিখিনি। পিতা আমাকে নায়েব সুবাদার নিযুক্ত ক'রে পাটনায় পাঠাতে চাইলেন, তুমি একমাত্র পুত্রকে ছেড়ে থাক্‌তে পার্‌বে না বলে আমাকে যেতে দিলে না। শেষে ঢাকার নায়েব নাজিমী আমাকে দেওয়া হ'ল। তুমি পদ্মা পারের ভয় দেখিয়ে আমাকে ঘরে বসিয়ে রাখ্‌লে। আলিবর্দ্দী একদিন মাত্র মুরশিদাবাদে এসে যে রকম পরিচিত হ'য়ে গেছে, মুরশিদ কুলি খাঁর দৌহিত্র আমি পঁচিশ বৎসরেও সেরূপ পরিচিত হ'তে পার্‌লুম না।

জিন্নেত। ছিঃ!—সে ত দুর্নাম নিয়ে গেছে। তা'রা দুই ভাই নবাবকে হত্যা ক'রেছে, এ কথা সমস্ত সহরে রাষ্ট্র।

সর। যাই হ'ক্, তাদের ত একটা পরিচয় হ'য়েছে, আমার যে কিছু নেই!

জিন্নেত। না বাপ্, পরিচয় না হয় তাও ভাল, অমন পরিচয়ে তোমার দরকার নেই!

সর। বস—সেই আশীর্ব্বাদ কর—আমি একেবারে নিশ্চিন্ত হই। অতি যত্নে তুমি আমার পরিচয় ডুবিয়ে রেখেছিলে—ডুবিয়ে মায়ের কাজ করেছিলে। এখন আবার তা ভাসিয়ে তোল্‌বার এত ব্যাকুলতা কেন মা?

জিন্নেত। এত হুঁসিয়ার লোক, সরকারে নকুরি ক'র্‌ছে, তারা থাক্‌তে তোমার ভাবনা কি?

সর। ভাবনা কিছু নেই। ভাবনা তাদের! জেনানা মহল থেকে একটী সুসজ্জিত স্বর্ণক্ষুর-গর্দ্দভ বেরুবে, তারা তাই দেখ্‌বার প্রত্যাশায় সাত দিন ধ'রে দরবারে গলা বাড়িয়ে বসে আছে। গর্দ্দভটীকে দেখ্‌লেই তারা নিশ্চিন্ত হয়। যতই দিন যাচ্ছে, ততই তাদের ভাবনা বাড়্‌ছে।

জিন্নেত। তবে আমি আর বেশী কি ব'ল্‌ব, তুমি যা ভাল বুঝ্‌বে তাই কর। [প্রস্থান।

(রাবিয়ার পুনঃ প্রবেশ)

সর। কে ব'ল্‌লে জান্‌তে পার্‌লে?

রাবিয়া। ও একটা বাঁদী আর একটা বাঁদীকে তামাসা ক'রে বল্‌ছিল।

সর। তুমি সেই বাঁদীকে একবার ডেকে আনতে পার?

রাবিয়া। এই তুচ্ছ কথার জন্য তাকে আর ডাকিয়ে কি হবে? এ বাঁদি যা' জিজ্ঞাসা ক'রলে, তার উত্তর এখন কি বলুন।

সর। কি প্রশ্ন ক'রেছিলে, আর একবার বল বেগম সাহেব।

রাবিয়া। আপনি দরবার ক'র্‌তে আর বিলম্ব ক'র্‌ছেন কেন?

সর। না, আর বিলম্ব করব না। আজ আমি বাঁদীর মুখে হুকুম পেয়েছি। তবে, তুমি যখন আমার জীবনপথে সুখ দুঃখের সঙ্গিনী, তখন যাত্রা কর্‌বার পূর্ব্বে তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।

রাবিয়া। করুন।

সর। পিতা মৃত্যুকালে গোপনে আমাকে একটী পরামর্শ দিয়ে গেছেন! ব'লে গেছেন, রাজ্য শাসনের কূট নীতিতে তুমি একেবারেই অভ্যস্ত নও। যদি সুশৃঙ্খলে রাজ্য চালাতে চাও, তা হ'লে পুরাতন কর্ম্মচারীর একজনকেও কর্ম্ম-চ্যুত ক'র না। বিশেষতঃ হাজী আহম্মদকে কোনও কারণে তা সে কারণ যতই গুরুতর হ'ক, বরখাস্ত ক'র না। বরখাস্ত ক'রলে ছ'মাসও রাজ্য রাখ্‌তে পার্‌বে না। এদিকে মা হাজী আহম্মদকে বরখাস্ত করতে একান্ত অনুরোধ ক'রে গেছেন। এখন তোমার মত কি বল, কা'র কথা রাখব?

রাবিয়া। মা দুনিয়ার কিছুই জানে না। আপনি পিতার পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন!

সর। কিন্তু আর একটা কথা ব'লে গেছেন, সে তোমার পক্ষে বড় বিষম কথা।

রাবিয়া। আমার পক্ষে বিষম কথা? আমাকে কি ত্যাগ করতে ব'লে গেছেন?

সর। তার চেয়েও বেশী।

রাবিয়া। তবে কি খুন?

সর। তার চেয়েও বেশী। তোমাকে জীবন্তে দগ্ধ ক'র্‌তে হুকুম দিয়ে গেছেন। ব'লে গেছেন, তোমার এক-পত্নীনিষ্ঠ হ'য়ে থাক্‌লে চল্‌বে না। আমার মতন নিত্য নূতন আমোদ নিয়ে থাক্‌তে হবে। প্রতি সন্ধ্যায় ফররাবাগে ইয়ারকির তোড় চালাতে হবে। আর উজীরকে সেই ইয়ারকির খোরাক জোগান কাজে নিযুক্ত রাখ্‌তে হবে। তাকে শুধু রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত রাখ্‌লে, অল্পদিনের ভেতরেই তোমাকে রাজ্য-চ্যুত কর্‌বার পন্থা বার ক'রে ফেল্‌বে। যদি রাজ্য ক'র্‌তে চাও, তা হ'লে এই ক'টী কাজ কর—উজীরকে রাখ, সন্ধ্যা থেকে সকাল

পর্য্যন্ত হরদম্ ইয়ারকি দাও—রাতে একদম ঘুমিয়ো না, আর বেগম মহলের কানাচেও যেয়ো না। রাবিয়া বেগমের চোখের জলে তুমি রাজনীতির শুষ্ক পথকে সিক্ত কর। মা ব'লেছেন, তুমি আমার কথা রাখ—বেইমানকে বরখাস্ত কর। এইবার বল কি ক'রব?

রাবিয়া। কেন, মহাত্মা নবাব মুরশিদকুলিও ত এক-পত্নী-নিষ্ঠ ছিলেন।

সর। তখন দুধ কলা দিয়ে পোষা সাপ ফণা তোলবার যোগ্য হয়নি। এখন তারা দু'ভাই প্রকাণ্ড ফণাধর অজগর। তারা দিল্লী থেকে বাংলা বিহার উড়িষ্যা তিন মুল্লুকেরই সুবাদারী সনন্দ নিজেদের নামেই আনাবার চেষ্টায় ছিল। শুধু পিতার জন্য পেরে ওঠেনি। এখনও তারা চেষ্টায় আছে। নিবৃত্ত করতে হ'লে, উজীরকে পিতার মতন রমণী সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত রাখতে হয়। বল রাবিয়া, একেবারেই স্থির করে বল কি করি।

রাবিয়া। জাঁহাপনা! বাঁদী আর কি বল্‌বে, আপকো যো খুস্ হ্যায়।

সর। বেশ, রাবিয়া বেশ। ওহি বাত বোল্‌না, মেরা যো খুস হ্যায়। (চক্ষে রুমাল দিয়া রাবিয়ার প্রস্থান) বা! বা! পৃষ্ঠে লম্বিত বেণী, কর্ণে মণিময় কুণ্ডল, বক্ষে গজমতি হার—সমস্ত বিলাস-বর্ম্মের আবরণের মধ্যেও রাবিয়া ঈর্ষার শর-সন্ধানকে ব্যর্থ করতে পারলে না! মর্ম্ম-পীড়িতা কুরঙ্গিণী বিদ্ধ-বক্ষ লুকিয়ে টল্‌তে টল্‌তে দ্রুত চলে গেল! আপনার লোভে আপনি আহত হয়েছে, এ মর্ম্মবেদনা তরু লতাকেও জানাবার উপায় নাই। বা! রূপের দরিয়া আজ নিজের তরঙ্গে নিজেকে আঘাত করছে, চুম্বন প্রয়াসী সমীরণ ব্যাপার দেখে অপ্রতিভ হয়ে স্থির! বা! রাবিয়া বা।

(বাখরের প্রবেশ) বাখর! ফর্‌রা বাগ সাজিয়ে রাখতে উজীরকে বলে এসেছ?

বাখর। আজ্ঞে জাঁহাপনা! উজীর সাহেব আগে হতেই তার বিপুল আয়োজন করেছেন।

সর। বেশ, এখন এক কাজ কর। একটা দরবেশের পোষাক তুমি কাল সন্ধ্যার মধ্যে আমার জন্য তৈরি করিয়ে রাখ।

বাখর। কেন জাঁহাপনা?

সর। কাল রাত্রে আমি একবার ছদ্মবেশে নগর পরিভ্রমণ করব।

বাখর। সেকি জাঁহাপনা? তা কেমন করে হবে?

সর। কেন হবে না?

বাখর। চারিদিকে দুসমন।

সর। কত?

বাখর। তা হিসেব করে বলব কেমনকরে? কে যে দুষমন নয়, তা ত বলতে পারি না!

সর। বেটা একটা আন্দাজী হিসেব বল না—মিছে তকরার করিস কেন?

বাখর। প্রায় সবই দুসমন। জাঁহাপনা! তাহ'লে সত্য কথা বলি, এ সহরের উঁচু নীচু যে যেখানে আছে, উজীর তাদের এরূপ বশ করেছে যে, তারা সবাই আলিবর্দ্দীকে চায়, আপনাকে চায় না।

সর। তাই বল, বাহিরে শত্রু—ভিতরে শত্রু! বাখর দরবেশের পোষাক এনে দে!

বাখর। সত্যি সত্যিই বেরুবেন?

সর। এই ত বেরিয়ে রয়েছি! শুধু একটা আবরণ—বাখর! একটা আবরণ!

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

প্রাসাদ-কক্ষ।

আলিবর্দ্দী।

আলি। কি করব? কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য সব বুঝতে পারছি, কিন্তু কিছুতেই লোভ সংবরণ করতে পারছি না। ওরে! (সটকা লইয়া খাপি খাঁর প্রবেশ) সটকা রাখ, রেখে দেওয়ান এল কি না খবর নে।

খাপি। যো হুকুম।

আলি। আর শোন, যদি দেখিস না এসে থাকে, তা'হ'লে এক দৌড়ে তার বাড়ীতে চলে যাবি।

খাপি। এখান থেকে ছুটব?

আলি। এখান থেকে ছুটবি কিরে পাজি!

খাপি। আজ্ঞে হুজুর যে বললে।

আলি। আমি কি তোকে এখান থেকে ছুটতে বললুম?

খাপি। হুজুর বল্লে, যদি দেখিস্ সে না এসে থাকে! বললে না?

আলি। তাত বল্লুম, তাতে কি!

খাপি। তাতেই সব! আমি ত দেখে এলুম সে আসেনি।

আলি। যা বেটা যেতে হবে না, দেউড়িতে থাক্‌গে যা। এলে বরাবর সঙ্গে করে নিয়ে আস্‌বি।

খাপি। যো হুকুম!

আলি। আর দেখ! আমি এসেছি যেন বেগম সাহেব জান্‌তে না পারে।

খাপি। কেং কেং কেং।

আলি। যা বল্লুম করগে, কেং কেং কেং ক'রে মরিসনি। যা না বেটা।

খাপি। এই যে যাচ্ছি! [খাপিখাঁর প্রস্থান।

আলি। বুঝতে পারছি অন্যায় করছি, কিন্তু বাংলার মসনদের প্রলোভন ত্যাগ কর্ত্তে পাচ্চি না! অদৃষ্টের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সামান্য মুহুরির শতধাছিন্ন মলিন আসন থেকে সিংহাসনের বাহুপ্রমাণ অন্তরে এসে দাঁড়িয়েছি! বুঝতে পারছি একবার ছুঁতে পারলেই সে আসন চিরদিনের জন্য আমার। এ প্রলোভন কিছুতেই ত্যাগ করতে পারছি না। বাংলার সিংহাসন গ্রহণের এমন সুসময় আর আসবে না। দিল্লীর এখন শোচনীয় অবস্থা। এক সময় দিল্লীর এই অবস্থায় পাঠানেরা বাংলায় স্বাতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠা করে-ছিল। এখন আবার সেই দিন এসেছে! একবার সিংহাসনে বসতে পারলেই আমি বাংলার স্বাধীন নরপতি হতে পারি। বড় প্রলোভন—বড় প্রলোভন!

(চিন্তামণির প্রবেশ)

চিন্তা। জনাবালি গোলামকে তলব করে-ছেন কেন?

আলি। এই যে ভাই এসেছ! আমি ব্যাকুল হয়ে তোমার প্রতীক্ষা করছিলুম।

চিন্তা। কেন জনাবালি! কোন কি বিপদ ঘটেছে?

আলি। সমূহ বিপদ! তাই থেকে কিসে উদ্ধার পাব, সেই বিষয় স্থির করবার জন্য জরুরী তোমাকে ডাকিয়েছি।

চিন্তা। আপনি কখন্ মুরশিদাবাদ থেকে এলেন?

আলি। এই এসে দাঁড়িয়েছি! এখনও পর্য্যন্ত মহালে প্রবেশ করিনি। বেগম সাহেব পর্য্যন্ত আমার আগমন জানেন না। শীঘ্র একটা কর্ত্তব্য স্থির করতে না পারলে আমাকে বড়ই বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হবে। আমি নবাবের তলব-আনা চিঠি অমান্য করে পাটনায় চলে এসেছি।

চিন্তা। আপনিত নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন?

আলি। তা তো গিয়েছিলুম। ছ'দিন পর্য্যন্ত সাক্ষাতের জন্য অপেক্ষা করলুম। ভায়ের ইচ্ছা, আমি মুরশিদাবাদে না থাকি, তবুও ছ'দিন রইলুম! নবাবের বার হল না দেখে কাল রাত্রে চলে আস্‌ছি, এমন সময় হুজুরে হাজির হবার জন্য এক জরুরী তলবআনা চিঠি এসে উপস্থিত হল! শুনলুম মর্দ্দান আলির সঙ্গে পরামর্শ করে নবাব আমাকে এই চিঠি পাঠিয়েছে। আমি যাবার জন্য প্রস্তুত ছিলুম, ভাইয়ের কিন্তু তা অভিপ্রায় ছিল না। তাই কিছুতেই সরকারে হাজির হতে দিলেন না। তারই ইচ্ছায় আমি মুরশিদাবাদ সহর ত্যাগ করে চলে এসেছি।

চিন্তা। ভালই করেছেন। থাকলে আপনাদের বিপদ ঘটত। মর্দ্দান আলির পরামর্শেই কাল রাত্রে নবাব আপনার ওপর তলব আনা চিঠি পাঠিয়েছে। গেলে আপনার বিপদ হত। মর্দ্দান আলি আপনাদের দুই ভাইয়ের চির শত্রু! সুতরাং তার পরামর্শ কিছুতেই আপনাদের অনুকূল নয়।

আলি। তা হলে চলে এসে ভাল করেছি?

চিন্তা। খুব ভাল করেছেন! দেখা হলে আর আপনি মুরশিদাবাদ থেকে আস্‌তে পার্‌তেন না। আপনার পরিবর্ত্তে মর্দ্দান আলি এসে পাটনা শাসন করত। দুই ভাইকে আয়ত্তে এনে নবাব আপনাদের কি অনিষ্ট যে না কর্‌তে পারতো, তা বল্‌তে পারি না।

আলি। এখন?

চিন্তা। বুদ্ধিমানের সর্ব্বদাই আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকা কর্ত্তব্য। আপনি প্রস্তুত হন।

আলি। কি নিয়ে প্রস্তুত হব? নবাব ভোজপুরী জমিদারের বিদ্রোহ-দমনের জন্য যে সৈন্য পাঠিয়েছিলেন, এখন যদি তাদের তলব করেন?

চিন্তা। তলব করলেই যে তারা যাবে, তার মানে কি?

আলি। এ তুমি কি বলছ দেওয়ান?

চিন্তা। যাতে না তারা যায়, তার এখনি ব্যবস্থা করচি। খাপি খাঁ!

(খাপিখাঁর প্রবেশ।)

মুস্তাফা খাঁকে সেলাম দাও।

খাপি। আঃ আঃ সেত অনেকক্ষণ দিয়েছি। তিনি আসছেন।

(মুস্তাফা খাঁর প্রবেশ)

চিন্তা। নন্দলাল সিং বাবুকে সেলাম দাও। (খাপি খাঁর প্রস্থান) খাঁসাহেব! আপনার পলটনের তলবানা আনতে জনাবালি মুরশিদাবাদে গিয়েছিলেন; কিন্তু সেখানে তিনি সরকার থেকে এক পয়সা আদায় করতে পারেননি।

মুস্তাফা। ইয়া আল্লা! তবেই তো মুসকিল. অনেক স্তোক বাক্য দিয়ে তাদের ভুলিয়ে রেখেছিলুম। যখনি তারা জানতে পারবে তাদের টাকা পাওয়া কঠিন, তখনি তারা বিদ্রোহী হবে, আমি তাদের কিছুতে শান্ত করতে পারব না।

চিন্তা। কিন্তু আপনার পল্টন নবাবের প্রাণ। নবাব সব ত্যাগ করতে পারেন. কিন্তু আপনার পল্টনের ন্যায় প্রভুভক্ত বীর সকলকে তিনি প্রাণ থাকতে ত্যাগ করতে পারবেন না। তাই তিনি নিজের তহবিল থেকে টাকা নিয়ে আপনাদের সমস্ত চুকিয়ে দিতে ইচ্ছা করেছেন। কাল প্রাতঃকালে আপনাদের সমস্ত পল্টনকে ছাউনিতে থাকতে আদেশ করুন। আমি নবাবের সম্মুখে পাই কড়া ক্রান্তি পর্য্যন্ত চুকিয়ে দেব।

মুস্তাফা। বহুত আচ্ছা সেলাম জনাবলি! নইলে যে কি বিপদ উপস্থিত হ'ত, তা আমি আপনাকে অনুমানেও বল্‌তে পারছি না।

চিন্তা। কিন্তু ভাই! নবাবের বড় কষ্টের সঞ্চিত অর্থ। তার দিকে আপনারা একটু দৃষ্টি রাখেন, এই আমাদের অভিপ্রায়।

মস্তাফা। দৃষ্টি কি বলছেন জনাব! আমরা হুজুরালির গোলাম। হুজুরালি আমাদের দারুণ অর্থাভাবে যে উপকার করলেন, আমার পণ্টন—জেনে রাখুন জনাব—আজ থেকে হুজুরের প্রাণ রক্ষার জন্য জান পর্য্যন্ত দিতে প্রস্তুত থাকবে।

চিন্তা। বহুত আচ্ছা, সেলাম!

[মুস্তাফার প্রস্থান।

আলি। এসব কি করেছ দেওয়ান? আমি যে তোমার ব্যাপার দেখে বড়ই বিস্মিত হচ্ছি!

চিন্তা। এতে বিস্ময়ের কিছুই নেই জনাবালি! আপনি যেদিন থেকে মুরশিদাবাদ গেছেন, সেদিন থেকে এক লহমারও জন্য আমি নিশ্চিন্ত নাই। এই চার হাজার রোহিলা সৈন্যের রসদ ও তন্‌খা দেওয়ার ভার রায় রায়ান্ আলমচাঁদ আমার উপর দিয়েছিলেন। প্রথম দুইমাস আমি পূর্ব্ব প্রথানুসারে রীতিমত সময়ের মধ্যে সৈন্যদের রসদ ও তন্‌খা দিয়ে আসছিলুম। তৃতীয় মাসে বৃদ্ধ নবাবের পীড়ার সংবাদ আমার কর্ণগোচর হল। আপনারা কে কি মনে করেছিলেন জানি না, আমি কিন্তু পীড়ার কথা শোনা মাত্রেই বুঝেছিলুম, এবার নবাবের আর নিস্তার নাই। তাই ভেবে আগে থাক্‌তেই সাবধান হয়েছিলুম। নবাবের রোগের দোহাই দিয়ে রীতিমত তন্‌খা বন্ধ করেছিলুম। এইরূপে অল্পে অল্পে সমস্ত পণ্টনের তিন মাসের তন্‌খা হস্তগত করে রেখেছি। পূর্ব্বে নবাবকে সমস্ত সেপাই ভক্তি করত বলে, কেউ এতদিন কোনও অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ করেনি। তাদের বিশ্বাস ছিল, যেই নবাব সেরে উঠবেন, অমনি তিনি একদিনে তাদের সমস্ত বকেয়া মাহিনা চুকিয়ে দিতে হুকুম দিবেন। আমিও তাদের সেই আশা দিয়ে রেখেছিলুম। নবাবের মৃত্যু-সংবাদ শোনা মাত্র তাদের মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ে গেল। তারা তখন উন্মত্তের মত আমার কাছে ছুটে এলো। আমি প্রথমে তাদের সরকারের কাছে টাকা প্রাপ্তির সম্বন্ধে হতাশ করে দিলুম। তার পর—আর আপনাকে কি বলব—অল্পে অল্পে আপনার দোহাই দিয়ে তাদের আবদ্ধ করে এসেছি। আর আজ সরকারের প্রবল শক্তিশালী পণ্টনকে জনাবালির পণ্টনে পরিণত করেছি।

আলি। বন্ধুবর, তোমার এই অপূর্ব্ব কার্য্যের পুরস্কার, আমার কোষাগারের সমস্ত রত্নরাশি একত্র করলেও অযোগ্য! ভাই! আমার এই উন্মুক্ত বক্ষঃ ভিন্ন আর কিছুই তোমাকে দেয় নাই! কৃপা করে নিজ বক্ষে গ্রহণ করে আমাকে কৃতার্থ কর।

চিন্তা। কিছু করতে হবে না জনাবালি! আমি আপনার গোলাম। সুধু আমি আপনার প্রীতি ভিক্ষা করি। যদি আপনার বিপদ আমার কর্ণগোচর হত, তা হ'লে চার হাজার রোহিলা উন্মুক্ত অসি হস্তে আপনাকে মুক্ত করতে মুরশিদাবাদ অভিমুখে ধাবিত হত। মুরশিদাবাদে এমন কোন পণ্টন নেই যে, তাদের গতিরোধ করতে সমর্থ হয়। তার পর আপনার প্রভুভক্ত বীর নন্দলালের অধীনে পাঁচ হাজার প্রভুভক্ত অজেয় রাজপুত আছে। সে গেলে আপনাকে মসনদে না বসিয়ে ফিরে আস্‌ত না।

আলি। বস্, আর অধিক বলবার প্রয়োজন নেই! বুঝলুম এরূপ বন্ধু-ভাগ্যে ভাগ্যবান

আলিবর্দ্দীকে অপদস্থ করতে—ক্ষুদ্র সরফরাজ ত পরের কথা—দিল্লীশ্বরেরও সাধ্য নাই!

(নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। গোলামকে কেন তলব করেছেন জনাবালি?

আলি। আমি মুরশিদাবাদ থেকে ফিরে এসেছি, তুমি এর পূর্ব্বে কি সংবাদ রেখেছ?

নন্দ। একথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন জনাবালি?

আলি। জিজ্ঞাসা করবার কারণ না থাকলে জিজ্ঞাসা করব কেন!

নন্দ। জনাবালি জানতে পেরেছি! সুধু তাই কেন, কখন কোন্ মুহূর্ত্তে আপনি উজীর সাহেবের গৃহত্যাগ করেছেন, কখন জগৎ শেঠের সঙ্গে দেখা করেছেন, নোয়াজেস খাঁর জন্য কোন্ স্থানে অপেক্ষা করেছেন—সমস্ত খবর রেখেছি।

আলি। তা বুঝতে পেরেছি। তুমি তোমার সেই চরটিকে আমার কাছে এনে উপস্থিত করতে পার?

নন্দ। কেন জনাবালি?

আলি। আমি তাকে এই মতির মালা বক্সিস দেব। এবয়স পর্য্যন্ত আমি অনেক অশ্বারোহী দেখেছি, কিন্তু এরূপ কুশলী অশ্বারোহী আমার আর কখন দৃষ্টিগোচর হয় নাই। আমি তার কাছে হার মেনেছি!

নন্দ। বাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঘোড়সোয়ার পরাভব স্বীকার করছেন, এর চেয়ে তার অধিক কি পুরস্কার হতে পারে জনাবালি?

আলি। আমি স্বহস্তে তাকে পুরস্কার দেব! প্রথমে নবাবের চর মনে করে তাকে আমি ধরবার চেষ্টায় ছিলুম। কিন্তু সে লুকোচুরি খেলিয়ে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাকে পরাস্ত করেছে। কখন বামে, কখন দক্ষিণে, কখন সম্মুখে, কখন পশ্চাতে, কখন বিদ্যুৎ-গতিতে পশ্চাৎ থেকে এসে আমার আশুগাতি প্রসিদ্ধ অশ্ব আসমানকে পশ্চাতে রেখে অদৃশ্য হয়ে গেছে। শেষে অবশ্য সে ধরা পড়েছে, তা না হলে আমি নিশ্চিন্ত হতে পারতুম না। তাকে তোমার গৃহে প্রবেশ করতে দেখেছি।

[নন্দলালের প্রস্থান।

চিন্তা। এখন তাকে আনাচ্ছেন কেন?

আলি। আমি এখনি এ সংবাদ আমার ভাইয়ের কাছে না পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। নবাবের চার হাজার পাঠান পল্টন আমার হয়েছে, একথা তাঁর কর্ণগোচর হলে, তিনি মুরশিদাবাদে দ্বিগুণ উৎসাহে আমার কার্য্য করতে সমর্থ হবেন। কাল দরবার, সুতরাং এ শুভ সংবাদ দিয়ে আজ তাঁকে বলীয়ান করতেই হবে।

চিন্তা। তা হলে সংবাদ পাঠান অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহ'লে অনুমতি করুন, আজকের মতন বিদায় হই।

আলি। সুধু বিদায় হই বললে চলবে না। তোমার বুদ্ধির সাহায্য ব্যতিরেকে আমি একপদও অগ্রসর হতে অসমর্থ। চিন্তা কর, কেমন করে এবিষম সমস্যা থেকে উত্তীর্ণ হই।

চিন্তা। কিসের সমস্যা জনাবালি? নবাবের সঙ্গে সদ্ভাব পুনঃ প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, না আর কোনও অভিপ্রায় আপনার মনে আছে?

আলি। বুদ্ধিমান দেওয়ান! তোমাকেও বুঝিয়ে বলতে হবে?

চিন্তা। তাই বলুন। তাহলে মুরশিদাবাদের দিকে চাচ্ছেন কেন; দিল্লীকে হাত করুন, মুরশিদাবাদ হাতে আস্‌তে কতক্ষণ?

আলি। কি ক'রে হাত ক'রব?

চিন্তা। বেশ, গোলাম যথাসাধ্য চেষ্টা করবে! [প্রস্থান।

আলি। চিন্তামণির চিন্তা—এবারে আমি নিশ্চিন্ত!

(বিজয় সিংহকে লইয়া নন্দলালের প্রবেশ)

নন্দ। এই জাঁহাপনা সেই অশ্বারোহী। ইনি আমার ভগিনীপতি—নাম বিজয় সিং!

আলি। আপনি কি রাজপুতনা-বাসী?

বিজয়। আজ্ঞে না জাঁহাপনা, বাঙ্গালী। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা মানসিংহের সঙ্গে বাংলায় এসেছিলেন। এসে এই খানেই থেকে গিয়েছিলেন। আমরা চৌহান রাজপুত, পূর্ব্ববাস জঙ্গীপুর, এখন বিষ্ণুপুর।

আলি। তুমি এ অশ্বারোহণ বিদ্যা কার কাছে শিখেছিলে?

বিজয়। বিষ্ণুপুরের রাজার কাছে। তিনি আমার আত্মীয়।

আলি। বর্ত্তমান রাজা?

বিজয়। না জনাবালি! এঁর পিতামহ দুর্জন সিংহ। আমার পিতামহ তাঁর বক্‌সী ছিলেন। আমার পিতামহ ও সেই রাজা উভয়ে বাংলা জয়ের সঙ্কল্প করেন। সেই সঙ্কল্পে তাঁরা বিশ্ববিজয়ী মল্ল সৈন্যের সৃষ্টি করেছিলেন। পিতামহের এক দামামায় বিষ্ণুপুরের চতুঃপার্শ্বস্থ জঙ্গল এক মুহূর্ত্তে লক্ষ সৈন্য রাজধানীকে উপহার প্রদান করতো।

আলি। তার পর?

বিজয়। তার পর কোথা থেকে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এসে রাজা দুর্জনকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করে। দীক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দিগ্‌বিজয় লালসার নিবৃত্তি হয়। বৃদ্ধ রাজধানী বিষ্ণুপুরে শ্রীমদনমোহন জীউর মন্দির প্রতিষ্ঠা ক'রে সেই থানেই জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন। জনাবালি! সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুপুরের বীরত্বগর্ব্ব আবার ভীম অরণ্যের অন্ধকারে আবৃত হয়েছে।

আলি। তুমি কি সে অপূর্ব্ব সৈন্য গঠন দেখেছ?

বিজয়। শুধু কি দেখেছি জনাবালি, তার কিয়দংশের অধিনায়কত্বও করেছি। কেন আপনি ত জানেন, প্রবল প্রতাপ মুরশিদ কুলি খাঁ বাংলার সমস্ত জমীদারের প্রভুত্ব নষ্ট করতে পেরেছিলেন, এমন কি দুর্জ্জয় সীতারাম রায়কেও তিনি সবংশে নিধন করেছিলেন, কিন্তু দুর্জন সিংহকে বশে আনতে পারেননি। যতবার তিনি বিষ্ণুপুরের বিরুদ্ধে অভিযান করেছেন, ততবারই তাঁকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলে আস্‌তে হয়েছে। তথাপি তখন সৈন্যদল গঠনের প্রারম্ভ। সেই নূতন ধরণে শিক্ষিত সৈন্য নিয়ে রাজা যদি একবার মুরশিদাবাদে এসে পড়ত, তাহলে দিল্লীর এই দুর্দ্দিনে, বাংলার উপর মোগল সম্রাটের আধিপত্য রাখা ভার হয়ে উঠত। যেই দল গঠন সম্পূর্ণ হল, অমনি রাজা বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করে চিরজীবনের মত অস্ত্রত্যাগ করলেন। বাংলায় হিন্দুর আধিপত্য এখন ঈশ্বরের বুঝি অভিপ্রেত নয়! নিস্ফলা বিদ্যা। শিক্ষা করে আমি পাগলের মতন দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আলি। এ রাজা?

বিজয়। জনাবালি! এ রাজাও পিতামহের দশাপ্রাপ্ত হয়েছে। রাজ্যভোগ পরিত্যাগ করে দীন-বেশে মালা হাতে দিন রাত মদনমোহনজীর দ্বারে পড়ে আছেন। তাঁর লক্ষ সৈন্য অধিনায়ক-হীন হয়ে বনে বনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাংলা জয়ে আমি তাঁকে অনেক বার উত্তেজিত করেছি, কিছুতেই রাজাকে ক্ষত্রিয়োচিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করতে পারিনি! শেষে বিরক্ত হয়ে, তাঁর দত্ত জায়গীর ফেলে, আমি চলে এসেছি।

আলি। বেশ, তাদের আমার কাজে নিযুক্ত করতে পার না ?

বিজয়। ভগবানের নাম নিয়ে তারা প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ। কোন প্রলোভনে তারা অন্য কোনও রাজার চাকরি করবে না। তারা প্রেমের বৃত্তি নিয়ে রাজার দাসত্ব করে, অর্থের জন্য নয়।

আলি। তবে তোমাকে আমি কি পুরস্কারের প্রলোভন দেখাব ?

বিজয়। জনাবালি! ভাই নন্দলাল, যখন আপনার ভৃত্য, তখন আমিও আপনার ভৃত্য। পুরস্কার চাই না। কি করতে হবে আদেশ করুন।

আলি। আমার মাকে এই মতির মালাটী দিতে হবে, প্রতিশ্রুত হও, তবে তোমাকে আদেশ করি। নতুবা তোমার সাহায্যে আমার প্রয়োজন নেই।

বিজয়। তবে—দিন।

আলি। আজ সন্ধ্যার মধ্যে তোমাকে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হয়ে, আমার ভাইকে এক পত্র দিতে হবে—পারবে ?

বিজয়। পত্র দিন।

আলি। বীর! তুমি ভিন্ন অন্যের একাজ অসম্ভব।

বিজয়। পত্র দিন।

আলি। আমার সঙ্গে এস। লালসা! তোমার উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক থেকে বাহু প্রসারে আমাকে সহায়তার প্রলোভন দেখাচ্ছ! অপদস্থ হবার ভয়ে পাটনায় ফিরে এসে এখন আমি মসনদে পদ স্থাপনের জন্য পা বাড়াতে আরম্ভ করলুম। কিন্তু হিন্দু! তুমি কি? এ রকম সৈন্য বল থাকলে, আমি আজ দিল্লীর অধীশ্বর হতে পারতুম! কি প্রলোভনে তুমি চির দিনের পোষিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করলে? একটা মৃৎপুত্তলির সম্মুখে নিজের সমস্ত পুরুষত্ব অঞ্জলি দিয়ে নিষ্ফল আলস্যে আত্মাকে মগ্ন করাই কি তোমার পরিণাম ?

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গৃহের সম্মুখ।

জালিম ও রমাবতী।

রমা। কিরে বালক, কিসের উল্লাস কর-ছিস্? ওদিকে তোর বাপ যে নবাবের নকুরী নিলে!

জালিম। মিছে কথা মা!

রমা। আর মিছে কথা! এখনি দেখবি তোর বাবা, নবাব আলিবর্দ্দী দত্ত শৃঙ্খল গলায় দিয়ে তোকে আদর করতে আসছে।

(বিজয় ও নন্দলালের প্রবেশ।)

জালিম। হাঁ বাবা! তুমি নাকি নবাবের নকুরী নিয়েছ ?

বিজয়। কে বললে? নবাবের একান্ত অনুরোধে তাঁর একটা উপকার করতে প্রতিশ্রুত হয়েছি।

রমা। হাতে ওটা কি ?

বিজয়। নবাব তোমাকে এই মতির মালা উপহার দিয়েছেন।

রমা। আমাকে উপহার? কিসের জন্য? এ অসম্ভব কথায় আমি বিশ্বাস করব কেন ?

নন্দ। না ভগিনী বিশ্বাস কর। নবাব তোমাকে কন্যা সম্বোধন করে এই মালা পরতে অনুরোধ করেছেন। আমরা কেহই নিতে চাইনি, কিন্তু রমা, নবাবের সাগ্রহ অনুরোধ আমরা এড়াতে পারিনি।

রমা। না ভাই, ও মালা আমি গ্রহণ করব না। আমার ভ্রাতৃজায়াকে প্রদান কর।

নন্দ। নবাবের অপমান ক'র না।

রমা। অপমান আমি কারও করছিনি। কিন্তু আমি কুলমর্য্যাদার দিকে লক্ষ্য করে এ মালা গ্রহণ করতে পারি না। আমার দাদাশ্বশুর নিজ হাতে বকুল ফুলের মালা রচনা করে, আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। দেবার সময় বলেছিলেন—"নাত বৌ! আমার কুলবধূ হয়ে, এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষা কর না। সমস্ত গজমতি একত্র করলেও এর সৌরভের কণাও তাতে খুঁজে পাবে না।" দাদাশ্বশুর বেঁচে থাক্‌লে যুদ্ধে পরস্পর-প্রতিদ্বন্দ্বী শ্যালক ও ভগিনী-পতির মধ্যে যে কোন একজনের জন্য রণাঙ্গনে আমাকে অশ্রু জল ফেল্‌তে হত। তোমার ভগিনী-পতির অধীন দুর্দ্ধর্ষ মল্ল সৈন্যে বাংলা ভরে যেত।

বিজয়। তাঁর মিষ্ট বাক্যে আমি তাঁর উপহার প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। বেশ, আমি যখন এনেছি, তখন এ সম্বন্ধে তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর।

রমা। বেশ, আমি তোমার হাত থেকে গ্রহণ করছি। নিয়ে ভ্রাতৃজায়াকে উপহার দিচ্ছি।

বিজয়। তার পর শোন—আমি অন্যের অসাধ্য এক কাজ করতে নবাব কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হয়েছি। সে কথা শুনে কাপুরুষের মত আমি না বল্‌তে পারিনি!

রমা। কি বল?

বিজয়। আজ সন্ধ্যার মধ্যে আমাকে মুরশিদাবাদে উপস্থিত হ'তে হবে; সেখানে উজীরের হাতে এক পত্র দিতে হবে।

জালিম। এইত বাবা তুমি নকুরী করতে যাচ্ছ!

বিজয়। নকুরী নয়—অনুরোধ।

রমা। আমরা কেমন করে বিশ্বাস করব?

বিজয়। আমিই বা কেমন করে বিশ্বাস করাব?

রমা। বেশ আমি তোমার সঙ্গে যাব।

জালিম। আমি ও যাব।

বিজয়। যাও তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমি তোমাদের জন্য পথে অপেক্ষা করতে পারব না।

রমা। দরকার কি?

জালিম। দরকার কি?

নন্দ। না ভগিনী, এরূপ অসম্ভব কার্য্য কর না।

রমা। কিছু ভয় নেই ভাই, দেখব তোমার ভগিনী-পতি কত বড় সওয়ার। আমরা বসন্তের পাখী। যেখানে শীতের সমাগম, সেখানে আমরা থাকতে পারি না।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

গ্রাম্য রমণীগণ।

গীত।

এস সোণার বরণী রাণী গো শঙ্খ কমল করে।
এস মা লক্ষ্মী বস মা লক্ষ্মী থাক মা লক্ষ্মী ঘরে॥
গাছে গাছে দেছ ভারে ভারে ফল, মাঠে মাঠে দেছ ধান;
গোষ্ঠে গোষ্ঠে সুশীলা কপিলা, দুধের নদীতে তুলেছ বান।
টলমল করে নদীর জল, ধুয়ে নেছ জ্বর জ্বালা।
তোমারই যতনে সাজান রতনে পরেছো ডিঙ্গার মালা।
সদা দুধে ভাতে রাখগো, অচলা হইয়া থাকগো।
তোমারই অন্ন অন্নপূর্ণা দিব মা তোমারি করে,
সাজাব তোমার সোণার অঙ্গ তোমারি কমল হারে॥

(ছদ্মবেশে সরফরাজ ও বাখর)

সর। বাখর! গ্রাম্য রমণীরা কি গানের সুরে দেশের অপরূপ সৌভাগ্যের এক মোহিনী-মূর্ত্তি অঙ্কিত করে চলে গেল!

বাখর। তা'ত শুনলুম। আপনার মহামান্য পিতা ও মাতামহ যত্ন করে এই ছবি আঁকার রঙ সংগ্রহ করে চলে গেছেন, আপনিও যত্ন সহকারে এই ছবির সৌন্দর্য্য বজায় রাখার চেষ্টা করুন।

সর। আমি যদি কিছু দিন এই বাংলার মসনদে বসতে পাই, তা হ'লে এই ছবি আগ্রহের সঙ্গে চূর্ণ করে দেবো।

বাখর। একি বলছেন হুজুরালি ?

সর। ওই মোহিনী মূর্ত্তির অন্তরালে, যবনিকার অপর পার্শ্বে কি বিভীষিকাময় মুখের দন্ত বিকাশ রমণীদের গানের লয়ের সঙ্গে দেখা দিয়ে গেল, সেটা বুঝতে পারলে না ?

বাখর। কই হুজুরালি! সেটাত বুঝতে পারিনি।

সর। একটু নিবিষ্ট চিত্তে শুনলে বুঝতে পারতে। বাংলার সৌভাগ্য চরম সীমায় উপনীত হয়েছে। ভাগ্যলক্ষ্মীর আর অগ্রসর হবার স্থান নাই। অথচ রাণী চঞ্চলা—সীমান্তে এসেও তাঁর গতির নিবৃত্তি হবে না। সুতরাং সুজা খাঁর রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর 'সৌ ভাগ্যের অন্ত হল। ভাগ্যশ্রী বিপরীত পথে চলবার জন্য পা বাড়িয়েছে। এখন থেকে যে বাঙ্গালার নবাবী করবে, তার মত ভাগ্যহীন আর নাই।

বাখর। এ সব আজগুবি ভাব, কোথা থেকে মনে আন্‌ছেন জনাবালি ?

সর। মূর্খ! একটু যত্ন করে প্রণিধান কর। রমণীরা কি বলে গেল, একটু নিবিষ্ট চিত্তে যদি শুনতে, তা হ'লে দেশের দুর্দ্দশার আভাস বুঝতে পারতে

বাখর। বাস্তবিকই ত আমি মূর্খ, একটু বুঝিয়ে বলুন জনাবালি।

সর। আমার মাতামহ টাকায় চার মণ চাল বরাদ্দ করে, প্রজাদের পরিতোষের সহিত আহারের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাঁর বিনানুমতিতে একটী তণ্ডুল-কণাও বাঙ্গালার বাইরে যেতে পেত না। ঢাকার নায়েব-সুবেদার সায়েস্তা খাঁ এ কার্য্যে আমার মাতামহকেও পরাস্ত করেছে। তাঁর সময়ে চাল এক দোয়ানিতে এক মণ—টাকায় আট মণ। যশোবন্ত রায় তাকেও পরাস্ত করে আরও অল্প মূল্যে চাল বেচবার ব্যবস্থা করেছিল। ফল কথা, বিনা মূল্যে অন্ন—ভিখারী ও নবাবের এক আহার! বুঝলে কি বাখর ? বাঙ্গালার পর্ণকুটীর থেকে আরম্ভ করে, বিশাল অট্টালিকা পর্য্যন্ত মাতামহ ও পিতার কল্যাণে কেবল নবাবে পরিপূর্ণ হয়েছে। অভাব চলে গেছে, সঙ্গে সঙ্গে দেশ থেকে কার্য্যও চলে গেছে। শুনলে না রমণীরা বল্‌লে কি ? গৃহে গৃহে শক্তিমান পুরুষ প্রয়োজনাভাবে নিদ্রিত। দেখতে পেলে না মুরশিদাবাদের পথপার্শ্বের তরু-তল—মুরশিদাবাদের আম্রকানন—কেবল নিদ্রিত নরনারীতে পূর্ণ ? তাদের পার্শ্বে সবলকায় কুক্কুর ঘোর নিদ্রায় দেশের বিরাট আলস্যের দৃশ্য দেখাচ্ছে। যারা জেগে আছে, তারা নিদ্রিতের অপেক্ষাও সংজ্ঞাহীন। অত্যধিক মাদক সেবনে অর্দ্ধ নিমীলিত চক্ষে কেবল পরনিন্দায় সময় অতিবাহিত করছে।

বাখর। জাঁহাপনা! ঝড় উঠলো! আসুন, আপনার ভাগীরথীতীরস্থ উদ্যানে আশ্রয়গ্রহণ করি।

(নেপথ্যে) গেলরে—গেলরে (শব্দ ও কোলাহল) মাঝী ভিড়ে যা—কিনারায় লাগা।

সর। ব্যাপার কি বাখর ?

বাখর। জনাবালি! এক ডিঙ্গি নদীগর্ভে ঝড়ে পড়েছে। গেল—গেল—রাখতে পারলে না, মাঝীরা ঝাঁপ দিলে—আরোহী ডুবলো! একজন না—দুইজন ? হে খোদা রক্ষা কর!

সর। বাখর! যে কোন উপায়ে আরোহীকে রক্ষা কর। তীরের নিকটে এসে প্রাণ হারাবে ? রক্ষা কর।

বাখর। যো হুকুম জাঁহাপনা—খোদার নাম নিয়ে ঝাঁপ দিলুম, রক্ষাকর্ত্তা তিনি।

[বাখরের ঝম্প প্রদান।

সর। আমিই বা দাঁড়িয়ে আছি কেন? যদি একজন বিপন্নকেও রক্ষা করতে পারি। তাইত! এই যে একজন রমণী এ দিকে জলে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছে! ঈশ্বর! বিপন্নকে দেখিয়েছ, সঙ্গে সঙ্গে রক্ষা করবার শক্তি দাও।

[ঝম্প প্রদান।

(রমাবতীকে লইয়া সরফরাজের প্রবেশ)

রমা। কি করলে ফকীর, আমার স্বামী প্রচণ্ড স্রোতে ভেসে গেছেন। আমার প্রাণ নদীর গর্ভে, আমার এ দেহ রক্ষা ক'রে কি করলে? তীরের সমীপে এসে তিনি জলমগ্ন হয়েছেন।

সর। এস মা আমার সঙ্গে। ক্ষণেক এই তীর ভূমিতে অবস্থান কর, আমি আবার তোমার স্বামীর অন্বেষণে ভাগীরথীগর্ভে ঝাঁপ দিতে চল্লুম; শুধু একবার দেখবার অপেক্ষা। আশ্রয়ে অবস্থান কর বিবি সাহেব, আর ঈশ্বরের কাছে স্বামীর রক্ষা প্রার্থনা কর। শুধু তাঁর করুণা। করুণাময়—করুণাময়! যে হস্তে রমণীকে রক্ষা করিয়েছ, দাসের সে হস্তের কার্য্য অসম্পূর্ণ রেখ না।

রমা। রক্ষা কর—ফকীর রক্ষা কর,তা হ'লে চিরদিন আমি তোমার কেনা হয়ে থাকব।

[উভয়ের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

রমাবতী।

রমা। তাইত! কি করলুম? অহঙ্কারে গর্ব্বে আত্মহারা হ'য়ে, স্বামীকে অবিশ্বাস ক'রে স্বামী-পুত্র দু'টীকেই জাহ্নবীতে বিসর্জ্জন দিলুম? যিনি আমাকে রক্ষা করে আমার স্বামীকে রক্ষা করতে গেলেন, তিনিও ত এখনও ফিরলেন না! আমার স্বামীর প্রাণ রাখতে তিনিও কি জলে নিমজ্জিত হলেন? কই কোথায় কিছুই ত আর দেখতে পাচ্ছি না! কোথায় গেলে প্রভু? কোথায় গেলি জালিম? কোথায় আপনি দয়াময়? ভাগীরথী! উন্মত্ত তরঙ্গ বক্ষে ধরে আজ তোর একি বিশ্বনাশিনী মূর্ত্তি মা? ফিরিয়ে দে, করযোড়ে তোর কাছে আমার ধর্ম্ম ভিক্ষা করি। মা! আত্মহারা হয়ে, আমার আপনার সামগ্রীকে রক্ষা করতে আর একটী অমূল্য রত্ন বিসর্জ্জন দিয়েছি। মা! একজন পর-দুঃখ-কাতর মুসলমান আমার দুঃখের কথা শুনে, নিজের প্রাণকে তুচ্ছ ক'রে, জলে ঝাঁপ দিয়েছেন। তিনি যদি না ফেরেন, আমার সর্ব্বস্ব যাবে—ধর্ম্ম যাবে! মা এই অধম কন্যাকে কোলে নিয়ে তাদের প্রাণ রক্ষা কর। কই মা! এখনও ত কাউকে দেখতে পেলুম না? —আর, কি—কই—কে—কোথায়—কেউ ফিরলো না? জাহ্নবী! তবে তাদের সঙ্গে আমাকেও তোমার গর্ভে স্থান দাও।

(বাখর ও বিজয়ের প্রবেশ)

(পশ্চাৎ হইতে বিজয়সিংহ কর্ত্তৃক রমার হস্ত ধারণ)

বিজয়। কি কর রমা? আত্মঘাতিনী হও কেন? এই মহাত্মা ফকীরের কৃপায় প্রাণ পেয়েছি।

রমা। য়্যাঁ—ফিরেছ? ক্ষুধার্ত্ত উন্মত্ত দরিয়ার জঠর থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছ?

বিজয়। আমি এসেছি—জালিম কই?

রমা। জালিম আমার হস্তচ্যুত হয়ে, তোমার অন্বেষণে জাহ্নবীগর্ভে চলে গেছে।

(জালিমের হস্ত ধারণ করিয়া সরফরাজের প্রবেশ)

সর। কেন যাবে মা? ঈশ্বর যার প্রতি কৃপা করেন, তার কিছু যায় না। দুনিয়ার জীব তার নকুরি করতে অগ্রসর। দরিয়া তার

আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় বস্তুকে তরঙ্গ-বাহু দিয়ে তুলে ধরে। দেখ দেখি মা এটী কার সন্তান?

রমা। তাইত—তাইত! এ সব আপনি কি করলেন ফকীর? হজরৎ! ঐশ্বরিক সামর্থ্যে শক্তিমান না হ'লে, কখন কেউ এ অসম্ভব কার্য্যত করতে পারে না।

(মাঝির প্রবেশ)

মাঝি। জাঁহাপনা! হুকুম।

সর। ছিপ্ নিয়ে চলে যাও। বাখর! দেখ দিনান্তের সঙ্গে সঙ্গে ভাগীরথীরও চাঞ্চল্যের অবসান হ'ল। [মাঝীর প্রস্থান।

বিজয়। জাঁহাপনা? নবাব? এই ক্ষুদ্র নগণ্য জীবের জন্য আপনিই এই মহামূল্য জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন? হুজুরালি একটা বিষম অভিমান নিয়ে গৃহত্যাগ করেছিলুম। সে অভিমান চূর্ণ হ'ল। মনে করেছিলুম,আমি অন্নাভাবে ম'লেও নবাবের চাকরি গ্রহণ করব না। জাঁহাপনা সে অভিমান চূর্ণ করতে মানবের মূর্ত্তিতে সময়ে সময়ে ছদ্মবেশী দেবতা পৃথিবীতে বিচরণ করেন, তা জান্‌তুম না। হুজুরালি, আমি আপনার গোলাম।

রমা। আমারও অহঙ্কার চূর্ণ হয়েছে। পাছে স্বামী নবাবের নকুরী গ্রহণ করেন, এই জন্য পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গে এসেছিলুম! জনাবালি! এই নবীন বয়স—এই সুকান্ত দেহ—এই অতুল ঐশ্বর্য্য—যিনি এক নগণ্য অপরিচিত বিপন্নের জন্য মুহূর্ত্তে দরিয়ায় বিসর্জ্জন দিতে সক্ষম, তাঁর তুল্য ফকীর ত আমি এ দুনিয়ায় কাউকে দেখতে পাচ্ছি না! হজরৎ! আমি পুত্র ও স্বামী নিয়ে আপনার শরণাপন্ন হলুম।

সর। বাখর! উপযুক্ত স্থান দিয়ে এদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

মর্ত্তজা, মালেকা ও গাউস খাঁ।

মর্ত্তজা। দেখ দোস্ত! সহরে প্রবেশ করবার আগে এস একবার কোন লোকের কাছে মুরশিদাবাদের খবর নিই।

মালেকা। এখানে আমি এক জনের গান শুনলুম।

মর্ত্তজা। তার আশ্চর্য্য কি! রাহী লোক কত যাচ্ছে আসছে। হয়ত তার ভেতরে কেউ গান গাইছে।

মালেকা। সে রাহীর গান নয়! দিল্লীসহরে ঘরের বারান্দায় বসে একবার সেই ওস্তাদের গান শুনেছিলুম। আর আজকে শুনলুম।

গাউস। গানের কিছু কায়দা আছে নাকি মালেকা?

মালেকা। কায়দা? মেরি খসম! উস মাফিক উম্‌দা খেয়াল হাম কভি নেহি শুনা। আমি অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, কিন্তু এ রকম গানের কায়দা কখন শুনিনি।

মর্ত্তজা। তা হলে বোধ হয় ওই বাগানের ভেতর মজলিস্ চল্‌ছে।

মালেকা। না মেরি দোস্ত, ও আদমিকো জুদা মজলিস হ্যায়। যাঁহা ইয়ারকি চলতা, জবর ওস্তাদ হুঁয়া মিল্‌তা নেহি।

মর্ত্তজা। তুমি একজন সুর-সমজওয়ালি। তুমি যখন বলছ, তখন রাহীও নয়, ওস্তাদও নয়, তাহলে দানা ওনা কিছু হবে।

মালেকা। তা সে যা বল। আমি কিন্তু সে গলার আর একখানি গান শোনবার জন্য ব্যাকুল হয়েছিলুম, আজ বুঝি শুনলুম।

(নেপথ্যে)। ও জটী সানুমানলে জাদিয়া খাঁগম তেরে শোয়ে—

মর্ত্তজা। ওই আস্ছে বিবি! তোমার জবর ওস্তাদ এইদিকেই আস্ছে।

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীরখাঁ। ও জটী সানুমান্লে জাদিয়া খাঁ গম্ তেরে—মেয় তেরে শোয়ে—নবাব আজ ফররা বাগে আস্ছে। সাত দিন ধরে নবাবের সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করছি, কিন্তু দেখা কর্‌তে পারছি না। যত শালা ধড়িবাজ তাকে ঘেরাও করে রেখেছে, দেখা কর্‌তে দিচ্চে না। কিন্তু কতদিন শালারা নবাবকে লুকিয়ে রাখ্‌বে? আমি পীরখাঁ কালোয়াত, আমাকে ফাঁকী দেওয়া কি ঘেসো বুদ্ধি উজীরের কাজ? কেমন? আজ ত নবাবকে বেরুতে হল—কই লুকিয়ে রাখ্‌তে পার্‌লে না? (গীত) এ জটী ইত্যাদি।

মর্ত্তজা। কি বিবি,ওস্তাদ ত মিললো,এইবার একবার তার সঙ্গে মুলাকাত কর।

মালেকা। তাইত, শুনতে কি ভুল করলুম? দিল্লীতে বাড়ীর বারান্দায় বসে, দূর প্রান্তর থেকে যে দেবকণ্ঠের সঙ্গীত শুনেছি, সে মধুর ভজন শুনে অবধি দিল্লীর সমস্ত ওস্তাদের ওস্তাদী আমার কাছে ছেলেখেলা বলে বোধ হয়েছে। মনে হল, বাংলার দরিয়া এতদিন পরে সেই সুরের প্রতিধ্বনি আমার কাণে তুললে! তাইত!

গাউস। বন্ধু! ওকেই একবার সহরের খবরটা জিজ্ঞাসা কর না কেন!

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব সেলাম। আপনি কি সহর থেকে আসছেন?

পীরখাঁ। সে খবরে তোমার দরকার কি?

মর্ত্তজা। দরকার না থাকলে জিজ্ঞাসা করব কেন?

পীরখাঁ। কেয়া বেয়াদব!

মর্ত্তজা। আচ্ছা মিয়া বেয়াদবি বোধ হয়, মাফ্‌ কর।

পীরখাঁ। কেয়া—মাফ্‌ করেগা? বদ্‌মাস, ডাকু, রাহাজান—মাফ করেগা?

মর্ত্তজা। তব কি ফাঁসি দেগা ভেইয়া?

পীরখাঁ। কি বেয়াদব—ভেইয়া?

মর্ত্তজা। তবে সেঁইয়া।

পীরখাঁ। কেয়া উল্লুক! তেরা মরণেকো পর্ উঠা?

মর্ত্তজা। বই, আভি ত দেখ্‌তা নেই মিয়া!

গাউস। মাফ্‌ কিজিয়ে মিয়া সাহেব, উ বাউরা হ্যায়, আপ চলা যাইয়ে।

পীরখাঁ। কেয়া? হাম চলা যাগা, আর তোম রহেগা?

গাউস। বেশ, তাহলে তোমার যা খুসী তাই কর।

পীর। কেয়া, তোমকো হুকুমসে করেগা?

গাউস। তোমাকে ভ্যালা খবর নিতে বল্লুম ত বন্ধু! একি বিপদ?

মর্ত্তজা। বিবি সাহেব! একটী ঝক্‌মারী করে ফেলেছি। দয়া করে তুমি এ বিপদ থেকে উদ্ধার কর।

মালেকা। ওস্তাদ! মাফ্‌ কিজিয়ে! ইনলোগ কো কুছ কসুর নেহি হ্যায়! আপকো কালোয়াতি গান শুন্‌কে ইন্‌লোগ বাউরা হোগিয়া।

পীরখাঁ। সচ্? ইয়ে—সচ্?

মালেকা। আপ্ সিন্ধু-ভৈরবীকো পর বাঁরোয়াকো করতব লাগায়া—জান উখাড় যাতা সা'ব।

পীরখাঁ। ইয়ে—আপ্ ত সমজদারণী মালুম হোতা।

মালেকা। আপকো মেহেরবানিসে থোড়ি সমজদারণী হুঁ।

পীরখাঁ। বহুত আচ্ছা, থোড়া সবুর—হাম অভি ফিন্ আওয়েঙ্গে—থোড়া সবুর। মেয় তেরে, মেয় তেরে। আপকো বড়া জোর নসীব হায়। মেয় তেরে শোয়ে। আপ্ বেগম বন্ যায়েঙ্গি।

মালেকা। আপ্‌কো মেহেরবানি হ্যায় ত চট্ বন্ যাই।

পীরখাঁ। আলবৎ—আলবৎ—আলবৎ—থোড়া সবুর! আল্‌বৎ মেহেরবানি হোগা—হামারি একঠো বড়া জরুরী কাম হ্যায়। মেয় তেরে। মেয় ছোটে আদমী নেহি—ফৌজদার—সম্‌ঝা?

মালেকা। উ ত বাঁদী পহেলা সমঝ লিয়া হুজুরালি!

পীর। বহুত আচ্ছা—থোড়া সবুর—মেয় তেরে, মেয় তেরে শোয়ে। [প্রস্থান।

গাউস। আর সবুর কেন দোস্ত, এইবেলা সরে পড়া যাক্ চল। একি সহসা আলোকমালায় ভাগীরথী-বক্ষ উজ্জলিত হয়ে উঠল যে!

মালেকা। বাঃ—বাঃ—সহরের কি শোভা! মরি মরি! ভাগ্যে অপেক্ষা করেছিলুম, নইলে ত এ শোভা দেখ্‌তে পেতুম না! আজ সহরে যাবার বাসনা পরিত্যাগ ক'রে এস আমরা এই নির্জ্জনে বসে শ্রীময়ী মুরশিদাবাদ নগরীকে দেখি।

গাউস। বেশ দেখ। দিল্লীর বায়ু এত উষ্ণ হয়ে উঠল যে, আর সহ্য করতে পারলুম না। তাই আর দিল্লীতে থাকৃতে প্রবৃত্তি হ'ল না। মনের দুঃখে মুরশিদাবাদে—ক্ষুদ্র সুবেদারের অদৃষ্ট পরীক্ষা করতে চলেছি। এখানে আসতেই এই প্রথম আলোক উল্লাস দেখলুম। দিল্লীতে আর তা দেখবার আশা নেই। নীল যমুনা অন্ধকার মেখে এখন কালিন্দী হয়েছে। এখানেও এ উল্লাস আর দেখতে পাব কিনা বলতে পারি না। তাহ'লে দেখ মালেকা, বেশ ক'রে এ শোভা দেখে নাও। নয়নাকর্ষণ করেছে, নয়ন নিমীলিত কর না।

মর্ত্তজা। বেশ, তোমরা একটু বিশ্রাম কর, আমি একবার এদিকে ওদিকে বেড়িয়ে দেখে আসি।

গাউস। বেশী বিলম্ব কর না বন্ধু। কি জানি যদি এখানে থাকবার সুবিধা বোধ না করি, তা হলে অন্যত্র যেতে হবে।

মর্ত্তজা। যদি একান্ত বিলম্ব দেখ, তাহ'লে আমাকে ঐ বাগানের কাছেই সন্ধান ক'র! আমি ও জায়গার নিকট ছেড়ে অন্যত্র যাব না। [প্রস্থান।

গাউস। মালেকা! সেই লোকটা আসছে না? সঙ্গে দুপাঁচজন অস্ত্রধারী সৈন্য দেখছি যে!

মালেকা। তাইত! পাপিষ্ঠের মনে দুরভিসন্ধি আছে নাকি?

গাউস। বুঝতে পারছি না মালেকা! চল স্থান ত্যাগ করি।

[উভয়ের প্রস্থান।

(উজীর, পীরখাঁ ও সৈন্যগণ।)

পীরখাঁ। দেখলে আপনার তাক্ লেগে যাবে।

উজীর। তা ত যাবে—কই দেখান।

পীরখাঁ। কিন্তু আমাকে হুগলীর ফৌজদারীতে ফের বহাল কর্‌তে হবে জনাবালি!

উজীর। সে ত বললুম—আর কতবার বলব। আপনি আমার মন জুগিয়ে চলুন, দেখুন আমি আপনাকে খুসী করতে পারি কিনা।

পীরখাঁ। মেয় তেরে—মেয় তেরে শোয়ে।

উজীর। তেরে তেরে করলে ত হবে না! কোথায় সে বিবিকে দেখেছেন দেখান।

পীরখাঁ। এই যে দেখাচ্ছি জনাব! বিবি সাহেব! তাইত এই খানেই দেখেছিলুম!

উজীর। তবেই আপনার ফৌজদারী হয়েছে। আপনার কেবল দমবাজী?

পীরখাঁ। তাইত! কি হল? ও বিবি সাহেব! ও বারোয়াঁ বিবি সাহেব!

উজীর। আপনার সমুদয় কথাই মিথ্যা!

পীরখাঁ। নেহি নেহি জনাবালি—কভি নেহি। কভি নেহি। এ বিবি! কোথা গেলি? এ স্বর-সমজ্ঞওয়ালী—কাঁহা গেলি?

উজীর। মাঝি! (মাঝির প্রবেশ) একজন আওরৎকে দেখেছিস্?

মাঝি। হাঁ হুজুর, দেখেছি।

উজীর। সেকি পার হয়ে গেছে?

মাঝি। আজ্ঞে না হুজুর পার হয়নি। তার সঙ্গে আর দুজন আদমী আছে।

পীরখাঁ। কি জনাবালি মিথ্যা কথা?

মাঝি। তারা একটু আগে এইখানেই ছিল। তারা এপারেই আছে।

উজীর। আচ্ছা যা। হুঁসিয়ার, আজ আর কাউকেও পার করিস নি! না ওস্তাদ, আপনার কথা সত্য। (মাঝির প্রস্থান) তারা আমাদের দূরে থেকে দেখ্‌তে পেয়েছে। দেখে সরেছে! আমি তাদের পাকড়াও করবার দোসরা ব্যবস্থা করছি। আপনি আমার সঙ্গে আসুন।

পীর। যো হুকুম, যো হুকুম জনাবালি!

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তরুতল।

হায়দারি।

গীত।

তুঝসে হাম্‌নে দিলকো লাগায়া,
যো কুছ হায় সব তুঁহি হায়।

হায়! এস প্রিয়—এস মধুময়! শূন্য হৃদয় পূর্ণ ক'র্‌তে একবার এস। এস প্রিয়ের প্রিয়, তোমরা কোথা আছ একবার এস! আমি তোমাদের পেয়ে আমার প্রিয়ের আগমন সুখ অনুভব করি। দুনিয়ার যেদিকে চাচ্ছি, সেই দিকেই যেন একটা অসহ্য উত্তাপ আমার চোখের জ্বালা উৎপন্ন কর্‌ছে। কোথায় আছিস আয় ভাই—তোরা কোথা আছিস আয়। আলিঙ্গিতে বাহু প্রসারিয়ে আমি ব্যাকুল প্রত্যাশী বসে আছি।

(গাউস খাঁ ও মালেকার প্রবেশ।)

গাউস। তাই'ত মালেকা করি কি? অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, বন্ধু ত ফিরল না। আমরা জায়গা ছেড়ে চলে এসেছি, সে হয় ত আমাদের খুঁজছে; আমার ত তাকে খোঁজা কর্ত্তব্য?

মালেকা। সে কথা আর ব'ল্‌তে!

গাউস। কিন্তু তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরি কেমন করে? অথচ তোমাকে কোথাও রেখে যেতে সাহস কর্‌ছি না। বুঝতে পারছি, এ নবাবটী বড়ই কুৎসিৎ চরিত্রের লোক।

হায়। কেমন ক'রে বুঝ্‌লে?

গাউস। তাই ত! কে একজন গাছতলায় দাঁড়িয়ে রয়েছে না।

মালেকা। তাই ত দেখ্‌ছি।

হায়। দেখ্‌ পাগলা! নিজে প্রত্যক্ষ না জেনে, কখন কারও ওপর দোষারোপ করা উচিত নয়। দিব্য দিবালোকে উন্মুক্ত চক্ষুই যে অনেক সময় ভুল দেখে, তা জানিস্? তবে যাকে দেখিস্‌নি, কখন যার সঙ্গে ব্যবহার করিস্‌নি, তার চরিত্র সমালোচনা করে অপরাধী হ'স্ কেন?

গাউস। তাই ত! এ ত এক ফকীর! কিন্তু ফকীর কি ব'ল্‌লে? কাকে ব'ল্‌লে? একি

আমাকে? আমিও ত যাকে দেখিনি, যার সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরোক্ষে এক দিনের জন্যও কোন ব্যবহার বিনিময় করিনি, তার চরিত্র সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'য়েছিলুম! হজরৎ—সেলাম!

হায়। সেলাম!

গাউস। আপনি ত দেখ্‌ছি একা—তবে কার সঙ্গে কথা কইছিলেন?

হায়। তুমিও ত দেখ্‌ছি একা, তবে তুমি কার সঙ্গে কথা কইছিলে?

গাউস। আমার সঙ্গী আছে।

হায়। আমারও সঙ্গী আছে।

গাউস। কই আর কাউকেও দেখ্‌তে ত পাচ্ছি না!

হায়। তবে একা!

মালেকা। এঁকে ত ফকীর দেখ্‌ছি। তা হ'লে আমাকে এঁরই আশ্রয়ে রেখে যাও না!

গাউস। তুমি পাগল হ'লে মালেকা! নবাবের অসংখ্য অনুচর। তারা তোমাকে ধরতে এলে, উনি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বেন? মাঝ থেকে ফকীর সাহেবকে বিব্রত ক'রবে।

মালেকা। তুমিও একা। নবাবের লোক যদি আমায় ধর্‌তে আসে, তুমি কি রক্ষা ক'র্‌তে পার্‌বে?

গাউস। জান যতক্ষণ থাকবে, ততক্ষণ ত কেউ তোমার গায়ে হাত দিতে পার্‌বে না।

মালেকা। তাতে আমার লাভ কি? তোমার জান গেলে ত আমার গায়ে হাত দেবে। তখন তোমার শোক আর ইজ্জতের ভয়, দু'য়ে পড়ে আমাকে যে পাগল ক'রে তুলবে, তার কি? যদি সঙ্গে মর্‌বার সুবিধা না পাই?

গাউস। তাই ত, ঠিক ব'লেছ ত মালেকা!

মালেকা। ধর্ম্মবলকে সন্দেহ কর কেন?

গাউস। ফকীর সাহেব! আমার স্ত্রীকে কিছুক্ষণের জন্য আশ্রয় দেবেন?

হায়। আমার আশ্রয়ে রাখ্‌তে সাহস হবে?

গাউস। নিরুপায়ে সাহস ক'র্‌তে হচ্ছে।

হায়। তা হ'লে, রেখে যাও।

মালেকা। আমার মন বল্‌ছে আপনার আশ্রয়ে থাক্‌লে নিশ্চিন্ত হ'তে পার্‌ব।

হায়। তোমার মনকে তুমি বিশ্বাস কর?

মালেকা। বিশ্বাস করা উচিত কি অনুচিত, আপনি বলে দিন জনাবালি!

হায়। তা আমি বল্‌তে পারব না বিবি! বিশ্বাস কর—থাকতে পার। তা নইলে, যদি তোমার কোন বিপদ ঘটে, তোমার স্বামী মনকে কিছু না বলে, এ গরীব ফকীরকে যেন উৎপীড়ন না করে।

মালেকা। কি ক'র্‌ব হুকুম কর?

গাউস। আমি যতক্ষণ না ফিরি, তুমি ফকীরের কাছেই থাক। মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে হজরৎ আমি আমার স্ত্রীকে আপনার চরণাশ্রয়ে রেখে গেলুম।

হায়। কতক্ষণে ফির্‌বে মিয়া?

গাউস। তা কেমন ক'রে ব'ল্‌ব জনাবালি? যাচ্ছি, ফেরাফিরি ঈশ্বরের হাত। ক্ষণ হ'তে পারে, দিন হ'তে পারে, বরাবর হ'তে পারে। যদি না ফিরি আপনার কাছেই থাকবে।

হায়! বেশ, রেখে যাও। (গাউসের প্রস্থান) এস মা, কাছে এস।

মালেকা। একটু চিন্তায় পড়্‌লুম যে হজ-রৎ! স্বামী কি বিপদে পড়বেন?

হায়। সে চিন্তায় লাভ কি মা? তোমার স্বামী ফেরে, আবার তার সঙ্গী হবে, না ফেরে আমার সঙ্গী হবে। এই তোমার স্বামী তোমাকে আমার কাছে এক রকম গছিয়েই

গেল! নাও মা, বসে একটী গান শোনাও দেখি। বহুক্ষণ তপ্ত মরু-ভূমিতে ঘুরে প্রাণটা আমার নীরস হ'য়ে গেছে।

মালেকা। আমি গান গাইব?

হায়। কেন দোষ কি?

মালেকা। আমি গান জানি, আপনি জান্‌লেন কেমন ক'রে?

হায়। আমার জানবার প্রয়োজন নেই। তুমিই জান, তুমি জান কি না।

মালেকা। অতি সামান্যই জানি।

হায়। বেশ, অতি সামান্যই গাও।

মালেকা। কি গান গাইব?

হায়। তোমার যা খুসী।

মালেকা। না বাবা! আপনি বাৎলে দিন।

হায়। বেশ, দিল্লীতে নিজের বাড়ীর বারান্দায় বসে, এক দিন যে গান শোন্‌বার জন্য তুমি ব্যাকুল হ'য়েছিলে, সেই গান গাও।

মালেকা। (পদতলে পড়িয়া) হজরৎ! উ আপ্ হায়?

হায়। ওঠ মা! আমার পিপাসিত কর্ণকে শীতল কর।

মালেকা। সে গান জানি না যে বাবা!

হায়। আপনিই স্ফুরণ হবে—প্রথম কলি ত জানা আছে। গাও।

মালেকা। যো হুকুম হজরৎ।

গীত।

মনুয়া তেরী গুজর গেঁই গুজরাণ রে।
কই দিন লঙ্গে তঙ্গে রহে না, কই দিন শাল দোশালা অঙ্গে,
কই দিন ভালো চঙ্গে রহে না, কই দিন থর্ব ভগবান রে॥
কই দিন রিধা সিধা খাদা, কই দিন দুধ মলিদে খাদা,
কই দিন পাত পাতোড়া ব'ধা, কই দিন তোড়া তান রে।
কই দিন মহল দু মহলমে ঠারি, কই দিন বাগবাগিচে বাড়ী
কই দিন রহে না জঙ্গল ঝাড়ি, কই দিন ঝাড় ময়দান রে।
হিলি মিলি রহে না দেখে খানা, নেকী কাম শিখাতে রহে না
জাগরিত রহে না রহে না কি স্বপনা এহি গাত মস্তান রে॥

নেপথ্যে। চার দিকের মোহাড়া আগ-লাও। আর পালাবে কোথা?

মালেকা। বাবা! আমাকে ধর্‌তে আস্‌ছে যে!

হায়। এতক্ষণ তোমার সন্ধান ক'র্‌তে পারেনি। তোমার গান শুনে সন্ধান পেয়েছে।

মালেকা। আপনি যে গান গাইতে হুকুম কর্‌লেন!

হায়। তোমার গান শুনতে বড়ই ইচ্ছা হয়েছিল। তোমার গান শুনবো বলে একদিন আমি ব্যাকুল হয়ে দিল্লীর প্রান্তরে বেড়িয়েছি।

মালেকা। তার পর?

হায়। তার পর খোদা।

মালেকা। তাহ'লে আপনি গাইয়ে আমাকে ধরিয়ে দিলেন বলুন?

হায়। আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন? তুমি বুদ্ধিমতী, নিজেইত বুঝ্‌তে পারছ।

মালেকা। হা আল্লা! কি করলুম? তা হ'লে নবাবের লোক ধরতে এলে আপনি নিষেধ করবেন না?

হায়। নিষেধ করলে, তারা শুন্‌বে কেন?

মালেকা। বাধা দেবেন না?

হায়। বাধা দেবার আমার ক্ষমতা কি?

মালেকা। তা হ'লে কথার মারপেঁচে আমার স্বামীকে প্রতারিত করলেন?

হায়। কথা এক—শুধু তার মারপেঁচেইত দুনিয়া চলছে মা!

মালেকা। দোহাই হজরৎ আপনি আমাকে রক্ষা করুন।

হায়। রক্ষাকর্ত্তা ঈশ্বর।

মালেকা। দোহাই হজরৎ, আপনি ইচ্ছা কর্‌লেই পারেন।

হায়। যাতে আমার অনধিকার, তা করব কেন?

মালেকা। তাইত, কি করলুম? স্বামী যে আমাকে কাছছাড়া করতে চাননি! আমিই যে উপযাচিকা হয়ে, তাঁকে এর কাছে রেখে যেতে বাধ্য করলুম!

নেপথ্যে। বাতী, বাতী—একটা বাতী।

মালেকা। পালাবো না, পালিয়েই বা এদের হাত থেকে কেমন করে নিস্তার পাব? ফকীর যদি নবাবের গুপ্তচর হয়, তা হ'লেত পালাবার চেষ্টা করাই বৃথা। না, না মন! বিশ্বাস ক'রে মহতের আশ্রয় নিলি, আশ্রয় পেয়ে বিশ্বাস ফেলে দিস্ কেন? নে এই ছদ্মবেশী গুরুর পদপ্রান্ত হতে পরিত্যক্ত বিশ্বাস আবার কুড়িয়ে নে।

(নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। তোরা সব দূরে দাঁড়িয়ে থাক, গোলমাল করিস নি! আমি সহজেই কাজ নিষ্পত্তি করছি। ধরবে পুঁটি মাছ, তাতে বিশ পঞ্চাশটা 'পোলো' বেরিয়েছে। একটা খুচরো বাই আগে থাকতেই সুপথ চিনে দুটো উচক্কা ছোঁড়ার সঙ্গে বাড়ীর বার হয়েছে, তাকে ধরতে কতকগুলো মামদোয় পড়ে যেন দামড়া লাফ লাফাচ্ছে। নে, সব ওইখানে খাড়া থাক্। বা! বা! তাইত বলি কোথায় ছুঁড়ীটা গেল? খবর পাবামাত্রই ছুটেছি। লোকের ঘর, পথ ঘাট চটি মাঠ আতিপাতি করে খুঁজেছি। আমাদের ঘরের লোকের কাছে আটকা পড়েছে, তা কেমন ক'রে জানবো? আর কষ্ট কেন সা'জী, হুকুম কর, বিবিকে তুলে নিয়ে যাই।

হায়। যাও মা!

মালেকা। কোথায় যাব?

হায়। এই বিবিকে জিজ্ঞাসা কর।

মালেকা। কোথায় যাব বিবি?

নাকী। সমস্তই বুঝে ন্যাকা সাজছ কেন? এর পরে কি তুমি আমাকে তোমার দৌলতের বক্‌রা দেবে? সাঁইজী। বিবিকে একটু আশীর্ব্বাদ দিয়ে দাও, যেন যাবামাত্রই নবাব সাহেবের সুনয়নে পড়ে।

হায়। বেশ আশীর্ব্বাদ করছি।

নাকী। বস্, তবে আর কি! আশীর্ব্বাদ—খাঁটী পটোল—ফলের সঙ্গে ফুল—নাও চল।

মালেকা। এইও শয়তানি! আমায় ছুঁস্‌নি।

নাকী। কি ফকির সাহেব! তোমার সুমুখে কি জবরদস্তি করে নিয়ে যেতে হবে?

হায়। মা! ওরা বল প্রয়োগ করলে তুমি ত আত্মরক্ষা করতে পারবে না।

মালেকা। আপনি যেতে বল্‌ছেন্?

হায়। তোমার ইচ্ছা!

মালেকা। ফকীর! তোমাকে হজরৎ বলে সম্বোধন করেছিলুম, গুরু বলে আশ্রয় নিয়েছিলুম।

হায়। ভুল করেছিলে মা। হজরৎ তোমার হৃদয়ে, তাঁর আশ্রয় নাও।

মালেকা। ভাল, সেলাম।

হায়। সেলাম।

(বেগে পীর খাঁর প্রবেশ)

পীর। মিলেছে বিবি, মিলেছে?

নাকী। মিলবে না ত কি কালোয়াৎ সাহেব? নাকীর নাকে রূপের গন্ধ—মিলবে না?

পীর। ইয়া আল্লা—মাসাল্লা! এ জটী সাম্নুমান্‌লে জাদিয়া খাঁ গম তেরে, মেয় তেরে।

নাকী। শুধু তেরে করলে হবে না। শিগ্‌গির উজীর সাহেবকে খবর দাও।

[পীরখাঁর প্রস্থান।

মালেকা। তাইত কি করলুম? অনাশ্রিতা হ'য়ে কাকে ধরলুম? মনের কথায় বিশ্বাস ক'রে ফকীর তোমাকে আপনার জ্ঞান করেছিলুম। সেই মন টলছে, কত বিভীষিকার কথা আমার কাণে তুলছে। খোদা তুমি আছ, হৃদয় মাঝে সূত্র ধরে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার মনকে টান দিচ্ছ। জীবের মঙ্গলবিধাতা! শুধু তোমার ভরসা।

[হায়দারি ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

হায়। একদিন না একদিন ঘরের মন ঘরে ফিরবে। তবে সাহস করে হৃদয় ধ'রে, যা মালেকা চলে যা। সাহস হারালে সব হারাবি। সাহস ধ'রে দুনিয়া পাবি। [প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

উদ্যানের বহির্ভাগ।

সরফরাজ ও বাখর।

সর্। দেখ্ বাখর! প্রথম দিনটে আমি ছদ্মবেশে এলুম।

বাখর। বেশ করেছেন জাঁহাপনা।

সর্। এখনও দরবারে বসিনি; সুতরাং এখনি এত প্রকাশ্য হওয়াটা ভাল নয়।

বাখর। তাতো ঠিক কথা।

সর্। তবে আমাকে না জিজ্ঞাসা ক'রে উজীর এত রোসনাই করলে কেন?

বাখর। তাতে কি? লোকে জানছে কাল নবাব দরবারে বসবেন, তাই সহরে আজ আলো দিয়েছে।

সর্। দেখ, ফর্‌রাবাগে আমি এর পূর্ব্বে কখন আসিনি।

বাখর। কেন জাহাপনা?

সর। পিতার কুকীর্ত্তির লীলাভূমি ব'লে মা আমাকে আসতে দিতেন না।

বাখর। আপনি এখানে থাকতে পারবেন না।

সর। রাবিয়া নিশ্চয়ই খুব কাঁদছে!

বাখর। না হুজুরালি, আপনি কিছুতেই এখানে থাক্‌তে পারবেন না।

সর। কেন পারবো না? না পারলে আমার নবাবী থাকবে না। নবাবরা ত দুশো পাঁচশো বেগম রাখে। তবে রাবিয়া কাঁদবে কেন? আমি পোনেরশো বেগম রাখবো।

বাখর। না ম'লে আমিও তা দেখবো!

সর। বেশ তুই যা, উজীর কি আনলে খোঁজ নে। আমি ততক্ষণ এদিক ওদিক একটু বেড়িয়ে বেড়াই। (বাখরের প্রস্থান) তাই ত, কি করি? বাগান-ভরা ফুল এক সঙ্গে ফুটেও এখানকার অপবিত্রতার গন্ধ দূর করতে পারছে না। কিন্তু রাজ্য! বড় প্রলোভনে আমাকে আকর্ষণ করছে! রাবিয়া কাঁদছে—কি জ্ঞানহারা হয়ে আমার অনুসরণ করছে, তারই বা ঠিক্ কি? কিন্তু প্রলোভন—রাজ্যের প্রলোভন! কই রাবিয়া তুমিও ত বল্‌তে পারলে না! রাজ্যের প্রলোভন তুমিও ত ত্যাগ করতে পারলে না! আমার ইচ্ছার ওপর ভার দিলে কেন? কেন বললে না, আমি রাজ্য চাই না, তোমায় চাই। আর হয় না—লীলারঙ্গরসে ডুব দিতে আমি সরোবরের মাঝে এসে পড়েছি। আর হয় না! যদি এসো—ফিরে যাও। যদি একান্ত তীরে ফিরতে চাও—খোদার আশ্রয় নাও।

(মর্ত্তজার প্রবেশ)

মর্ত্তজা। জনাবালি!

সর। কে আপনি?

মর্ত্তজা। আমি বিদেশী।

সর। কোথায় আপনার বাস?

মর্ত্তজা। বাস পূর্ব্বে বোখারায় ছিল। বহুকাল দিল্লীতে ছিলুম।

সর। এখানে কি মনে করে এসেছেন?

মর্ত্তজা। মনে যে একটা বিশেষ কিছু ক'রে আসা, তা বলতে পারি না। আমার একটী বন্ধু নবাব সরকারে চাকরীর চেষ্টায় এসেছেন। আমি তাঁর সঙ্গে এসেছি। এখানে পৌছিতে রাত্রি হয়ে গেল। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী আছে। অপরিচিত স্থান বলে তিনি পার হ'তে ইচ্ছা করলেন না। তাই আজ রাত্রের মতন আমরা এখানে রয়ে গেলুম।

সর। কিছু কি জান্‌তে চাচ্ছিলেন?

মর্ত্তজা। আপনি এখানকার কে?

সর। আপনি কি নবাবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা করেন?

মর্ত্তজা। তাঁর চরিত্র না জান্‌লে, দেখা ক'রে কি ক'রব?

সর। তবে আমার কাছে আপনার বন্ধুর স্ত্রীর কথা তুললেন যে?

মর্ত্তজা। আপনা হ'তে কোনও অনিষ্ট হবে না। আমি লোকের মুখ দেখে মন বুঝতে পারি।

(গাউস খাঁর প্রবেশ)

মর্ত্তজা। একি বন্ধু, তুমি এখানে যে!

গাউস। যাক্, অবশেষে অন্ততঃ তোমাকেও খুঁজে পেয়েছি। কাছে এস, শোন।

মর্ত্তজা। মালেকাকে কার কাছে রেখে এলে?

গাউস। বলছি—কাছে এস শোন।

মর্ত্তজা। তুমি নিঃসঙ্কোচে এঁর কাছে বল্‌তে পার। এঁকে আমাদের একজন বন্ধু বলেই মনে কর।

গাউস। বিশ্বাস ক'র না।

সর। বল ত ভাই, তোমার নির্ব্বোধ বন্ধুকে বুঝিয়ে বল ত। ও মুখ দেখে লোকের মন বুঝ্‌তে পারে।

মর্ত্তজা। ব্যাপারখানা কি বল? ভীরুর মতন গোপনে বল্‌তে চা'চ্ছ কেন?

গাউস। পাষণ্ড নবাব লোক দিয়ে আমার স্ত্রীকে ধরে এনেছে।

মর্ত্তজা। তুমি কি মরেছিলে?

গাউস। তোমার ফির্‌তে বিলম্ব দেখে আমি তোমাকে খুঁজতে এসেছিলুম।

মর্ত্তজা। স্ত্রীকে একলা রেখে?

গাউস। তবে আর বলছি কি? দুনিয়াকে বিশ্বাস ক'র না! এক ফকীরের আশ্রয়ে তাকে রেখে এসেছিলুম।

সর। এ দুর্ব্বুদ্ধি তোমার হ'ল কেন মিয়া? যে নিজে আশ্রয়হীন, তার আশ্রয়ে তুমি কি বিশ্বাসে স্ত্রীকে রেখে এলে?

গাউস। বিশ্বাস! কি বিশ্বাসে রেখে এসেছিলুম, তা শুনলে আপনি আমাকে পাগল বলবেন। কথার কৌশলে ফকীর আমার ও আমার স্ত্রীর মনে এমন একটা অপূর্ব্ব বিশ্বাস উৎপন্ন করে দিলে যে, স্ত্রীকে তার আশ্রয়ে রেখে দিলুম। রেখে যেন নিশ্চিন্ত হলুম। মনে হ'ল, দুনিয়ার কোন শক্তিমান তার কাছে থেকে আমার স্ত্রীকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না। তারপর ফিরে এসে দেখলুম, ফকীরও নেই— স্ত্রীও নেই। শুনলুম নবাবের লোকের হাতে আমার স্ত্রীকে দিয়ে ফকীর সরে পড়েছে।

সর। ফকীর না থাকতে পারে, তোমার স্ত্রী না থাকতে পারে; কিন্তু তুমি ত আছ?

তোমার মন ত আছে? সে মনে একবার বিশ্বাসের বীজ বপন করে আবার তাকে তুলে ফেলছ কেন? ফুলের সৌগন্ধে আপনাকে সুখী করতে ধৈর্য্য না থাকে, অন্ততঃ অঙ্কুর বেরুবার অবসর দাও।

মর্ত্তজা। মিয়া সাহেব! এ গরীবের আবেদন শুনবেন?

সর। কি বলুন?

মর্ত্তজা। আপনার সেরেস্তায় এ গোলামকে একটা নকুরি দেবেন?

সর। আমার সেরেস্তায়? কি কাজ করবে মিয়া?

মর্ত্তজা। যা বলবেন—নকলনবিসী—তাও না দিতে চান, সামান্য ভৃত্য যে কাজ করে সেই কাজ।

সর। তা হ'লে মিনি মাইনেতেও রাজী নাকি মিয়া?

মর্ত্তজা। তাতেই যদি আপনার মত হয়, তাই!

সর। গরীবের প্রতি এত মেহেরবানি কেন মিয়া?

মর্ত্তজা। আপনি দেবেন কি না বলুন?

সর। নবাব সরকারে চাকরি কর ত দিতে পারি।

মর্ত্তজা। নবাব? আমি যদি তাকে দেখতে পাই, এখনি আমার বন্ধুর অপমানের শোধ নিই।

সর। তোমার কি মিয়া?

গাউস। যদি দেখিয়ে দিতে পারেন, আজীবন আপনার গোলাম হয়ে থাকি।

সর। তা হ'লে চল, আগে নবাবকেই দেখিয়ে দিই। (সকলের প্রস্থান।)

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

নাচঘর।

পীর খাঁ ও নর্ত্তকীগণ

গীত।

ভেল রঙ্গিলা আঁখি সখীরী দীঘল রজনী জাগি।
হিয়া থির নেহি, ঘন কম্পই, পিয়া পরশ অনুরাগী॥
অঙ্গহি মে চড়ি, চলত গির পড়ি,
ক্যায়সে রহব উনে ছোড়ি—
শিথিল কবরী ভেলি, রাঙ্গা বাস খসি গেলি,
ভাগল মদন দুখ ভাগী।
মরম সরম ছোড়ি পিয়া লাগি পিয়া লাগি।

(আহম্মদ ও বাখর খাঁর প্রবেশ)

আহ। এ কেলোয়াৎ সাব্! গান বন্ধ করুন, হুজুরালি আস্‌ছেন।

পীর খাঁ। হুজুরালি—হুজুরালি!

(নর্ত্তকীগণের প্রতি শিখাইবার ইঙ্গিত)

আহ। দেখুন আমি সব গুছিয়ে গাছিয়ে চললুম। হুজুরালি এলে যেন ফুর্ত্তির কোন ত্রুটী না হয়। আর দেখুন, সেই নয়া বিবি এলে, তাকে তোমরা সব বেগমের মতন আদর করবে।

বাখর। যো হুকুম। তবে কালোয়াৎ সাহেবকে একটা কথা বলে যান। কোথায় কিছু নেই হঠাৎ কথার মাঝ খানে যেন 'ম্যায় তেরে' করে না উঠেন।

পীর। নেহি জনাবালি! গোলাম ত বে-তমিজ নেহি হ্যায়। বেতালা হাম কভি নেহি গায়েঙ্গে।

বাখর। ওইটে আপনি বুঝিয়ে বলে যান! না হ'লে মজলিসের মাঝ খানে পাঁচটা রংদার কথার ভেতরে মেয় তেরে করে পেটের পিলে যে চমকিয়ে দেবেন, তা হবে না।

আহ। আহা! কালোয়াৎ সাহেবকে কিছুই বলে দিতে হবে না। কালোয়াৎ সাহেব তালে ঠিক আছেন।

বাখর। বস্, তা হ'লেই হ'ল!

[আহম্মদের প্রস্থান।

পীর। কেয়া! হাম আনাড়ি হায়?

বাখর। আরে বাপ, আনাড়ি হবে কেন ফৌজদার সাহেব? আপ্ সানাড়ি হায়। কিন্তু তাতে কেয়া হায়! মানুষ মাত্রেরইত একঠো পেট হায়? আর সে পেটমে ত একটা করে পিলে হায়?

পীর। আলবৎ হায়।

বাখর। ও শালা আনাড়ি হায়—

পীর। বেসক!

বাখর। ও শালা আপকো ওস্তাদী সম্ঝতা নেই। ও শালা আপকো ওস্তাদী গান শুনলেই চম্কাতা হায়।

পীর। ঠিক বোলা।

বাখর। এসিকো ওয়াস্তে ও শালার ভদ্র মজলিসে ঠাঁই নেই হোতা।

পীর। ও শালাকো কভি ঠাঁই নেই হোগা।

বাখর। তাই পেটকা ভিতরমে মুখ লুকায়কে রয়তা হায়।

পীর। ঠিক বোলা ভেইয়া। ও শালা কাহে পেটমে ডেরা কিয়া?

বাখর। নাক বাহারমে হায়, দোঠো কাণ বাহারমে হায়, আঁখ হায়, হাত পা গুলো সব হায়, আর ও শালা ভিতরমে ক্যা করতা? উসকো হুঁয়া কুচ কাম নেহি।

পীর। কুচ নেহি।

বাখর। যকৃত রস দেতা হায়, ফুসফুস দম লেতা হায়, কলেজা ধুকধুক করতা হায়—ও শালা ক্যা করত?

পীর। কুচ নেহি। সচ্ বোলা—ইসিকো ওয়াস্তে শালা লাথ খাতা হায়, আউর ফাট যাতা হায়।

বাখর। এই, আভি আপ্ সমঝা।

পীর। হাম বরাবর সমজদার হায়। ম্যায় তেরে—

বাখর। আবার?

পীর। ভুল হোগিয়া ভেইয়া, ভুল হোগিয়া। আরে, হুজুরালি আতা হায়।

(সরফরাজ, ওমরাওগণ ও আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। হুজুরালি, ফুরসৎ নিন্। আপনার মহামান্য পিতা পোনেরো বৎসর এই ফররা বাগে আনন্দ উপভোগ করে গেছেন, এক দিনের জন্য এ বাগানে আমোদের বিরাম হয়নি। মৃত্যুর পূর্ব্ব দিন পর্য্যন্ত তিনি এই বাগানে। শেষ মুহূর্ত্তে কেবল ঘরে গিয়েছিলেন, তার পর এইখানে আবার তাঁর সমাধি। মৃত্যুর পরও তিনি এস্থান ত্যাগ করতে পারেন নি। কেবল সাত দিন এ বাগান অন্ধকার ছিল।

সর। আমি নবাব হ'লে ফররা বাগ দুনিয়ার লোকে দেখতে পেত কিনা সন্দেহ! এ পরীর বাসযোগ্য স্থান—আমি এর মর্য্যাদা কি রাখতে পারবো?

আহ। খুব পারবেন হুজুরালি।

আহ। নাও, বিবি জানেরা জাঁহাপনাকে সব খুসী কর। বহুৎ বক্‌সিস মিল যাগা। হুজুরালি! গোলামকে তাহ'লে অনুমতি করুন, বিদায় হই।

সর। আপনি বিদায় নিচ্ছেন কেন?

আহ। আজ্ঞে হুজুরালি! আমি হজ করে এসেছি—দুনিয়ায় একরূপ ফকীরীই সার করেছি। ফকীরত এস্থানে থাকবার যোগ্য নয়।

[প্রস্থান।

সর। বেশ, আমরাত থাকবার যোগ্য। কি বল কালোয়াৎ?

পীর। আলবৎ! বরাবর জাঁহাপনা-বরাবর!

সর। কিন্তু কালোয়াৎ, তুমি আমার বাপের সঙ্গে ইয়ারকি দিয়েছিলে!

পীর। হাঁ জাঁহাপনা দিয়েছিলুম—হরদম্ দিয়েছিলুম্।

সর। তা হ'লে আমার সঙ্গে কেমন্ ক'রে ইয়ারকি দেবে?

বাখর। ইয়ারের কি বয়স হয় জাঁহাপনা?

সর্। বা! বা! আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

সকলে। আচ্ছা বাৎ হ্যায়।

পীর। জাঁহাপনা! আপনার বাপকে এ গোলাম খুসী করেছে, আবার আপনাকে খুসী করবে।

সর্। তা হ'লে পিয়ারের সামগ্রী কি এনেছ, জল্‌দি নিয়ে এস।

পীর। যো হুকুম। [পীরখাঁর প্রস্থান।

(নর্ত্তকীগণের গীত)

দেখেছি গো তারে অতি দূরে।
যেমন দেখা ছবি আঁকা, দূর হ'তে প্রাণ সঁপেছি তারে।
সে যদি এখন কাছে আসে, কি বলে তারে বসাই পাশে!
কথা শুনে যদি হাসে—অশ্রুত মধু ভাসে—
তখনি মরমে যাবগো মরে।
দূরের বঁধু তুমি দূরে থাক, নিকটে এস না কথা রাখ,
(আমি) আপন রচিত সরমে জড়িত,
কাছে এলে দূরে যাব সরে;

(পীরখাঁর প্রবেশ)

পীর। এরে বাপ্—এরে বাপ্!

সর্। কি হ'ল—কি হ'ল কালোয়াৎ?

পীর। ও আওরৎ নয়, জাঁহাপনা নেকড়ী—নেকড়ী!

সর। নেকড়ী কি?

পীর। হুজুরালি! আপনার জন্য বিবিকে আন্‌তে গেলুম। গিয়ে দেখি নাকী বিবি আপনার পাশের ঘরের দরজার সমুখে হুমড়ি হয়ে বসে নাকে হাত দিয়ে হুঁ হুঁ হুঁ হুঁ করছে। চারিদিক রক্তে একেবারে ভেসে যাচ্ছে।

সর্। কেন জানলে?

পীর। নাকী বিবি, বিবি সাহেবকে তোয়াজ করতে যেই কাছে গিয়েছে—অমনি সে তার নাকে এক থাবা মেরেছে—নাক্‌ত গেছেই—এখন জান থাক্‌লে হয়।

সর্। তুমি কি তাই দেখে পালিয়ে এলে?

পীর। না জাঁহাপনা, আমি পালিয়ে আসিনি। বিবিকে আনবার জন্য যেই দোরটা খুলে ঘরটার ভেতর মাথাটা গলিয়েছি, অমনি পাশের দিক থেকে ঝাঁপ মেরে গালে এক থাবা। হুজুরালি! সেত থাবা নয়—ঝাঁপতাল।

সর্। তুমি বুঝি সেই খবর দিতে এলে! আর ওদিকে বাঘিনী পিঁজরে ভেঙ্গে পালাল—কেমন?

(নাসিকায় বস্ত্র দিয়া বেগে নাকী বিবির প্রবেশ)

নাকী। হুঁ হুঁ (ইঙ্গিতে দোরে শিকল দেওয়া প্রকাশ) যেঁতে দিইনি—যেঁতে দিইনি।

বাখর। দরজা বন্ধ করে দিয়েছ?

সকলে। দিয়েছ? (নাকীর ইঙ্গিতে প্রকাশ)

সর। বহুত আচ্ছা নাকীবিবি—বহুত আচ্ছা। তুমিই আজকে নবাবের মান রক্ষা ক'রেছ। নইলে এত লোক জন থাক্‌তে সে বিবি যদি পালিয়ে যেত, তা হ'লে নবাবের অপমান রাখ্‌তে আর ঠাঁই থাকৃত না!

বাখর। কুচ পরোয়া নেই বিবি, যদিই নাক দিয়ে থাকো, সোনা দিয়ে তা বাঁধিয়ে দেব। নাকী, তোমায় ফাঁকি দিয়ে যেতে দেব না।

সর্। ভাই সব—কিছু কালের জন্য অপেক্ষা কর, আমি বাঘিনীকে পোষ মানাতে চল্লুম।

বাখর। একলা যাওয়া হবে না জাঁহাপনা—গোলাম সঙ্গে যাবে।

সর্। বেশ ইচ্ছা হয়, আস্‌তে পার।

[নাকী, সরফরাজ ও বাখরের প্রস্থান।

১ম ওম। কি কালোয়াৎ সাহেব! নেক-ীর পিছন পিছন যদি নেকড়ে আসে?

পীর। আনে দেও, হাম উস্‌কো দেখ্‌লেঙ্গে—

(তরবারি হস্তে, গাউস ও মর্ত্তজার প্রবেশ)

গাউস। পাষণ্ড শয়তান নবাব! দুর্ব্বল বুঝে তুমি রমণীর ওপর বীরত্ব দেখাবে মনে করেছ?

সকলে। আরে সামাল, সামাল—(পীরখাঁ ব্যতীত সকলের পলায়ন)

মর্ত্তজা। এক ধার থেকে কাটতে সুরু কর—কাউকেও বাদ দিয়ো না। তোমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচারের শোধ নাও। (পীরখাঁকে ধরিয়া) এই যে শালা 'মেয় তেরে'!

পীর। দোহাই বাবা, তোমরা ভুল করেছ—চোদ্দ পুরুষে আমার মেয় তেরে নয়—

গাউস। তুই ন'স?

পীর। এই পরীক্ষা করে দেখ বাবা, সে শালার গাল ত এত ফুল নয়।

গাউস। না বন্ধু এ ত নয়!

মর্ত্তজা। তুই তাকে চিনিস?

পীর। খুব চিনি বাবা! সে শালা শয়তান। ভোলা যায় না বাবা।

গাউস। একটী স্ত্রীলোককে যে ধরে এনেছে, তাকে কোথায় রেখেছে জানিস?

পীর। জানি বাবা!

গাউস। যদি দেখিয়ে দিস্ তবেই তোকে রাখব, নইলে মেরে ফেলব।

পীর। তাহ'লে এস বাবা সঙ্গে এস।

মর্ত্তজা। আর সেই কালোয়াত শালাকে দেখিয়ে দিতে পারিস্?

পীর। সে শালা কি করেছে বাবা?

মর্ত্তজা। সেই শালাই যত নষ্টের মূল।

পীর। খুব দেখাব—সে শালাকে আগে দেখাব। শালা কেমন ক'রে আমার চেহারা নকল করেছে। তাতে মাঝে মাঝে বড়ই বিপদে পড়তে হয় বাবা। গাল ফোলা না থাকলে তোমরা ত আমাকে মেরেই ফেলেছিলে!

গাউস। এখনও তোমার বিপদ গেছে মনে কর না। যদি সে বিবিকে দেখাতে না পার, তা হ'লেও তোমার মৃত্যু।

পীর। এস বাবা, দেখাই এস।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। না, তুমিত পারবে না, তুমিত পারবে না! তোমার ও কমলোৎপল আঁখি থাকে থাকে দূর গগনের কোন আলুলায়িত গলিত-কাঞ্চন কুন্তলার কমল আঁখির ইঙ্গিতে ইঙ্গিত বিনিময় করে, তুমিত দুনিয়ার রূপে মুগ্ধ হতে পারবে না প্রাণেশ্বর!

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। একি রমণী! উন্মাদিনীর মত তুমি একি কাজ করেছ?

রাবিয়া। য়্যা? তাইত কি করেছি? কি করেছি ফকীর, কি করেছি খোদাবন্দ?

হায়। কাউকেও না জানিয়ে তুমি গৃহত্যাগ করেছ? আর কি করবে?

রাবিয়া। তাইত! কে আপনি?

হায়। আমি যে হই তুমি কে?

রাবিয়া। আমি? কে আমি—তুচ্ছ রমণী!

হায়। তুচ্ছ রমণী নও—বাঙ্গালার রাজশ্রী। এখনওত তোমার গৃহত্যাগের সময় হয় নি মা! পূর্ণ অধর্ম্ম এখনওত বাংলার অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করেনি—মস্তিষ্কে এখনও অস্তিত্ববোধের শক্তি

মর্ত্তুজা। পেছুব—আমরা পেছুব? দিল্লীর প্রবল প্রলোভন পশ্চাতে ফেলে আমরা সূর্য্যের উদয় স্থান অন্বেষণে বহির্গত হয়েছিলুম। আমরা সেই কিরণ-প্রস্রবণ-মূলে এসে পেছিয়ে যাব? পেছুব কেন জাঁহাপনা, এই যে অস্ত্রকে যোগ্য-স্থানে রক্ষা করছি। [পদতলে রক্ষা।

গাউস। এখনও যে আমি মনকে বিশ্বাস করতে পারছি না। মালেকা! মনের অসাধারণ বলের অহঙ্কার নিয়ে দিল্লী ত্যাগ করেছিলুম। মুরশিদাবাদ প্রবেশ-মুখে, আমি নিজের কাছে অপদস্থ, পরাভূত হলুম। কাল প্রাতঃকালে আয়নাতে নিজের এ অবিশ্বাসীর মুখ দেখতে আমার সাহস হবে না। মালেকা! আমি কি করলুম? তোমায় যে আমি তাঁর হাতে আ-জীবনের ভার দিয়ে এসেছিলুম? এরই মধ্যে আমি মিথ্যাবাদী প্রবঞ্চক হলুম? কি করলুম?

মালেকা। মূর্খ স্বামী! দাঁড়িয়ে আছ কেন? অস্ত্র উপঢৌকন দিয়ে এই চরণে আশ্রয় নাও।

মর্ত্তুজা। আর যে মহাপুরুষের উপর অ-বিশ্বাসের অপরাধ করেছ,দূর থেকে সেই ফকীরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাও। জাঁহাপনা! মনের মানুষ খুঁজতে সুদূর বোখারা থেকে হিন্দুস্থানে এসেছিলুম। এতদিন পরে এতদূরে তাঁকে পেয়েছি। আগেই মনের কথায় গোলামী নিয়েছি জাঁহাপনা! আপনি ত্যাগ করতে চাইলেও গোলাম আপনাকে ছাড়তে পারবে না।

মালেকা। কি করছ? আমার কথা শুনতে পাচ্ছ না? জাঁহাপনা ভগিনী সম্বোধনে আমাকে চরণে আশ্রয় দিয়েছেন। তুমি নিতে বিলম্ব করছ কেন?

সর্। আবার আশ্রয়? কিসের আশ্রয়—কার আশ্রয় মালেকা? প্রাবৃট্ রজনীর আঁধার ধারা বর্ষণে জর্জ্জরিত পথিক যদি কখন ভাগ্যবশে দীপালোকিত অট্টালিকায় আশ্রয় পায়, সে কি তা ত্যাগ ক'রে আবার তরুতল আশ্রয় করতে ইচ্ছা করে? বিপন্ন পথিক! আমিও তোমার মত নিরাশ্রয়! ভাই! তোমার ঈশ্বর কৃপায় প্রাপ্ত আশ্রয়ের একপার্শ্বে আমাকে একটু স্থান দাও।

গাউস। জাঁহাপনা! সে আশ্রয়ে শুধু আপনার অধিকার। আমি তা অবিশ্বাসে ত্যাগ করে এসেছি। এখন কৃতকার্য্যের জন্য আপনার কাছে শাস্তি ভিক্ষা করি।

সর্। বেশ, তা হ'লে, আজ নয়—কাল—দরবারে। বাখর!

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। এ সব কারা জাঁহাপনা?

সর্। কই বাখর? রক্ষা করতে সঙ্গে এলে, কিন্তু কই এ দুই আততায়ীর গৃহ-প্রবেশ ত তুমি রোধ করতে পারিলে না?

বাখর। মৃত্যুকে যে অন্দরের পথ দে নিমন্ত্রণ করে এনে বালিসের নীচে লুকিয়ে রাখে, তাকে রক্ষা করা এ গোলামের ক্ষমতা নয়! জাঁহাপনা আমি অস্ত্র ত্যাগ করলুম।

সর্। (অস্ত্র তুলিয়া) ক্ষমা কর বাখর! আমি তোমাকেও আজ মনের কথা গোপন করেছিলুম! এই নাও আমার ভগিনী মালেকা। এঁকে বেগমের সহচরী করে চেহেল্ সেতুনে রক্ষা কর। এই এঁর স্বামী, আর এই আমার বন্ধু। তুমি এদের সঙ্গে নিয়ে তিন সহচরে আমার শরীর রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত থাক।

বাখর। আগে প্রতিজ্ঞা করুন, গোলামকে নিয়ে এরূপ রহস্য আর করবেন না!

সর্। না—আজ থেকে তোমরা অন্তরঙ্গ।

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আহম্মদ।

আহ। মৃত্যুকে নিমন্ত্রণ করে ঘরে এনেছি। এখন যে আর অনুশোচনা করতেও সাহস করি না! পদ্মপলাশ মনে করে নাগিনীর ফণায় হাত দিয়েছি। পাপিষ্ঠা ধরা দেবার জন্যই যে ফররা বাগানের নিকটে বসেছিল, তাকি জানি? মূর্খ পীরখাঁর কথায় অগ্র পশ্চাৎ না ভেবে রজতলতা মনে করে নাগিনীকে গলায় জড়িয়ে আনলুম! ঠিক হয়েছে—আহাম্মুখি। নিজের উজীরীত খেয়ে ফেলেইছি, এখন ভাইয়ের ভবিষ্যতের আশা পর্য্যন্ত নিজ হাতে নির্ম্মূল করতে চলেছি। নিজে চিঠি লিখে পাটনা থেকে আলিবর্দ্দীকে আনতে হবে! এ রকম করে নিজের জালে নিজেকে জড়ান আমা ছাড়া আর কারও ভাগ্যে কখনও হতে শুনিনি! আমার নামের সাক্ষর দেখলে আলিবর্দ্দী মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করবে না—পত্র-পাঠ সে পাটনা পরিত্যাগ করবে। কি উপায়ে তাকে প্রকৃত কথা জানাই? দুই ভাইকে মুরশিদাবাদে এক সঙ্গে পেলে আমাদের বিনাশে নবাবকে আর অস্ত্র ধরতে হবে না। কি করলুম—কি করলুম? পা থাকতে পঙ্গুর মত বসে, হাত থাকতে হাত গুটিয়ে প্রাণ দেব? প্রতিকারের চেষ্টা নিজেকেই করতে হবে। ঘেসেটী! (ঘেসেটীর প্রবেশ) জেগেছ?

ঘেসেটী। জেগেই আছি। আপনার ফররা-বাগ থেকে ফেরা না দেখে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে পারিনি।

আহ। মা! আমাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুবার কার্য্যে ব্যাঘাত ঘটেছে।

ঘেসেটী। সে কি?

আহ। কেন এখন বলতে পারব না। বলবার অবকাশ নেই। আজ রাত্রেই তুমি পাটনা রওনা হতে পারবে?

ঘেসেটী। আপনি যে নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আদেশ করেছেন?

আহ। অবস্থার পরিবর্ত্তন হয়েছে, তুমি আমার একখানা পত্র নিয়ে এই রাত্রেই তোমার পিতার কাছে চলে যাও। নবাবের কাছে এখন গেলে, যদি তিনি তোমার কোন অমর্য্যাদা করেন, নীরবে চক্ষু জলে আমাকে সে অপমান সইতে হবে। তুমি এখন পাটনায় যাও।

ঘেসেটী। যো হুকুম!

আহ। আমি তোমার যাত্রার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। এস মা আমার সঙ্গে এস।

ঘেসেটী। বেশ চলুন।

নেপথ্যে। হুঁসিয়ার—খবরদার—হুজুর! খবরদার।

ঘেসেটী। একি হল? প্রহরী আপনাকে যেন সাবধান করছে না?

নেপথ্যে। খবরদার—খবরদার—বাচ্চা শয়তান—হুজুর, খবরদার।

আহ। তাইত ঘেসেটী, তাইত মা! নবাবের হুকুমে কেউ আমাকে হত্যা করতে আসছে নাকি?

ঘেসেটী। বুঝতে পারছি না, আপনি শীঘ্র এ ঘর পরিত্যাগ করুন।

আহ। হাঁ! পরিত্যাগ—কোন্ দিকে যাব? যদি সেই দিক দিয়েই ঘাতক এসে পড়ে?

ঘেসেটী। তাইত পিতৃব্য! আমিও কি করব, কোন দিক্ দে পালাব?

(জালিমের প্রবেশ।)

আহ। ও ঘেসেটী মারে যে, কে আছে দেখ না, খুন করে যে।

ঘেসেটী। খুন করলে—খুন করলে—চাচাকে খুন করলে—রক্ষা কর—রক্ষা কর।

(পলায়নোদ্যোগ)

জালিম। (ঘেসেটীর গমনে বাধা দিয়া) ভয় নেই বিবি সাহেব! আমি হত্যাকারী নই। আমি উজীর সাহেবের কাছে দরকারে এসেছি। এই অস্ত্র ফেলে দিলুম, আর কি আপনার ভয় আছে বিবি সাহেব? আপনিই কি উজীর সাহেব?

আহ। তোমার কি প্রয়োজন ভাই?

জালিম। আগে বলুন, আপনি উজীর কি না।

আহ। আমিই উজীর।

জালিম। এই বিবি সাহেবকে চলে যেতে বলুন।

আহ। একলা পেয়ে আমাকে হত্যা করবে নাকি?

জালিম। আপনি না জনাবালি, একটা দুনিয়ার মতন মুলুকের উজীর? আপনার এত প্রাণের ভয়!

আহ। ঘেসেটী চলে যাও।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

(আহম্মদের হস্তে জালিমের পত্র প্রদান)

আহ। (পত্র পাঠ) ইয়া আল্লা! একি! একি শুভ সংবাদ! ঘেসেটী—ঘেসেটী!

ঘেসেটী। কি খবর, কি খবর পিতৃব্য?

আহ। এই বালকবেশী দূতকে হৃদয়ে তুলে নাও। তোমার গলায়, তোমার অঙ্গে যা অলঙ্কার আছে সে সমস্ত এই বালককে উপহার দান কর।

জালিম। উপহার আমি নেব না।

আহ। নিতেই হবে। শুধু তাই নয়, হাজার মোহর তোমার সঙ্গে পাঠিয়ে দেব। বালক বীর। প্রবেশকালে তোমাতে মৃত্যু-দূতের মূর্ত্তি দেখেছিলুম। এখন তোমার রূপের প্রভায় আমার অন্তর পর্য্যন্ত আলোকিত হয়ে উঠেছে। যে ভাগ্যবানের পুত্র তুমি তাকে আমি অসংখ্য সেলাম করি। বক্‌সিস্ তোমাকে নিতেই হবে।

জালিম। কভি নেহি লেগা জনাবালি!

আহ। এত আনন্দ দিয়ে আবার মর্ম্মবেদনা কেন দিবি ভাই? পাটনা থেকে এত অল্প সময়ের মধ্যে খবর আনা জীন ভিন্ন পারে না।

জালিম। চিঠি আজ আসেনি—চিঠি কাল এসেছে জনাব!

আহ। কাল?

জালিম। কাল সন্ধ্যায়—আমার পিতা এই চিঠি এনেছেন। কাল তিনি বরাবর আপনার কাছে এসেছিলেন। আপনার দেখা পান নি। সারা রাত তিনি আপনার অপেক্ষায় বাড়ীর দেউড়িতে ঘুরেছেন। ভোরে এই পত্র আমার হাতে দিয়ে তিনি পাটনায় ফিরে গেছেন। আমায় বলে গেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি যেন এ চিঠির খবর জানতে না পারে। তাই জনাব আমি কাউকেও কোনও কথা কইতে পারিনি। আমিও সারা-দিন আপনার অপেক্ষায় ঘুরেছি।

আহ। আমার দুর্ভাগ্য—আমি কাল থেকে বাড়ীতে ছিলুম না। কোথায় ছিলুম, বাড়ীর পরিবারকে পর্য্যন্ত বলে যাইনি। আমার দুর্ভাগ্য, তোমার পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি। বালক! সারাদিন দুশ্চিন্তায় মর্ম্মবেদনায় আমার হৃদয় মথিত হয়েছে। তুমি সেই মর্ম্মবেদনাকে উল্লাসে পরিণত করেছ। বৃদ্ধ করজোড়ে তোর মেহেরবানি চাচ্ছে, পুরস্কার নয়—তোকে কিছু নজর দেবো—নিবি নি?

জালিম। মাফ করুন জনাবালি! পিতার আদেশ নাই।

ঘেসেটী। একবার তোকে বুকে করতেও পাব না?

জালিম। কতক্ষণ থাকবো মা! চিঠি দিয়েই আমার চলে যাবার আদেশ।

ঘেসেটী। তোমার বাপ্‌ও দেখতে আসছেন না!

জালিম। আমার অন্তর ত আমার সঙ্গে সঙ্গে দেখবার জন্য এসেছে। জনাবালি—সেলাম! মারিজী—সেলাম।।

[জালিমের প্রস্থান।

ঘেসেটী। একি বিচিত্র ছেলে! এমনত কখন দেখিনি বাপ!

আহ। দুনিয়ায় এর জোড়া নেই, কোথা থেকে দেখবে মা? ভয় নেই, তোমার বাপের লোক। ওদের পরিচয় জানতে আমার বিলম্ব হবে না।

ঘেসেটী। কি খবর জানতে পাব না?

আহ। তুমি জানবে না! অবশ্য জানবে। ভাই আমার একদিনে নবাবের চার হাজার রোহিলাকে নিজের করেছে। এই চিঠি পেয়ে আমি আজ যে খুসী হয়েছি, মুরশিদাবাদের মসনদ পেলে বুঝি এত খুসী হতুম না।

ঘেসেটী। বলেন কি?

আহ। আর তুমি পাটনাতেই যাও, কি এখানেই থাক—তোমার যা অভিরুচি।

ঘেসেটী। তা হ'লে চেহেল সেতুনে আর যাব না?

আহ। সে তোমার ইচ্ছা। তবে যদিই যাও, রাবিয়া বেগমের মুখ চেয়ে তোমাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না। নবাবের বল গেছে।

ঘেসেটী। বস্! এর চেয়ে সুখের সংবাদ আর আমি শুনতে চাই না।

আহ। যাও, নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও। রাবিয়া একটা অজ্ঞাতনামা নবাবের স্ত্রী, আর তুমি স্বনাম-ধন্য আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতা। নবাবের সমস্ত শক্তি এখন তার হাতে।

ঘেসেটী। তা হ'লে আজই একবার চেহেল সেতুনে যাব। রাবিয়ার দেমাক ভেঙ্গে দেবার, তাকে টিট্‌কারী দেবার এইত সময়।

[ঘেসেটীর প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

রমাবতী ও জালিম।

রমা। কিরে ছেলে চিঠি দিতে পার্‌লি?

জালিম। হাঁ মা, পেরেছি, একেবারে উজীরের হাতে দিয়েছি।

রমা। যাক্ এতক্ষণ পরে নিশ্চিন্ত হলুম। উজীর কি তোর সুমুখে চিঠি পড়লে?

জালিম। শুধু কি পড়লে মা? চিঠি পড়ে এমন আহ্লাদ আমি আর কখন দেখিনি। আহ্লাদে বুড়ো উজীর তার ভাইঝীকে সমস্ত অলঙ্কার খুলে আমাকে বক্‌সিস্ দিতে হুকুম দিলে। আমি যদি সর্ব্বস্ব চাইতুম, বুঝি বুড়ো আমাকে সর্ব্বস্বই বক্‌সিস্ দিয়ে দিত।

রমা। কেন, তাকি বুঝতে পেরেছিস?

জালিম। কেন মা?

রমা। ওরা নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

জালিম। তবে অমন পত্র বাবা আমাকে দিলেন কেন?

রমা। তিনি ত পত্রের মর্ম্ম জানেন না। আর তাতেই বা কি। তোমার পিতা না দিতেন, আর একজনও ত দিত। কিন্তু জালিম যড়যন্ত্র—

জালিম। তা হ'লে কি হবে মা! নবাবকে কি ওরা মেরে ফেলবে?

রমা। তা কেমন ক'রে বুঝব? তবে ষড়যন্ত্রে ওরা কতকটা কৃতকার্য্য হয়েছে, নইলে অত উল্লাস কেন?

জালিম। অমন নবাবকে মেরে ফেলবে?

রমা। তা কি করবে কেমন ক'রে বলব? তোর যদি সেই ভয়ই হয়, তা হলে তার কি প্রতিকার করতে পারিস চিন্তা কর। দেবতার কাছে অস্ত্রবিদ্যা শিখেছিস, সে কি শুধু শশকহত্যা করবার জন্য? তোর প্রাণদাতার প্রাণরক্ষার দায়িত্ব তোর—আমার কি?

জালিম। কেমন ক'রে রক্ষা করব বলে দাও না?

রমা। আমি তোকে বলে দেব বালক, তবে তুই প্রাণদাতার রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করবি? রাজপুতের ছেলে—কেন, তোর নিজের বুদ্ধিতে কি কিছু আসছে না?

জালিম। আসছে।

রমা। কি আসছে?

জালিম। ঘাতকের ছোরা যদি কখন নবাবের বুকে প্রবেশ করতে চায়, আগে সে আমার বুক দিয়ে প্রবেশ করবে।

রমা। বেশ তবে আর কি! মৃতের রাজ্য থেকে ফিরে এসেছিস্। সে রাজ্যের প্রবেশ-দ্বার রাজপুত সন্তানের জন্য চির উন্মুক্ত। দেখিস জালিম, মৃত্যুদূত কর্ত্তৃক ধৃত হয়ে মাথা হেঁট ক'রে, চোরের মতন যেন সেরাজ্যে প্রবেশ করতে না হয়। [উভয়ের প্রস্থান।

(হায়দারি ও রাবিয়ার প্রবেশ)

হায়। দেখলে, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলে কি মা?

রাবিয়া। দেখে, চক্ষু আমার জ্বলে গেছে। দোহাই ফকীর সাহেব, বোঝবার কথা নিয়ে আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না।

হায়। বেশ, এখন আমি কি করব বল।

রাবিয়া। চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, কন্যাকে সঙ্গে নিন্।

হায়। তুমি যে স্বাধীনা নও মা—তোমার স্বামী আছেন। তিনি মুলুকের মালিক।

রাবিয়া। কোথায় যাব? ঘরে ফিরতে গেলে যে লোক জানাজানি হবে। আমার গৃহত্যাগের কথা স্বামীর ত অগোচর থাকবে না।

হায়। বিবি সাহেব! বাগানে প্রবেশ করবার জন্য কি বলে তুমি আমার সাহায্য চেয়েছিলে, তাকি তোমার মনে আছে?

রাবিয়া। কি কথা, আমার মনে নেই যে ফকীর!

হায়। তুমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত হবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, আর সেই কথা শুনেই আমি তোমাকে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করিয়েছিলুম।

রাবিয়া। গেলুম, দেখলুম, কিন্তু কিছুইত বুঝতে পারলুম না!

হায়। সে তোমার নসীব।

রাবিয়া। কিন্তু হজরৎ! আপনার ত কিছুই অবিদিত নেই।

হায়। যদি তাই মনে কর, তা হ'লে নেই।

রাবিয়া। (পদতলে পড়িয়া) দয়াময়! তাহলে জ্ঞান-শূন্য কন্যার প্রতি দয়া করুন। আমি সমস্তই অন্তরাল থেকে দেখেছি। দেখে কিছুই বুঝতে পারলুম না। স্বামীর পরস্ত্রীর হাত ধরে চরিত্রহীনতার অভিনয় দেখে আমার কলজের পরদায় বাণ বিদ্ধ হয়েছে। বলুন দয়াময়, ভিক্ষা চাচ্ছি একবার বলুন, স্বামী কি আমার এখনও পর্য্যন্ত অকলঙ্ক সুধাকর?

হায়। কেন বৃথা প্রশ্ন করছ রমণী? অ-বিশ্বাসের চক্ষু মঙ্গলময় দিবাকরের শুভ্রজ্যোতিতেও মলিনতা দেখে।

রাবিয়া। আমি বিশ্বাস করব!

হায়। দুনিয়া তোমার স্বামীর চরিত্র সম্বন্ধে কি জানে?

রাবিয়া। চরিত্রহীন!

হায়। তুমি কি জানতে?

রাবিয়া। পবিত্র!

হায়। তা হ'লে শুনে রাখ নবাব-পত্নী, তুমিও দুনিয়া ছাড়া নও। সুতরাং বাহিরে থেকে দুনিয়ার চক্ষু নিয়ে মানুষ চিনতে যেয়ো না, ঠকে যাবে।

রাবিয়া। দোহাই, তা হ'লে লোকে না জানতে পারে এমন করে আমাকে চেহেলসেতুনে প্রবেশ করিয়ে দিন।

হায়। মাফ কর বিবি সাহেব, তা পারব না। আপনার বুদ্ধিতে গৃহত্যাগ করেছ, আপনার বুদ্ধির সাহায্যে তুমি সেই গৃহে প্রবেশ কর।

[হায়দারির প্রস্থান।

রাবিয়া। ক্ষুদ্র প্রাণে স্বামীকে অবিশ্বাস করেছি। নিজের মৃত্যু নিজে ডেকেছি, এখন ভয় পেলে চলবে কেন? হজরৎ! চলে গেলে? যাও—কিন্তু তোমার করুণা এখনও এখানে পড়ে আছে। সেই করুণা অবলম্বন ক'রে আমি স্বামি-গৃহে প্রবেশ করতে চললুম।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

ফতেচাঁদ।

ফতে। মুরশিদ কুলিখাঁ মৃত্যুকালে আমার মামার কাছে সাত ক্রোর টাকা গচ্ছিত রেখে যান। কাক পক্ষীতেও সে টাকার কথা জানে না। সে টাকা জানি কেবল আমি। টাকা আমার কাছে থেকে থেকে আমার রক্তের সঙ্গে যেন মিশে গিয়েছে। বিশ বৎসরের মধ্যে নবাব পরিবারের মধ্যে কেহই কোন মুহূর্ত্তে ভুলেও সে টাকার কথা উত্থাপন করেনি। কুলিখাঁর মৃত্যুর সময়ে ওঠেনি, কুলিখাঁর মৃত্যুর পর আজও পর্য্যন্ত ওঠেনি। জান্‌বার লোক একজন আছে, সে দৌহিত্র সরফরাজ। নইলে কুলিখাঁ কি এতই নির্ব্বোধ যে, মৃত্যুকালে কোন আত্মীয়কেই সে টাকার কথা কয়ে গেল না? কিন্তু সরফরাজ খাঁ যদি জানত, তা হলে কি এত দিন সে টাকার দাবী না করে চুপ করে থাক্‌তে পারত? তাকে ত আমরা বুঝতে পারছি না! তার পেটের কথা সেই জানে, আর কেউ জানে না। এখন যদি নবাব সেই টাকার দাবী করে? চাইলে ত ওজর আপত্তি করতে পারব না? নবাবের সঙ্গে আলিবর্দ্দীর বিবাদ বাধবেই, আর বিবাদ বাধলে পরিণামে নবাবকেই সরতে হবে; আর নবাব গেলে এই টাকা সম্বন্ধে আমি একেবারে নিশ্চিন্ত।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, রায় রায়ান!

ফতে। বহুত আচ্ছা, নমস্কার দাও। (প্রহরীর প্রস্থান) সব দিক বজায় রেখে কি কাজ হয়? টাকা রাখতে হলে সরফরাজকে দুনিয়া থেকে সরাতে হবে, সরফরাজকে রাখতে হয় টাকা দিতে হবে। আসুন রায় রায়ান! নূতন খবর কি!

(আলমচাঁদের প্রবেশ)

আলম। বাখর খাঁ এই রাত্রেই ঘোড়ায় চেপে কোথায় রওনা হ'ল?

ফতে। কোথায় আর যাবে—আমার বোধ হয় আলিবর্দ্দীর প্রতি তলবানা চিঠি গেল।

আলম। আমারও বিশ্বাস তাই।

ফতে। তা হলেই ত মুস্কিলের কথা হ'ল রায় রায়ান! আলিবর্দ্দী খাঁ আসবেন না।

আলম। আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন?

ফতে। সে বিষয়ে আপনি স্থির ধারণা করে রাখুন। সে কথা থাক্, বলছিলুম কি, ব্যাপার ত ভাল রকম বোঝা যাচ্ছে না। আলিবর্দ্দী খাঁ আমার বন্ধু।

আলম। আলিবর্দ্দী খাঁ আমারও বন্ধু জগৎশেঠ জী!

ফতে। তবেই ত হল, তা হ'লে তার বিপদ ঘটলে কেমন করেই বা চুপ করে দেখা যায়? আর এ রকম ভাল ভাল লোকের সঙ্গে বিবাদ ক'রে, নবাব কাকে নিয়ে রাজ্য চালাবে? আর কদিনই বা চালাবে?

আলম। বিশেষতঃ দিল্লীর এখন যে রকম দুরবস্থা।

ফতে। আর সেই সঙ্গে যেরূপ শক্তিপুঞ্জ চারিদিক থেকে বাংলার মসনদকে বেষ্টন করছে, তাতে আলিবর্দ্দীর মত জবরদস্ত লোক না থাক্‌লে নবাবকে দেখতে দেখতে পথে বসতে হবে!

আলম। তবে যখন বল্লেন, তখন বলি, এ ভীষণ সময়ে এক আলিবর্দ্দীই বাংলার মসনদে বস্‌বার যোগ্য পাত্র।

ফতে। ও আর বলাবলি কি রায় রায়ান, আলিবর্দ্দী খাঁর মত লোকের হাতে বাংলার শাসন-দণ্ড না থাক্‌লে, বাংলার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে না।

(প্রহরীর প্রবেশ)

প্রহরী। হুজুর, উজীর সাহেব।

(আহম্মদের প্রবেশ)

আলম। এখন ব্যাপারটা কি বলুন দেখি?

ফতে। নবাব ওঁকে উজিরী থেকে বরখাস্ত করেছেন।

আলম। সে কি? কবে করেছেন?

আহ। একরূপ করাই। তবে প্রকাশ্য দরবারে আপনাদের সম্মুখেই আমার এই দারুণ অপমানের চূড়ান্ত হবে।

ফতে। কি কারণে হল?

আহ। আপনারা বুদ্ধিমান, আপনারাই বুঝে বলুন কিসে হ'তে পারে।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, হতভাগ্যের এই মূর্খের আচরণের মূলে রমণী। কিন্তু কে সে?

আলম। সে এর মধ্যে কোথা থেকে এসে উপস্থিত হল?

আহ। তা আমি কি করে বুঝবো? তবে সে রমণী একবার দেখা দিয়েই নবাবকে যাদু করে ফেলেছে। নবাব এক মূর্ত্তি নিয়ে বিলাস-গৃহে প্রবেশ করলে, আর এক মূর্ত্তি নিয়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। আমার এত বয়স হয়েছে, এই বয়সে বহু সদসৎ লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, কিন্তু মানুষের এমন আকস্মিক পরিবর্ত্তন আর কখন দেখিনি।

আলম। উজীর হবে কে?

আহ। হবে কি হয়েছে।

ফতে। এ আপনি কি বলছেন জনাবালি?

আহ। বলি দরবারে ত নিমন্ত্রণ হবে, তা হলেই আমি কি বলছি জানতে পারবেন। সেত আর বেশী বিলম্ব নয়।

আলম। কে উজীর হল?

আহ। সে ত দরবারে হাজির হ'লেই দেখবেন।

ফতে। তবু আগে থাকতেই জেনে রাখি। আগে থাকতে সেলামটা ঠুকতে পারলে নেক্ নজরে পড়া যেতে পারে।

আহ। সেই দুশ্চরিত্রটার সঙ্গে দুটো লোক এসেছে! একটা শুনলুম তার ভেড়ুয়া সেটা হল উজীর; যেটা স্বামী, সেটা হল সেনাপতি।

আলম। দেওয়ান?

আহ। না রায়রায়ান! আপনার চাকরী এখনও বজায় আছে?

আলম। তা হলে আমাদের ত পালাতে হল দেখছি।

আহ। আপনারা না পালান, আমাকে কিন্তু পালাতে হল। আমি এই বৃদ্ধ বয়সে সকল লোকের চক্ষে অপমানিত হতে পারব না। আমি এই রাত্রেই পাটনা রওনা হচ্ছি।

ফতে। আপনি কি পাগল হয়েছেন জনাবালি? এমন মতিহীন যুবকের ভয়ে বুদ্ধিমান কি কখন দেশত্যাগী হয়? এ রকম বুদ্ধির দৌড় যার, সে কি পূর্ণ বাংলায় এক দিনের জন্যও রাজত্ব করতে পারে? তারই নবাবীর অবসান হয়েছে জেনে রাখুন।

আহ। কিন্তু নবাব আলিবর্দ্দীকে পাটনা থেকে তলব করেছেন।

ফতে। আপনি গোপনে তাঁকে আসতে নিষেধ করে পাঠান।

আলম। তা হলে যখন আপনি যাবার মনন করেছেন, তখন নিজেই যান।

ফতে। না রায়রায়ান, ওঁর যাওয়া কিছুতেই হ'তে পারে না। উনি গেলে আমাদের উদ্দেশ্য কিছুতেই সিদ্ধ হবে না।

আহ। তা হলে কি কর্ত্তব্য বলুন?

ফতে। আমি আপনার হয়ে যাচ্ছি।

আলম। আপনিই বা কেমন করে যাবেন?

ফতে। আমার যাবার উপায় আছে। আমার পৌত্র বিবাহ করতে কাশী গেছে। আজ খবর এসেছে বরযাত্র বাড়ী ফেরবার জন্য রওনা হয়েছে। আমি পৌত্রকে আগিয়ে আনবার অছিলা করে আজ রাত্রেই মুরশিদাবাদ পরিত্যাগ করি।

আহ। আমি আর কি বলব—বৃদ্ধ চির দিনই আপনাদের আত্মীয় দেখে এসেছে, আপনাদের অনুগ্রহেই তার এখন মর্য্যাদা রক্ষা।

[আহম্মদের প্রস্থান।

আলম। তা হলে আমিও আপনার সময় নষ্ট করব না।

[আলমচাঁদের প্রস্থান।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। জনাবলি!

ফতে। কে আপনি বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এই অপরিচিতা বিপন্ন হয়ে আপনার আশ্রয় নিতে এসেছে। আপনি যদি দয়া করে চেহেল সেতুন প্রাসাদে আমাকে পাঠিয়ে দেন।

ফতে। এতে আর দয়ার বিষয় কি, তঞ্জাম দেব?

রাবিয়া। আজ্ঞে হাঁ জনাবলি।

ফতে। বেশ, এখনি দিচ্ছি।

রাবিয়া। যে তঞ্জামে জগৎশেঠ-গৃহিণী আরোহণ করেন, সেই তঞ্জাম চাই।

ফতে। কে আপনি?

রাবিয়া। ভিখারিণীই জেনে রাখুন।

ফতে। তা কেমন করে দেব? মর্য্যাদার সঙ্গে আপনাকে পাঠাতে পারি, কিন্তু জগৎশেঠনীর তঞ্জাম আপনাকে দিতে পারি না।

রাবিয়া। পারেন না?

ফতে। কিছুতেই পারি না। জগৎশেঠনীর তঞ্জাম কখন নবাব প্রাসাদে প্রবেশ করেনি। তাতে আমাকে সমাজে অপদস্থ হতে হবে।

রাবিয়া। নবাব-বেগম চাইলেও পারেন না।

ফতে। নবাব-বেগম বাইরে আসবেন, এ কথা কে বিশ্বাস করবে?

রাবিয়া। দোহাই জনাবালি বিশ্বাস করুন। কেউ জানতে না জানতে নবাব বেগমকে তাঁর মহলে পাঠিয়ে দিন।

ফতে। বুঝতে পেরেছি, আপনি আমার বংশে কলঙ্ক দিয়ে নিজের ইজ্জত রক্ষা করতে চান।

রাবিয়া। কলঙ্ক কেন হবে জনাবলি?

ফতে। কেন হবে তা যদি জানতে পার্‌তেন, তা হলে আপনি এই গভীর রাত্রে এই অসম্ভব কার্য্যে সাহস করেন?

রাবিয়া। আমি আপনার কন্যা।

ফতে। আমার কন্যা যদি এরূপ অসহায়া গৃহত্যাগিনী হয়, তাহলে তখনি তাকে পাথরে বেঁধে জাহ্নবী জলে নিক্ষেপ করি। বুঝতে পারছি, আপনি জগৎশেঠনীর নাম নিয়ে মহলে প্রবেশ করতে চান। অন্য তঞ্জাম চান দিতে পারি। নইলে আপনি গৃহ প্রবেশের অন্য উপায় অবলম্বন করুন। [ফতেচাঁদের প্রস্থান।

রাবিয়া। হজরৎ! বুঝতে পারিনি, অভিমানে মনের আবেগে পরিণামকে অগ্রাহ্য করেছিলুম। তাই তোমার কন্যা তোমার প্রেমপূর্ণ বাক্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারিনি। তুমি যেখানেই থাক না কেন, তোমার করুণা-পূর্ণ দৃষ্টি এ অভাগিনীর প্রতি এখনও প্রযুক্ত রয়েছে। অভয়-দাতা! কন্যাকে অভয় দাও, আমার মান রক্ষা কর। কই কিছুই ত হল না, তা হলে আর অন্য উপায় কেন? এখন মহলে প্রবেশ করতে গেলেই লোকের চক্ষে পড়তে হবে। সে কলঙ্ক বহন করার চেয়ে মৃত্যু ভাল। যাই, অন্ধকার থাক্‌তে থাক্‌তে ভাগীরথীতে ঝাঁপ দিই।

(আলম চাঁদের প্রবেশ)

আমল। কিছু কর্‌তে হবে না মা, আমার সঙ্গে আসুন। আমি যেতে যেতে আপনাকে দেখেছি! দেখেই ফিরেছি, কথা শুনেছি! শীঘ্র আসুন মা, আপনাকে সকলের অজ্ঞাতসারে মহলে প্রবেশ করিয়ে দিই।

রাবিয়া। আপনি কেমন করে দেবেন?

আলম। কেন, রায়রায়ান-গৃহিণীর তঞ্জামে আপনাকে মহলে প্রবেশ করাব। যদি কলঙ্ক হয়, রায়রায়ানেরই হবে, নবাব-গৃহিণীর নাম স্পর্শ করবে না। কি জন্য আপনি গৃহ থেকে বহির্গত হয়েছেন, আমি সবই বুঝ্‌তে পেরেছি। আসুন মা, আমার সঙ্গে আসুন।

রাবিয়া। এরূপ মহৎ আপনি, ঈশ্বর কখন আপনার মাথায় অপবাদের ভার দেবেন না। যদি তার উপক্রম দেখি, যদি লোক অগোচরে গৃহে প্রবেশ করতে না পারি, তা হ'লে স্থির জানুন, আপনার নামে অপবাদের ক্ষীণ রেখাও স্পর্শ করতে দেব না!

চতুর্থ দৃশ্য।

চেহেল সেতুন—কক্ষ।

সর্‌ফরাজ ও মালেকা।

সর্। আজকের মতন আমার বেগম মহলে বিশ্রাম কর বিবি সাহেব! কাল মহল-সরায় তোমাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করে দেব। এখনি একটা বাঁদীকে ডেকে দিই, সে তোমাকে বিশ্রাম স্থান দেখিয়ে দেবে।

মালেকা। তা যা হ'ক্‌, এ কি রকম দেখছি হুজুরালি? এত বড় প্রাসাদ—এই প্রাসাদ পাহারা দিতে কি একজনও প্রহরী জাগরিত নেই? আপনি গৃহে প্রবেশ করলেন, আপনাকে অভিবাদন করতে একজনও কি এসে উপস্থিত হল না?

সর। আমি ঘুমিয়ে আছি জেনে, এতদিন তারা সব ভয়ে ভয়ে আমার গৃহ রক্ষার জন্য জেগেছিল। আজ আমি ফররাবাগে বিলাসে জেগেছি জেনে, আর গৃহরক্ষার প্রয়োজন নেই মনে করে, অবসর বুঝে তারা সব ঘুমিয়েছে।

মালেকা। তাইত দেখছি।

সর্। তাদের ব্যবহারে দুঃখিত হয়ো না মালেকা! একদিনের জন্য তাদের নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে দাও। তারা জানে না, বিলাস করতে গিয়ে নবাব এক স্বর্গীয় সুরা পান ক'রে, ঘোর নিদ্রায় চক্ষু বুজে ঘরে ফিরেছে! এ বুঝি তার চিরনিদ্রা—জানতে পারলে আর ত তাদের ঘুম হবে না! মালেকা! একদিনের জন্য তাদের ঘুমুতে দাও।

মালেকা। একি বলছেন হুজুরালি?—নিদ্রা কেন? বরং জাগরণ বলুন।

সর্। না মালেকা, নিদ্রা। আজকের এ মাদকতা—যার স্মরণমাত্রেই আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় অবশ হয়ে আসছে—এ মাদকতা মৃত্যুদিন পর্য্যন্ত আমাকে আশ্রয় করে থাকবে। কিন্তু কি বললে মালেকা? ফকীর তোমাকে গান গাইয়ে ধরিয়ে দিলে?

মালেকা। আর সে কথা কেন তুলছেন নবাব? কি ক'রে বুঝব? দুর্ব্বল রমণী ধর্ম্ম-রক্ষার ভয়ে পরীক্ষায় পরাস্ত হয়ে গেলুম। হুজুরালি! করুণাময়ের করুণা বিশ্বাস করতে পারলুম না। বুঝতে পারলুম না, এই মহৎ সঙ্গ আমাকে দেবার জন্য তিনি কৌশলজাল বিস্তার করেছিলেন। যতদিন না তাঁর দুটী চরণ অনুতাপের অশ্রুজলে সিক্ত করতে পারছি, ততদিন পর্য্যন্ত আমার মর্ম্মবেদনার অবসান হবে না। এমন বিভীষিকাময় ঘটনার সংযোগে এমন মহামুল্য মণি উপহার কিছুতেই ত বুঝতে পারলুম না জাঁহাপনা!

সর্। আর কি তাঁর দেখা পাবে?

মালেকা। পেতেই হবে হুজুরালি!

সর্। এ ঐশ্বর্য্য ও বিলাসের মধ্যে প্রবেশ করলে, কখন তাকে পাবে না।

মালেকা। না পাই, ঐশ্বর্য্য বিলাস ত্যাগ করব।

সর্। ভেবে চিন্তে—ভবিষ্যতের দোহাই দিয়ে, ঐশ্বর্য্য ত্যাগ কখন হয় না ভগিনী!

মালেকা। বেশ, এখনি ত্যাগ করি।

সর্। তোমার স্বামী?

মালেকা। স্বামী আমার অধিকার ত্যাগ করেছেন।

সর্। না মালেকা দুদিন অপেক্ষা কর। বুঝতে পারছি তুমি পারবে। আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলুম। দুদিন এ দরিদ্রের বিষ-জর্জ্জরিত সংসারে অবস্থান করে বিষের তীব্রতার একটু লাঘব কর—দুদিনের জন্য একটু শান্তি দাও।

মালেকা। যো হুকুম হুজুরালি!

সর্। কি গান গেয়েছিলে মালেকা?

মালেকা। হুজুরালি আজ বিশ্রাম করুন।

সর্। বেশ, ক্ষণেক এই গৃহে অপেক্ষা কর, আমি একজন বাঁদী ডেকে আনি।

[সরফরাজের প্রস্থান।

মালেকা। বেগমের আশ্রয় নিতে না পারলে আর আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না!

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। খুব এসেছ, মানে এসেছি। পথ জনশূন্য—দ্বার কে যেন আমার আগমন-প্রতীক্ষায় খুলে রেখেছে। তার পর প্রতীক্ষায় প্রতীক্ষায় ঘুমিয়েছে। একি আজব ব্যাপার! সব ঘুম! এ ঘুম চেহেল সেতুনে কে ঢেলে দিলে? হজরৎ তুমি। কন্যার মর্য্যাদা রাখতে তুমিই এই কাজ করেছ। তাইত? ওখানে দাঁড়িয়ে কে? স্ত্রীলোক দেখছি না? কে তুমি গা?

মালেকা। আমি এক জন বিদেশিনী। আপনি কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। এ ত দেখছি সেই ফররাবাগের বিবি! বিদেশিনী, তা এত রাত্রে এখানে কেমন করে জুটলে?

মালেকা। আমি এখানে নবাবের সঙ্গে এসেছি। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। নবাবের সঙ্গে যখন এসেছ, এই এই গভীর রাত্রে যখন নবাবের কামরায় বসে আছ, যে কামরায় নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না, তখন বিদেশিনী বলে রহস্য করছ কেন? তুমিইত এই চেহেল সেতুনের মালিক।

মালেকা। এ ঘরে নবাবের বিনা হুকুমে নবাব-বেগম পর্য্যন্ত ঢুকতে পারে না?

রাবিয়া। এই রকমত শুনেছি।

মালেকা। আপনি এ বাড়ীর কে বিবি সাহেব?

রাবিয়া। আমি একটা বাঁদী।

মালেকা। না বিবি সাহেব, বিদেশিনী পেয়ে প্রতারণা করছেন। নইলে যে গৃহে নবাব-বেগম প্রবেশ করতে সাহস করেন না, সে গৃহে আপনি প্রবেশ করলেন কি করে?

রাবিয়া। আমি বাঁদীগিরি করতে এসেছি।

মালেকা। তা হ'লে হুকুম করব?

রাবিয়া। কর।

মালেকা। আমাকে বেগম মহলে নিয়ে চলুন।

রাবিয়া। সেইটী পারব না। তুমি এখন নবাবের নবসোহাগের অধীশ্বরী, তাঁর কলিজা—নবানুরাগের আলিঙ্গন—তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে তাঁর বাহু যুগল বিক্ষত করতে পারব না।

মালেকা। ওকি বলছেন, বেগম সাহেব? এতকাল সহবাস করে আপনার স্বামী যে কি বস্তু তা চিনতে পারলেন না? অভাগিনী! ঈর্ষার পরকোলায় চক্ষু আবৃত ক'রে, অকলঙ্ক সুধাকরে কালিমা দেখছ কেন? আমাকে ভগিনী বলে তিনি চরণে আশ্রয় দিয়েছেন।

রাবিয়া। অকলঙ্ক সুধাকরই যদি জেনেছ, তা হ'লে, কলঙ্কের পুঁটুলিটী হয়ে এত রাত্রে এ গৃহে প্রবেশ করলে কেন? এ গভীর নিশীথে যে তোমাকে নবাবের সাথে দেখবে, সে কি তোমাকে নবাবের ভগিনী বিশ্বাস করবে? মুহূর্ত্তে নবাবের কলঙ্ক কথায় সহর পূর্ণ হয়ে যাবে। কে কৈফিয়ৎ শুনবে সুন্দরী?

মালেকা। ঠিক বলেছেন ত বেগম সাহেব! দুনিয়া কখন কাজের ভিতর দেখবার কষ্ট স্বীকার করতে চায় না, সে কেবল কাজের বাহির দেখেই বিচার করে।

রাবিয়া। ওকি চলছ যে?

মালেকা। বড় আত্মীয়ার মতন কথা কয়েছেন।

রাবিয়া। তাত কইলুম, কিন্তু যাচ্ছ কোথা?

মালেকা। আর আমি এ গৃহে থাকব না।

রাবিয়া। তাকি হয়, আমি তোমায় যেতে দেব কেন?

মালেকা। নবাবের মান সম্ভ্রম বজায় রেখে চলে যাবার এই উপযুক্ত সময়!

রাবিয়া। আমাকে মাফ্ কর বিবি সাহেব! ক্ষণপূর্ব্বে তোমাকে ঘৃণার চক্ষে দেখেছিলুম। এখন দেখছি তুমি সুন্দর, তুমি মধুর। তোমায় যেতে দেব না।

মালেকা। না বেগম সাহেব! আর বাধা দেবেন না, মন যাবার জন্য ব্যাকুল হয়েছে।

রাবিয়া। দুনিয়া শুধু বাহির দেখে, ভেতর দেখে না! এক কথায় তুমি আমার মর্ম্মভেদ করে দিয়েছ। আমিও তোমার মত দুনিয়ার বিচারালয়ে দাঁড়িয়েছি—আমি স্বামীর ব্যবহারের সাক্ষী হ'তে গৃহত্যাগ করেছিলুম। তোমার আমার সমান অবস্থা। ভগিনী আমার অপরাধ মার্জ্জনা কর, তোমায় যেতে দেব না।

(সরফরাজের প্রবেশ)

সর্। মালেকা! মোহ নিদ্রায় চেহেল সেতুন আচ্ছন্ন হয়েছে। একজনও বাঁদীর সাড়া পেলুম না। কে তুমি? রাবিয়া? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

রাবিয়া। মালেকা যদি এত রাত্রে এখানে আসতে পারে, আমি আসতে পারি না?

সর্। তোমায় ত আমি ডাকিনি!

রাবিয়া। তাত ডাকবেন না জানি। সেই জন্যই উপযাচিকা হয়ে এসেছি! ফররাবাগ থেকে অনেকক্ষণ ফিরে এসেছেন, এ পর্য্যন্ত বাঁদীকে দেখা দেন নি। বাঁদী আছে কি নেই, এ খবর পর্য্যন্ত নেন্ নি।

সর্। সেটা ভাল করেছি কি মন্দ করেছি রাবিয়া?

রাবিয়া। বাঁদী অল্প বুদ্ধি—সে এ কথার উত্তর কেমন করে দেবে?

সর্। বাঁদী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সে এ প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে পারে।

রাবিয়া। আমিত উত্তর দিতে পারছি না!

সর্। ভাল, অন্য রকমে প্রশ্ন করছি। তুমি নিজে এসে দেখা করেছ—ভালই হয়েছে। রাবিয়া! আমার মনে বড়ই একটা কৌতূহল জেগেছে। তুমি সেটা চরিতার্থ কর।

রাবিয়া। বলুন জাঁহাপনা!

সর্। তুমি রাজ্য বেশী ভালবাস, কি আমাকে বেশী ভালবাস রাবিয়া?

মালেকা। এ প্রশ্ন যে, উত্তরযোগ্য নয় জাঁহাপনা!

সর্। কেন মালেকা?

মালেকা। এ বিশাল দুনিয়ার ভিতর সতীর প্রিয়তম পদার্থ কি তা সতীই জানে। মুল্লুকের মালিক হয়েছেন, এটুকু জানেন না জাঁহাপনা যে, একথা কাউকেও বলতে নেই!

সর। কেন, স্বামীকেও কি বলতে নেই?

মালেকা। না জাঁহাপনা! একথা বললে, স্বামীর যদি প্রত্যয় না হয়, তা হলে তিনি অপরাধী হন। সেটা ত স্ত্রীর পক্ষে সুখের কথা নয়!

সর্। বেশ, মালেকা বেশ। ভাল রাবিয়া, যদি এ কথার উত্তর দিতে না পার, অন্য প্রশ্ন করি তার উত্তর দাও।

রাবিয়া। অধিনীকে আজ এত প্রশ্ন কেন জাঁহাপনা?

সর্। বড়ই কৌতূহল জেগেছে রাবিয়া!

রাবিয়া। রাজার এত কৌতূহল হওয়া কি ভাল?

সর্। কি ভাল, কি মন্দ বুঝতে পারছি না রাবিয়া! জীবনের এক স্তরে যে কাজ ভাল বলে মনে করেছি, অন্যস্তরে তাই আবার মন্দ, এমন কি জঘন্য বলে মনে হয়েছে। তাই আমি দুনিয়ার ভাল মন্দ দুনিয়াতেই ঢেলে দিতে ইচ্ছ করেছি। তুমি উত্তর দাও।

রাবিয়া। বলুন!

সর্। বিলাসিতার আমোদে গা ভাসান্ দেব শুনে, তুমি বসনাঞ্চলে নয়ন ঢেকে, মর্ম্মাহত কুরঙ্গীর ন্যায় আমার নিকট থেকে ছুটে পালিয়েছিলে! আমি তথাপি তোমাকে পরিত্যাগ করে ফর্‌রাবাগে বিলাস সুখভোগ করতে চলে গিয়েছিলুম। আমার জানবার বড়ই কৌতূহল হয়েছে, বল ত রাবিয়া, এই সুদীর্ঘ সময়টা তুমি কি করেছিলে?

রাবিয়া। (স্বগতঃ) আর কেন রাবিয়া, মরণের জন্য প্রস্তুত হ'।

সর্। আমি জীবনে তোমাকে ইচ্ছানুযায়ী সুখী করতে পারিনি।

রাবিয়া। কই জাঁহাপনা, আমি ত কখন আপনাকে 'অসুখী' একথা বলিনি!

সর্। বলনি, সে তোমার মহত্ত্ব।

রাবিয়া। আপনি সদাশয়, তবে আমি অসুখী হব কেন?

সর্। তুমি না অসুখী হ'তে পার। কিন্তু আমি তোমাকে সুখী রাখবার মতন বিশেষ কোনও কাজ করিনি। তথাপি রাবিয়া, আমার বোধ হয় এমন কোনও কাজ করিনি, যাতে তোমার মর্ম্মপীড়া উৎপন্ন হয়। কিন্তু আজ তোমার সেই কোমল মর্ম্মে বজ্রের প্রহার করে চলে গিয়েছি। তোমাকে সামান্য দুঃখেই আমি চঞ্চল দেখেছি! এই দারুণ দুঃখে তুমি কি ভাবে দীর্ঘ সময় যাপন করেছ জানতে আমার বড়ই ইচ্ছা হয়েছে।

মালেকা। নীরব কেন, নিঃসঙ্কোচে বলুন বেগম সাহেব! স্বামীর আদেশ ভক্তিসহকারে পালন করলে, রমণীর কখন অধোগতি হয় না। তাহলে আপনাকে বলি, স্বামীর আদেশে এক মুহূর্ত্তের জন্য অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে এই গভীর রজনীতে চলে এসেছি। তার পরিণামের প্রধান সাক্ষী আপনি। আমি গৃহত্যাগ করতে যাচ্ছিলুম, আপনিই আমাকে কুলটা জ্ঞানে তিরস্কার করতে এসে আগ্রহসহকারে ধরে রাখ্‌লেন। বলবার কিছু থাকে নিঃসঙ্কোচে বলুন।

রাবিয়া। আপনি কি কিছু জানতে পেরেছেন?

সর্। জানলে প্রশ্ন করব কেন? আমি যা আছি, তাই আছি, ছল তোমার সঙ্গে কেন করব রাবিয়া?

রাবিয়া। কি করেছি একটা অনুমান করুন।

সর্। আবার অনুমানে প্রয়োজন কি?

রাবিয়া। যদি মেলে, আমার জীবনের সকল দুঃখ, আমার হৃদয়ের সকল অবসাদ এই মুহূর্ত্তেই বিলীন হয়ে যাবে। তখন বুঝব আমার মতন ভাগ্যবতী রমণী দুনিয়ায় নেই।

সর্। ফর্‌রাবাগে বেড়াতে বেড়াতে আমার হঠাৎ মনে হল, যেন তুমি মনের আবেগে গৃহত্যাগ করেছ। কিন্তু কেমন ক'রে কোন্ সাহসে বাংলার রাণী তুমি গৃহত্যাগিনী হবে, আমি অনেকক্ষণ চিন্তা করেও বুঝতে পারলুম না। আমি যুক্তিতর্কে মনকে অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছিলুম, কিন্তু কিছুতেই বোঝাতে পারিনি। রাবিয়া! যতবারই বোঝাবার চেষ্টা করেছি, ততবারই তর্কের পীড়ন অগ্রাহ্য করে আমার মানস চক্ষে গৃহত্যাগিনী রাবিয়ার ছবি ভেসে উঠেছে।

রাবিয়া। আপনার ও দেবচক্ষু, আপনি যা দেখেছেন তা মিথ্যা নয়।

সর্। তুমি কি সত্য সত্যই গৃহত্যাগিনী হয়েছিলে?

রাবিয়া। হয়েছিলুম।

সর্। কি করে সমস্ত লোকের চক্ষে তুমি গৃহত্যাগ করলে নবাবগৃহিণী?

রাবিয়া। যাবার সময়ে পরিণাম চিন্তা করিনি। কে দেখলে কি না, গ্রাহ্য করিনি। ভেবেছিলুম, এগৃহে আর ফিরব না। ফররাবাগে বিলাসের স্রোতে আপনি কেমন ভেসেছেন, দেখে আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে ভাগীরথীতে ভাসব। কিন্তু আমার বোধ হয়, কেউ দেখেনি। শুধু দেখেছিলেন এক ফকীর! আমি আত্মগোপন করলেও তিনি আমাকে চিনতে পেরেছিলেন, এবং আমাকে অনেক উপদেশ দিয়ে বাড়ীতে ফিরতে বলেছিলেন। আমি তা না করে ফররাবাগে আমাকে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে অনুরোধ করি। আমি পরিণামের জন্য প্রস্তুত কি না তিনি জানতে চাইলেন। আমি যখন বললুম "প্রস্তুত", তখন তিনি আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন।

সর্। তার পর?

মালেকা। দোহাই জাঁহাপনা, আর প্রশ্ন করবেন না। গৃহস্বামিনী মানের সঙ্গেই গৃহে ফিরে এসেছেন। আমার বিশ্বাস, দুনিয়ার কেউ বেগম সাহেবের গমনাগমন বার্ত্তা জানে না। পুরীর নিস্তব্ধতার কারণ আমি এতক্ষণে বুঝতে পারলুম।

রাবিয়া। না মালেকা! জানতে পেরেছে, আমারই বুদ্ধির দোষে জানতে পেরেছে।

সর্। কে জেনেছে?

রাবিয়া। আপনার দুই হিন্দু ওমরাও।

সর্। তাদের কাছে প্রকাশের ভয় নেই। আর কেউ জানতে পারেনি?

রাবিয়া। আমার বিশ্বাস তাই।

সর্। এ বাড়ীর মধ্যে কেউ?

রাবিয়া। এ বাড়ীর সকলে এখনও ঘোর নিদ্রায় মগ্ন। কেমন করে তারা জানবে?

সর্। তা যদি না জানে, তা হলে তুমি আমার গৃহের অধীশ্বরী গৃহেই অবস্থান কর। আর যদি কেউ জানে?

(ঘেসেটীর প্রবেশ।)

ঘেসেটী। আমি জানতে পেরেছি হুজুরালি!

সর্। কে তুমি? একি ঘেসেটী বেগম? তুমি এত রাত্রে নবাবের প্রাসাদে কেন?

ঘেসেটী। জাঁহাপনা আমি বেগম সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলুম।

সর্। মিথ্যা কথা! তুমি তোমার পবিত্র স্বামীর মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে এই গভীর রাত্রে অভিসার করেছ। তুমি জানলে ক্ষতি নাই। তোমার কথা দুনিয়া বিশ্বাস করবে না।

ঘেসেটী। দোহাই জাঁহাপনা, কঠোর বাক্য প্রয়োগ করবেন না।

সর্। সত্য কথা চিরদিনই একটু কঠোর হয় বিবি সাহেব। তুমি এখনি মহলে ফিরে যাও।

ঘেসেটী। জাঁহাপনা!—

সর্। কথা কাল দিনমানে শুনব, তুমি এ প্রাসাদ ত্যাগ কর।

ঘেসেটী। উঃ! কি অপমান!

সর্। সমস্ত মান গৃহত্যাগ-মুখে পথে ফেলে এসেছ বিবি সাহেব! সেইখানে যাও। পথে পরিত্যক্ত মান কুড়িয়ে পুনর্ব্বার গৃহে প্রবেশ কর। এ মোহ-নিদ্রাচ্ছন্ন পুরীর মধ্যে এমন একজনও কি নেই, যে জেগে আছ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুকুম জাঁহাপনা!

সর্। কে তুমি বালক? তুমি? এত রাত্রে? জেগে আছ?

জালিম। দরিয়া আমার ঘুম যে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা!

সর্। রাবিয়া! পরিণামের জন্য ত তুমি আগে থাকতেই প্রস্তুত আছ!

রাবিয়া। আছি।

সর্। জাগন্ত প্রহরী! এই রমণীকে মুরশিদাবাদের বা'র করে দিয়ে এস।

জালিম। এস বিবি সাহেব!

[রাবিয়া ও জালিমের প্রস্থান।

মালেকা। জাঁহাপনা! আপনি গান শুনতে চেয়েছিলেন না?

সর্। চেয়েছিলুম, কিন্তু শোনায় কে?

মালেকা। হুকুম করুন।

সর্। মৃত্যু রাগিনীতে আলাপ করতে পার?

মালেকা। গৃহের চতুর্দ্দিকে তার সুর উঠেছে, শুনতে পাচ্ছেন না?

সর্। মালেকা! যদি সেই সুরে সুর মেশাতে পার, তাহলে আমাকে শুনিয়ে দাও।

মালেকা। সে ত এখানে সুবিধা হবে না জাঁহাপনা! সে আলাপের যন্ত্র এখানে নেই। সমীরণের মৃদু ক্রন্দনে, নদীর কল্লোলে, তরু লতার অশ্রুজলে সে গানের সুর বাঁধতে হবে। এখানে নয় নবাব! যদি বেঁচে থাকি, একদিন সে গান আপনাকে শোনাব! কবর প্রান্তরে—আপনার সমাধির উপরে! নবাব! আজ আমি সেলাম ক'রে বিদায় গ্রহণ করি।

সর্। বহুত আচ্ছা বিবি সাহেব, সেলাম!

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বহিঃ কক্ষ।

(আলিবর্দ্দী ও নন্দলাল।)

আলি। কি হল নন্দলাল, তোমার ভগিনী-পতি কি করলে?

নন্দ। সে কি করেছে জনাবালি?

আলি। আমি তাকে দিয়ে ভাইয়ের কাছে চিঠি পাঠালুম। ব'লে দিলুম, আমার ভাই ছাড়া দুনিয়ার কেউ চিঠির কথা যেন না জানে। সে কি না একটা বছর দশেকের ছোঁড়ার ওপর সেই চিঠি বিলির ভার দিয়ে চলে এল?

নন্দ। আমার বোধ হয় সে ছেলের ওপর ভার দিয়েছে। তা যদি সে দিয়ে থাকে, তাহলে সে কি-না বুঝে দিয়েছে? জনাবালি! পরিণাম না জেনে, আগে থাকতেই তাকে এত ছোট ঠাওরাচ্ছেন কেন?

আলি। তুমি একি বলছ নন্দলাল? ছোট ঠাওরান কি বলছ? তোমার ভগিনীপতি না হলে সেই মুহূর্ত্তেই তাকে আমি কোতল করতে হুকুম দিতুম। পরিণাম না জেনে কি আমি তাকে ছোট ঠাওরাচ্ছি? ভাই আমাকে এক চিঠি পাঠিয়েছেন। তিনি যদি আমার পত্র পেতেন, তাহ'লে কখনই তিনি সে চিঠি আমাকে পাঠাতেন না।

নন্দ। তাহ'লে সে চিঠি উজীর সাহেবের হাতে পড়েনি?

আলি। উজীর সাহেবের পাওয়া দূরে থাক্, সে চিঠি নবাবের হাতে পড়েছে। তাই আমার ওপর এক জরুরি তলবানা চিঠি এসেছে। নবাব নিজে লিখলে পাছে আমি যেতে ইতস্ততঃ করি, তাই উজীর সাহেবকে দিয়ে লিখিয়েছে, বুঝেছ?

নন্দ। জনাবালি! গোস্তাকি মাফ হয়, আপনি যা অনুমান করেছেন, সেটাই যে ভুল নয়, তা আপনি কি ক'রে জানলেন?

আলি। সে কি নন্দলাল! আমি যা অনুমান করব, তা আবার ভুল হবে কি? তবে আর আলিবর্দ্দীর বিশেষত্ব রইল কই? ঈশ্বর আমার সহায়, দেখছ কি! নইলে যা কখন দিল্লীর বাদসা আশা করেন না, আমার নসীবে তাই ঘটেছে— হিন্দুস্থানের দৌলতের সম্রাট আমার কাছে দূত হয়ে এসেছে।

নন্দ। কে—জগৎশেঠ জী?

আলি। এই প্রভাতে তিনি আমার এখানে এসে খবর দিয়ে গেছেন। বলে গেছেন, খবরদার! অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যাবেন না। নবাব উজীর সাহেবকে বাধ্য করে সেই চিঠি লিখিয়েছেন। তারপর তোমাকে কি জন্য ডাকিয়েছি শোন! ফতে চাঁদ কথার সঙ্গে সঙ্গে একটু ইঙ্গিত ক'রে গেলেন। তিনি অসহায় অবস্থায় মুরশিদাবাদে যেতে নিষেধ করে গেলেন। অর্থাৎ সহায় নিয়ে মুরশিদাবাদে যেতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই, বুঝেছ?

নন্দ। তাহ'লে এখন থেকে কি আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে?

আলি। থাকতে হবে কি নন্দলাল, বল প্রস্তুত হয়েছি।

নন্দ। যো হুকুম। বিজয় সিং গেল কোথায়?

আলি। সে কি বিড় বিড় করে বলে গেল! সে বলে, 'জনাবালি! পুত্রকে যোগ্য বুঝেই আমি তাকে চিঠি দেবার ভার দিয়েছিলুম। যদি সে অপারগ হয়, তাহ'লে তাকে ধরে এনে আপনার সম্মুখেই হত্যা করব।' আরে পাগল! বালককে হত্যা করলে, আমার কি লাভ হবে! কিন্তু আমি যদি মরে যেতুম, তা হলে বাংলার যে ক্ষতি হ'ত, ওরূপ লক্ষ বালকের জন্ম গ্রহণেও সে ক্ষতি পূরণ হ'ত না।

নন্দ। আপনি কি তাকে কোনও কটু কথা বলেছেন জনাবালি?

আলি। অন্য কোন কটু কথা বলিনি, তবে তার কথা যে কিছুমাত্রও বিশ্বাসযোগ্য নয়, এ কথা বলেছি।

[বেগে জালিমের প্রবেশ ও তৎপশ্চাতে খাপি খাঁ।

খাপি। হুজুর! সরে যাও। (হস্তদ্বারা আলিবর্দ্দীকে চলিয়া যাইবার ইঙ্গিত করণ)

আলি। কে এ! ব্যাপার কি?

জালিম। কার নাম আলিবর্দ্দী খাঁ?

আলি। কি এ! কে এ বালক নন্দলাল?

জালিম। নবাব! এত বড় আস্পর্দ্ধা, আমার বাপকে মিথ্যাবাদী বল।

নন্দ। একি—একি জালিম! মুলুকের মালিক, তাকে তুমি একি ভাবে সম্বোধন করছ?

জালিম। কেও মামা! গোলামী ক'রে আপনার বুদ্ধি স্থূল হয়ে গেছে। আপনি হিন্দু হয়ে মন্ত্র ভুলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম ভুলে গেছেন। পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমং তপঃ। আমি বাবার চেয়ে এ দুনিয়ায় আর কাউকেও বড় মানি না। বাবার যে অপমান করে, সে দুনিয়ার মালিক হলেও আমি তাকে গ্রাহ্য করি না।

নন্দ। তোমার পিতা কি তোমাকে এই নীতি শিক্ষা দিয়েছে?

জালিম। পিতা কেন, আমার গুরু দেবতা রাজা দুর্জ্জন সিংহ। তিনি বলেছেন, 'জালিম! সকলের কাছে তুমি নম্রতা দেখাবে; কিন্তু যে তোমার বাপ মা'র নিন্দা করবে, তার কাছে তুমি

সিংহ হবে, কেশর ফোলাবে, নখর দিয়ে তার মুণ্ড ছিঁড়ে নেবে। তাতে পাপ নেই।'

আলি। ভাল, তুমি আমার কি করতে পার?

জালিম। অস্ত্র ধর!

আলি। যদি না ধরি, তা'হলেই বা কি করতে পার?

জালিম। (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে 'বাঘ নখ' বাহির করিয়া) বল, কি না করতে পারি?

আলি। (কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ গমন)

জালিম। ভয় নেই নবাব, আমি শৃগাল নই! আমি অন্ধকারে বিছান থেকে ঘুমন্ত ছেলেকে তুলে নিতে আসিনি!

আলি। কি করব হে নন্দলাল?

নন্দ। তুমি কি উজীর সাহেবকে পত্র দিয়েছিলে?

জালিম। সে কৈফিয়ৎ দিতে আসিনি মামা! সে নবাবকে খুঁজে নিতে বলুন।

নন্দ। তোমার মাতুলের প্রভু—

জালিম। বেশ—"অন্যায় করেছি" বলে নবাব নিজ হাতে বাবাকে আমার চিঠি দিন।

আলি। তোমার বাবাকে নিয়ে এস, আমি তোমার সুমুখে তাঁর কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

জালিম। তিনি আসবেন না।

আলি। বেশ, তিনি কোথায় আছেন বল, আমি গিয়ে ক্ষমা চাচ্ছি।

নন্দ। আর কেন জালিম নবাবকে লাঞ্ছিত কর। এইত নবাবের কথায় আমি সাক্ষী রইলুম!

জালিম। (নতজানু হইয়া) জনাবালি মাফ করুন।

আলি। (হাত ধরিয়া তুলিয়া) এইত খুন করা হয়ে গেল। এখন আমার কাছে থাক। আমি তোমাকে বালক সৈন্যের মনসবদার করে দিই।

জালিম। জনাবালি! ওই হুকুমটি করবেন না। আমি থাকতে পারবো না। কেন, তাও বলতে পারবো না। (নবাবকে অভিবাদন, মাতুলের পাদবন্দন ও প্রস্থান)

আলি। নন্দলাল! ওকে ধর।

নন্দ। এখন কি আর ওকে ধরতে পারব?

আলি। আরে তা নয়, বাপ বেটাকে আয়ত্ত কর। ও দুটো যদি আমার কাছে থাকে, তা হ'লে দুটোতে দুলাখ সৈন্যের কাজ করবে, অন্য জায়গায় বিঘোরে মারা যাবে।

নন্দ। আয়ত্ত করা কঠিন।

[নন্দলালের প্রস্থান।

আলি। তা হক, তুমি তাদের আয়ত্ত করবার চেষ্টা কর। একি! একি দৃশ্য দেখালে ঈশ্বর? আর কে তুমি অজ্ঞাত বৈষ্ণব সন্ন্যাসী? এই অপূর্ব্ব শক্তির মূলাধার দুর্জ্জন সিংহের হাত থেকে তুমি অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাতে জপের মালা পরিয়ে দিয়েছ—দিয়ে মোগলের পরম সখার কার্য্য করেছ। অথবা, কোন্ ভাগ্যবান জাতিকে তুমি হিন্দুস্থান পুরস্কার দেবে বলে, এই অপূর্ব্ব শক্তি-স্রোত বিপরীত মুখে ফিরিয়ে দিয়েছ? একি মোগল? তা যদি হয়, তবে দিল্লীতে মোগল প্রবল বেগে ধ্বংসের মুখে ছুটেছে কেন?

(থাপি খাঁর প্রবেশ)

থাপি। হুজুর! ছোঁড়া গেছে?

আলি (মুখ বিকৃত করিয়া গেছে) এতক্ষণ কোথায় প্রাণ নিয়ে লুকিয়ে ছিলে?

থাপি! মুখ বেঁকিয়ো না হুজুর! ছোঁড়া ভারি থেলোয়াড়—এক টিপে বাঁকা মুখ সোজা করে দেবে।

আলি। বেরো বেটা সুমুখ থেকে।

খাপি। ছোঁড়াটা না বলে না কয়ে ঘরে ঢুকে দেখে, আমি যেমন তার কাণ ধরতে গেছি, ছোঁড়া ফস্ ক'রে ফাঁক মেরে আমার কাণ ধরে আমাকে মাটীতে বসিয়ে দিলে। ঝাঁকারি মেরে যেমন উঠতে যাব, অমনি ছোঁড়া কাঁধের এই জানটার কোথায় বুড়ো আঙ্গুলের একটা টিপ দিলে! অমনি হাত পা অসাড়! আমি বললুম, বাপ্! আমি আলিমন খেলা জানি, হনুমানজী খেলা জানি, বিনোটী খেলা জানি, এ কি খেলা বাপ? ছোঁড়া বললে মদন-মোহনজী খেলা।

আলি। তুই তাহলে বাধা দিয়েছিলি?

খাপি। তবে কি বসে বসে কেবল খাবি খাচ্ছিলুম? তবে ওই যে বললুম, মদন-মোহন মিয়া কি তলোয়ার বার করতে সময় দিলে! এক টিপেই শুইয়ে ফেললে।

আলি। বলিস কি?

খাপি। হুজুর! বলবার কথা নেই। তুমিও দশ বিশ হাজার ফৌজ ছেড়ে দাও। তার বদলে ওই মদনমোহন মিয়াকে নিয়ে এসে দেউড়ীতে বসাও, পাটনার ধারে আর দুসমন আসবে না।

আলি। বেশ, সে বালক এই মরশিদা-বাদের দিকে কোথায় গেল দেখ।

[খাপি খাঁর প্রস্থান।

(চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কি খবর দেওয়ান?

চিন্তা। যা সন্দেহ করেছিলুম তাই। উজীর সাহেব কর্ম্মচ্যুত! পুরাতন কর্ম্মচারীদের অনেকেই কর্ম্মচ্যুত,—হাজি লুৎফুল্লা, মর্দ্দান আলি আর দুজন দিল্লী থেকে নবাগত ব্যক্তি নবাবের প্রিয়পাত্র হয়েছে।

আলি। নবাগত ব্যক্তি এসেই প্রিয়পাত্র হ'ল?

চিন্তা। শুধু তাই নয়, সকলেই অনুমান করেছে, তারা দুজনেই দরবারে সর্ব্বেসর্ব্বা হবে।

আলি। তাদের নাম জেনে এলে?

চিন্তা। একজনের নাম মীর মর্ত্তুজা খাঁ, আর একজনের নাম গাউস খাঁ।

আলি। তাহলে উদ্যোগ করি?

চিন্তা। আর কাল বিলম্ব নয়।

আলি। দিল্লীর খবর না পেলে ত উদ্যোগ আয়োজন বৃথা হবে?

চিন্তা। সে বিষয়েও খুব সুবিধা হয়ে গেছে—আপনার নামে নবাবী সনন্দ এলো বলে আপনি জেনে রাখুন। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে যুদ্ধের উদ্যোগ করুন!

আলি। বহুত আচ্ছা চলো।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

সরফরাজ।

সর্। দিল্লীর বাদশার যা এখন অবস্থা, তাতে উপযুক্ত পয়সা পেলে বাদসা পথের পথিককে বাংলার দেওয়ানী ধরে দিতে পারে। বাদসাহী পর্য্যন্ত বিক্রয় করতে পারে। ভাই সব, আমাকে রক্ষা করবার জন্য ব্যাকুল হয়ো না! আলিবর্দ্দী ব্যক্তিগত স্বার্থে বাংলার ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিহীন হয়েছে। প্রতিকার করতে গেলেই, আমাকে প্রাণ দিতে হবে। কিন্তু তাতে কি? আমি সর্ব্বাঙ্গে মহাব্যাধি নিয়ে দীর্ঘ জীবন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি না। যদি যথার্থই তোমরা আমার বন্ধুত্বের অভিমান রাখতে চাও, তা হলে বাংলার নবাবী রক্ষার জন্য ব্যগ্র হও।

(জিন্নেত উন্নীসার প্রবেশ)

জিন্নেত। নবাব!

সর্। একি মা! তুমি এমন সময় এরূপভাবে এখানে কেন?

জিন্নেত। আর তুমি নিজেই যখন বেগম মহলের আবরু ভেঙ্গে দিয়েছ, তখন আমার এমন সময়ে এখানে আসতে দোষ কি? ওরা কারা তোমার সঙ্গে চুপি চুপি পরামর্শ করছিল?

সর্। ওরা আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু।

জিন্নেত। নবাব! আমার পুত্রবধূ কই? এই চেহেল সেতুনের রাণী কই?

সর্। সে আপনার দোষে নিজের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

জিন্নেত। আপনার দোষে—না তোমার দোষে? বালক! আমার দুর্দ্দশা দেখে তোমার জ্ঞান হ'ল না! বাপের অপমৃত্যু দেখে তোমার ভয় হ'ল না? তুমিও শেষে বিলাসে মত্ত হ'লে? সে পাপিষ্ঠাকে কোথায় রেখেছ?

সর্। মা! তুমি পরের কথায় আত্মহারা হয়ো না। কে তোমাকে এই সকল কথা শুনিয়েছে?

জিন্নেত। নিজের চোখে দেখেছি, শুনতে হবে কেন?

সর্। বেশ, কি বল্‌তে এসেছ বল?

জিন্নেত। পুত্রবধূকে এখনি গৃহে ফিরিয়ে নিয়ে এস। তার সন্তান মাকে না দেখে ব্যাকুল হয়েছে। আমার কাছে সে আর থাকতে চাচ্ছে না।

সর্। সে কোথায় আছে তার ঠিক কি? আমি তাকে কোথা থেকে ফিরিয়ে আনবো।

জিন্নেত। দুদিন গদি পেয়েই তোমার এমন পরিবর্ত্তন হয়ে গেল সরফরাজ? বালকের কোমলতা কোন্ পাপীয়সীর কুহকে এমন নিষ্ঠুরতায় পরিণত হ'ল। ফিরিয়ে আনবে কি না?

সর্। যদি আত্মহারা না হই, তাহ'লে আনবো না।

জিন্নেত। তবে আমি আনি?

সর্। সে তোমার ইচ্ছা। তবে আনলে আমার সঙ্গে আর তোমার দেখা হবে না!

জিন্নেত। কিছু প্রয়োজন নেই। যে রমণী একদিন তার চরিত্রহীন স্বামীকে পরিত্যাগ করতে পেরেছিল, সে চরিত্রহীন পুত্রকে পরিত্যাগ করতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নয়।

সর্। মা! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করব?

জিন্নেত। কর!

সর্। সত্য বল্‌বে?

জিন্নেত। আমি নবাবের কন্যা, নবাবের পত্নী, নবাবের মা! দুনিয়ায় ভয় করবার আমার কে আছে যে, মিথ্যা কইব?

সর্। তুমি রাবিয়াকে ঘরে এনেছ?

জিন্নেত। আনিনি—আনতে চলেছি।

সর্। রাবিয়াতো নিজে বলেনি। কে তার খবর তোমার কাছে এনে দিলে?

জিন্নেত। বল, তুমি তাকে ক্ষমা করবে?

সর্। বেশ, ক্ষমা করব।

জিন্নেত। রাজা আমলচাঁদ।

সর্। বুঝতে পেরেছি, যাও।

জিন্নেত। তা হ'লে আমি আনতে চল্‌লুম।

সর্। তা হ'লে আমাকে দেখার আশা ত্যাগ কর।

জিন্নেত। বেশ, ত্যাগ করলুম।

[প্রস্থান।

সর। কে আছ? (বাখর খাঁর প্রবেশ) আলমচাঁদ রায়কে খবর দাও।

[বাখর খাঁর প্রস্থান।

শুনেছি আমার মাতামহ ব্রাহ্মণসন্তান। নবাবীর সমস্ত কঠোরতায় অভ্যস্ত হয়েও তিনি হিন্দুসুলভ কোমলতা ত্যাগ করতে পারেন নি। সেইজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হ'তে হয়েছে। আমি সেই কোমল মর্ম্মের আংশিক উত্তরাধিকারী। তার জন্য আমি আমার অপর সমস্ত উত্তরাধিকার হতে বঞ্চিত হতে চলেছি, তবু এ পাপ কোমলতাকে কিছুতেই পরিত্যাগ করতে পারছি না। পরিত্যক্তা, দীনার মত বাঞ্ছিতা রাবিয়া! তুমি ফিরে আসছ শুনে আমি শত চেষ্টাতে চোখের জল নিবারণ করতে পারছি না। ফিরে এস রাবিয়া! ফিরে এস! যার দর্শনলাভের জন্য আমি রাজ্য সম্ভ্রম এমন কি তোমার ন্যায় স্ত্রী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করতে বদ্ধপরিকর হয়েছি, তুমি তাঁর দর্শনলাভ করেছ। জাননা তুমি আমার চেয়ে কত অধিক ভাগ্যবতী! সেই ভাগ্য পূর্ণমাত্রায় ভোগ করবার জন্য তোমাকে পরিত্যাগ-ছলে আমি তাঁর চরণপ্রান্তে নিক্ষেপ করেছিলুম। যাক্, ফিরে যখন আসছ—যখন কোমল-মর্ম্মী হিন্দু নিজের পরিণামকে অগ্রাহ্য ক'রে, নবাবের ক্রোধকে তুচ্ছ ক'রে, তোমাকে ধ'রে ঘরে ফিরিয়ে আনছে, তখন এস ঘরের রাবিয়া তোমার ঘরে এস। হজরৎ! জীবনে বুঝি আর তোমার সঙ্গে দেখা হ'ল না। তা হোক তোমার করুণা তুমি রাখ, আমার কোমল মর্ম্ম আমি রাখি।

(বাখর খাঁ ও আলম চাঁদের প্রবেশ।)

সর্। কি রায় রায়ান! শুনলুম তুমি নাকি পরিত্যক্ত নবাবপত্নীকে বাঁদী রেখেছ?

আলম। (বারম্বার অভিবাদন করিয়া) সে কি হুজুরালি। তিনি আমার মা! আমার মাথার মণি. আমার হজরাইন। আমি তাঁর গোলামের গোলাম, তাঁর বাঁদী আমার স্ত্রী।

সর্। তাকে তুমি গৃহে স্থান দিয়েছ?

আলম। আজ্ঞে হুজুরালি, প্রভুর অপরাধে প্রভু-পত্নীর লাঞ্ছনা দেখা এ গোলাম সহ্য করতে পারেনি।

সর্। কেয়া বেয়াদব! •

আলম। (মস্তক অবনত করিয়া দণ্ডায়মান)

সর্। তা হ'লে তুমিই তার গৃহপ্রবেশের সহায়তা করেছিলে?

আলম। করেছিলুম।

সর্। কি করে করলে?

আলম। আমার স্ত্রীর তাঞ্জামে করে তাকে গৃহ প্রবেশ করিয়েছি।

সর্। অর্থাৎ রায় রায়ান গৃহিণীর মাথায় একটী কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিলে। দ্বিতীয় অর্থাৎ, আমার মাথায় আর একটী বোঝা চাপিয়ে দিলে। আমার স্ত্রীর মান রাখতে চিরদিনের জন্য নিজের বংশের দুর্নাম কিনে আনলে, আর আমাকেও লোক সমাজে লম্পট বলে প্রচার করলে।

আলম। সে দুর্নাম হুজুরালিইত কবরা বাগ থেকে বহন করে এনেছেন।

সর্। ফতেচাঁদ আমার স্ত্রীর সম্বন্ধে কি বিচার মীমাংসা করেছিল?

আলম। হুজুরালি, তাঁর কথা কিছু বলতে পারব না।

সর্। তোমায় বলতে হবে কেন—আমি কি এতই বুদ্ধিহীন রায় রায়ান! ফতে চাঁদ জগৎ শেঠনীর তঞ্জাম দিতে স্বীকৃত হয়নি, কেমন?

আলম। হুজুরালিত নিজেই সব জানেন।

সর্। জগৎশেঠ বুদ্ধিমান নীতিজ্ঞ, তাই সে আমার বুদ্ধিহীনা স্ত্রীকে সাহায্য করেনি। তুমি আমার স্ত্রীর তুল্য বুদ্ধিমান, তাই তুমি সাহায্য করতে ব্যগ্র হয়েছিলে।

আলম। (মৌনাবলম্বন)

সর্। সে কথা যাক্, দ্বিতীয় বার যখন মৎকর্ত্তৃক পরিত্যক্তা স্ত্রীকে নিজ গৃহে স্থান দিয়েছ, তখন অবশ্য এ কার্য্যের পরিণামের জন্য প্রস্তুত হয়েই দিয়েছ।

আলম। তা হয়েছি।

সর্। কি পরিণাম কল্পনা করেছ?

আলম। বন্ধন অথবা বধ উভয়েরই জন্য প্রস্তুত হয়েছি।

সর্। বধের কত প্রকার প্রক্রিয়া আছে, তাও অবশ্য তোমার জানা আছে?

আলম। আজ্ঞে আছে। ফাঁসী অথবা শিরশ্ছেদ, অথবা বিষপান, অথবা দেহকে খণ্ড খণ্ড করে তাতে লবণ প্রয়োগ অথবা জীবন্ত সমাধি, গাত্রের চর্ম্ম উন্মোচন।

সর্। যে বালকের উপর আমি বেগমকে মুরশিদাবাদের সীমান্তে রেখে আসবার ভার দিয়েছিলুম, সেত আমার হুকুম অমান্য করবে না, অথবা মিথ্যা কইবে না।

আলম। আমি কৌশলে তাকে ভুলিয়ে ছিলুম। মুরশিদাবাদের সীমা কোথায় সে বালক জানতো না। সে আমাকে সীমা দেখিয়ে দিতে অনুরোধ করে। আমি তাকে আমার বাটীর সন্নিকটে বাগানের ধারে নিয়ে বলি "এই মুরশিদাবাদের সীমা।" সীমা শুনেই বালক মাকে সেইখানে পরিত্যাগ করে চলে গেল! আমিও অমনি অতি যত্নে মাকে তাঁর গোলামের গৃহে প্রবেশ করিয়েছি!

সর্। শাস্তি পাবেই এটি তুমি স্থির বুঝেছিলে।

আলম। স্থির বুঝিনি—তবে অনুমান করেছিলুম।

সর্। কোন পুরস্কার অনুমান করেছিলে?

আলম। পুরস্কারের কাজ যখন করিনি তখন এমন অন্যায় অনুমান করব কেন?

সর্। বাখর খাঁ। আমার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে যে মহামূল্য পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিয়েছিলেন, সেই সঙ্গে যে মতির মালা, যে সব অলঙ্কার তৈইরি করিয়েছিলেন, দুর্ভাগ্যবশে যা তিনি এক-দিনের জন্যও ব্যবহার করতে পাননি, সেই পোষাক, সেই মালা, সেই অলঙ্কার এখনি এই বৃদ্ধকে পরিয়ে দাও—তারপর আমার তাঞ্জামে চাপিয়ে তাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও। দেখো হুঁসিয়ার! একটাও যেন বাদ যায় না।

[সর্‌ফরাজের প্রস্থান।

আলম। দোহাই হুজুরালি ও হুকুম ফিরিয়ে নিন্।

বাখর। কি! হুজুরালি কি মিথ্যাবাদী যে, হুকুম ফিরিয়ে নেবেন!

আলম। দোহাই ভাই—আমি গোলাম, আমি সে দয়ালু মনিবের পরিচ্ছদ প্রাণান্তেও নিজের দেহে তুলতে পারব না।

বাখর। ওকথা এখন শোনে কে? চলে চলুন, নইলে এখনি লোক ডাকব, তারা চ্যাং দোলা করে আপনাকে তুলে নিয়ে যাবে।

আলম। আমি কিছুতেই সে পরিচ্ছদ পরবো না—আমি কিছুতেই স্বর্গগত প্রভুর অসম্মান করতে পারবো না।

বাখর। জানেন, আমি মহলের ভেতর শুদ্ধ মাত্র নবাবের অধীন?

আলম। বেশ আমাকে কোতল কর।

বাখর। জানেন, হুকুম তামিল না করলে আমার কি হবে?

আলম। আমার মাথায় দাও। মাথায় করে ঘরে নিয়ে যাই—মনিবের স্মৃতি-চিহ্ন চিরদিনের জন্য আমার ঘরে তুলে রাখি!

বাখর। ধন্য রায়রায়ান! ধন্য আপনার প্রভুভক্তি! নবাবও কি তা বোঝেন নি। ক্রোধের বশে তিনি যে গর্হিত কাজ করেছেন, আপনা হতেই কেবল তার বিষম পরিণাম ঘটতে পায়নি, আপনি নবাবের সম্ভ্রম রক্ষা করেছেন, সুতরাং আপনিই সেই মহামূল্য পুরস্কারের যোগ্য পাত্র। আসুন আপনাকে সে সমস্ত দিয়ে প্রভুর মনের অভিলাষ পূর্ণ করি।

আলম। কিন্তু বাখর খাঁ, আমি যে বড় গোলমালে পড়ে গেলুম।

বাখর। কি, হুজুরালির চরিত্র নিয়ে?

আলম। আমি যে ওঁর আর এক মূর্ত্তি ভেবে অনবরত ওঁর অনিষ্ট চিন্তা করেছি!

বাখর। শুধু কি আপনি রায়রায়ান—গোলমালে না পড়েছে কে? আমিও পড়েছি। কারও অপরাধ নেই! তবে যে ওঁর প্রকৃত মূর্ত্তি না দেখতে পেয়ে হুজুরালির অনিষ্ট করতে অগ্রসর হবে, তার মত দুর্ভাগ্য দুনিয়ায় আর নাই।

আলম। তবে কি ফররাবাগের ঘটনা সত্য নয়?

বাখর। মিথ্যা কি সত্য কি করে বুঝাব রায়রায়ান? সে রাত্রির ঘটনা যে প্রত্যক্ষ না করেছে, সে বুঝতে পারবে না, যে দেখেছে সে বোঝাতে পারবে না। দোহাই আর আমাকে প্রশ্ন করবেন না, চলে আসুন।

আল। নবাব! নবাব! এক নয়, গোলামের শত অপরাধ—মার্জ্জনা কর। আমি আর সে অপরাধের ভার সইতে পারছি না।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

মালেকা।

বন-পথ।

গীত।

সপট করি কহবি বঁধু কপট নাহি রাখবি,
ইহ রজনী আছিলি কার ঘরে।
কপট যদি কর বঁধু হামারি নাহে মন্দহে
নব প্রেয়সী শপথি লাগে তোরে॥
মঝুমনে সাধ ছিল সেবিব হাম তোঁহে,
যিনি বেতনে নিজ কেতনে কিনি রাখবি মোহে—
এ সব যত ধরম বাত পহেলা তোঁহারি সাথ
আজু কাহে গোপলি নাথ মোরে॥

(গাউসের প্রবেশ।)

গাউস। তাইত! যা মনে করছি তাই! মনকে বিশ্বাস করতে পারছিলুম না। অন্য পথে চলে যাচ্ছিলুম! কিন্তু সঙ্গীত আমাকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট করেছে। যে সঙ্গীত-তরঙ্গ একদিন যমুনা-তরঙ্গে শত প্রতিধ্বনির বাঁধনে হৃদয়কে বন্দী করতো, আজও সেই প্রান্তরপ্লাবিনী সঙ্গীত-ধারা আমাকে ভাসিয়ে উজান বাহিয়ে তোমার কাছে এনে উপস্থিত করেছে! মালেকা! তোমাকে যে আমি বঙ্গেশ্বরের প্রাসাদ মধ্যে গোপনে সংরক্ষিত করিয়েছিলুম, এরই মধ্যে তোমাকে পথের তরুতলে নিক্ষেপ করলে কে?

মালেকা। যার জিম্মায় আমায় রেখে এসেছিল, সেই আমাকে এই খানে নিক্ষেপ করেছে।

গাউস। সেকি, নবাব? একথা যে বিশ্বাস করতে পারছি না মালেকা!

মালেকা। নবাবের অন্তঃপুরে বাংলার রাজলক্ষ্মীর সঙ্গিনী হতে গিয়েছিলুম। গিয়ে দেখলুম, সেই রাজলক্ষ্মী নবাব-গৃহ হতে নির্ব্বাসিত হচ্ছেন। যেখানে অধীশ্বরীর স্থান হ'ল না,

সেখানে সঙ্গিনীর স্থান কোথায়? আমি নবাব-বেগমের অন্বেষণে দুনিয়া ঘুরতে চলেছি।

গাউস। ভুল করেছ মালেকা! আমি আসবার সময়ে একটু সামান্য খবর শুনে এসেছি। নবাব-গৃহিণী কোনও ওমরাওয়ের গৃহে আশ্রয় নিয়েছিলেন। নবাবের মাতা জিন্নেতউন্নীসা বেগম তাঁকে আজ আনতে সেই ওমরাওয়ের গৃহে গিয়েছেন। এতক্ষণ বোধ হয়, নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছেন।

মালেকা। নবাব নিজে আনতে যাননি?

গাউস। না, তাঁর মা।

মালেকা। তবে নবাব-বেগম মহলে প্রবেশ করেছে তুমি জানলে কেমন করে?

গাউস। নবাবের মা আনতে গেছেন, তিনি আসবেন না?

মালেকা। এক নবাব ছাড়া, তাঁর সৃষ্টি-কর্ত্তা পর্য্যন্তও যদি বেগমকে ফিরে আসতে অনুরোধ করেন, তথাপি তিনি ফিরে সে পরিত্যক্ত গৃহে প্রবেশ করবেন না।

গাউস। তুমি পাগলের মত যা বললে, তাই কি আমি বিশ্বাস করব?

মালেকা। আমি পাগল? বীর! আজীবন অস্ত্র সাধন করেছ, রমণী হৃদয়ের মর্য্যাদা তুমি বুঝবে কি? সতী-হৃদয়ের অভিমান-মাহাত্ম্য দুনিয়ার কে জানে জানি না! সতী নিজেই তা অনুভব করতে পারে না। সৃষ্টিকর্ত্তা যদি বলে পারি, তাঁর সৃষ্টিতে আমি সন্দেহ করি।

(রাবিয়ার প্রবেশ)

রাবিয়া। তাইত! দুনিয়ার কোন স্থান চিনিনি! আমি এ কোথায় চলেছি ঈশ্বর!

মালেকা। কি দেখছ স্বামী! হজরৎ আমার দর্প রক্ষার জন্য আমার প্রাণের প্রাণ আমার কাছে এনে দিয়েছেন। এস রাণী, এস বাঙ্গালার রাজশ্রী! কোথায় চলেছ বুঝতে পারছ না? তার বাঁদীর কাছে (ছুটিয়া রাবিয়াকে ধারণ)। ঈশ্বরের নাম নিয়ে পথে বেরিয়েছ, তিনি পথে পথে তোমার জন্য বাঁদী রেখেছেন। আমি ভাগ্যবতী, তাদের মধ্যে প্রথম।

গাউস। এই রাণী? তাইত একি দেখলুম? এই রাণী? কি করলে নবাব? সরোবরের মৃদু হিল্লোলে যে কাতর হয়, সেই পুষ্পরাণীকে বৃন্তচ্যুত করে পথে নিক্ষেপ করেছ?

রাবিয়া। তাইত! তাইত! তুমি ভগিনী মালেকা? তুমি ঐশ্বর্য্যের প্রলোভন, স্বামীর প্রলোভন ত্যাগ ক'রে আমার অপেক্ষায় পথে দাঁড়িয়ে আছ?

মালেকা। তা'ত ছেড়েছিলুম, কিন্তু কর্ম্ম'লি ছাড়ে কই! ওই দেখ আমার গোঁয়ার স্বামী—তোমার গোলাম, আগে থাকতেই আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এস বিশারদ বুদ্ধিহীন! মর্য্যাদা দাও, প্রভুপত্নী তোমার সম্মুখে।

গাউস। (নতজানু হইয়া) অভিমানে একি করলে মা? ফের মা—ফের। স্বামীর উপর অভিমানে আত্মহত্যা—স্বামীহত্যা। দোহাই মা, দেশের শ্রী নষ্ট কর না। বল মা একবার বল, তোমাকে প্রাসাদে ফিরিয়ে নিয়ে যাই।

রাবিয়া। আমি ফিরব না। আমি ভিক্ষা-পাত্র করে দুনিয়াবাসীর দ্বারের সঙ্গে পরিচিত হ'তে চলেছি।

গাউস। দোহাই রাণী, নিকটে আছি, এখনও একবার নিজের অবস্থা প্রণিধান করুন। পথে অগণ্য দস্যু—আপনারা দু'জন অবলা।

রাবিয়া। আর আপনি?

গাউস। আমি কি, তা আপানাকে কি পরিচয় দেব? আমি আমার তিন হাজার পাঠান

সহচরকে আনতে চলেছি। যদি আসবার অবসর পাই, তখন মুরশিদাবাদবাসীকে জানাব, আমি কি। এখন আমি আপনাদের চেয়ে অধিক বলশালী নই।

রাবিয়া। তবে তুচ্ছ অবলার ইজ্জত রাখতে রাজার অনিষ্ট কেন করছেন জনাব? শীঘ্র যান, আপনার দিগ্‌বিজয়ী পাঠান সহচরদের এনে আমার স্বামীর মসনদ রক্ষা করুন। তখন গভীর অরণ্যে ব্যাঘ্রে আমাকে গ্রাস করতে এসে আমাকে পিঠে করে মহলে রেখে আসবে। রাজ্য গেলে, স্বর্ণ অট্টালিকার ভিতরে বাস করলেও, পথে পথে এখন আমার যা ইজ্জত, তার (অঙ্গুলির অঙ্গুলিতে সংলগ্ন করিয়া) এতটুকু অংশও থাকবে না।

(জিন্নেত ও অস্ত্রধারী সৈন্যগণের প্রবেশ।)

জিন্নেত। মা অভিমান ত্যাগ কর, ফিরে এস।

রাবিয়া। কেন মা, জ্ঞানহীনার মত অনুসরণ করেছ, আমি ফিরব না।

জিন্নেত। ফিরব না বললে শুনতে পারব না, আমি তোমাকে না নিয়ে ঘরে ঢুকব না—সঙ্কল্প করেছি।

মালেকা। কে তুমি? কোথায় তোমার ঘর?

জিন্নেত। সে পরিচয় তোকে কি দেব?

মালেকা। তোমার কি পরিচয় আছে নবাবজননী?

জিন্নেত। কি অভাগিনী, বংশমর্য্যাদা পথে ছড়িয়েছ? এই দুটো নগণ্য পথিকের কাছে আত্মপরিচয় দিয়েছ?

মালেকা। ছড়িয়েছেন তোমার পুত্র—ফুৎকারে তাকে আরও বিক্ষিপ্ত করতে এসেছ তুমি। আমরা সেই নির্ব্বোধ স্বামীর গোলাম ও বাঁদী—তাঁকে আঁচলে কুড়িয়ে নিতে এসেছি।

জিন্নেত। এই, তোরা এই পাগলিনীকে ধরে নিয়ে ঘরে চল। যদি কেউ বাধা দেয়—তাকে হত্যা করবি।

গাউস। হুজরাইন্—মহলে ফিরে আসুন।

মালেকা। কি পুরুষ! অবলাকে শুধু উপদেশ দেবার বাক্য আছে, না এই বীরপুরুষদের বাধা দেবার শক্তি আছে?

গাউস। কি রাণী, ফিরে যাবার ইচ্ছা আছে?

রাবিয়া। কোথায়, কার ঘরে ফিরব? উনি কে? উনি অতি ভালমানুষ, ওঁর সংসারজ্ঞান কিছু নেই। পুত্রের চরিত্র উনি কিছু জানেন না। আমাকে তাঁর বিনা আদেশে সঙ্গে নিয়ে গেলে, ওঁকেও পুত্র মুখ দেখার আশা এ জন্মের মত ত্যাগ করতে হবে।

গাউস। তাহলে ফিরবেন না?

রাবিয়া। না। এক নবাবের নিমন্ত্রণ ছাড়া, দুনিয়ার আর কারও নিমন্ত্রণে ফিরব না।

গাউস। যাও, নবাবজননী, ফিরে যাও।

জিন্নেত। ধরে আন্—তোদের চক্ষের উপরে যদি কুলীখাঁর বংশের গৌরব নষ্ট হয়, তাহ'লে তোদের সকলকেই তার জবাবদিহি করতে হবে। নবাবের ক্রোধের এক সময় না এক সময় উপশম হবে, কিন্তু তোদের আর বাঁচতে হবে না। যা, ধরে আন্—আমি বল্‌ছি ধরে আন্—বন্দিনীর মত ধরে আন্—যদি ওই দুটো বাধা দিতে আসে, তখনই কোতল করবি।

গাউস। এইও উল্লুক!—মালেকা!

মালেকা। এই যে সরদার্—পাঠানীর আত্মরক্ষার সহচর সঙ্গে সঙ্গে আছে।

(মালেকার অস্ত্র বহিষ্করণ। গাউসের সৈন্যগণকে আক্রমণ)

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। খবরদার! মূর্খ! ক্ষুদ্র প্রাণীবধে এত উৎসাহ দেখাচ্ছ কেন? এত আত্মহারা গাউস খাঁ, একটা তুচ্ছ রমণীকে জল থেকে তুলতে তুমি রাজ্যটাকে ভাসিয়ে দিচ্ছ! এক লহমার অন্তরায় জীবনের ঘটনার কত পরিবর্ত্তন করে তা জান?

গাউস। হজরত, এই একটু বিলম্বে অনিষ্ট হবে?

হায়। কালকে কখন ক্ষুদ্রজ্ঞান ক'র না। কালের একটু ক্ষুদ্রাংশও অনন্ত—গাউস খাঁ, সেও অনন্ত শক্তিধর।

গাউস। মালেকা, আর আমি তোমার রাণীর রক্ষায় সময় নষ্ট করতে পারলুম না। তিন হাজার পাঠান সহচর আমার অপেক্ষায় বসে আছে।

(অভিবাদন ও প্রস্থান)

হায়। দাঁড়িয়ে দেখছ কি রাজরাণী, পুত্রবধূকে পথে ছেড়ে নিজে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা কর। বিলম্ব করলে ওরই সঙ্গে তোমাকেও পথে ঘুরতে হবে। যদি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তোমার পুত্রবধূকে পথে নিক্ষেপ করেছে কে? আমি বলব তুমি। মমতাময়ী রমণী, মমতা ভিন্ন তোমার ভাণ্ডারে আর কিছুই ছিল না। সেই মমতায় দুনিয়াকে আবৃত করতে গিয়ে, আপনাকে অনাবৃত করেছ, পুত্রকে অনাবৃত করেছ, পুত্রবধূকে অনাবৃত করেছ।

জিন্নেত। হজরৎ—হজরৎ। রক্ষা কর। আমি অন্ধকার দেখছি।

হায়। আলোকশূন্য দেশে আর যে দেখবার কিছু নেই রাজরাণী? যাও মা মমতাময়ি, ঘরে যাও। এখানে আলোক দেখাই মরীচিকা। অন্ধকারই এখানে সত্য, অন্ধকারই এখানে আশ্রয়, অন্ধকারই আলোক।

জিন্নেত। হা ঈশ্বর, আমার অদৃষ্টে শেষে এই ছিল!

[জিন্নেত ও সৈন্যগণের প্রস্থান।

হায়। এস মালেকা, এস রাণী, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, বাঙ্গালায় নবাবাধিকার নাশের অভিনয় আরম্ভ হয়েছে। সে অভিনয় দেখবার যদি হৃদয়বল থাকে, সঙ্গে এস।

মালেকা। রাজ্য রক্ষা হবে না?

হায়। কই মা, প্রকৃতির মুখের একপ্রান্তেও যে একটু হাসির রেখা দেখতে পাচ্ছি না!

রাবিয়া। হজরত! আপনিও পারবেন না?

হায়। রক্ষার জন্য প্রাণ ব্যাকুল, কিন্তু অদৃষ্টের বাণী।

মালেকা। রক্ষার চেষ্টা?

হায়। বিড়ম্বনা—অদৃষ্টের বাণী।

রাবিয়া। অদৃষ্টের বাণী কি মিথ্যা হয় না?

হায়। অদৃষ্টের বাণীতেই দুনিয়ার সৃষ্টি। সৃষ্টির আগেও তা যেমন সত্য, সৃষ্টির পরেও তা তেমনি সত্য। এখন তোমরা কে কি করবে উত্তর দাও। আমার নেমাজের সময় উত্তীর্ণ হয়, আমি আর অপেক্ষা করতে পারব না। (মালেকা অবনত জানু হইল) কি অভিপ্রায়?

মালেকা। অন্তর্য্যামী গুরু—অভিপ্রায় আপনি বলুন।

হায়। যাও, চেষ্টার ইচ্ছা হয়েছে—চেষ্টা কর।

মালেকা। আপনার কথার ভাবে বুঝেছি, বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত অস্ত্রে মুরশিদাবাদের কক্ষ ছিন্ন ভিন্ন হবে। কিন্তু হজরত, যতদিন পর্য্যন্ত আমার স্বামী জীবিত থাকবেন, ততদিন পর্য্যন্ত আমাকে তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করতে কন্যাকে আদেশ করবেন না। অদৃষ্টের বাণী আপনার কৃপায় যেন শুনতে পাচ্ছি—অতি সূক্ষ্ম সুরে

ভাগীরথী তীরে—ওই ওই যেন বলছে—"স্বর্গচ্যুত তারকা সরফরাজ, আর কেন দুনিয়ার আবর্জনায় পড়ে যন্ত্রণা পাও?" আবাহন গানের স্বর উঠেছে। স্বর্গের দূত তাকে আলিঙ্গন করবার জন্য হাত বাড়িয়েছে। তবু, তবু—আমার সে গুরুদত্ত সহোদর—গুরু, গুরু, আমরা পাঠান দম্পতী তাকে পরিত্যাগ করতে পারব না। সেলাম হজরত, সেলাম রাণী।

হায়। এস মা নবাবমহিষী! স্বামীর উদারতায় সন্দেহ করে যে অবস্থা তুমি সাগ্রহে আবাহন ক'রে এনেছ, সেই ভিখারিণীর অবস্থা, তোমার স্বামীর চিরন্তন সখা এই ভিখারীর সঙ্গে নিত্য ভোগে তৃপ্তিলাভ করবে এস।

রাবিয়া। আর কন্যাকে কেন তিরস্কার করেন হজরত—অদৃষ্টের বাণী মিথ্যা নয়।

হায়। তা যদি বুঝে থাক মাঁ, তাহলে সকল অবস্থায় তুমি রাণী।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

আলিবর্দ্দী ও ঘেসেটী।

আলি। নবাব কি করেছে ভাই সাহেবকে বরখাস্ত করেছে?

ঘেসেটী। বরখাস্ত সে ত করেইছে। তাছাড়া নিত্য অপমান করছে। চাচা আর বাঁচবে না।

আলি। নবাব নিজে অপমান করেছে?

ঘেসেটী। নিজে দরবারে সমস্ত ওমরাওয়ের সুমুখে সামান্য মুহুরীকে যেমন বরখাস্ত করে, সেই রকম ক'রে বরখাস্ত করেছে। তারপর তার ওমরাওদের দিয়ে অপমান করাচ্ছে। মর্দ্দান আলি ও লুৎফুল্লা, ঘাটে পথে, চাচাকে যেখানে দেখছে, সেইখানেই মুখে যা আসে তাই বলছে। আমার কথা, চাচীর কথা, আমিনার কথা—আর কার নাম করব? পিতৃব্য বুঝি আর বাঁচেন না। তিনি দিবারাত্রি কেবল হা আল্লা হা আল্লা করে কাঁদছেন।

আলি। তুই এলি, তোর চাচাকে সঙ্গে ক'রে আনলিনি কেন?

ঘেসেটী। আমি নিজের দুঃখ জানাতে এসেছি।

আলি। তোর আবার দুঃখ কি?

ঘেসেটী। স্বয়ং নবাব আমাকে—

আলি। আর বলতে হবে না। রক্ষা কর ঘেসেটী, আর আমাকে ব্যাকুল ক'র না, চলে যাও। ভাল, যাবার সময় একটা কথা বলে যাও। এক বালক তোমার পিতৃব্যকে এক খানা চিঠি দিতে গিয়েছিল, পিতৃব্য সে চিঠি পেয়েছেন?

ঘেসেটী। পেয়েছেন সে অদ্ভুত বালক অদ্ভুত উপায়ে চিঠি দিয়েছে। সেই চিঠির জোরেই পিতৃব্য শত অপমান সয়ে মুরশিদাবাদে এখনও দাঁড়িয়ে আছেন।

আলি। বেশ! তা হ'লে তুমি এখন বিশ্রাম নাও।

ঘেসেটী। আমি বিশ্রাম নিতে আসিনি, আমি আপনার সম্মুখে জহর খেয়ে মরতে এসেছি।

আলি। অত অস্থির হ'লে ত চলবে না মা!

ঘেসেটী। আমার অপমানের, আমার পিতৃব্যের অপমানের প্রতিশোধ নেবেন প্রতিজ্ঞা করুন।

আলি। এ ত জোর করিয়ে প্রতিজ্ঞা করাবার কথা নয় মা! এ সব অপমান আমার। তোমাদের কি মর্ম্ম-বেদনা? তার শতগুণ মর্ম্ম-বেদনা আমার! বলবান প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। নাও, এখন আমার চিত্তের ব্যাকুলতা বৃদ্ধি কর না। আমাকে চিন্তা করবার অবসর দাও, মহলে যাও, বেগম সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর। [ঘেসেটীর প্রস্থান

আলি। বেশ হয়েছে, অছিলা ঘটেছে। আমার কার্য্যে সকলেই সহায়, কেবল বাদী এক বেগম। কিছুতেই বেগমকে বোঝাতে পারলুম না! তার একার বাধায় আমাকে চলচ্ছক্তিহীন করেছে, সমস্ত উদ্যোগ আয়োজন করে আজও অগ্রসর হতে পারছি না। মরশিদাবাদের দিকে অভিযান করবার কোনও কারণ নির্দ্দেশ করতে পারলুম না। আজ অছিলা মিলেছে, বেগম সাহেব আর আমার গন্তব্য পথে বাধা দিতে পারছে না। (থাপি খাঁর প্রবেশ।)

থাপি খাঁ। শিগগির দেওয়ানকে খবর দে।

থাপি। থাপি খাঁ করে দেরি করে খবর দিয়েছে?

আলি। গিয়ে বলবি, "যে অবস্থায় আছেন, সেই অবস্থায় আসুন।"

থাপি। বলব না ত কি বোবার মতন দাঁড়িয়ে থাকব?

আলি। আরে মর বেটা! আর দাঁড়াসনি— এখনি যা।

থাপি। তাই বল।

[প্রস্থান।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

আলি। কেও? নোয়াজেস? তুমি এত রাত্রে এখানে কেন?

নোয়া। আপনাকে শুভ সংবাদ দিতে এসেছি।

আলি। কি শুভ সংবাদ?

নোয়া। আপনার কন্যা নবাব কর্ত্তৃক অপমানিতা হয়েছে।

আলি। মূর্খ! এটা তোমার পক্ষে শুভ সংবাদ হল?

নোয়া। আমার পক্ষে হবে কেন পিতৃব্য, আপনার পক্ষে। আপনি মুরশিদাবাদে অভিযানের সমস্ত উদ্যোগ করে, শুধু এক চাচীর বাধায় পঙ্গুর ন্যায় বসে আছেন। আপনি প্রবল শক্তির অধিকারী হয়েও সেই পবিত্র রমণীর দৈব-শক্তিকে পরাস্ত করতে পারছিলেন না। তার একটি একটি সুমিষ্ট কথার আঘাতে আপনার অস্থিসন্ধি শিথিল হয়ে গিয়েছিল। আপনার কন্যা অপমান কথার মালিশ দিয়ে আপনার সেই সন্ধি দৃঢ় করে দিয়েছে। ঘেসেটী তার মায়ের কাছে কাঁদছে—মায়ের মুখ মলিন হয়েছে। তিনি বুঝলেন, আর তিনি আপনার অভিযানে বাধা দিতে পারছেন না। এমন শুভ সংবাদ আপনি আর শুনতে পাবেন না, এমন শুভ দিন আপনার আর আসবে না।

আলি। বড়ই দুঃখের কথা নোয়াজেস, তুমি তোমার পিতৃব্যকে এত হীন বিবেচনা কর। তোমার পিতা সেখানে নজরবন্দী—অপদস্থ—শত্রু কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত, আমার কন্যাও অপমানিত—আমি বীরের অহঙ্কার নিয়ে শক্তি থাকতে প্রতিকার না করে চুপ করে থাকবো?

নোয়া। হীন বিবেচনা করলে, আমি আপনার কাছে আসতুম না। আপনি শক্তিমান বলেই, আপনার সেই শক্তির জাগরণ দেখতে এসেছি। তবে কি জানেন পিতৃব্য, শক্তি থাকতে চুপ থাকা অতিবড় শক্তিমানের কাজ!

আলি। তা কি কখন কেউ থাকে নোয়াজেস্?

নোয়া। আছে বই কি পিতৃব্য। আমি তাকে দেখেছি।

আলি। কোথায় দেখেছ?

নোয়া। যেখানে আপনি সসৈন্যে যাবার মানস করেছেন। সেই মুরশিদাবাদে।

আলি। বলতে যদি বাধা না থাকে, হ'লে বল কে সে।

নোয়া। যার বিরুদ্ধে আপনি অভিযান করেছেন, সেই নবাব সরফরাজ খাঁ।

আলি। আর একটী আমি জানি।

নোয়া। কে সে পিতৃব্য ?

আলি। সেটী আমার গুণধর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নোয়াজেস খাঁ।

নোয়া। আপনি রহস্য করছেন। কিন্তু আপনি যখন রহস্যের ছলেও আমার শক্তির কথা উত্থাপন করেছেন, তখন আপনাকে বলি, আপনি আমার পিতৃব্য, চির মাননীয়; সুতরাং বুঝবেন আমি আপনাকে রহস্য করছি না। আমি বড় হতভাগ্য। আমি এক দিন ওই মহাত্মার কাছে শক্তি-মন্ত্রের সাধন শিক্ষা করতে গিয়েছিলুম, কিন্তু অপারগ হয়ে ফিরে এসেছি। তথাপি শুনুন পিতৃব্য ! অতি অল্প দিনের সাধনায় আমি যে যৎসামান্য শক্তির অধিকারী হ'য়েছিলুম, তাতেই আমি বলদৃপ্ত দাম্ভিক আলিবর্দ্দী খাঁকে এক মুহূর্ত্তে বিধ্বস্ত করতে পারি, তাঁর প্রভুভক্ত বিশ হাজার সৈন্যকে এক মুহূর্ত্তে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে তাঁরই বক্ষ বিদ্ধ করবার জন্য ধাবিত করাতে পারি। ষোল বছরের নীরব সাধনায় তাঁর শক্তি ষোল কলায় পূর্ণ হয়েছে। আপনি কার বিরুদ্ধে অভিযান করতে চলেছেন ? [প্রস্থানোদ্যত।

আলি। নোয়াজেস্ শোন !

নোয়া। আপনি বাংলার মসনদের ভিখারী। একবার নবাবের সম্মুখে যান, হাত পাতুন, তদ্দণ্ডেই বাংলার অধীশ্বরত্ব আপনার লাভ হবে। সেই তুচ্ছ সামগ্রীর জন্য আপনার অভিযান কেন ? বাংলার রাজশ্রী বহন করে আনবার জন্য এত বাহক কেন ? তবে দুর্ভাগ্য, একথা আপনার বিশ্বাস হবে না।

আলি। নোয়াজেস্ ! একি সত্য বলছ ?

নোয়া। যদি অপর দিকে পূর্ণ ষোল কলার বল পান, তবেই অগ্রসর হোন। নতুবা হবেন না।

[নোয়াজেসের প্রস্থান।

আলি। তাইত, এ পাগলটা বলে কি ? আমাকে যে কাঁপিয়ে দিয়ে গেল ! না না, আমিও কি পাগলটার সংস্পর্শে পড়ে পাগল হলুম ! সরফরাজ শক্তিমান ! এযে দেখলেও বিশ্বাস করতে পারি না। তবু অগ্রসর হবার মুখে পাগলটা আমার মনটাকে কেমন টলিয়ে গেল ! সরফরাজ শক্তিমান ? চিরদিন যাকে নিষ্ক্রিয়, অলস, অকর্ম্মণ্য, মতিহীন, ধর্ম্মহীন বলে জানি, যে কখন সাহস করে একটী দিনও বেগম মহলের সীমা-অতিক্রম করলে না, সে কেমন ক'রে লোকের চক্ষে ধূলি দিয়ে শক্তিমান হ'ল ? এক অলসের শক্তির সাক্ষী, আর একটা নিষ্ক্রিয় স্ত্রী-স্বভাব-বিশিষ্ট অলস। কার কথায় আলিবর্দ্দি তুমি অগ্রগমনে বিরত হচ্ছ ?

(চিন্তামণির প্রবেশ)

ছি চিন্তামণি ! আমার জীবন মরণ তোমার হাতে, আর তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাচ্ছ !

চিন্তা। নিদ্রা যাচ্ছি কে বল্‌লে জনাবালি ? আর বিলম্ব করবেন না। আমি ত দেখছি আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন। চলে আসুন—

আলি। কোথায় ?

চিন্তা। এ আপনি কি বলছেন ? সমস্ত ফৌজ আপনার আদেশের অপেক্ষায় এক পা মুরশিদাবাদের দিকে বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আলি। কই সনন্দত এল না।

চিন্তা। কে বললে এল না ? বাদসা মহম্মদ সা আপনাকে বাংলা বিহার উড়িষ্যার সুবেদার নিযুক্ত করেছেন।

আলি। সনন্দ—সনন্দ—চিন্তামণি সনন্দ।

চিন্তা। গোলাম কি আপনার সঙ্গে রহস্য করছে জনাবালি? (সনন্দ বাহির করিয়া) এই দেখুন বাদসাহী পাঞ্জা, এই দেখুন নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ, আর এই দেখুন নূতন উপাধি মহাবৎজঙ্গ।

আলি। (হাস্য) চিন্তামণি! শুনলে না? তোমার অন্তরাল দিয়ে কি এক মোহকর আবাহন গান ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলে শুনতে পেলে না? বলছে সন্দেহ কর না আলিবর্দ্দী! আমি তোমাকে বাংলার সিংহাসনে বসবার নিমন্ত্রণ করতে এসেছি। কিন্তু সে গান কত দূরে? অতি সূক্ষ্ম স্বরে—যেন ভাগীরথী তীরে। বলছে আলিবর্দ্দী চলে এস, অনেকক্ষণ অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। চিন্তামণি! শোন, কি মধুর! শুনতে পেলে না?

চিন্তা। আমাদের নাগরার আওয়াজ শোনা কাণ। সেই মুরশিদাবাদেই গিয়ে শুনব জনাবালি।

আলি। বেশ, চল—চল চিন্তামণি কিন্তু চলতে চলতে শোন, এক ফকীর আমাকে বলে গেছে, তোমার অদৃষ্টে মসনদ লেখা আছে। অদৃষ্টের লেখা মিথ্যা নয়। এখনি মুরশিদাবাদ দরবারে খবর পাঠাও, আমি ভোজপুরী জমীদারদের দমন করতে মুঙ্গেরের পথে যুদ্ধ যাত্রা করলুম।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

(ছেদন খাঁ ও সরদারগণের প্রবেশ)

১ম সর। আমাদের কোথায় লড়াই করতে যেতে হবে সরদার?

ছেদন। ভোজপুর। ভোজপুরের জমীদারেরা বিদ্রোহী হয়েছে। দিল্লীতে পাঠাবার জন্য যে সমস্ত খাজনা সংগ্রহ হয়েছিল, তা তারা লুঠ করেছে। ভোজপুরীদের দমন করতে এক বৎসর পূর্ব্বে আমি আলিবর্দ্দী খাঁর সহায় হতে সুবেদার কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়ে ছিলুম। অতি দুর্গম পথ অতিক্রম ক'রে বহু চেষ্টায় ভোজপুর দখল করেছিলুম; কিন্তু নায়েব সুবেদারের দয়ার জন্য আমাদের সে বারের যুদ্ধজয় বিফল হয়েছে। নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করে আমাকে শত্রুকুল নির্ম্মূল করতে নিরস্ত করেছিলেন। আজ বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে সেই ভুলের সংশোধন করতে যেতে হবে।

১ম সর। পথ কি অতি দুর্গম?

ছেদন। অতি দুর্গম। আজন্ম যুদ্ধ-ব্যবসায়ী আমি, আমাকেও পথের জন্য সময়ে সময়ে বিপদ্‌গ্রস্ত হতে হয়েছিল।

১ম সর। এবার কিন্তু আর তাদের ক্ষমা করতে দেব না।

ছেদন। আবার! এবারে ভোজপুরকে মরুভূমিতে পরিণত করব! কারও অনুরোধ রাখব না। আমার করুণাময় প্রভু সরফরাজ নিজে যদি ভোজপুরীদের ক্ষমা করতে আদেশ করেন, ত তাঁরও আদেশ অমান্য করব!

(কোরাণ হস্তে মহম্মদ আলি ও গঙ্গাজল লইয়া চিন্তামণি, সঙ্গে নন্দলাল ও আলিবর্দ্দীর প্রবেশ)

আলি। ভাই সব! পাটনা পরিত্যাগের পূর্ব্বে আমি তোমাদের কাছে একটী প্রার্থনা করতে এসেছি।

ছেদন। সেকি হুজুরালি! কি হুকুম করবেন করুন।

আলি। হুকুম নয়, প্রার্থনা। মুসলমান সরদারকে কোরাণে স্পর্শ করে, হিন্দু সরদারকে তুলসী ও গঙ্গাজল নিয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে।

১ম সর। কি প্রতিজ্ঞা করতে হবে বলুন।

আলি। আমি আমার শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাচ্ছি। তোমরা আমার বহুদিনের সঙ্গী ও এক মাত্র বিশ্বাসী। কেবল তোমাদেরই সাহায্যে আমি জয়লাভের আশা করি। আমি তোমাদিগকে অনুরোধ করছি যে, যদি তোমরা আমার ভাগ্যের অনুসরণ করতে ইচ্ছা কর, তা হলে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা বদ্ধ হও যে, যদি আমি গভীর জলমধ্যে কি ভীষণ অগ্নিকুণ্ডে প্রবিষ্ট হই, তাহলে তোমরা কদাচ আমাকে পরিত্যাগ করবে না। আক্রিসিয়ার কি রুস্তম যে কেহই আমার শত্রু হ'ক না, তাদের সম্মুখীন হতেও পরাঙ্মুখ হবে না। আমার বন্ধুদিগকে তোমাদের বন্ধু, আর আমার শত্রুদিগকে তোমাদের শত্রু ব'লে বিবেচনা করতে হবে। আমার ভাগ্যে যাই হোক না কেন, তোমরা আপন আপন জীবন ও ভাগ্য উৎসর্গ ক'রে আমার নিকট অবস্থিতি করতে ইতস্ততঃ করবে না।

১ম সর। হুজুরালি আমি প্রতিজ্ঞা করলুম। (কোরাণ স্পর্শ)

আলি। মুসলমান সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। হাজারি সরদার।

ছেদন। আমি ত আপনার আছিই হুজুরালি।

আলি। তবু ভাই প্রতিজ্ঞা প্রার্থনা করি।

ছেদন। বেশ, হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

আলি। মুসলমান ভাই সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। এইবার নন্দলাল!

নন্দ। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম!

(তুলসী স্পর্শ)

আলি। হিন্দু সরদারগণ!

সকলে। হুজুরালি প্রতিজ্ঞা করলুম।

চিন্তা। হুজুরালি এইবার হুকুম।

আলি। সরদারগণ! তোমরা এইবারে নিজ নিজ সৈন্য মুরশিদাবদের পথে চালিত কর।

ছেদন। মুরশিদাবাদ? সে কি? আমরা ত জানি ভোজপুর।

আলি। ভোজপুরের ক্ষুদ্র শত্রুর জন্য আমাকে এ সকল শক্তিমান সরদারের এরূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করবার প্রয়োজন ছিল না।

ছেদন। মুরশিদাবাদ! মুরশিদাবাদ! সেখানে কে আপনার শত্রু?

আলি। স্বয়ং নবাব।

ছেদন। সেকি? তিনি যে আমার আশ্রয়দাতা!

আলি। কিন্তু আমার ঘোর শত্রু! নবাব আমার ভ্রাতার অপমান করেছে, আমার কন্যার অপমান করেছে। আমাকে বিনাশ অথবা বন্দী করবার চেষ্টা করেছে। এখন আবার আমার বংশমর্য্যাদায় আঘাত করবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। আমার ভ্রাতার জামাতা আতাউল্লার কন্যা লুৎফউন্নিসার সঙ্গে আমার দৌহিত্র সিরাজের সম্বন্ধ স্থির করেছিলুম। নবাব সেই কন্যা নিজের পুত্রকে দেবার জন্য আমার ভাইকে দিবা রাত্রি উৎপীড়িত করছে। অপমান লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারি, কিন্তু মনসবদার আমি বংশমর্য্যাদার হানি সহ্য করতে পারি না। যে করতে চায়, তার তুল্য আমি আর কাউকেও দুসমন মনে করি না। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে কেন মনসবদার? শপথ করবার আগে তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করলে না কেন? ভাল, নবাবের বিরুদ্ধে অভিযান যদি তোমার অভিরুচি না হয়, তুমি এই স্থান থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও, আমি প্রফুল্ল মনে তোমাকে ফুরসৎ দিচ্ছি। তুমি আমার সাহায্য না করলেও তোমার প্রতি কিঞ্চিন্মাত্রও আমার স্নেহের হ্রাস হবে না।

এস ভাই সব, তোমরা কে কে আমার ভাগ্যের অংশীদার হতে চাও, সঙ্গে এস।

[ছেদন ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

ছেদন। মূর্খ! মুসলমান-কলঙ্ক! না জেনে, এক বিশ্বাস-ঘাতকের মিষ্টবাক্যে প্রলুব্ধ হয়ে একি শপথ করলি? আমার আশ্রয়দাতা মান-দাতা করুণাময় প্রেমময় সরফরাজ! তোমার বিরুদ্ধে আমাকে অস্ত্র ধরতে হবে? তোমার আলিঙ্গন দানেচ্ছু পবিত্র হৃদয়ে কৃপাণ প্রবেশ করতে হবে? কে আছ? কে কোথায় আত্মীয় আছ? আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত কর।

(মালেকার প্রবেশ)

মালেকা। আপনিই হাজারি মনসবদার ছেদন খাঁ?

ছেদন। কে তুমি সুন্দরী? সংসারে বান্ধব-হীনার সাহস বুকে ধ'রে, কে তুমি এই গভীর রাত্রিতে সৈনিক শিবিরে প্রবেশ করলে?

মালেকা। বান্ধবহীনাই যদি জেনে থাকেন, আর বান্ধবহীন যদি ধার্ম্মিকের আত্মীয় হয়, তা হ'লে শুনুন ধার্ম্মিক মুসলমান আমি আপনার আত্মীয়া।

ছেদন। আমি ধার্ম্মিক একথা তুমি কার কাছে শুনলে বিবি সাহেব?

মালেকা। আপনি পরম ধার্ম্মিক। আপনার এ সুযশের প্রতিবাদ করে, এমন একজন লোককেও আমি আজও পর্য্যন্ত দেখতে পাইনি। জীবনে আপনি অধর্ম্মের কাজ করেন নি। এ বয়স পর্য্যন্ত পবিত্র কোরাণের আদেশ আপনি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।

ছেদন। ঠিক শুনেছ?

মালেকা। ঠিক শুনেছি, আর আপনার পবিত্র মূর্ত্তি দেখে আমি তা বিশ্বাস করছি।

ছেদন। আপনি কে বিবি সাহেব?

মালেকা। আমি কে—আমি কে? বেশ, তৎপূর্ব্বে আপনার পরিচয় আমাকে দেবেন?

ছেদন। আমার পরিচয়! কি জানতে চাও সুন্দরী?

মালেকা। আপনি নবাবের কে?

ছেদন। আমি নবাবের গোলাম। তাঁর করুণায় বর্দ্ধিত।

মালেকা। আমার স্বামীও নবাবের গোলাম।

ছেদন। তিনি কে?

মালেকা। আপনিত তাঁকে চিনবেন না। তিনি মুরসিদাবাদে নবাগত।

ছেদন। আমি অনুমান করছি, তিনি দিল্লীর প্রসিদ্ধ পাঠান সেনানায়ক গাউস খাঁ।

মালেকা। আপনি ঠিক অনুমান করেছেন।

ছেদন। তাঁর স্ত্রী হয়ে তুমি আমার কাছে কি ভিক্ষা করতে এসেছ বিবি সাহেব?

মালেকা। বড়ই দুর্ভাগ্য সরদার, যাঁকে আমি দুনিয়ার কোনও বীরের চেয়ে পরাক্রমে ক্ষুদ্র মনে করিনি—

ছেদন। ক্ষুদ্র মনে করবার কারণ নেই বিবি সাহেব!

মালেকা। তাঁর স্ত্রী হয়েও আমাকে আপনার দয়া ভিক্ষা করতে আসতে হয়েছে। আমার স্বামী এসেছেন, কিন্তু তাঁর দুর্দ্ধর্ষ পাঠান সৈন্য সঙ্গে আসেনি। তিনি তাদের আনতে গেছেন, ইতোমধ্যে বিশ্বাসঘাতকতার অভিনয়। আপনারা বিদ্রোহী।

ছেদন। আমাকে ধার্ম্মিক বলছিলে না?

মালেকা। এখনও বলছি। ধার্ম্মিক মুসলমান! ভৃত্যের ধর্ম্মরক্ষা করুন। প্রতারকের কথায় প্রভুর সর্ব্বনাশে যোগ দিবেন না।

ছেদন। ধর্ম্ম রক্ষা করতে যদি মর্ম্ম ছিঁড়ে যায়?

মালেকা। মুসলমান! ধর্ম্ম বড় না মর্ম্ম বড়?

ছেদন। তুমি বল। তোমার বাক্য গুরুর বাক্য জ্ঞানে আমি কার্য্য করতে প্রস্তুত আছি।

মালেকা। ধর্ম্ম বড়।

ছেদন। সুন্দরী, আমার সেলাম নাও, আর সেই সঙ্গে তোমার প্রভুকে জানাও যে, আলিবর্দ্দী খাঁর শিবিরে, আমার তুল্য তাঁর শত্রু দ্বিতীয় নাই। এই রণাভিনয়ের মীমাংসায় হয় আমি যাব, নয় তাঁর চিরানুগত গোলামের ছুরিতে তাঁর পবিত্র হৃদয় বিদ্ধ হবে।

মালেকা। একি বলছেন সরদার?

ছেদন। তুমিই বলিয়েছ সুন্দরী! আমার বিকৃত বুদ্ধিকে সুপথে চালিত করবার জন্য আমি আমি কাতর হয়ে একজন আত্মীয়কে ডেকে-ছিলুম। খোদা তোমাকে সেই আত্মীয়রূপে প্রেরণ করেছেন। ধর্ম্ম—মর্ম্ম বিঁধে ধর্ম্ম রাখব। কি দেখছ আত্মীয়া? সরল বিশ্বাস—মূর্খতা—আমি আলিবর্দ্দীর প্রতারণাবাক্য বুঝতে পারিনি—কোরাণ ছুঁয়ে সরফরাজের বিরুদ্ধে অভিযান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছি। যাও সংবাদ দাও,—আমি প্রভুদ্রোহী—অদৃষ্টের বাণী।

[ছেদনের প্রস্থান।

মালেকা। বা! বা! মঙ্গল সাধতে এসে নিজেই নির্যাতি হলুম! (নেপথ্যে ভেরীধ্বনি) ওই রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল! চল্ মালেকা, চল্, তোর প্রিয় সহোদর তোর অপেক্ষায় মৃত্যুভরা রণাঙ্গণে প্রাণটী ধরে বসে আছে। সে আমাকে মরণের গান শোনাবার নিমন্ত্রণ করেছে। রণভেরী বাজল, মরণের গান জাগল, চল্ মালেকা, চল্। [প্রস্থান।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

সুসজ্জিত-কক্ষ।

সরফরাজ।

সর। কই এলে না? অপেক্ষায় অপেক্ষায় বসে আছি, কই এখনও তোমরা কেউ এলে না? কল্যাণময়ী রাবিয়া, আমার নীরব জীবনের সহচরী প্রেমময়ী রাবিয়া। এত অভিমান. আমার এ কোলাহলময় জীবন একদিনের জন্যও তোমার সহ্য হ'ল না! অভিমানিনি! অপেক্ষায় বসে আছি—একবার এস—কোলাহলের মধ্যে মৃত্যুর ভীম নীরবতা যদি দেখতে চাও, তাহলে একবার এস। সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস মালেকা! নবজীবন প্রভাতে নব বসন্তে স্বর্গচ্যুত কুসুম! সঙ্গে সঙ্গে তুমি এস! সমস্ত জীবন মরণের আবরণে আবৃত হয়েছে, শুধু নিশ্বাস বাকী আছে—বিলম্ব ক'র না, গান শোনাতে এস! এস হজরত! দূর থেকে স্বপন-ইঙ্গিত দেখিয়ে আমায় ব্যাকুল কর না—কাছে এস। এস আলিবর্দ্দী! বাংলার মসনদ নিয়ে আমি বিপন্ন হয়েছি। তুমি এসে আমাকে বিপন্মুক্ত কর। মর্ম্ম ফেলে এস না, মুসলমানের অমূল্য অধিকার বিশ্বাস ফেলে এস না। আমি বাংলার মসনদ তোমাকে দেবার জন্য হাত বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি!

সর। কি বাখর?

বাখর। আলিবর্দ্দী দূত পাঠিয়েছেন।

সর। এখনি তাকে পাঠিয়ে দাও—একা—সঙ্গে যেন কেউ না আসে। [বাখরের প্রস্থান।

(খাপি খাঁর প্রবেশ)

সর। আলিবর্দ্দী খাঁ তোমাকে পাঠিয়েছেন?

খাপি। আং—

সর। কিছু বলবার আছে?

খাপি। আং আজ্ঞে না হুজুরালি!

সর। বুঝেছি, তোমার জিহ্বার জড়তা আছে। বেশ ইঙ্গিতে বল—পত্র এনেছ? (খাপিখাঁর পত্র দান ও সরফরাজের পাঠ) তোমার প্রভু কবে পাটনা থেকে রওনা হয়েছেন, তার তারিখ দেন নি। তুমি জান? (খাপিখাঁর কথা কহিবার চেষ্টা) বান্দা! যদি তোর সত্য বলতে সাহস থাকে, তাহলে সত্য বল্। খোদার কৃপায় এখনি তোর জিহ্বার জড়তা দূর হয়ে যাবে।

খাপি। সত্যই বলব হুজুরালি।

সর। তোমার মনিব ভোজপুরীদের দমন করতে সসৈন্যে পাটনা ত্যাগ করেছে, না আমার সঙ্গে যুদ্ধ করতে?

খাপি। আপনার সঙ্গে যুদ্ধ করতে।

সর। সঙ্গে কত সৈন্য?

খাপি। ঠিক বলতে পারি না হুজুরালি—তবে আন্দাজ বিশ হাজার।

সর। কত দূর এসেছে?

খাপি। আমি মুঙ্গের পার হতে দেখে এসেছি। এতদিন হয়ত তেলিয়াগড়ী।

সর। আর কাউকে চিঠি দিয়েছ?

খাপি। তাঁর ভাই হাজী সাহেবকে।

সর। আর কাউকে দিয়েছ? ভয় পেয়ো না—ঠিক বল। যে বাক্‌শক্তি একবার স্ফুরিত হয়েছে, ভয়ে সত্যের অপলাপে আর তাকে স্তম্ভিত ক'র না।

খাপি। আর দিয়েছি জগৎশেঠকে।

সর। বেশ! বাখর! এই দূতকে মূল্যবান পরিচ্ছদ ও সহস্র স্বর্ণমুদ্রা উপহার দানের ব্যবস্থা কর।

(বাখরের প্রবেশ)

বাখর। হুজুরালি! জগৎশেঠজী!

খাপি। হুজুরালি! হজরৎ! (নতজানু) অজ্ঞান ছিলুম, অন্ধ ছিলুম, কোন দূরদেশে পড়ে-ছিলুম! এত করুণা? কেন করুণা? ভয় হচ্ছে!

সর। কিছু ভয় নেই ভাই! ঈশ্বর তোমাকে যে করুণা দিয়েছেন, সেই করুণা অন্তরে অন্তরে অনুভব কর। আজ থেকে সত্যাশ্রয়ী হও। আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার প্রভুকে ক্ষমা করলুম। আমি নিজ হাতে তাকে পত্রের উত্তর দিচ্ছি, তুমি নিয়ে যাবে। পত্রে আমি তাকে মসনদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ করেছি। (বাখর ও খাপিখাঁর প্রস্থান) এনে দাও করুণাময়! হজরৎ! যে যেখানে আমার পাওনাদার আছে, সব এনে দাও। আমি অঞ্জলিপুরে তাদের দেনা দিয়ে মুক্তি সাধন করি।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ।)

ফতে। হুজুরালি! আদাব!

সর। পৌত্রের বিবাহ নিরাপদে সম্পন্ন হল জগৎশেঠজী?

ফতে। হাঁ হুজুরালি! ঈশ্বরের কৃপায়—নিরাপদে সম্পন্ন হয়েছে।

সর। শুনলুম, আপনার পৌত্রবধু নাকি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

ফতে। হাঁ হুজুরালি সুন্দরী।

সর। মুরশিদাবাদে নাকি সেরূপ সুন্দরী নেই?

ফতে। তা কেমন করে বলব হুজুরালি?

রস। বেশ, আমাকে দেখান, আমি দেখলে বলতে পারব।

ফতে। তা কেমন করে হবে খোদাবন্দ?

সর। কেন দোষ কি—শুনলুম ক্ষুদ্র দশ বৎসরের বালিকা। কন্যাকে দেখব, তাতে বাধা কি জগৎ শেঠজি?

ফতে। বাধা আছে। জগৎশেঠের পর্দ্দানসীন মহিলা কখনও নবাব গৃহে প্রবেশ করেনি। দোহাই হুজুরালি, ও আদেশ করবেন না। প্রজার কুলমর্য্যাদায় হস্তক্ষেপ করবেন না।

সর। আপনি কি রাজার মর্য্যাদা রেখেছেন জগৎশেঠ?

ফতে। রাজার মর্য্যাদা এ গোলাম নষ্ট করেছে?

সর। করেন নি? ভিখারিণীবেশে যে সময় নবাব-গৃহিণী আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে গিয়েছিল, আপনি তাকে আশ্রয় ভিক্ষা দিয়াছিলেন, না কাঙ্গালিনীর মতন দূর করে দিয়েছিলেন?

ফতে। তিনি জগৎশেঠনীর তাঞ্জাম চেয়েছিলেন।

সর। দিলে কি আপনার বংশের গৌরব ডুবে যেত, না আরও বর্দ্ধিত হত। শুনেছি আপনাদের এক সাধু বিল্বমঙ্গল এক বণিকের গৃহে অতিথি হয়ে, তাঁর স্ত্রীর সতীত্ব ভিক্ষা করেছিলেন। কই তাতে কি সতীর মর্য্যাদা নষ্ট হয়েছিল, না আরও বর্দ্ধিত হয়েছিল? এরূপ ক্ষেত্রে জগৎশেঠ, ঈশ্বর নিজে এসে মর্যাদা রক্ষা করেন। রমণী ভুল করেছিল—সেই ভুল সংশোধনের জন্য যোগ্য আশ্রয়দাতা বুঝে আপনার ঘরে অতিথি হয়েছিল। হিন্দু! ধর্ম্মের কোন শাসনে তাকে প্রত্যাখ্যান করলে? আর এক আপনারাই মত মর্য্যাদাবান হিন্দু সেই বিপন্নাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁর মর্য্যাদা রাখতে মধুর ঘুমে মুরশিদাবাদকে ঢেকে দিয়েছিলেন। এক ঈশ্বর দ্রষ্টা—জগৎশেঠ। দুনিয়ার আর কোনও প্রাণী নবাব-গৃহীণীর গমনাগমন জানতে পারে নি।

ফতে। জাঁহাপনা! অপরাধ করেছি।

সর। প্রায়শ্চিত্ত করুন। জগৎশেঠনীর তাঞ্জামে পৌত্রবধূকে নবাব গৃহে প্রেরণ করুন।

ফতে। হুজুরালি! তার চেয়ে আমার শির গ্রহণ করুন।

সর। আপনাকে ভাবতে সময় দিচ্ছি।

ফতে। আমি ভেবেই বলছি—আমার জান নিন।

সর। পারবেন না?

ফতে। প্রাণ থাকতে জগৎশেঠ কুল-বধূকে নবাব গৃহে প্রবেশ করাতে পারবে না।

সর। ভাল, তা না পারেন আর এক কাজ করুন। আপনার কাছে আমার মাতামহের গচ্ছিত সাত ক্রোর টাকা আছে। কেমন জগৎ শেঠ—কথা সত্য না মিথ্যা?

ফতে। সত্য।

সর। সুদে আসলে এতদিনে তা চৌদ্দ ক্রোর হয়েছে, কেমন?

ফতে। হয়েছে।

সর। একদিকে চৌদ্দ ক্রোর, অন্যদিকে আপনার পৌত্রবধূ। শুধু যাকে একবার দেখব। দেখতে পেলে চৌদ্দ ক্রোর রেহাই। দেখাতে যদি অভিরুচি না থাকে, আজই আমার প্রাপ্য অর্থ আমার কাছে প্রেরণ করুন। পার্শ্বের গৃহে আপনাকে বিবেচনার অবসর দিলুম। কর্ত্তব্য স্থির করে এখনি আমাকে উত্তর দিন। [সরফরাজের প্রস্থান।

ফতে। তাইত! এযে দেখছি সমস্ত জানে! কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সমস্ত জেনেও এতকাল এ ব্যক্তি কেমন করে এই অগাধ অর্থ সম্বন্ধে নীরব ছিল? কি করব? এমন সমস্যায় ত আমি জীবনে কখন পড়িনি! আলিবর্দ্দীখাঁ তেলিয়াগড়ীতে এসে ছাউনী করেছেন। আর পাঁচদিনের মধ্যেই তিনি মুরশিদাবাদে এসে

পড়বেন। এই পাঁচটা দিন কাটিয়ে দিতে পারলে যে আমি নিশ্চিন্ত হই। পাঁচটা দিন—পাঁচটা দিন! তা হলে কমবখ্‌ত নবাব! তোমার জগৎশেঠের কুললক্ষ্মী দেখার সাধ জন্মের মতন আমি মিটিয়ে দেব। [প্রস্থান।

(মর্ত্তুজা, মর্দ্দানআলি ও লুৎফুল্লার প্রবেশ)

মর্ত্তুজা। যে রাজা নিজের রাজ্য হাতে করে অপরকে বিলিয়ে দেবে, আমি তার উজীরী করতে পারব না। ভাই সব! আমি তোমাদের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করি। আমি আজই উজীরীতে ইস্তফা দিয়ে চলে যাব। পথের ভিখারী আবার পথে পথে বেড়াব।

মর্দ্দান। দোহাই উজীর সাহেব শান্ত হন।

লুৎ। দোহাই ক্রোধ করবেন না। আপনি উজীরীতে ইস্তফা দিলে, আর একদিনের জন্যও মুরশিদাবাদ নবাবের হাতে থাকবে না। প্রতিহিংসাপরবশ হাজী আহম্মদ একদিনেই এরাজ্য গ্রাস করে ফেলবে।

মর্ত্তুজা। এক এক ক'রে রাজ্যের সমস্ত উচ্চ পদ থেকে বিশ্বাসঘাতক আহম্মদের লোকদের সরিয়ে দিলুম, বিশ্বাসী লোকদের দান করলুম, নবাব সেই সকল পদ আবার তাদের ফিরিয়ে দিয়েছেন। কোন ফল ত হলই না লাভের মধ্যে আমার উপরে তাদের ক্রোধ মর্ম্মান্তিক হল।

মর্দ্দান। আপনি বীরশ্রেষ্ঠ গাউস খাঁর প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত অপেক্ষা করুন। দোহাই উজীর সাহেব! সহসা উজীরীতে ইস্তফা দেবেন না।

লুৎ। উজীর সাহেব! কসুর মাফ করেন ত একটা কথা বলি।

মর্ত্তুজা। বলুন।

লুৎ। (চারিদিক চাহিয়া) গোপনে—এখানে বলতে সাহস করছি না!

মর্ত্তুজা। বুঝতে পেরেছি। কিন্তু ভাই সে আমা হতে হবে না।

মর্দ্দান। আমিও বুঝেছি—হতেই হবে উজীর সাহেব। আমরা জীবন দিয়ে আপনার সাহায্য করবো।

মর্ত্তুজা। বলেন কি? বিশ্বাসঘাতকতা—আমা হতে? আমি বোখারার সুলতানীর লোভ ত্যাগ করে চলে এসেছি।

লুৎ। এ লোভ নয়—রক্ষা—ধর্ম্ম রক্ষা।

মর্দ্দান। শুধু ধর্ম্ম নয়, নবাবকে রক্ষা।

লুৎ। ইচ্ছা করেন, নবাবের অধিকার আবার তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

মর্ত্তুজা। এ চিন্তাত স্বপ্নেও আমার মনে উদয় হয় নি। আমাকে ভাববার অবসর দিন।

লুৎ। অবসরের সময় নেই—এখনি—উজীর সাহেব, এই মুহূর্ত্তেই কর্ত্তব্য স্থির করুন।

মর্দ্দান। বলুন আপনি প্রস্তুত। পাপিষ্ঠ আলিবর্দ্দী এ বাংলার কে?

মর্ত্তুজা। তাইত মাথা যে গুলিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গভূমি! তোমার আধিপত্যের একি মাদকতা!

লুৎ। তা হলে নবাবের সঙ্গে এখন দেখা করবার কোনও প্রয়োজন নেই, চলে আসুন।

মর্দ্দান। ঈশ্বরের নামে শপথ নিয়ে বলছি, আমরা আপনার সহায়।

মর্ত্তুজা। গাউস খাঁ না ফিরলে, আমি কেমন করে এ কার্য্যে সাহস করি?

লুৎ। আমরা কাজ হাঁসিল করতে না করতে তিনি ফিরে আসবেন। চলে আসুন, আর এখানে দাঁড়াবেন না।

(সরফরাজ, বাখর ও আহম্মদের প্রবেশ)

সর। ভাই সব! যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও। আলিবর্দ্দী বিশ হাজার সৈন্য নিয়ে মুরশিদাবাদ দখল করতে আসছে।

আহ। দোহাই হুজুরালি বিশ্বাস করবেন না। আলিবর্দ্দী আপনার গোলাম। সে কখন আপনার সঙ্গে বেইমানি করবে না।

বাখর। তবে কি বিশ হাজার ফৌজ নিয়ে আপনার ভাই মরশিদাবাদের হাওয়া খেতে আসছে?

সর। আহম্মদ! পবিত্র মক্কা তীর্থে গিয়েছিলেন—সেখানে সমস্ত বিষয়াসক্তিকে কবর দিয়ে এসেছেন জেনে আমার পিতা ও আমি আপনাকে অবিশ্বাস করতে সাহস করিনি। কিন্তু পদে পদে আপনি সেই বিশ্বাসে আঘাত করেছেন!

আহ। না হুজুরালি, কখন করি নি, করব না। দুসমনের কথা শুনবেন না, আমরা আপনার বংশের কাছে চির ঋণী।

বাখর। তাই বুঝি বিশ হাজার সঙ্গী নিয়ে আপনার ভাই হুজুরালির বুকে বিশ হাজার অস্ত্রের উপঢৌকন দিতে আসছে?

আহ। মিথ্যা কথা—দোহাই হুজুরালি, মিথ্যা কথা। আলিবর্দ্দীর অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। সে চিরকালই নবাবের আজ্ঞাকারী ভৃত্য।

বাখর। হাজি আহম্মদ! তোমার মর্য্যাদা রাখতে পারলুম না। আমি, তোমার বেইমানির সাক্ষী সম্মুখে—করুণাময় মনিব তোমার সমস্ত অপরাধ জেনেও তোমাকে ক্ষমা করেছেন। ঈশ্বরের দোহাই, আর প্রভুকে মিথ্যা কথায় প্রতারিত কর না।

সর। আহম্মদ! কাল আমি আমার এই হিতৈষী উজীরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, আপনার লোকের উপর আমার জীবন রক্ষার ভার দিয়েছি। এই ব্যক্তি অপমানে মর্ম্মাহত হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করে চলে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে এই সকল আমার চির হিতৈষী বন্ধুও চলে যায়। বাকী রইল স্বজনগণের উপর ন্যস্ত আমার রাজ্য—সেই রাজ্যের উপর লোলুপ দৃষ্টি নিয়ে আপনার ভাই ছুটে আসছে। এখন আমার কর্ত্তব্য কি আপনি অনুগ্রহ করে বলে দিন।

আহ। দোহাই—দোহাই—পশ্চিমে চেয়ে বলছি—হুজুরালি, আপনার কোনও অনিষ্ট হবে না। আমাকে ছেড়ে দিন—যদিও সে সৈন্য নিয়ে আসে, আমি যাওয়া মাত্র তাকে পাটনা মুখে ফিরিয়ে দেব।

সর। বেশ, আপনাকে যেতে অনুমতি দিলুম।

লুৎ। একি আদেশ করছেন হুজুরালি?

মর্দ্দান। দোহাই হুজুরালি এমন কাজ করবেন না—বৃদ্ধকে কিছুতেই ছাড়বেন না।

লুৎ। ওর কথা বরফের উপর লেখা, দেখতে দেখতে গলে যাবে। বৃদ্ধের মাথা জামিন রাখুন।

বাখর। কোন প্রয়োজন নেই! ওঁর মাথা নিয়ে হুজুরালির কি লাভ? হুজুরালি বৃদ্ধের উপর শেষ বিশ্বাস স্থাপন করুন।

সর। যাও বৃদ্ধ! তোমার ভাইকে বেইমানী কাজ হতে প্রতিনিবৃত্ত কর।

আহ। ঠিক করবো হুজুরালি! আপনি নিশ্চিন্ত হন, যুদ্ধ যাত্রা করবেন না! যদি আলিবর্দ্দী আসে, বিশ হাজার তরোয়ার হুজুরালির পদপ্রান্তে নিক্ষিপ্ত হবে। [আহম্মদের প্রস্থান।

সর। ভাই সব! কর্ত্তব্য কি?

মর্দ্দান। ও বেইমানকে কিছুতেই বিশ্বাস করবেন না। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।

সর। বেশ, তোমরা প্রস্তুত হও।

[মর্দ্দান, লুৎফুল্লা ও বাখরের প্রস্থান।

সর। কই উজীর! সকলেই মতামত প্রকাশ করলে, আর তুমি যে নীরবে দাঁড়িয়ে রইলে?

মর্ত্তজা। আমার ত মতামত প্রকাশের উপায় রাখেন নি। ওই বেইমানের লোক সব দূর করে দিয়ে আমি বিশ্বাসী বীরের ওপর মুরশিদাবাদ রক্ষার ভার দিয়েছিলুম। তারা থাকলে, লক্ষ সৈন্য নিয়ে এলেও আলিবর্দ্দি সহজে সহর দখল করতে পারত না। আপনি তাদের বরখাস্ত করেছেন।

সর। বিশ্বাসী? কোথায় বিশ্বাসী মর্ত্তজা? মুরশিদাবাদের জলবায়ু বিশ্বাসের অনুকূল নয়। এখানে দুদিন বাস করলে দেব-হৃদয় কলুষিত হয়। তাইত উজীর! তোমারও মুখে আজ আমি সে নির্ম্মল সৌন্দর্য্য দেখতে পাচ্ছি না কেন?

মর্ত্তজা। (পদতলে পড়িয়া) হুজরত!

সর। কি করেছ উজীর?

মর্ত্তজা। হৃদয়ে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করেছি।

সর। তুলে ফেল, আলিবর্দ্দীর বিশ্বাসঘাত-কতার বিষমাখা তীর ফলক দিয়ে তাকে এখনি হৃদয় থেকে তুলে ফেল। মুখের সৌন্দর্য্যে শয়তানি কালিমা মাখিয়ো না। সুলতান-পুত্র সংসার ত্যাগ করে ভিখারীর বেশে বাংলায় এসেছিলে। বাংলার বাতাস আগমনমাত্রেই তোমার প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জড়িয়ে দিয়েছে। বুঝতে পারছি, তোমার মনে মসনদ নেবার অভিলাষ জেগেছে। আর নয়, ওঠ মর্ত্তজা! মৃত্যু, সুখের সমর-মৃত্যু আমাদের দূর থেকে দুন্দুভি ধ্বনিতে নিমন্ত্রণ করছে। মৃত্যু বন্ধু, তাকে আলিঙ্গন করবে চল।

মর্ত্তজা। প্রাণে অনুতাপের জ্বালা! একবার প্রভু-রক্ষার চেষ্টায় প্রায়শ্চিত্ত করতে পাব না?

সর। বেশ, ক্ষণেক পার্শ্বের গৃহে অপেক্ষা কর, উত্তর দিচ্ছি। ঘরে জগৎশেঠ বিশ্রাম করছে, তাকে পাঠিয়ে দাও। (মর্ত্তজার প্রস্থান) মুসলমান তার পবিত্র সম্পত্তি চির জলন্ত বিশ্বাস হারিয়েছে। হিন্দু! এইবারে তোমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছি। যদি তোমাতে এখন ধর্ম্ম দেখি, তা হলে এখনও একবার রাজ্য রক্ষার চেষ্টা করবো, যদি না দেখি, আমার সাধের জন্মস্থান চির মধুর মুরশিদাবাদ! তোমাকে বিশ্বাস-ঘাতকের রঙ্গালয় করতে চির নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করব।

(ফতেচাঁদের প্রবেশ)

কি জগৎশেঠজী! কি কর্ত্তব্য স্থির করলেন?

জন্য সপ্তাহ সময় দিন।

সর। ততদিন বিলম্ব সইবে না। আলিবর্দ্দী সসৈন্যে বাংলা জয় করতে আসছে, আপনি জানেন। সময় নিয়ে আমাকে প্রতারিত করবেন না। শুধু তাই নয়, আলিবর্দ্দী কোথায় এসে ছাউনি করেছে, তাও আপনার জানা আছে। ভীত হবেন না, আমি ও প্রশ্ন আর করব না। এখন যা জানতে চেয়েছিলুম, আপনি সেই প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফতে। তা—তা—একান্তই যদি হুজুরালি জেদ না ছাড়েন, তা হলে রাত্রে—

সর। পৌত্রবধুকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন!

ফতে। কাজেই—গোলামের আর উপায় নেই।

সর। এই না ফতে চাঁদ, একটু আগে বংশ-মর্য্যাদা রাখতে তুমি জান দিতে চেয়েছিলে! সেই মর্য্যাদা তুচ্ছ অর্থের কাছে লঘু হয়ে গেল? অর্থলোলুপ বেনিয়া! যাও, তোমার পৌত্রবধুকেও দেখতে চাই না, তোমার কাছে

যে প্রাপ্য অর্থ, তাও চাই না। সে অর্থ তোমার পাপ হস্তে পড়ে কলুষিত হয়েছে। যাও, মুরশিদকুলি খাঁর সঞ্চিত অর্থ তার বিশ্বাসঘাতক ভৃত্যের প্রয়োজনে নিযুক্ত করে বংশমর্য্যাদার পোষণ কর। উজীর! (মর্ত্তজার প্রবেশ) আবর্জ্জনাপূর্ণ গৃহ রক্ষার আর প্রয়োজন নেই। এখনি যুদ্ধের আয়োজন কর। হিন্দুর কৃতজ্ঞতা দেখবার মোহে দাঁড়িয়েছিলুম। মোহ টুটেছে, বাঁধন ছিঁড়েছে। যুদ্ধের আয়োজন কর, মুক্তির আয়োজন কর। উজীর! জীবনের পরপারে ওই দেবদুন্দুভি বেজে উঠেছে, আর বিলম্ব কর না, সঙ্গে চল, সঙ্গে চল।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল।

মর্ত্তজা।

মর্ত্তজা। যাক, দুরাত্মা আমাদের সমরের আয়োজন দেখে, ভয়ে সন্ধি করতে এসেছে। লাল রুমালে কোরাণ মুড়ে নবাবের কাছে পাঠিয়েছে। সেই কোরাণ ছুঁয়ে যুদ্ধ করব না প্রতিজ্ঞা করেছে—ক্ষমা চেয়েছে। করুণাময় নবাব কোরাণ দেখেই তাকে ক্ষমা করেছেন। সুতরাং এ যাত্রা আর আলিবর্দ্দীর সঙ্গে যুদ্ধ হল না। এখন রাত্রিটে রণক্ষেত্রে কোনও রকমে কাটিয়ে প্রাতঃকালে নবাবকে নিয়ে মুরশিদাবাদে ফিরে যাই। গাউস খাঁ তার পল্টন নিয়ে আজও পৌঁছিতে পারলে না। মুরশিদাবাদী সৈন্য অশিক্ষিত। শুধু অশিক্ষিত নয়, তার অধিকাংশ আবার বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং যুদ্ধ না হওয়া এক রকম ভালই হয়েছে। (নেপথ্যে রণকোলাহল) একি? সহসা পূর্ব্ব ফটকে লড়াইয়ের গোলমাল উঠল কেন, (মর্দ্দানালির প্রবেশ) কেও—কেও?

মর্দ্দান। এইযে উজীর সাহেব! এই নিন আপনার বুদ্ধির পুরস্কার। (লাল রুমালে বদ্ধ ইষ্টক দান)

মর্ত্তজা। কি এ? একি? এ যে ইট!

মর্দ্দান। খুলে দেখলেন না এতে কি আছে? কোরাণ বলে হাতে দিতেই আপনারা কোরাণ বলে বিশ্বাস করলেন।

মর্ত্তজা। তাইত, একি প্রতারণা!

মর্দ্দান। আর কেন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। আমাদের ঘুম পাড়িয়ে আলিবর্দ্দী অন্ধকারে নদী পার হয়েছে।

(সৈন্যগণের প্রবেশ)

মর্ত্তজা। ভাই সব, প্রতারিত হয়েছি। বিশ্বাসঘাতক লাল রুমালে ইট মুড়ে কোরাণ বলে পাঠিয়েছে। আমাদিগকে নিশ্চিন্ত করে অন্ধকারে নদীপার হয়েছে। এখন চারি দিকে আক্রমণ! রক্ষা করুন, এক এক জন এক এক দিক রক্ষা করুন।

মর্দ্দান। আর রক্ষা [illegible]রে রাখলেন কি উজীর?

মর্ত্তজা। বেঁচে? [illegible] কিংবা বেঁচে থাক সরদার, কাল তিরস্কার [illegible]।

(লুৎফুল্লার প্রবেশ)

লুৎ। পাঠান সরদার মুস্তাফা প্রবল বেগে নবাব শিবির আক্রমণ করেছে। আলিবর্দ্দী সহরের পথ আক্রমণ করেছে। কে কোথায় আছ এস—বাধা না দিলে দাঁড়িয়ে মৃত্যু।

মর্দ্দান। তবে আর কথার প্রয়োজন কি? বাঁচি, বাঁচেন, নবাবকে রক্ষা করতে পারি, পারেন, কাল প্রাতঃকালে যে যাকে সেলাম দেওয়া যাবে।

লুৎ। খোদা! বেইমানের হাত থেকে নবাবকে রক্ষা করবার বল দাও।

মর্ত্তজা। চল, ভাই সব চল—নবাবকে রক্ষা কর—বাংলার মসনদ রক্ষা কর।

[সকলের প্রস্থান।

(নেপথ্যে রণবাদ্য ও কোলাহল)

সরফরাজ ও বিজয় সিংহের প্রবেশ)

বিজয়। দোহাই জাঁহাপনা! অন্ধকার—পথ চিনতে পারবেন না! শত্রুর গুলি চারিদিকে ছুটছে! দোহাই জাঁহাপনা—আর অগ্রসর হবেন না।

সর। বিজয় সিং কি বুঝছ? ধর্ম্মের নামে যুদ্ধ। হিন্দু! কোন সাহসে তুমি আমাকে অগ্রসর হ'তে নিষেধ করছ? পবিত্র কোরাণ আবৃত ছিল, দেশের দুর্ভাগ্যে আবরণ উন্মোচনে সে ইষ্টকে পরিণত হয়েছে! প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও, সত্যের অন্তর্দ্ধানে মরতে দাও। মৃত্যু সত্য, মৃত্যু প্রাণ! বিজয়! তাকে আলিঙ্গন দিয়ে সত্যের পথ উন্মুক্ত করে না দিলে, বাংলার গৃহে আর সত্য প্রবেশ করতে পরবে না। সত্যের পথ উন্মুক্ত কর। হিন্দু! সত্যের আগমনের জন্য অন্ততঃ একটী পথ-রেখা কণ্টকের আক্রমণ থেকে রক্ষা কর।

বিজয়। কি ক'রে রক্ষা হবে জনাবালি?

সর। কি করে হবে? কে যেন আমাকে বলছে শিবির পরিত্যাগ কর! বেইমানের ছুরীতে মর না! যদি মরণই তোমার ধ্রুব, তা হ'লে অগ্রসর হও, হৃদয় শোণিতে সত্যাশ্রয়ীর ছুরিকার তৃষ্ণা নিবারণ কর।

[প্রস্থান।

বিজয়। তবে নবাব! আপনারই সম্মুখে, আপনারই জীবনরক্ষায় আমার মৃত্যু হোক।

[উভয়ের প্রস্থান।

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। বাবা যে আমাকে ফেলে চললো! কে আমাকে নিয়ে যাবে! ওগো কে আমাকে পিতার কাছে নিয়ে যাবে—নবাবের কাছে নিয়ে যাবে?

(রমার প্রবেশ)

রমা। কেউ নেই ক্ষুদ্র সরদার?

জালিম। ওমা সব চলে গেল—লড়াই বাধল—অন্ধকারে আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না, আমাকে সেখানে কে নিয়ে যাবে?

রমা। এই যে আমি আছি সরদার—কোলে ওঠ—রাজার রক্ষী হ'তে চাও ত আর এক লহমাও দেরি কর না।

(জালিমকে লইয়া প্রস্থান)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ।)

(নেপথ্যে রণকোলাহল, আলিবর্দ্দী ও চিন্তামণির প্রবেশ)

আলি। কই ভাই, কার্য্যত সম্পন্ন হ'ল না?

(আহম্মদের প্রবেশ)

আহ। ঠিক হবে—ঠিক হবে। কামানে বালি ভরেছি। বারুদে জল দিয়েছি। ভয় নেই আলিবর্দ্দী! ও মুহূর্ত্তের যুদ্ধ চেষ্টা—এখনি বন্ধ হবে। এগিয়ে যাও—এগিয়ে যাও।

আলি। এস চিন্তামণি, এস—অনেক দূর অগ্রসর হয়েছি—আর পিছু হটতে পারব না, এস।

(নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। হুঁসিয়ার! ফিরে যাও পিতা—ফিরে যান পিতৃব্য—আপনাদের দুরভিসন্ধি পূর্ণ

হ'ল না। স্বর্গ থেকে দূত নবাবকে রক্ষা করতে এসেছে। কি তীব্রগতি! বাধা দিতে নন্দলাল মরেছে, মুস্তাফা মরেছে—

আহ। সে কিরে? ও আল্লা! একি হ'ল?

নোয়া। ওই আসছে—পালাও—পালাও।

(প্রস্থান)

আহ। পালিয়ে এস—পালিয়ে এস—

(পলায়ন)

(গাউসের প্রবেশ)

গাউস। কই আলিবর্দ্দী—কই বিশ্বাস-ঘাতক আলিবর্দ্দী?

আলি। ভয় কি ভাই—মসনদ গ্রহণ করতে এসে মৃত্যুভয়ে পালাব কেন?

গাউস। তুই—বেইমান?—তুই?

(আলিবর্দ্দীকে আক্রমণ, পশ্চাৎ হইতে ছেদন কর্তৃক গাউসখাঁকে গুলি করণ। গাউসখাঁ ও আলিবর্দ্দীর ভূপতন।)

ছেদন। বস—সব শেষ—আলিবর্দ্দী! তোমার রাজ্য-প্রাপ্তির দুর্ভেদ্য বাধা মৃত্তিকাসাৎ করেছি, প্রভু সরফরাজের বিশাল বক্ষ আমার হস্তনিক্ষিপ্ত অস্ত্র আলিঙ্গনের আকাঙ্খায় যেন অপেক্ষায় মুক্ত ছিল। বস্—সব শেষ! না না এখনও বাকী আছে। প্রতারিত মুসলমান! এবারে কার প্রাণ?

(জালিমের প্রবেশ)

জালিম। এবার তোমার।

(ছেদনের বক্ষে ছুরিকাঘাত)

ছেদন। আঃ! কোথা থেকে এলি? বালক বীর! আমার অমানুষিক বীরত্বের অপূর্ব্ব পুরস্কার দিতে কোন্ দেবরাজ্য থেকে ছুটে এলি?

জালিম। তুমি আমার পিতাকে হত্যা করেছ, প্রভুকে হত্যা করেছ—তাই আমি তার প্রতিশোধ নিতে এসেছিলুম।

ছেদন। সুন্দর প্রতিশোধ—পিছন থেকে অস্ত্রাঘাত করবার সমস্ত সুযোগ থাকতে তুই সুমুখে এসে ছোরা মেরেছিস্। ছোরা আমূল বুকে বিঁধে গেছে। রণক্ষেত্রে অস্ত্রশস্ত্র হয়েছিস. নে ভাই, মেহেরবানি ক'রে আমার অস্ত্র উপহার নে!

জালিম। নেব?

ছেদন। যদি না নিস, আমার মর্ম্মবেদনা তোর সঙ্গে সঙ্গে যাবে।

জালিম। তবে দাও—

[অভিবাদন ও প্রস্থান।

(আলিবর্দ্দী উঠিয়া)

আলি। কে তুমি অজ্ঞাত-পরিচয় বন্ধু, সকলের অলক্ষ্যে আমাকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করলে? উদ্ধার ক'রে সঙ্গোপনে বাংলার মসনদ আমার হাতে তুলে দিলে? কে তুমি? আমার প্রাণদাতা, জয়দাতা, রাজ্যদাতা কে তুমি? সমস্ত দেহে রক্ত ধারায় প্রকৃত বীরত্বের গৌরব বহন ক'রে টলতে টলতে আসছ—কে তুমি?

ছেদন। চিনতে পারছেন না নবাব?

আলি। কেও, হাজারি মনসবদার—তুমি? তুমি এসেছ? তুমি আমায় বাঁচিয়েছ?

ছেদন। পবিত্র কোরাণ—হজরতের দান—অমান্য করতে পারিনি।

আলি। তুমি গাউস খাঁকে মেরে আমাকে মৃত্যু থেকে রক্ষা করলে? নবাবকেও তুমি কি বিনাশ করেছ সরদার?

ছেদন। করেছি। প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ আমি সেই মহাবীরকে ধরণীর কোলে স্থান দিয়েছি।

আলি। এস মনসবদার তোমার বীর বক্ষ একবার বক্ষে ধারণ করি।

ছেদন। (হাস্য) তার উপায় নেই। এই মাত্র এক বালক দেবদূত বেইমানের বুকের স্পর্শ থেকে, এই প্রতারিত মুসলমানের বক্ষের ব্যবধান দিয়েছে। (বক্ষে সংলগ্ন ভোজালি প্রদর্শন)

আলি। তাইত একি? এ যে ভোজালী!

ছেদন। এখনও কি এ বুকে বুক ঠেকাতে সাহস কর আলিবর্দ্দী খা? যাও, বাঙ্গলার মসনদ গ্রহণের বাসনায় বেইমানির উপর বেইমানি করেছ! সরে যাও, আমি মরিয়া—কাছে এলে তোমাকেও হত্যা করবো। নবাব, নবাব! ক্ষমা চাই না। চোরের মতন হত্যা করেছি। করুণা ক'রে তোমার চরণের কাছে, আমাকে মাথা রাখতে দাও। (প্রস্থান।

আলি। আর কেন, এস চিন্তামণি! মসনদের পথ নিষ্কণ্টক হ'ল।

চিন্তা। দাঁড়িয়ে আর কি দেখছেন নবাব? কাঁটায় কাঁটা বিঁধে আপনার সিংহাসনের পথ কুসুমকোমল করে দিলে।

আলি। প্রহারের বেগ সামলাতে আমি পড়ে গেছি। চিন্তামণি! আমার হাত ধ'রে নিয়ে চল।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

রণস্থল (অপরাংশ)।

(সর্‌ফরাজ)

সর্। কাল সংহারমূর্ত্তি নিয়ে খেলা ক'রছে। ক্ষুদ্র আমি, তার খেলায় বাধা দিতে হাত বাড়িয়েছিলুম! অভিমান চূর্ণ হয়েছে—বিদ্ধ হৃদয়ে সঙ্গীহীন অবস্থায় কালাহত নরদেহ-প্লাবিত প্রান্তরে আমি কালের খেলনা হ'য়ে বসে আছি। আলিবর্দ্দী ভাইকে মস্‌নদ গ্রহণের নিমন্ত্রণ কর্‌লুম—মুরশিদাবাদের সৌন্দর্য্য অটুট রাখতে বিশ্বাসের পুষ্পপাত্রে সৌহার্দ্দের কুসুম উপহার নিয়ে আলিবর্দ্দীর সম্মুখে ধ'র্‌তে এলুম, ভাইজান ছুরী হাতে আমার নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌তে এলো—আত্মীয় স্বজনের বুকের রক্তে পুষ্পপাত্র কলুষিত ক'রে দিলে! আর কেন নয়ন! নিমীলিত হও—শোণিত-শীকর-সিক্ত বঙ্গ-প্রকৃতি দেখ্‌তে দেখ্‌তে মলিন হ'য়ে এলো—বিশ্বাসঘাতকতা মসনদ গৃহের দ্বার অধিকার ক'র্‌লে—মুরশিদাবাদ ওই বিপুল অন্ধকারে ঢেকে গেল!

(ছেদনকে লইয়া জালিমের প্রবেশ)

জালিম। হুজুরালি!

সর্। কেও ভাই, জালিম এলি?

জালিম। আসতুম না। তোমার মরণ দেখতে আসতুম না। অন্ধকারে পথ চিন্‌তে পারিনি বলে, মা আমাকে কোলে ক'রে এনেছিল, সেই মা পথে মরে গেছে—বাবা মরে গেছে। তুমি ছিলে, তুমিও চললে। কি সুখে তোমার কাছে আসব নবাব? তবু এসেছি, তোমাকে যে মেরেছে, বাবাকে যে মেরেছে, মালেকা বিবির স্বামীকে যে মেরেছে, আমি তাকে মেরেছি।

সর্। সে ব্যক্তি কে জালিম?

ছেদন। করুণাময় প্রভু সর্‌ফরাজ—এই শয়তান।

সর্। কেও, ছেদন! তুমি?

ছেদন। নবাব—বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দী প্রতারণা—কোরাণ—ছুঁয়েছি—মেরেছি।

সর্। বুঝেছি—আর আমার কোন দুঃখ নেই। আমি অধার্ম্মিকের হাতে মরিনি। যাও ভাই—শান্তিময়ের রাজ্যে গিয়ে বিশ্রাম নাও।

(আলিবর্দ্দী ও নোয়াজেসের প্রবেশ)

নোয়া। ঠিক এইখানে তাকে হত হ'তে দেখেছি পিতৃব্য।

আলি। যাক, আজ অন্ধকারে আর খোঁজা চলে না। রাত্রি প্রভাতে তার দেহের খোঁজ করব।

সর্। (বক্ষে এক হস্ত দিয়া) খোঁজ করে কি করবে আলিবর্দ্দী? দেহটাকেও কি নিশ্চিন্ত হয়ে মাটীতে মিশতে দেবে না?

আলি। য়্যাঁ—য়্যাঁ!

সর্। খাড়া রও—কাঁপছ কেন—কথার ঝঙ্কার সহ্য করবার শক্তি নেই, তুমি না যুদ্ধ করতে এসেছ? দাঁড়াও—শেষ আদেশ—শোন—শোন—আলিবর্দ্দী! তোমার বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ—বাংলার মসনদ তোমাকে দান করলুম। (পতন)

আলি। তাইত একি শক্তি!—একি শক্তি! সর্ব্ব শরীর কেঁপে গেল! (প্রস্থান)

নোয়া। দাঁড়াও পিতৃব্য, দাঁড়াও—নোয়াজেসের কথায় বিশ্বাস করনি—দাঁড়াও।

(সরফরাজকে সেলাম করিতে করিতে প্রস্থান)

মালেকা। নবাব! নবাব! নবাব!

সর্। ভাই বল—নবাব মরে গেছে—তোমাদের করুণাদত্ত অনন্ত সম্বন্ধ বহন করে নিয়ে যাবার জন্য একটি ব্যাকুল ভিখারী পথপার্শ্বে পড়ে আছে। কিন্তু কই মালেকা! আমার কবরের উপরে গান গাইবে প্রতিশ্রুত হয়েছিলে, যে মধুর মরণাচ্ছাদনে সারা জীবনটা আমি স্বপ্নে কাটিয়েছি—আমার সে সমাধির আবরণ রাখিয়া কই?

(হায়দারির প্রবেশ)

হায়। এইযে এনেছি সখা! তোমার গন্তব্যপথ কুসুমাকীর্ণ করবার জন্য, করুণাময় তাকে আগে থাকতেই সেই মহাপথের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। অন্ধকারে গুলি এসে তোমার আগে তার বক্ষ বিদ্ধ ক'রেছে!

সর্। এস হজরত, মৃত্যু-পথে হাত ধর;

হায়। তোমার সখা।—তোমারই সঙ্গলোভে আমি ব্যাকুল হ'য়ে মুরশিদাবাদে ছুটে এসেছিলুম। চির মুক্ত পথ, চলে যাও।

সর্। মালেকা—মালেকা—আনন্দময়ী মালেকা! বিলম্ব কেন, করুণাময়ের আবাহন কর। এস হৃদয়ে হৃদয়েশ্বরী! (মৃত্যু)

হায়। মালেকা! চক্ষু জল ফেল না; আমার হৃদয়ের গোপন কথা শ্রবণ কর। ঈশ্বরের ইচ্ছায় একটি ব্রাহ্মণ-সন্তানকে কিনে এনে তাকে বাংলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করেছিলুম—সেই ঈশ্বরের ইচ্ছায় তার দৌহিত্রের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার মসনদের উচ্ছেদ হল।

যবনিকা পতন।